সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ঊনচত্বারিংশ ভাগ

———) ০ (———

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৯

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

উনচত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্-এ, ডি-লিট্, সি. আই. ই.

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

স্মৃতি-রক্ষণ

বিগত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের পহেলা তারিখে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্‌-এ, সি. আই. ই. পি-এইচ্ ডি মহোদয়ের তিরোধানে প্রাচীন ভারতবিদ্যার তথা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনপনেয় হানি ঘটিল—আমাদের দেশ এমন একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী, সাহিত্যস্রষ্টা ও চিন্তানেতাকে হারাইল, যাঁহার অভাব পূরণ হইবার নহে। গত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া সর্ব্বজনপূজ্য শাস্ত্রী মহাশয় অধ্যাপন, রস-রচনা ও অনুসন্ধান, লুপ্তরত্নোদ্ধার দ্বারা দেশবাসীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত জ্ঞান-সাধনা বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর পক্ষে এই যুগে একটি যথার্থ গৌরবের বস্তু। প্রথম জীবনে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত-সাহিত্য বিষয়ে গবেষণায় তিনি ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সদাজাগ্রত অনুসন্ধিৎসা তাঁহাকে আমাদের দেশে অনালোচিতপূর্ব্ব নানা তথ্য উদ্ঘাটনে প্ররোচিত করে। প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য; প্রাচীন লিপি ও অনুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় ইতিহাস; প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শন এবং আধুনিক লৌকিক জীবনের সহিত জড়িত বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও মতবাদ; বাঙ্গালা, নেপাল, উত্তর-ভারত ও রাজস্থানের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাহিত্যিক এবং অন্য বিষয়ক মানসিক কৃষ্টি; ভারতের সামাজিক ইতিহাস ও প্রগতি;—এই সমস্ত বিষয়ে সার্থক গবেষণা, যেমন ইতিহাস লিপিবিদ্যা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অনন্যসুলভ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, অন্য দিকে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় তাঁহার আবিষ্কার বাঙ্গালীর ভাষা ও সমাজের লুপ্ত ইতিহাসের অন্ধ-তমিস্রা ভেদ করিয়া জ্ঞান ও অনুশীলনের আলোকপাত করিতে যে সাহায্য করিয়াছে, তাহা অমূল্য,—এই বিষয়ে তাঁহার আবিষ্কার-ও তাঁহার নামকে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় অমর করিয়া রাখিবে। এক হিসাবে, সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত, অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্য আবিষ্কার ও প্রকাশে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁহার যে কৃতিত্ব, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার ও উৎকর্ষ আবিষ্কার করায়, বাঙ্গালী সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ চিহ্ন নির্ণয় করায় এবং বঙ্গভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্য্যাপদ' আবিষ্কার ও প্রকাশ করায়, বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্বকথার চর্চ্চা সম্বন্ধে কতকগুলি চিরস্থায়ী উপাদান আহরণ করিয়া দেওয়ায় তাঁহার কৃতিত্ব বোধ হয় আরও অনেক বেশী। শাস্ত্রী মহাশয় কেবল নীরস প্রত্নতাত্ত্বিক ও সংস্কৃত-ব্যবসায়ী, ঐতিহাসিক ও গ্রন্থ-সম্পাদক ছিলেন না; তাঁহার কবি ও বিদগ্ধ জনোচিত রসবোধ এবং শব্দ-শিল্পীর পক্ষেও দুর্লভ তাঁহার সহজ প্রাঞ্জল স্বচ্ছ সুন্দর ভাষা-শৈলী তাঁহার সমস্ত রচনাকে উদ্ভাসিত করিয়া দিত, এবং তাঁহার গবেষণামূলক আলোচনাকেও যেন সৎসাহিত্য পদে উন্নীত

করিত। এতদ্ভিন্ন অনুসন্ধান ও অনুশীলনের দ্বারা ঐতিহ্য কথার পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক তিনি যেমন একদিকে দেশের সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, অন্য দিকে যৌবন কাল হইতেই তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে রসসৃষ্টি দ্বারা বঙ্গবাণীর নিকুঞ্জকে পুষ্প-সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বেণের মেয়ে' উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থরাজি বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে তাঁহার আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে।

কেবল পাণ্ডিত্য, রসবেত্তৃত্ব ও রসসৃষ্টিতে শাস্ত্রী মহাশয় যে অতুলনীয় ছিলেন তাহা নহে, তিনি অসাধারণ কর্ম্মীও ছিলেন। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় ও প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথীর অন্বেষণে সমগ্র দেশব্যাপী ভ্রমণ তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অন্যতম পরিচয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা কালে উক্ত শিক্ষায়তনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন তাঁহার এক প্রধান কীর্ত্তি; এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের অভিনয় কালে, প্রাচীন ইতিহাস ভাস্কর্য্য ইত্যাদির আলোচনায় লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নাটকের পাত্রপাত্রীগণকে সময়োপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করানো তাঁহার দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়—এ বিষয়ে বাঙ্গালা নাট্যশালার পক্ষেও তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিবার কথা। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মিত্বের বিশেষ ক্ষেত্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-ই ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটী ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, এই দুই অনুসন্ধান সমিতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য জীবনের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যের দ্বারা তিনি পরিষৎকে যে সেবাদান করিয়াছেন তাহার তুলনা তো হয় না;—অধিকন্তু নানা দৈন্য অভাব অভিযোগ অক্ষমতাকে পূরণ করিয়া বাঙ্গালীর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য সদা চেষ্টিত ছিলেন, এবং প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেন। নানা দিক্ দিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক টান, তাঁহার হিতৈষণা ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে ঋণী।

তিনি নিজে ছিলেন শ্রমশীল কর্ম্মী; এই জন্য বিদ্যালোচনার ক্ষেত্রে যেখানেই তিনি সত্যকার আগ্রহ এবং পরিশ্রমের সামান্যও পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে কৃতিত্ব বা কৃতিত্বের আভাস দেখিয়াছেন, সেখানেই তিনি উচ্ছ্বসিত আনন্দের সহিত তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। অন্যথা, তিনি স্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন বলিয়া যে ক্ষেত্রে শ্রমকাতরতা বা যোগ্যতার অভাব তিনি দেখিতেন, বা ঐ দুই অবগুণ আছে বলিয়া তাঁহার ধারণা হইত, সেখানে তিনি মোটেই প্রশ্রয় দিতেন না।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের সহিত যাঁহার পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছে, তিনি তাঁহার চরিত্রের একটি দিক্ দ্বারা নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইয়াছেন—তাঁহার সদাপ্রফুল্ল ভাব এবং হাস্যরস-প্রবণতা। যেরূপই অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকুন না কেন, কখনও কেহ তাঁহার মুখে বিরক্তির লক্ষণ দেখেন নাই—প্রচুর কারণ থাকিলেও বিরক্তি-ভাব তাঁহার চিত্ত-প্রসন্নতার নিকট সত্বর পরাভব স্বীকার করিত। তাঁহার রসালাপ তাবৎ উচ্চশিক্ষিত হৃদয়বান্

ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য ছিল, এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক সূক্তি ও পরিহাসস্নিগ্ধ বচন অনেকেই শুনিয়াছেন। তাঁহার রসিকতা যেমন সহজ তেমনি প্রতিভোজ্জ্বল হইত। শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে আর একটি বিষয় প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়গ্রাহী ছিল—তাঁহার সচেতন ও সাভিমান বাঙ্গালীত্ব-বোধ। তিনি প্রাচীন ভারতের জ্ঞানালোচনায় মগ্ন ছিলেন—ভারতীয় বলিয়া, হিন্দু বলিয়া, ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার পূর্ণ আভিজাত্যবোধ ছিল; কিন্তু তৎসঙ্গে তিনি মুক্তকণ্ঠে তাঁহার বাঙ্গালীত্বের গৌরব করিতেন। ইতিহাস আলোচনা করিয়া স্বজাতির কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনি স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন,—এবং বাঙ্গালী জাতি যাহাতে তাহারা পিতৃপুরুষের গৌরব সম্বন্ধে পুনরায় সচেতন হইয়া তাহার আত্মবিস্মৃতির আত্মঘাতকর নিশ্চেষ্টতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় উৎসাহশীল ও উদ্যোগপরায়ণ হইতে পারে, সে বিষয়ে তিনি বারবার উপদেশ দিতেন। এ বিষয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণের সমধর্ম্মী ছিলেন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর সমাজের প্রতি অবলোকন করিবার শিক্ষা সামর্থ্য ও সারল্য তাঁহার ছিল, এই জন্য তিনি নিজে ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা সমগ্র জীবন ধরিয়া পালন করিলেও সামাজিক বহু বিষয়ে তিনি উদারপন্থী ছিলেন এবং সমাজসংস্কারের বহু প্রস্তাবে তিনি উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রাচীন-পন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জীবনের সহিত, সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজসংরক্ষণের জন্য বিচার ও যুক্তিপূর্ণ উদারতার এইরূপ সমাবেশ অত্যন্ত বিরল।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সুদীর্ঘ ষট্‌সপ্ততি বৎসরব্যাপী জীবন বাঙ্গালী জাতির মানসিক উৎকর্ষের ইতিহাসের একটি সমগ্র যুগকে আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশব সেন প্রমুখ মনীষিগণের সমসাময়িক ছিলেন, আবার এদিকে আধুনিক বঙ্গীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শিক্ষা সাহিত্য বা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাঁহাকে অন্যতম গুরু বলিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। তিন পুরুষব্যাপী তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রভাব। এ সমস্ত বিষয় বিচার করিলে, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী ও কীর্ত্তিকে বাঙ্গালা দেশের জ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে একটি অপূর্ব্ব ও বিরাট ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্ররূপে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ কাল ধরিয়া ঘনিষ্ঠভাবে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া পরিষৎ কৃতজ্ঞ এবং গৌরবান্বিত। এইরূপ জ্ঞানী ও কর্ম্মীর স্মৃতি ভবিষ্যদ্বংশীয়দের নিকটে যাহাতে যথোপযুক্ত ভাবে প্রতিভাত হয়, তদ্বিষয়ে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জাতির মুখপাত্র স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি-সংরক্ষণের কার্য্য গ্রহণ করিতেছেন। ইতি-পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবৎকালে তাঁহার পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষগ্রন্থির স্মারক ও তাঁহার প্রতি পরিষদের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ পরিষৎ "হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা" প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কতিপয় সদস্যের চেষ্টায় এই লেখমালা প্রথমখণ্ড মুদ্রিত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বিগত ১৪ই ভাদ্র তারিখে তাঁহার গৃহে ক্ষুদ্র একটি বন্ধু-সম্মেলন করিয়া সমর্পণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড এখন যন্ত্রস্থ, পরিতাপের বিষয় শাস্ত্রী

মহাশয় মুদ্রিত অবস্থায় ইহা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। এই লেখমালায় বঙ্গদেশের চল্লিশ জনেরও অধিক মনীষী স্বরচিত মৌলিক গবেষণাত্মক প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি নিজ নিজ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এক্ষণে শাস্ত্রী মহাশয়ের দেহত্যাগের পরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতিকে যথাসম্ভব চিরস্থায়ী করিবার প্রস্তাব, বাঙ্গালী জনসমাজের কার্য্যতঃ সহানুভূতি প্রকাশ দ্বারা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

পত্রিকাধ্যক্ষ।

হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতি

বিগত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৯এ চৈত্র তারিখের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশে সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের ভার উক্ত সমিতির উপর অর্পণ করা হইয়াছে। তদনুসারে আমরা এই কার্য্যে অংশগ্রহণ করিবার জন্য সাধারণকে আহ্বান করিতেছি। স্থির হইয়াছে যে, আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হইলে পরিষদ্‌গৃহে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে ও তাঁহার নামে একটি স্বর্ণ-পদকের ব্যবস্থা হইবে, এবং তাঁহার তাবৎ প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। যিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে ও পরিষৎ কার্য্যবিবরণীতে স্বীকৃত হইবে।

হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতির সদস্যগণ—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
শ্রীসত্যচরণ লাহা
শ্রীবিমলাচরণ লাহা
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমন্মথমোহন বসু
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
শ্রীগণপতি সরকার
স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক।

পুরুষোত্তমদেব*

বাঙ্গালায় বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক বড় বড় শাব্দিক জন্মিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষোত্তমদেব একজন। পুরুষোত্তমদেবের একজন টীকাকার সৃষ্টিধর, ইংরেজী ১৭ শতকে বলিয়াছেন যে, লক্ষ্মণসেনের দরকার হয় যে, পাণিনির বৈদিক প্রক্রিয়া ছাটিয়া একখানি ব্যাকরণ লেখেন। হিন্দুর মধ্যে আর কাহাকেও পাওয়া যায় নাই, তাই বৌদ্ধ পুরুষোত্তম দেবকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বৈদিক অংশ ছাটিয়া ভাষাবৃত্তি নামে এক ব্যাকরণ লেখেন এবং তাহার বৌদ্ধমতে উদাহরণ ইত্যাদি দেন। আমরা যত দূর জানি, এ কথাটি ঠিক নয়। সৃষ্টিধর অনেক পরের লোক; তিনি নিজের মাথা হইতে বোধ হয় এ কথাটি লিখিয়াছেন। লক্ষ্মণসেন ১১৬৯ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। তখন তাঁহার পিতা 'দানসাগর' নামে বই লিখাইতেছিলেন, শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেন তাহা শেষ করেন ১১৭১ সালে। কিন্তু সর্ব্বানন্দ বাঁড়ুজ্যে ১১৫৯ সালে অমরকোষের যে টীকা লেখেন, তাহাতে পুরুষোত্তম দেবের বই হইতে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং পুরুষোত্তম তাঁহার আগের লোক। কত আগের, জানা যায় না। আমরা তাঁহাকে ১১০০ সালের বলিয়া মনে করি। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বৌদ্ধদ্বেষী, তাহাতে বাঁড়ুজ্যে মশাই যে তাঁহার তুল্যকালের কোন বৌদ্ধের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিবেন, তাহা মনে হয় না;—প্রাচীন হইলে, সে কথা স্বতন্ত্র। প্রমাণও তিনি যে দু'একটি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে,—অনেক। অন্যান্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের ন্যায় পুরুষোত্তমেরও উপাধি ছিল—উপাধ্যায়; তার পর হন মহোপাধ্যায়, শেষে হন মহামহোপাধ্যায়। তিনি যে বই লিখিবার জন্য অনেক খাটিতেন, তাহার এক প্রমাণ আছে—হারাবলী নামক অভিধান। এই ছোট্ট অভিধানখানি লিখিবার জন্য তিনি ১২ বৎসর খাটিয়াছিলেন। শুধু খাটা নয়, তিনি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের বাড়ী দুমাস ছমাস, এমন কি, এক বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়া আসিয়াছিলেন।

আমরা এখানে শাব্দিক বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবেরই নাম করিতেছি। আর একজন বৌদ্ধ পুরুষোত্তম ছিলেন—তিনি কাশীবাসী। তিনি অনেকগুলি বৌদ্ধদের পুরোহিতের অর্থাৎ সাধনার পুথি লিখিয়াছেন। আর একজন পুরুষোত্তম দেব খুব পণ্ডিত ছিলেন; তিনি উড়িষ্যার রাজা। কিন্তু তিনি আমাদের পুরুষোত্তম দেবের ৪০০ বৎসর পরের।

পুরুষোত্তম দেবের প্রধান বই—ত্রিকাণ্ডশেষ। অমরসিংহ তাঁহার অভিধান লেখেন খ্রীষ্টীয় ৬ শতকে। ৬ হইতে ১১ পর্য্যন্ত ৫০০ বৎসরে অনেক নূতন নূতন শব্দ সংস্কৃতে ঢুকিয়াছিল। সেইগুলি পুরুষোত্তম দেব তালিকা করিয়া দিয়াছেন। অভিধানে যে তিনটি কাণ্ড থাকে,তার সব কয়টি অমরসিংহের বইয়ে আছে, অর্থাৎ (১) পর্য্যায়; (২) নানার্থ ও (৩) লিঙ্গ; সেই জন্য উহার নাম ত্রিকাণ্ড। পুরুষোত্তমদেব উহারই পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন, এই জন্য উহার নাম হইয়াছে ত্রিকাণ্ড-শেষ। ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তম অমরের সঙ্কেত, অমরের পরিভাষা এবং অমরের রীতি ও বর্গক্রম গ্রহণ করিয়াছেন, একটুও বদলান নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,যে সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়,তাহাই তিনি ত্রিকাণ্ডশেষে

---

* বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩রা আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

লইয়াছেন এবং যাহার প্রয়োগ লোপ হইয়াছে, সে সকল শব্দ তিনি উৎপলিনী প্রভৃতি অন্য অভিধানে দেখিতে বলিয়াছেন। যে শব্দ অমরকোষে নাই, অথচ ত্রিকাণ্ডশেষে আছে, সে সকল শব্দ ৬০০ হইতে ১১০০ পর্য্যন্ত এই ৫০০ বৎসরে চলিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অমরকোষে বুদ্ধের নাম ১৭টি আছে এবং শাক্যসিংহের নাম ৭টি আছে। পুরুষোত্তমে এ ১৭ ও ৭টি ছাড়া আরও ৩৭টি ও ৪টি নাম দেওয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন খুব প্রবল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছিল, তাই তাঁহার এত নাম। অমরকোষে মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের নাম নাই; ইঁহারা দুই জনেই বড় বড় বোধিসত্ত্ব। মহাযান মত খুব প্রচার হইলে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে ইঁহাদের আবির্ভাব হয়। পুরুষোত্তমদেব অবলোকিতেশ্বরের ২২টি নাম দিয়াছেন এবং মঞ্জুশ্রীর ২৪টি নাম দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ২১টি বুদ্ধশক্তির নাম দিয়াছেন। অমরকোষে এ সকলের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও বুদ্ধশক্তিদের অনেকের উপাসনার বিষয় সাধনামালায় দেওয়া আছে। যে সময় সাধনমালা সংগৃহীত হয় (অর্থাৎ ১০০০—১১০০ বৎসরে), পুরুষোত্তমদেব সেই সময়েরই লোক, সুতরাং তিনি ইঁহাদের অনেকের নাম দিয়াছেন। বোম্বাই হইতে খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস যে সটীক ত্রিকাণ্ডশেষ ছাপাইয়াছেন, সে টীকাকারের নাম শীলস্কন্ধ; ইনি সিংহল দেশের একজন যতি, এখনও বর্ত্তমান আছেন। ইনি হীনযানের লোক। আর ইঁহারা মহাযানের দেবতা, তাই তিনি বুদ্ধশক্তিদের উপদেবতা বলিয়া লিখিয়াছেন, অবলোকিতেশ্বরকে বুদ্ধবিশেষ ও মঞ্জুশ্রীকে উপাস্যদেব-বিশেষ বলিয়া লিখিয়াছেন। সিংহলের বৌদ্ধেরা এই ৫০০ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের যে পরিণতি হইয়াছিল, তাহার কিছুই খবর রাখেন নাই। সেই জন্য শীলস্কন্ধ এগুলির যথাযথ বিবরণ দিতে পারেন নাই।

পুরুষোত্তমদেব তান্ত্রিক বৌদ্ধদের অনেক দেবতার নাম করিয়াছেন—তাহার মধ্যে হেবজ্র ('হেবক্র' ছাপাইয়াছেন), হেরুক, চক্রসংবর, বজ্রকপালী, নিসম্ব, শশিশেখর, বজ্রকীট, এই কয়টির নাম দেখা যায়। ইঁহাদের অনেকের নামে স্বতন্ত্র তন্ত্র আছে, এবং ইঁহাদের অনেকের সাধনা আছে। হেবজ্র ও হেরুক যুগনদ্ধমূর্ত্তি—শূন্যতা ও করুণার একত্র সম্মিলন। এই সকল মূর্ত্তি তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের শেষকালে প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল।

পুরুষোত্তমদেব যেমন বুদ্ধ বোধিসত্ত্বদের অনেক নাম দিয়াছেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণদের দেবতাদেরও অনেক নাম দিয়াছেন। অমরসিংহ ব্রহ্মার ২০টি নাম দিয়াছেন; পুরুষোত্তমদেব ১৬টি দিয়াছেন, ইহার মধ্যে ৪।৫টি নাম দুজনেই দিয়াছেন। নাম কম হওয়ায় বেশ বোধ হইতেছে যে, এই ৫০০ বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মার উপাসনা কমিয়া আসিতেছিল। কেহ কেহ যে বলেন, ব্রহ্মার উপাসনা ছিল না; সে কথা সত্য নহে। পদ্মপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্রহ্মার ১০৮টি মন্দিরের কথা উল্লেখ আছে। অমরসিংহ কিন্তু ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতীর নাম দেন নাই। পুরুষোত্তম দেব ব্রহ্মার পরই বলিয়াছেন,—

* * * ব্রাহ্মী তু ব্রহ্মকন্যকা।
বাগ্দেবী শারদা শুক্লা মহাশ্বেতা সরস্বতী॥"

ইহাতে বেশ বুঝা যায়, এই পাঁচ শ বৎসরে ব্রহ্মার সহিত সরস্বতীর একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। অমরসিংহ ভাষাপর্য্যায়ে বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্বাগ্‌বাণী সরস্বতী।
ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচঃ॥"

অর্থাৎ তখন ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতীর বড় কোন সম্পর্ক ছিল না। সরস্বতী ভাষার দেবতাই ছিলেন অথবা নদী ছিলেন।

বিষ্ণুর নামের তালিকা লইয়া মূল গ্রন্থ ও পরিশিষ্টে বিস্তর ভেদ। অমরসিংহ বিষ্ণুর ৩৯টি নাম দিয়াছেন, পুরুষোত্তম ৬৬। এই ৫০০ বৎসরের মধ্যে পাঞ্চরাত্র নামে এক প্রকাণ্ড সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, পুরাণে আমরা ২৪ খানি পাঞ্চরাত্রের নাম পাই। কিন্তু ডক্‌টর অটো শ্র্যাডের সাহেব মাদ্রাজের আডেয়ার লাইব্রেরী হইতে অহির্বুধ্ন্যসংহিতা নামে যে একখানি পাঞ্চরাত্রের বই ছাপাইয়াছেন, তাহার ভূমিকায় ২০০ শতেরও অধিক পাঞ্চরাত্রের পুস্তকের নাম করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্র সমস্তই বিষ্ণু উপাসনার গ্রন্থ। এই উপাসনা তান্ত্রিক রীতিতে করা হইয়া থাকে। অমরকোষের ৩৯টি নামের বাহিরে যে সব নাম পুরুষোত্তম দিয়াছেন, তাহার অনেক পাঞ্চরাত্র হইতে আসিয়াছে, অনেক অপর অন্যান্য শাস্ত্র হইতেও আসিয়াছে। হরিবংশ ভাগবত হইতেও বিষ্ণুর অনেক নাম সংগ্রহ করা হইয়াছে। হরিবংশ ও ভাগবতে কৃষ্ণের অনুচরদেরও অনেক নাম সংগ্রহ আছে। পুরুষোত্তম লক্ষ্মীর যে কয়টি নাম দিয়াছেন, তাহা অমরসিংহের অপেক্ষা অনেক কম। বোধ হয়, লক্ষ্মীর উপাসনা এ সময় কিছু কম পড়িয়া গিয়াছিল।

অমরসিংহ শিবের ৪৮টি নাম দিয়াছেন। পুরুষোত্তম ৬৩টি দিয়াছেন। অমরসিংহ দুর্গার নাম দিয়াছেন ১৭টি। পুরুষোত্তম দিয়াছেন ৩৭টি। ইহাতে শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের সংখ্যা তখনও ঠিক হয় নাই। নবম ও দশম শতকে কাশ্মীরে যে শৈব দর্শন লেখা হয়, তাহাতে প্রায় ৩০ খানি শৈবতন্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করা হইয়াছে। শুধু যে এক কাশ্মীরেই শৈব মত প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শৈব মত এই সময়ে মাথা তুলিয়া উঠে। নাকুলীশ মত, পাশুপত মত, মত্তময়ূর মত প্রভৃতি নানা মত নানা দেশে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রচুর তন্ত্র-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বড় বড় রাজারা এই সকল শৈবাচার্য্যের শিষ্য হইয়াছিলেন, এবং শিব ও দুর্গার মন্দিরে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। প্রভাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত, নেপাল কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বড় বড় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবের পূজা দুই রকমে হইত—লিঙ্গমূর্ত্তিতে ও বেরমূর্ত্তিতে; কিন্তু শতকরা ৮০টি লিঙ্গমূর্ত্তি; বেরমূর্ত্তি ২০টি হইবে কি না সন্দেহ। অনেক জায়গায় শিবদুর্গার যুগলমূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইন্দ্রের নাম অমরকোষে ৩৫টি, পুরুষোত্তমে ২৬টি। ইহাতে বুঝা যায়, ইন্দ্রের পূজা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল। কিন্তু অনেক জায়গায় শরৎকালের পূর্ণিমায় ইন্দ্রধ্বজ উঠিত এবং সেই সময় লোক খুব আনন্দে উন্মত্ত হইত। ইন্দ্রধ্বজ তোলাকে 'কৌমুদী মহোৎসব' বলিত।

ভূমিবর্গে অমরসিংহ কোন দেশের নাম করেন নাই। ভূমি কত রকম হইতে পারে, তাহাই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। মাটি, বালি, পাথর, কাঁকর, কুরুই, দোআঁশ, মরু প্রভৃতি নানারূপ ভূমিরই নাম করিয়াছেন। পুরুষোত্তম সেইখানে তুরুষ্ক, বাহ্লীক হইতে তমলুক পূর্ব্ববঙ্গ (বর্ত্তনী) কামরূপ পর্য্যন্ত নানাদেশের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল দেশের নাম করিয়াছেন, সেগুলি ৯০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে কোন দেশের নাম তিনি করেন নাই।

ব্রহ্মবর্গে অমরসিংহ ব্রাহ্মণের পূজার আয়োজন, যজ্ঞের আয়োজন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এক জনও ঋষি মুনি প্রভৃতির নাম দেন নাই; এমন কি, চারিটি আশ্রমেরও নাম দেন নাই। কিন্তু পুরুষোত্তম ঋষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, শ্রুতর্ষি, রাজর্ষি, কাণ্ডর্ষিদের পর্য্যন্ত নাম দিয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে তিনি বাল্মীকির নাম দিয়াছেন, বলিয়াছেন—"বাল্মীকিঃ প্রাচেতসঃ"। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম দিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি মাঠরও বলিয়াছেন, বাদরায়ণও বলিয়াছেন; হস্তিশাস্ত্রের কর্ত্তা পালকাপ্যের নাম দিয়াছেন, চাণক্য বিষ্ণুগুপ্তের নাম দিয়াছেন, এবং তাঁহাকেই বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, পক্ষিল স্বামী বলিয়াছেন; পাণিনি, ব্যাড়ি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণের নাম দিয়াছেন। কবির মধ্যে বাল্মীকি ও বেদব্যাস ছাড়া রঘুকার কালিদাসের নাম দিয়াছেন। বোধ হয়, মেধাবী রুদ্রেরও নাম দিয়াছেন, ভারবি ভবভূতির নাম দিয়াছেন, মাঘের নাম দেন নাই।

ক্ষত্রিয়বর্গে অমরসিংহ নীতিশাস্ত্রের শব্দ, যুদ্ধশাস্ত্রের শব্দ, অস্ত্রশাস্ত্রের শব্দ প্রভৃতির নাম দিয়াছেন; কিন্তু কোন রাজা-রাজড়ার নাম দেন নাই। পুরুষোত্তম দেব অত্রি হইতে চন্দ্রবংশের জনমেজয় পর্য্যন্ত অনেক রাজার নাম দিয়াছেন। সূর্য্যবংশে রাম লক্ষ্মণ পর্য্যন্ত নাম দিয়াছেন।

অমরকোষ গোধূমের নাম দিয়াছেন এবং তাহার পর্য্যায় দিয়াছেন—সুমনঃ; কিন্তু পুরুষোত্তম দেব ক্ষত্রিয়বর্গে বলিয়াছেন,—"গোধূমো ম্লেচ্ছভোজনঃ।" গমটা সে কালে আমাদের দেশে চলিত না। এখন যেমন নবান্ন হয়, বেদের সময় সেইরূপ 'আগ্রয়ণ' হইত অর্থাৎ শস্যের আগ খাওয়া অর্থাৎ শস্যের নবান্ন খাওয়া। একটা 'আগ্রয়ণ' হইত ব্রীহি দিয়া, একটা হইত শ্যামাক দিয়া, আর একটা হইত যব দিয়া। ব্রীহি দিয়া হইত শরতে, যব দিয়া বসন্তে, আর শ্যামাক দিয়া বর্ষায়।

পুরুষোত্তম প্রত্যেক কাণ্ডেরই প্রথমে বলিয়াছেন, অমরকোষে যাহা নাই, আমি তাহাই বলিতেছি। নানার্থকাণ্ডের প্রথমে তিনি বলিতেছেন,—

"স্বরকাদ্যাদিকাদ্যন্তক্রমান্নানার্থসংগ্রহম্।
বিহায়ামরকোষোক্তমকার্ষীৎপুরুষোত্তমঃ॥

নানার্থ শব্দগুলি ব্যঞ্জনান্ত-ক্রমে সাজান হইয়াছে, যথা—কান্ত, খান্ত, গান্ত প্রভৃতি। কিন্তু তাহার ভিতরে শব্দগুলিকে স্বরাদি ও ব্যঞ্জনাদি-ক্রমে সাজান হইয়াছে। পুরুষোত্তম বলিতেছেন,—অমরকোষে যে সকল শব্দ নাই, আমি সেগুলি দিলাম। আবার লিঙ্গকাণ্ডের গোড়ায় তিনি বলিতেছেন,—"লিঙ্গাদিসংগ্রহেঽনুক্তমমরেণাভিদধ্মহে।"

লিঙ্গাদিসংগ্রহে অমর যাহা বলেন নাই, আমি তাহা বলিতেছি। সুতরাং দেখিতেছি, তিন কাণ্ডেই অমর যাহা বলেন নাই, পুরুষোত্তম সেইগুলি বলিয়াছেন; সুতরাং পুরুষোত্তমের বই অমরকোষেরই পরিশিষ্ট। এরূপ একখানি পরিশিষ্ট হওয়ারও দরকার হইয়াছিল। কেন না, ১১ শতকের প্রথমার্দ্ধে নৈষধকার শ্রীহর্ষ অমরকোষের ভীষণ সমালোচনা করিয়াছিলেন। পুথিখানি ১১ পাতা মাত্র, কিন্তু তিনি উহাতে অমরকোষকে ছকড়া-নকড়া করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—অমরকোষের লিঙ্গ ভুল, পর্য্যায় ভুল, নানার্থ ভুল। তাই ১১ শতকের শেষে পুরুষোত্তম একখানি পরিশিষ্ট লিখিয়া অমরের মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ত্রিকাণ্ডশেষ ত অমরকোষের পরিশিষ্ট; ইহাতে পুরুষোত্তমকে অমরকোষের বশেই যাইতে হইয়াছে। তিনি আর একখানি অভিধান স্বতন্ত্র লিখিয়াছেন—সেখানির নাম হারাবলী। সেখানিতে ২৭৮টি বই শ্লোক নাই। তাহারও দুই চারিটি শ্লোকে তাঁহার নিজের কথা আছে, নিজের পরিচয় আছে। সুতরাং ২৭২টী শ্লোক লইয়া অভিধান। এই অভিধানে যে সকল শব্দ আগে প্রচলিত ছিল, ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাদেরই অর্থ দেওয়া আছে। অর্থাৎ অমরকোষের সময় প্রচলিত যে সকল শব্দ পুরুষোত্তমের সময় অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদেরই সংগ্রহ ইহাতে আছে। এই সকল অপ্রযুক্ত শব্দ সংগ্রহ করা অভিধান লেখার চেয়ে একটু কঠিন কাজ; সুতরাং গ্রন্থকারকে বড়ই খাটিতে হইয়াছিল। অনেক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল, এ শব্দের প্রয়োগ চলিবে কি না। তাঁহার দুই ছাত্র ও বন্ধু ধৃতিসিংহ ও জনমেজয় তাঁহার খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি ধৃতিসিংহ নামক আর একজন পণ্ডিতের বাড়ীতে প্রায় এক বৎসর অতিথি ছিলেন। যাঁহারাই এই পুস্তক পড়িয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করেন—বইখানি বড় ভাল এবং সংস্কৃত পাঠার্থীদের খুব উপযোগী।

পুরুষোত্তমের আর এক কীর্ত্তি—ভাষাবৃত্তি। পাণিনির স্বরের ও বেদের সূত্রগুলি বাদ দিয়া শুধু ভাষার যে সূত্রগুলি, সেগুলির উপর লঘুবৃত্তি দিয়া ভাষাবৃত্তি তৈয়ারী হইয়াছে। অনেক সময় পাদকে পাদই বাদ দেওয়া হইাছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় পাদটি বৈদিক স্বরের ব্যাপার; সেটি একেবারেই নাই। স্বর্গগত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বইখানি ছাপাইয়াছেন। অনেক সময় বৈদিক সূত্রগুলি ত্যাগ করিয়াছেন, অনেক সময় বৈদিক সূত্রগুলি ছাপাইয়া নীচে বলিয়া দিয়াছেন—ছান্দস। স্বরবৈদিকী বাদ যাওয়ায় বইয়ের তিন ভাগের এক ভাগ বাদ গিয়াছে। পুরুষোত্তম মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

"নমো বুদ্ধায় ভাষায়াং যথাত্রিমুনিলক্ষণম্।
পুরুষোত্তমদেবেন লঘ্বী বৃত্তির্বিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ তিনি পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি, এই তিন জনের মতে ব্যাকরণ লিখিতেছেন, কিন্তু আসলে,তিনি পাণিনির বৌদ্ধটীকা কাশিকা ও ন্যাসের উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে, বিশেষ উত্তর-বাঙ্গালায় অর্থাৎ যেখানে পাল রাজাদের প্রাদুর্ভাব খুব

বেশী ছিল, সেখানে তাঁহার বই অনেক দিন চলিয়াছিল; অনেক টীকাটিপ্পনীও হইয়াছিল। এখন আর চলে না; তখন কিন্তু ভট্টোজী দীক্ষিতের বই হয় নাই। ভট্টোজী দীক্ষিতের বই হইয়া ভাষাবৃত্তির অনেক ক্ষতি করিয়াছে। বাঙ্গালায় ভাষাবৃত্তি চলিলেও অনেক বড় বড় পণ্ডিত পুরা অষ্টাধ্যায়ী পড়িতেন। শ্রীশবাবু বলিয়া গিয়াছেন—রায়মুকুট, শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, কুল্লূকভট্ট, ইঁহারা সকলেই অষ্টাধ্যায়ীতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পুরুষোত্তমদেব ভাষাবৃত্তিতে পাণিনির সূত্রগুলিকে খুব সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমব্যবস্থা বদলান নাই।

পুরুষোত্তমের প্রধান কীর্ত্তি কিন্তু সংস্কৃতের বানান ঠিক করিয়া দেওয়া; সেই জন্য তিনি বর্ণদেশনা, দ্বিরূপ কোষ, একাক্ষর কোষ নামে একখানি অভিধান লিখিয়াছিলেন, বর্ণদেশনার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন বই বলিয়া চলিতেছে, যেমন—জকারভেদ, শকারভেদ, নকারভেদ ইত্যাদি। আমি এইটিকেই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বলি; কেন না, এ বিষয়ে বোধ হয় তিনিই প্রথম নজর দেন। সংস্কৃতের উচ্চারণ ক্রমেই বদলাইয়া যাইতেছিল। উচ্চারণ-ভেদে ক্রমে ভাষারও ভেদ হইয়াছিল; তাহাতে নানারূপ প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ৯ম ও ১০ম শতকে সংস্কৃতের বানানটাও প্রাকৃতের মত হইয়া যাইতেছিল। সকলেই চান, সংস্কৃতের বানান সংস্কৃতের মত থাকুক, প্রাকৃতের বানান প্রাকৃতের মত হউক; কেহই চান না—সংস্কৃতের বানান প্রাকৃতের মত হউক। এই বানানের গোলযোগটা পূর্ব্বাঞ্চলেই বেশী হইয়াছিল;—বিশেষ বাঙ্গালায়। বাঙ্গালীরা 'সম্বৎ' লিখিত, 'কিম্বা' লিখিত; কিন্তু সংস্কৃতে 'সম্বৎ' 'কিম্বা' হয় না, 'সংবৎ' 'কিংবা' হয়। আমরা 'যদু'কে 'জদু' উচ্চারণ করি, 'যদা'কে 'জদা' উচ্চারণ করি; দুটা 'ন'র কোন ভেদই করি না, তিনটা 'শ' যে কেন থাকে, তাহা বুঝিতেই পারি না। ক্রমে এইরূপ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরও তফাৎ হইয়া গেল; সেটা বাঙ্গালায় তত বেশী হয় নাই, কিন্তু হিন্দী নেওয়ারীতে খুব হইয়াছে; যেমন খ, ষ, ক্ষ, তিনটাই এক রকম লিখিত, একটার জায়গায় আর একটা লিখিত, হ ও ঘ ইচ্ছামত লিখিত, সিংহও লিখিত, সিংঘও লিখিত।

পুরুষোত্তমদেব এই সব গোলযোগ দেখিয়া বর্ণদেশনা লিখিয়া তাহাতে বলিলেন, রাজার আদেশ যেমন মানিতেই হয়, অন্যথা করিলে চলে না; বানানের আদেশও সেই রকম মানিতেই হইবে, অন্যথা করিলে চলিবে না। উহার কারণ জিজ্ঞাসার দরকার নাই, অনুসন্ধানেরও দরকার নাই। এই সময় হইতেই সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যাহাতে বর্ণাশুদ্ধি না হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং সংস্কৃত ভাষা ক্রমে প্রাকৃতের প্রভাব হইতে রক্ষা হইতে লাগিল। এমন কি, লেখারও ছাঁদ বদলাইল। বাঙ্গালায় অনেক কাল ধরিয়া খ, ক্ষ, ষ-এ আর গোলমাল করে না, এবং সিংহীর জায়গায় সিংঘী লেখে না। মূর্দ্ধণ্য ণ, ন, এবং তিনটা শ, দুইটি ব'রও পণ্ডিতেরা তফাৎ করিতে পারেন ও করেন; এই সকলের মূল পুরুষোত্তমদেব। মহেশ্বর নামে আর একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতও বানানের বই লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি লেখেন খ্রীষ্টীয় ১১১১ সালে। পুরুষোত্তমের পরে হইবারই সম্ভাবনা। পুরুষোত্তমের পরে গদসিংহ বলিয়া আর একজন লোক বানানের বই লিখিয়া গিয়াছেন; তিনি কিন্তু পুরুষোত্তমেরই পদানুসরণ করিয়াছেন।

দ্বিরূপকোষ মানে—যে সকল শব্দের দুইরূপ বানান হইতে পারে, তাহাদের সংগ্রহ। যেমন—কোশল, কোসল; শস্য, সস্য; বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ ইত্যাদি। এইরূপ সংগ্রহে পুরুষোত্তমের কৃতিত্ব হারাবলী অভিধানে খুব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি অনেক খুঁজিয়া কোথায় কোথায় দুই রূপ চলিতে পারে, আর কোথায় পারে না, তাহা স্থির করিয়াছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার

(আলোচনা)

গত বর্ষের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় পরলোকগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার' নামে একটি সুলিখিত ও বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে (পৃ. ১৪১) আছে,—

"১৭৭২ অব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ গবর্ণর হইয়া আসিয়া বলিলেন,—আমি দাওয়ান হইয়া দাঁড়াইতে চাই।... কোম্পানী দেওয়ানী লইলেন। কিন্তু দেওয়ানী লইলে দেওয়ানী মোকদ্দমা ত করিতে হইবে। মুসলমানদের দেওয়ানী আইন ছিল,...। হিন্দুদের বেলায় কি হইবে? দেওয়ান মোকদ্দমার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতেন, তাহার পর আইন বা ধর্ম্ম কি, জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রশ্ন পাইয়া তাহার উত্তর লিখিয়া দিতেন ও তজ্জন্য তৌলবট পাইতেন। মুসলমান আমলে এই ভাবেই দেওয়ানী চলিয়া আসিত। হেষ্টিংস উহা পছন্দ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—কোড চাই, সংহিতা চাই।...বাঙ্গালী বন্ধুদিগের সহযোগে ওয়ারেন হেষ্টিংস এগার জন বড় বড় পণ্ডিত সংগ্রহ করিলেন। এই এগার জনের প্রথমেরই নাম হইতেছে—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাহার পর পশপুরের কৃপারাম; তাহার পর নবদ্বীপের জোড়াবাড়ীর দুই পণ্ডিত—একজনের নাম রামগোপাল তর্কপঞ্চানন, আর একজনের নাম কালীকিঙ্কর। আর সাত জনের কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার ভিতর একজন ছিলেন—তাঁহার নাম সীতারাম ভাট। ইঁহারা এগার জনে একত্র হইয়া... একখানি বই প্রস্তুত করিয়া দেন; সেখানির নাম—বিবাদার্ণবসেতু। হেষ্টিংস একজন সংস্কৃত-জানা মৌলবীকে দিয়া উহা পারসীতে তর্জ্জমা করাইয়া লন এবং হালহেড নামক একজন ইংরাজকে দিয়া সেই পারসী হইতে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করাইয়া ১৭৭৬ সালে ছাপাইয়া দেন। উহার নাম হয়—হালহেড্স্ জেণ্টু ল।"

হেষ্টিংস বাংলার যে-এগারজন পণ্ডিতকে হিন্দু ব্যবস্থা-পুস্তক সঙ্কলনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম হল্‌হেডের *A Code of Gentoo Laws* পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় এইরূপ দেওয়া আছে,—

"Ram Gopaul Neea´ya´lunka´r, Beereeshur Puncha´nun, Kishen Juin Neea´ya´lunka´r, Ba´neeshur Beedya´lunka´r, Kerpa´ Ra´m Terk Siedhau´t, Kishen Chund Sa´reb Bhoom, Goree Kunt Terk Siedhau´t, Kishen Keisub Terka´lungka´r, Seeta´ Ra´m Bhet, Kalee Sunker Beedya´ba´gees, Sham Sundar Neeay Siedhau´t."*

১৮১৮ সনের ১২ই ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ' নামক বাংলা সংবাদপত্রে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নিমন্ত্রণ-রক্ষার একটি কাহিনী মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি,—

* কৌতুকের বিষয়, বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম মেশিন প্রেস হইতে প্রকাশিত 'বিবাদার্ণবসেতু'র ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে এই গ্রন্থ রণজিৎ সিংহের প্রযোজকতায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—গুপ্তপাড়ানিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মোং কৃষ্ণনগরে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তথাকার এই ধারা ছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণে আসিতেন তাহারা গমনকালে নিমন্ত্রণের বিদায়ি টাকা ও গাড় ও শালপ্রভৃতি ও যাইবার কারণ নৌকাও পাইতেন তাহাতে এক সময় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিদায়ি পাইতে বিলম্ব হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট সঙ্কেত দ্বারা এই কহিয়া পাঠাইলেন যে মহারাজ আমি বিদায়ি পাইলেও যাই না পাইলেও যাই। মহারাজও তাহার সদুত্তর করিলেন যে ভট্টাচার্য্যকে কহ যে বিদায়ি না দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে ঐ বিদ্যালঙ্কার রাজার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া ও আপনার ইষ্টসিদ্ধ হওয়াতে পরম হৃষ্ট হইলেন ও ক্ষণেক পরে তাহার বিদায়ি টাকা ও ঘড়া ও শাল প্রভৃতি ও আরোহণার্থ নৌকা পাইয়া আপন বাটীতে আইলেন।"

শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধের একস্থলে আছে,—

"বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া রাজা চিত্রসেনকে আশ্রয় করেন, আবার বর্দ্ধমানের আশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে আসেন, আবার কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া মহারাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসেন এবং তাঁহার দেওয়া জমীতে কলিকাতায় বাড়ী তৈয়ারী করেন।"

বাণেশ্বর মহারাজা নবকৃষ্ণের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৮৫৪ সনের ২৩এ মে তারিখে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"শোভাবাজারীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রীবৃদ্ধি কালেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার সভায় বিচার করিয়া পারিতোষিক পাইতেন আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক খাতা দেখিয়াছি তাহাতে লিখিত আছে শঙ্কর তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি মহামহিম অধ্যাপক দিগের এক সপ্তাহ বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এক দিনেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে লক্ষ টাকা দিয়াছেন,...।"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমসংশোধন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার গত সংখ্যায় (১৩৩৮ সালের চতুর্থ সংখ্যায়) ২৯৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ভ্রমক্রমে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রপৌত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মন্তব্য ভ্রমাত্মক—বস্তুতঃ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতামহ ছিলেন। আমাদের অসাবধানতা বশতঃ এই ভ্রম ঘটিয়াছিল বলিয়া আমরা দুঃখিত, এবং শাস্ত্রীমহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট এই ভ্রমসংশোধনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

পত্রিকাধ্যক্ষ

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস

১৮৩৫-১৮৫৭

(তৃতীয় পর্য্যায়)

১

১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড মেটকাফ ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্র-গুলির শৃঙ্খল মোচন করিলেন। এই সময় হইতে পরবর্ত্তী বাইশ বৎসর সাময়িক পত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সংবাদপত্রগুলিকে সর্ব্বপ্রকারে বন্ধনমুক্ত করিয়া মেটকাফ শুধু এই আইন করিয়াছিলেন যে, অতঃপর সংবাদ অথবা সংবাদের সমালোচনাপূর্ণ কোন সাময়িক পত্র বাহির করিতে হইলে তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সর্ব্বাগ্রে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই মর্ম্মে অঙ্গীকার-পত্র (declaration) স্বাক্ষর করিতে হইবে যে তাঁহারা প্রস্তাবিত কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক। তাহার পর এই অঙ্গীকার-পত্রের দুই খণ্ড যথাক্রমে সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসে, এবং সুপ্রীম কোর্ট অথবা সেই এলাকাভুক্ত কিংস কোর্টের (ইংলণ্ডীয় আইনানুযায়ী উচ্চ আদালতের) দপ্তরখানায় দাখিল করিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৮৩৫, ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৫৭ সনের ১৩ই জুন তারিখে লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক প্রেস আইন জারির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে-সকল সাময়িক পত্র প্রচারিত হইয়াছিল, সেগুলির সঠিক নামধাম সংগ্রহের পক্ষে মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের এই সকল অঙ্গীকার-পত্র অমূল্য উপাদান। দুঃখের বিষয়, এগুলি কলিকাতা হাইকোর্টের দপ্তর-খানা হইতে সংগ্রহ করিবার কোন সুবিধাই বর্ত্তমানে নাই; কারণ অনুসন্ধিৎসুদিগকে বাংলা বা ভারত গবর্ন্মেণ্টের পুরাতন দলিল দস্তাবেজ পরীক্ষা করিতে দিবার জন্য যেরূপ সুবিধা দান করা হইয়াছে, হাইকোর্টের পুরাতন দপ্তরগুলি সম্বন্ধে সেরূপ কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম এ যাবৎ করা হয় নাই।

যাহা হউক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরদিগের অঙ্গীকার-পত্রগুলির অভাবে, বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস-রচনার আর একটি উপায় আছে। সে উপায়—আলোচ্য সাময়িক পত্র-গুলির গোড়াকার সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করা। সেদিকেও বাধা আছে। কারণ এই সব সাময়িক পত্রের অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য; বোধ হয় এইজন্যই বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস-সঙ্কলনে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লেখকই পাদরি লঙের লেখার* উপর অতিমাত্রায়

***A Descriptive Catalogue of Bengali Works*, by J. Long (1855). Long's *Return relating to Publications in the Bengali Language, in 1857*, (Calcutta 1859) and Long's *A return of the names and writings of 515 persons connected with Bengali Literature*, (Calcutta 1555).—See vols. xxii & xxxii of the Selections of the Records of the Bengal Government.

নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের ফলে আমি অনেকগুলি প্রাচীন ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, এবং প্রধানতঃ তাহারই সাহায্যে আমার প্রবন্ধটি লিখিত। এই সব সাময়িক পত্রের ফাইল হইতে আবার অনেক নূতন পত্রের প্রচারের কথাও জানা গিয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়ায় এই ইতিহাস গঠনকার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইয়াছে।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ১লা বৈশাখ ১২৫৯ (১২ এপ্রিল ১৮৫২) সংখ্যায় বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস প্রকাশ করেন। সংবাদ প্রভাকরের এই সংখ্যাখানিও সংগৃহীত হয় নাই, তবে ১৮৫২, ৮ই মে তারিখের সাপ্তাহিক *The Englishman and Military Chronicle* পত্রে গুপ্ত-কবির প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাখানি 'ইংলিশম্যান'-সম্পাদকের সৌজন্যে দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত গুপ্ত-কবির এই রচনাটির "সম্পূর্ণ সহায়তায়" ভূতপূর্ব্ব 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রের আষাঢ় ১২৯৩ সংখ্যায় গোড়া হইতে ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত সমুদয় বাংলা সাময়িক পত্রের একটি তালিকা মুদ্রিত করেন। তালিকাটি সর্ব্বত্র নির্ভুল না হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার উল্লেখ করিতে হইয়াছে।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। প্রধানতঃ **বাংলা** সাময়িক পত্রগুলিরই কথা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্যান্য দেশীয় ভাষার যে-সব সাময়িক পত্র এই বাংলা দেশ হইতেই সর্ব্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়, কেবল তাহাদের কথাই পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর শুধু বাংলা সাময়িক পত্রেরই কথা আলোচিত হইবে।

আমার প্রবন্ধে ভুলচুক থাকা মোটেই বিচিত্র নহে; হয়ত কোন কোন সাময়িক পত্রের নামও বাদ পড়িয়াছে। কেহ এরূপ ভ্রম দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব। পাঠকবর্গের কাহারও নিকট পুরাতন কোন সাময়িক পত্রের (বিশেষতঃ 'সম্বাদ ভাস্কর' বা 'সংবাদ প্রভাকরে'র) ফাইল থাকিলে, অনুগ্রহ করিয়া যদি জানান তবে আমি তাহা দেখিবার ব্যবস্থা করিব। বাংলা সাময়িক পত্রের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস সঙ্কলন করা ব্যক্তি-বিশেষের সাধ্যায়ত্ত নহে; ইহাতে দশের সহানুভূতি ও সাহায্য অত্যাবশ্যক।

১। সম্বাদ সুধাসিন্ধু

১৮৩৭ সনের ১৩ই এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৪৪.) তারিখে বটতলার কালীশঙ্কর দত্তের সম্পাদকত্বে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রথম প্রচারিত হয়। ১৮৩৭ সনের 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্নালে' দেখিতেছি :—

"*Sumbad Soodha-sindhoo.*—We are happy to notice that a weekly paper under the above name, has been established by Baboo Colly Sunker Dutt of Burtullah, since the 2d of Bysakh instant, and is supplied to subscribers at the monthly charge of eight annas."

কাগজখানি বৎসরেক কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

২। সম্বাদ গুণাকর

১৮৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে (পৌষ ১২৪৪) শ্যামপুকুর-নিবাসী গিরীশচন্দ্র বসুর সম্পাদকত্বে এই পত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা সপ্তাহে দুইবার বাহির হইত। ১৮৩৭ সনের ৩০এ ডিসেম্বর তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' নামে ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র লিখিয়াছিল :—

"*Sumbad Goonakur.*—During the present week, an addition has been made to the number of Bengalee newspapers. The name of the Journal is *Sumbad Goonakur*; and is edited by Baboo Greeschunder Bose, of Sampookur. It is to appear twice a week, namely, Tuesday and Friday, and is to be charged for at one rupee a month.—*Cal. Cour. Dec. 30.*"*

কয়েক মাস পরে কাগজখানিকে দৈনিক রূপে প্রকাশ করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। ১৮৩৮, ৪ঠা আগষ্ট (২১ শ্রাবণ ১২৪৫) তারিখের 'সমাচার দর্পণে' 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল :—

"আমরা শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে প্রকাশ করিবেন ঐ কাগজ বাঙ্গালা ভাদ্রমাসীয় প্রথম দিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্তু ইহার মর্ম্ম কিছুই এইক্ষণপর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না যে রাজার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অথবা সর্ব্ব বিপক্ষে কিম্বা ব্রহ্মসভার অথবা ধর্ম্ম সভার পক্ষে কিম্বা এই সকলের মধ্য হইতে একটাই বা হয় তাহা জানিতে পারি না কিন্তু যথার্থবাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাঁকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব।"

'সম্বাদ গুণাকর' দৈনিক আকারে বাহির হইয়াছিল কি-না জানি না, তবে কাগজখানি অল্পদিন পরেই লোপ পায়।

৩। সংবাদ দিবাকর

১২৪৫ সালের পৌষ মাসে (? ১৮৩৮ ডিসেম্বর) গঙ্গানারায়ণ বসু এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র হইতে নিম্নাংশ ১৮৩৯, ২৭এ এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত হইয়াছিল,—

"১২৪৫ সালের বর্ষফল :—

পৌষ।—সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয়।"

এই কাগজখানিও অল্পদিন চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

৪। সংবাদ সৌদামিনী

১৮৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি (পৌষ ১২৪৫) এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বিভাষিক (ইংরেজী ও বাংলা) ছিল। ১৮৩৮, ২৭এ ডিসেম্বর তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' নামক সাপ্তাহিক পত্রে পাইতেছি :—

* Quoted by the *Friend of India* for January 4, 1838.

"*Friday, Decr. 21.*—A new weekly paper, the *Sungbad Soudamini*, has just made its appearance in Calcutta, in Bengalee and in English. The execution is not such as to hold out any expectations of a protracted and useful existence."

'ক্যালকাটা খ্রীষ্টান্ অবজারভার' (ফেব্রুয়ারি ১৮৪০) পত্রে প্রকাশ, কলুটোলা-নিবাসী কালাচাঁদ দত্ত 'সংবাদ সৌদামিনী'র সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজখানি তিন বৎসর জীবিত ছিল বলিয়া জানা যায়।

৫। সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ১২৪৪ বঙ্গাব্দে (১৮৩৮ ?) প্রকাশিত হয় বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন।* ইহার বিজ্ঞাপন হইতে সংবাদ পর্য্যন্ত সমস্তটাই কবিতায় প্রকাশিত হইত। কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমারদের জে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
তাহার পঁক্তির প্রতি মূল্য চারি আনা গো॥

চারি ঘোড়ার গাড়ি চোড়ে গত দিনে বেকালে গো।
গিয়াছেন গবনর সাহেব চানকের বাগানে গো॥

কলিকালে জত সব ভাল মানুসের ছেলে গো।
লেখা পড়া শিখে কেহ ধর্ম কর্ম মানে না গো॥"

পার্ব্বতীচরণ দাস এই কাগজখানির সম্পাদক ছিলেন। অল্পদিন পরেই ইহার প্রচার রহিত হয়।

৬। সংবাদ অরুণোদয়

এই প্রাত্যহিক সংবাদপত্র প্রকাশ বিষয়ে, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র হইতে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ ১৮৩৮ সনের ১০ই নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়,—

"বাঙ্গালা প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষয়।

মৎসুহৃদবর শ্রীযুত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু।

…মহানগরী কলিকাতা কমলালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর মহাশয়দিগের কর্ণে অস্মদাদি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সমাচার পত্রের দ্বারা ধ্বনিত হইয়া থাকিবেক যে সংবাদ অরুণোদয় নামে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র এক টাকা মাসিক মূল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষ্যতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে তৎপ্রত্যাশায় পূর্ব্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র প্রেরণ করা যাইতেছে তদ্দৃষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন…।

…এক্ষণে ঐ পত্রগ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে

* গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রকাশকাল ১২৪৫ সাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ('নবজীবন' ১২৯৩)।

নির্ব্বাহ হইবেক তাহা বিবেচনান্তে গ্রহণে রত হইবেন অতএব ঐ পত্রের এক আদর্শ শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমীপে প্রেরণ করিব…। শ্রীজগন্নারায়ণ শর্ম্মণঃ।”

১৮৩৯ সনের শেষাশেষি সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই দৈনিক পত্রখানি জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।* কাগজখানি কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

৭। সম্বাদ ভাস্কর

১৮৩৯ সনের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে (চৈত্র ১২৪৫) এই সাপ্তাহিক পত্রখানি শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদকত্বে সিমলা হইতে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রের ১৮৩৯, ২১এ মার্চ তারিখের সংখ্যায় পাইতেছি :—

"*Friday, March 15*...A fresh Bengalee Paper, the *Sumbad Bhaskur*, has just started into existence in Calcutta."

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"সিমলের রাধাকৃষ্ণ মিত্রের [ছাতুবাবুর ভগ্নীপতির] চতুর্থ পুত্র জীবনকৃষ্ণের আনুকুল্যে শ্রীনাথ রায় ইহা প্রকাশ করেন।"† এই উক্তির মূলে সত্য থাকা সম্ভব।

'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথমাবস্থায় সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১৮৪৪-৪৬ সনের কতকগুলি সংখ্যা দেখিবার সুবিধা হইয়াছে; তাহার প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা আছে,—

"সম্বাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতা শিমুলিয়ার হেদুয়ার উত্তর বড় রাস্তার ধারে রায়ের পুষ্করিণীর পশ্চিমাংশে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটীতে প্রতি মঙ্গলবারে ভাস্কর যন্ত্রে প্রকাশ হয়।"

আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায়ের কোন কোন কার্য্য সম্বন্ধে মন্তব্য করায় শ্রীনাথ রায়কে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৮৪০ সনের ৯ই জানুয়ারি প্রাতঃকালে রাজার লোকজন হঠাৎ শ্রীনাথ রায়কে পথ হইতে ধরিয়া সবলে আন্দুলে লইয়া যায়।‡

---

* "The Calcutta Native Press"—The *Calcutta Christian Observer*, Feby. 1840, pp. 61, 66.

† "বাংলা সংবাদ পত্রের ইতিহাস"—নবজীবন, ১২৯৩।

‡ "Dear Sir,—The sudden and most unaccountable disappearance of the Editor of the *Bhaskur*, Sree Nauth Roy…is but too true an occurrence. All the native community are lost in amazement at the bare thought of the fact, that yestermorn, in broad day light, at 8 A. M., that unfortunate individual, as he was getting into a hackery near the junction of the four cross roads at Puttuldanga was on a sudden seized by twenty or twenty-five armed men in the garb of Hindoosthaney doorkeepers, most severely assaulted, stripped almost naked, immediately gagged, and forcibly dragged in a western direction as far as Putherry Ghatta, near the river side, where he and his conductors simultaneously disappeared… The alleged and extremely probable cause of this extraordinary restraint on personal liberty, is as follows:—nearly three weeks ago, the Editor of the *Bhaskur* had inveighed with just severity against the mal-practices of a certain Zemeendar, Rajah R.N.B. residing in the vicinity of Calcutta…

Being personally acquainted with the Editor of the *Bhaskur*, I can vouch for the truth of the above statements.

10th January, 1840. I remain yours truly

Z.P.R."

(The *Calcutta Courier* for January 11, 1840).

সেখানে তাঁহার উপর বিলক্ষণ অত্যাচার হয়। এদিকে রাজার নামে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত হয়। রাজা আদালতের অবমাননা করিয়া অনেক দিন আত্মগোপন করিয়া ছিলেন; শ্রীনাথ রায়কেও তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাজাকে ধরাইয়া দিবার জন্য শ্রীনাথ রায়ের সহযোগী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ১৮ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গে 'কমার্শিয়াল অ্যাডভারটাইজার' পত্রে নিম্নোদ্ধৃত অংশ বাহির হয়,—

"An advertisement appeared in the *Probakur* of the 18th instant, stating that Rajah Rajnarain Roy,...had concealed himself. Any person able to get him apprehended will receive a reward of 500 rupees.

The advertisement is signed by Kally [Gauri] Sunker Tukkobuggis, who, we understand, is the coadjutor of Sreenauth Roy....*Com. Adv*".*

যাহা হউক রাজা রাজনারায়ণ বেশীদিন নিজকে গোপন রাখিতে পারেন নাই। তাঁহাকে প্রথমে কিছুদিন হাজত-বাস করিতে, এবং ২০এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল।†

শ্রীনাথ রায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সহযোগী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টচায্) 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদন করিয়াছিলেন। মোকদ্দমার পর শ্রীনাথ রায় পুনরায় তর্কবাগীশের সহিত 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদন করিতে থাকেন।‡ কিন্তু অল্পদিন পরেই—১৮৪০ সনের অক্টোবর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।§ শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যুতে ইংরেজী দৈনিক—'ক্যালকাটা কুরিয়ার' ১৪ই নভেম্বর (১৮৪০) লিখিয়াছিলেন,—

"...We understand that the death of Sreenauth Roy will not, in the least, diminish the usefulness and efficiency of the *Bhaskar*, as an appropriate instrument for the cultivation of the Bengally language,

* Cited in the *Calcutta Courier* for January 21, 1840.

† *Ibid.*, dated March 20, 1840.

‡ কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—"ইহার পর সম্পাদক রায় মহাশয়ের আর ভাস্করের সম্পাদকীয় আসনে বসিবার সখ্ রহিল না। তিনি ভাস্কর ছাড়িয়া 'অয়নব.দ দর্শন' বাহির করিয়া নিরাপদে হস্তকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইলেন।" দেখিতেছি, মজুমদার মহাশয় 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপাইয়াছেন। ১৮৪০ সনে প্রকাশিত, চাণক-নিবাসী শ্রীনারায়ণ রায়ের 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ'কে তিনি "শ্রীনাথ রায়ের অয়নবাদ দর্শন" বলিয়াছেন। তিনি আবার ১০৭ পৃষ্ঠায় "শ্রীনারায়ণ রায়ের অয়নবাদ দর্শন" এবং ৪৩৯ পৃষ্ঠায় "অয়নবাদ দর্শন ১৮৪৩ শ্রীনারায়ণ রায় (বারাকপুর)" লিখিয়াছেন।

§ We regret to announce the death of the Editor of the *Bhaskar*, Sreenauth Roy..."—The *Friend of India* for October 31, 1840.

and a legitimate organ of at least a certain section of the Hindoo community. Sreenauth Roy was not the principal editor of the paper. His contributions to it formed but a small part of the editorials. The individual to whom praise is due for the able manner in which that paper has hitherto been conducted, is still in the land of the living. He is the quondam Bengally editor of the *Gyannaneshun*. His writings, as far as we have been able to judge, are always characterized by good sense and a vigorous style. Being freed from the trammels of Hindoo superstition, he gladly embraces every opportunity of exposing the folly of his bigotted countrymen, and shewing the great utility of cultivating European knowledge. In saying this, we do not in the least wish to detract from the merits of Sreenauth Roy, who, though not so well qualified as the present editor in conducting a Bengally newspaper, was nevertheless a valuable coadjutor. After this explanation our contemporaries need not entertain any fear as to the fate of the *Bhaskar*."

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই 'সম্বাদ ভাস্করে'র প্রধান সম্পাদক ছিলেন। একথার অন্য প্রমাণও আছে। ১৮৪৪ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' পাইয়াছি। এই সংখ্যার ১০০১৯ [১০১৯] পৃষ্ঠায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কাহারও মৃত্যু-প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রস্তাব লিখিয়াছেন; তাহার যেটুকু পড়িতে পারা গিয়াছে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"এজন্য এই ভাস্কর পত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে প্রথম প্রকাশ করি, * * * * লিখিব এবং আবশ্যক মতে টাকা * * * লইব, যাহা লভ্য হইবে শ্রী * * * শ্রীনাথ রায় আমারদি * * * * মাত্র সম্পাদক হইয়া * * * সম্পাদকতা করিতে লাগিলেন, এবং * * * কিঞ্চিৎ কাল পরেই রসরাজ সম্পাদক শ্রীযুত কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কটক হইতে আসিয়া পূর্ব্বালাপিত শ্রীনাথ রায়ের সঙ্গে আমারদিগের বাসায় আসিয়া রহিলেন, তাহাতেই রসরাজ পত্র কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন, এবং দুই ব্যক্তিই আমারদিগের বাসায় রহিলেন তৎপরে রাজনারায়ণ রায় রসর * * * মনে করিলেন ঐ পত্রে তাঁহার দুর্নাম প্রকাশ হইয়াছে অতএব ঐ পরাক্রান্ত রায় যিনি রাজা রাজনারায়ণ নামে অভিমানী হইয়াছেন, তিনি ৬০।৭০ জন বরকন্দাজ পাঠাইয়া আমারদিগের বাসার চতুর্দ্দিগে বাগানের * * * *"

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ যে প্রথম হইতেই 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহার আরও একটি প্রমাণ আছে। 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথম প্রকাশিত হইলে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র লিখিয়াছিলেন,—

"পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে······।" *

১৮৪৮ সনের ১৪ই জানুয়ারি (২ মাঘ ১২৫৪) হইতে সাপ্তাহিক 'সম্বাদ ভাস্কর' অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

"মাঘ, ১২৫৪। ··· ২ মাঘ দিবসাবধি সংবাদ ভাস্কর পত্র সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশ হইতেছে।" †

এই সময় হইতে প্রতি সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত,—

"এই সংবাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।"

১৮৪৯ সনের ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৫৬) তারিখ হইতে 'সম্বাদ ভাস্কর' সপ্তাহে তিনবার করিয়া—মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি বার প্রাতঃকালে—বাহির হইতে থাকে। এই তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইল,—

"আমরা অদ্যাবধি ভাস্কর পত্রকে সপ্তাহে বারত্রয় অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, শনিবার, মঙ্গলবার এই তিনবারে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম,···।

অদ্যাবধি ভাস্কর পত্র প্রতি পৃষ্ঠায় চারি২ কলমে পূর্ব্বোক্ত তিন দিনে তিন তক্তা কাগজে প্রকাশারম্ভ হইল, ইহার মুখ্য কারণ এই যে গ্রাহক মহাশয়েরা আমারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন,·· ভাস্করের প্রত্যেক পৃষ্ঠার চতুঃপার্শ্বে স্থান বৃদ্ধি করিলাম, ইহাতে পূর্ব্ব ভাস্করের দুই কলম বৃদ্ধি হইল, সপ্তাহে তিনবারে ছয় কলম অধিক লিখিতে পারিব অথচ মূল্য বৃদ্ধি করিলাম না, এবং শুক্রবারের ভাস্কর যাহা চারি আনা মূল্যে দরিদ্র গ্রাহকগণকে দিয়াছি দিবস পরিবর্ত্ত হইয়া তাহা বৃহস্পতিবারে আসিল, দরিদ্র গ্রাহকেরা ঐ চারি আনা মূল্যে বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্কর পাঠ করিতে পারিবেন।"

শোভাবাজারের কমলকৃষ্ণ বাহাদুর অনেক সময় 'সম্বাদ ভাস্করে' লিখিতেন। ১৮৫৪ সনের ১৭ই আগষ্ট তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' দেখিতেছি,—

"আমি চিকিৎসক দিগের এবং বান্ধব গণের পরামর্শ ক্রমে জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য শ্রীযুক্ত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের টিটাগড়ির উদ্যানে গমন করিয়াছিলাম পরম বন্ধু বাবু আমাকে সে স্থানে উত্তমাবস্থায় রাখিয়া আমার প্রতি অসীম যত্ন প্রকাশ করেন তাহাতে আমি সম্পূর্ণ রূপে নিরাময় হইয়াছি...। যাঁহারা সমাচার পত্র লিখনে যোগ্য পাত্র হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলই এ দেশের মান্যবর বংশধর, আমার পীড়া সময়ে তাঁহার দিগের মধ্যে অনেকে ভাস্করোদর পরিপূর্ণ করিয়াছেন আমি বোধ করি বিদেশীয় পাঠক মহাশয়েরা বান্ধবগণের লেখা আমার লেখা নয় এমত বিবেচনা করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত যুবরাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর গৌড়ীয় ভাষায় সমাচার পত্র সম্পাদনে এমত সুশিক্ষিত হইয়াছেন রাজা রামমোহন রায় যদ্যপি জীবিত থাকিতেন তবে উক্ত রাজা বাহাদুরের লেখা দেখিয়া অসীম ধন্যবাদ দিতেন, ··

* ১৮৩৯, ২৩এ মার্চ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে উদ্ধৃত।

† "সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

এই ধনেশ্বর যুবরাজ বাহাদুরও আমার শয়নাবস্থায় আমাকে ঔষধ পথ্য দিয়াছেন এবং ভাস্কর পত্র লিখিয়াছেন,...। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।"

১৮৫৯ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি (২৪ মাঘ ১২৬৫) তারিখে গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য * 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশ করিতে থাকেন।

'সম্বাদ ভাস্কর' বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সে-যুগের একখানি উৎকৃষ্ট সমাচারপত্র ছিল।

'সম্বাদ ভাস্কর'-এর ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ:—১৮৪৪-৪৬ (অসম্পূর্ণ এবং কীটদষ্ট)। ১৮৪৯ ও ১৮৫৪ সন (অসম্পূর্ণ)।
শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ:—১৮৫১ সন (অসম্পূর্ণ)।
ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—১৮৫৮, অক্টোবর ২, ২৬। ১৮৫৯, মার্চ ২৯, এপ্রিল ৫। ১৮৬১, নভেম্বর ২৮, ডিসেম্বর ৭। ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে এই কয় সংখ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় *Indian Historical Quarterly* (ii. 1926. pp. 55-57) পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

৮। সম্বাদ রসরাজ

১৮৩৯ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে সাপ্তাহিক আকারে 'সম্বাদ রসরাজ' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯, ৫ই ডিসেম্বর তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে দেখিতেছি,—

"*Saturday, November 30.*—Another Native paper, called the *Russoraj*, is about to be started, at the low price of 4 annas a month."

১৮৪০, ১লা জানুয়ারি তারিখের 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র' পত্রে আছে,—

"*The Russoraj.*—Our readers may recollect our having noticed a few days back the appearance of a new Bengally newspaper under the above title."

কালীকান্ত গাঙ্গুলী ছিলেন ইহার সম্পাদক।† একজন লেখক লিখিয়াছেন, কালীকান্ত কাগজখানি প্রথমে প্রচার করেন; বছর দুই পরে ইহা 'ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের হস্তে ন্যস্ত হয়।‡ কিন্তু গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ রসরাজে'র প্রকৃত পরিচালক হইলেও কাগজে সম্পাদকরূপে নাম থাকিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের; অন্ততঃ "১ সংখ্যা ১০ বালম" (১৩ এপ্রিল ১৮৪৯) 'সম্বাদ রসরাজে'র সর্ব্বশেষে দেখিতেছি,—

"এই সংবাদ রসরাজ পত্র প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার প্রাতঃকালীন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যে দ্বারা ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হয়।"

* কাহারও কাহারও মতে ক্ষেত্রমোহন গৌরীশঙ্করের পালিত পুত্র। শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত "৺পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ" প্রবন্ধ ('বিজয়া', ১৩১৯ পৌষ, পৃ. ৮১, ১৮৭) দ্রষ্টব্য।

† The *Calcutta Christian Observer*, February 1840, p. 66.
National Magagine (Dec. 1895) পত্রে প্রকাশিত, 'An Old Journalist' স্বাক্ষরিত "History of Native Journalism" প্রবন্ধে আছে,—"*The Rasaraj* or *Sentimental* (1839)—This was established in 1839 by the late Bholanath Sen. Rajnarain Sen was its first editor. It was published every week."

‡ "History of the Press in India," by S. C. Sanial.—*Calcutta Review*, Jany 1911, p. 35*n*.

'সংবাদ প্রভাকরে'ও প্রকাশ,—

"বৈশাখ, ১২৬০।—রসরাজের নামধারী সম্পাদক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করিয়াছেন।" *

অতঃপর 'সম্বাদ রসরাজে'র সম্পাদকরূপে ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম আমরা পাই। ১৮৫৪, ২রা মার্চ্চ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে (পৃ. ৫৪৯) পাইতেছি,—

"রসরাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় গত সোমবার……।"

'সম্বাদ রসরাজ' প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, কিন্তু শীঘ্রই সপ্তাহে দুইবার করিয়া—প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছিল; কোন ভাল বাংলা সংবাদপত্রেরও বোধ হয় এত গ্রাহক ছিল না।

গালিগালাজ ও অশ্লীল রচনা প্রকাশ করিয়া 'সম্বাদ রসরাজ' অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছিল, এবং ইহার ফলে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের কারাবাসও ঘটে।

কাসিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ ও তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করায়, ১৮৪৩ সনের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে রাজা কৃষ্ণনাথ কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে 'রসরাজ'-সম্পাদকের নামে মানহানির মোকদ্দমা রুজু করেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' একই সম্পাদকীয় দায়িত্বে প্রকাশিত হইত। এই কারণে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই দোষী সাব্যস্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৪৩, ১৯এ জানুয়ারি) লিখিয়াছিলেন,—

"The Editor of the *Rusoraj*, a native paper, was on Saturday [14 Jany.] found guilty of a libel on Rajah Kishennath Roy. A more infamous libel, has never stained the pages of a Native Journal. It is calculated to throw no little discredit on the Native Press, that this paper, which has been pre-eminently for its filthy attacks on character, should be published under the same editorial responsibility as the *Bhaskur*, which is remarkable for its talent. It is no credit to Native society that four hundred copies of this *Rusoraj* should find purchasers in it."

১৮৪৩ সনের ১৭ই জানুয়ারি বিচারপতি স্যর জন্ পিটার গ্রাণ্ট এই মানহানির মোকদ্দমায় রায় দেন। পরদিন 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে এই রায়ের নকল বাহির হয়; তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"The sentence of this court is, that you be imprisoned in the Common Jail for a period of six calendar months, that you pay a fine of Rs. 500 to your Sovereign Lady the Queen, etc. and further, that you be in imprisonment till the fine is paid; and that you enter into recognizance, yourself in the sum of Rs. 1,000, and two sureties in the sum of Rs. 500 each, that you will not, for the space of one year after the date of your imprisonment, write or publish any libel against the prosecutor."

আন্দুল-নিবাসী জমীদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ও তাঁহার কর্ম্মচারী ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল

* সংবাদ প্রভাকর, ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬০ (১৩ মে ১৮৫৩)।

জামিন হইয়া গৌরীশঙ্করকে যথাসময়ে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। ১৮৪৪ সনের ১৬ই জুলাই (২ শ্রাবণ ১২৫১) তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাইয়াছি,—

"গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।

আমার পরম বন্ধু আন্দুলনিবাসি জমীদার উক্ত মল্লিক মহাশয় এবং তাঁহার কর্ম্মকারক শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল অদ্য সুপ্রীম কোর্টের নিয়ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, গত শ্রা * * * * * য় [২রা শ্রাবণ] দিনে জগন্নাথ বাবু আপন কর্ম্মকারক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সহিত সুপ্রীমকোর্টে প্রতিভূ অর্থাৎ জামীন হইয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত বাবু * * * ভূ পত্রে লিখিয়াছিলেন যদি আমি ***** সমাচার পত্রে মুরশিদাবাদের মহারাজা * * * কৃষ্ণনাথের কোন অখ্যাতি প্রকাশ করি তবে দুই বাবু দুই সহস্র টাকা দণ্ড দিবেন এবং সুপ্রীমকোর্টের উত্তরদিগের আসনধারি বিচারকারি মহাশয় আমার স্থানেও লিখিয়া লইলেন এক বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণনাথের নাম করিলে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দণ্ড করিবেন, সে এক বৎসর গত কল্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, আমার বন্ধুরা অদ্য মুক্ত হইলেন, এবং আমিও পঞ্চ সহস্রি প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলাম, *** ঐ বন্ধন মোচনকারি পূর্ব্বোক্ত দুই মহাশয়ের উপকারবন্ধনে যাবজ্জীবন থাকিতে হইল, তাঁহারা আমার যে উপকার করিয়াছেন আমি তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না।...

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।" *

দুই-দুইবার কারাবাসের দুর্ভোগেও গৌরীশঙ্করের চৈতন্য হয় নাই। শেষে বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারকে আক্রমণ করায় পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শেষে গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ রসরাজে'র প্রচার বন্ধ করিয়া সে-যাত্রা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ১৮৫৭ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১২৬৩) 'সম্বাদ রসরাজে'র মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে তাৎকালিক একখানি ইংরেজী পত্র লিখিয়াছিলেন,—

"*6th February, 1857.*—The *Phoenix* states that the *Russoraj*, Bengallee newspaper, has become extinct. The paper was issued from the *Bhaskur* Press, and was edited by the same individual who conducted the latter journal. The *Russoraj* was avowedly set up as an engine of abuse and extortion, and was very successful as such. It recently published some articles on the widow remarriage question in which some Calcutta families were abused in its usual style. The editor was threatened with a prosecution, and having twice before tasted of the sweets of gaol life he has endeavoured to propitiate those he offended by stopping the issue of the paper."†

---

* সংবাদপত্রে গৌরীশঙ্করের কারাবাসের আর একটি উল্লেখ দেখা যায় :—

"১২৬১, মাঘ।—শ্রীযুত লালাঈশ্বরী প্রসাদ ভাস্কর যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেন তাহাতে তিনি দোষী হইয়াছেন।" (সংবাদ প্রভাকর, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৫৫)।

"১২৬২, শ্রাবণ।— ......ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে আগমন করেন।" (সংবাদ প্রভাকর, ১২ই এপ্রিল, ১৮৫৬)।

† ১৮৫৭ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে উদ্ধৃত।

'সম্বাদ রসরাজের' মৃত্যুতে ১৮৫৭, ৩রা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১২৬৩) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' যে দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করিতেছি,—

"গত দিবসের প্রভাতকাল এই জগতের পক্ষে কি সুপ্রভাত হইয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়।... হে পাঠকগণ!—হে দেশীয় বন্ধুবর্গ!—হে সর্ব্বপ্রকার অবস্থার অধীন মানব-মণ্ডলি।—অদ্যাবধি আপনারদিগের সুখের পথের কণ্টক নিবারণ হইল, আপনারা স্বচ্ছন্দে সানন্দে নিরুদ্বেগে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সমাধা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।...যে এক বিষময়-বৃক্ষ স্বয়ং বর্দ্ধিত হইয়া কুফল প্রসব পূর্ব্বক এতদ্দেশস্থ সমস্ত জনের ঘোরতর উদ্বেগকর হইয়াছিল, সেই বৃক্ষ ছেদনের নিমিত্ত আর কুঠার ধারণ করিতে হইল না, সে কর্ম্মদোষরূপ কীটের আঘাতে আপনিই সমূলে নিপাত হইল।...এই স্থলে সকলে একত্র হইয়া অগ্রে একবার জগদীশ্বরকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক পরে মুক্তকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সুবিখ্যাত ধর্ম্মতৎপর মান্যাগ্রগণ্য দেশহিতৈষী শ্রীমন্‌মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরকে সাধু শব্দ উল্লেখ করিয়া তাঁহার জয় প্রার্থনা করুন, তাঁহার সুখ্যাতি ধ্বনিতে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করুন, যেহেতু কেবল তাঁহারি কৃপায়, কেবল তাঁহারি প্রতিজ্ঞায়, কেবল ঐ অক্রোধির ক্রোধে, এবং ঐ মহাত্মার মহিমা প্রভাবেই সৎকার্য্যের সৎকার্য্যকারি অসৎকার্য্যের আচার্য্য বিশ্বনিন্দক ভট্টাচার্য্য স্বাপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক অনার্য্য অন্যায্য অকার্য্য-সাধন হইতে একেবারে জন্মের মত ক্ষান্ত হইলেন। রাজা বাহাদুরের এই কীর্ত্তি পৃথিবীব্যাপিনী হইয়া চিরস্থায়িনী হইল;...আহা, রাজা বাহাদুরের দ্বারা কি এক অতি মহৎকার্য্য হইল! ভাস্কর সম্পাদক অধুনা প্রবোধ পাইয়া ভয়েই হউক, অথবা বৈরাগ্য ধর্ম্মেই হউক, খলতা স্বভাব পরিহার পুরঃসর অনুতাপ করিয়া অতি ঘৃণিত অপবিত্র, অস্পৃশ্য, অবাচ্য, পরনিন্দা ও পরানিষ্ট-পরিপূরিত কুৎসিত অপদার্থ রসহীন 'রসরাজ' পত্র প্রকাশে বিরত হইলেন। আপন হস্তেই রসরাজের গলা টিপিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে? রাম রাম! রসরাজের নাম করিতে এখনো ভটস্থ হইতেছি, হৃৎকম্প হইতেছে, গায়ের রক্ত জল হইয়া বলের লঘুতা হইতেছে।—যখন কেহ এমত কহিতেন, যে, ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য স্বয়ং লেখনী ধারণ পূর্ব্বক রসরাজ পত্রের সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন মনে মনে তাঁহার প্রতি কত ঘৃণা হইত। তাঁহার এই গুরুতর দোষ জন্য আমরা প্রভাকরের সহিত ভাস্কর পত্রের বিনিময় পরিত্যাগ করিয়াছি, কারণ তাহাতেও প্রায় সর্ব্বদাই অভিমান-ঘটিত অন্যান্য বিষয় প্রকাশ হয়। রসরাজ দেখা দূরে থাকুক্, যাঁহারদিগের বিছানায় ঐ নিন্দিত পত্র দেখিতে পাইতাম, তাঁহারদিগের বিছানায় বসিতেও লজ্জা বোধ করিতাম। যাহা হউক, ভাস্কর মহাশয় এখন রাম বলিয়া গঙ্গাস্নান করুন, কারণ তাঁহার ঘাম দিয়া জর ত্যাগ হইল, এইক্ষণে কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতি মনে মনে বিরক্ত না হইয়া সরলচিত্তে আশীর্ব্বাদ করুন, যেহেতু রাজা ওঝা হইয়া মহামন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাঁহার ঘাড় হইতে ভূত নাবাইলেন।...রাজা প্রথমে যেমন সর্ব্বাংশেই তাঁহার

উপকার করিয়াছিলেন, চরমেও তাহাই করিলেন। রাজা সদয় হইয়া আমারদিগের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে আমরা তাঁহার নিকট চিরবাধ্য হইলাম। আমরা প্রকাশ্য পত্রে এবং গোপনে দুই প্রকারেই এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলাম, হে মহারাজ! সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিয়া ভাস্কর সম্পাদককে উচ্ছন্ন দিবেন না। মহাত্মা রাজা তচ্ছ্রবণে তাহাই করিলেন, অতএব ভাস্কর মহোদয় এই কথাটি চিরকাল স্মরণ রাখিবেন,...।

মৃত রাজা কৃষ্ণনাথী হেঙ্গামায় যখন প্রথমবার শ্রীঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমরা হাতে ধরিয়া বিস্তর বুঝাইয়াছিলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছি 'ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষান্ত হউন, গালাগালি আর দিবেন না, অনর্থক পরদ্বেষী হইয়া কেন অকারণে জগতের শত্রু হইতেছেন?' তখন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, হিত বলিয়া বিপরীত হইল, মিথ্যা করিয়া আমারদের বিরুদ্ধে অনবরতই কেবল কটু কথার বাড় ঝাড়িতে লাগিলেন, সুতরাং আমরা ক্ষান্ত হইলাম,...।

অনন্তর 'কাট খোট্টার' পালা লিখিয়া ঈশ্বরী প্রসাদী ঠেলায় দ্বিতীয়বার যখন চৌরঙ্গীর মাঠের শ্রীমন্দিরে ভোগের উপর নির্ভর করিয়া ঘণ্টা নিনাদ করেন, তৎকালেও আমরা অনেক সদুপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা না শুনিয়া এক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিলেন,—আশ্রয়দাতা সাহায্যকারি শ্রীযুত বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর এক মিথ্যা অপবাদ প্রদান করিয়া বিচার-স্থলে প্রকাশ্যরূপে আপনিই মিথ্যাবাদী ও গঙ্গাজোলে হইলেন। বিশ্বাসঘাতিতা ও খলতা করিয়া সর্ব্বাচ্ছাদক মহারাজের অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিলেন, উক্ত বাবু সংপূর্ণ নির্দ্দোষী ও ধার্ম্মিক, এজন্য পুণ্যবলে শঠের ষড়যন্ত্র ঘটিত শঠতা-জালে বদ্ধ হইলেন না, ধর্ম্মই তাঁহার নাম সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।...যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য যদি তখনো সাধুলোকের কথা শুনিতেন তবে কখনো এত অপমান ও এত লজ্জা ভোগ করিতে হইত না, তৎকালে জেলখানায় থাকিয়া কেবল একটি দিন মাত্র রসরাজকে বৈষ্ণব করিয়া পরদিন আবার যে অবতার সেই অবতার হইয়া বসিলেন। স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিলেন না, পুনরায় হাটের নেড়া হইয়া হুজুক চাহিলেন, কিন্তু এখন গলায় গলায় হইয়াছে, আর রাখিতে পারেন না, থাকিতে পারেন না, কাজে কাজেই বলিতে হইল।

'এই নেও তোমার তুল্‌সী মালা,
বম্‌ বম্‌ শাক্ত হলাম্‌।'

অগ্রে বলিয়াছিলেন।

'যে হাতে পুজি আমি, স্বোণার গন্ধেশ্বরী,
সেই হাতে পুজিব কি, কানী চ্যাংমুড়ী।'

কি করেন, ছেলে নয়, ঢোঁড়া নয়, মনসার সঙ্গে বাদ, সুতরাং বাপ্‌রে, সাপ্‌রে বলিয়া জিব কাটিতে হইল। এইক্ষণে মনসাকে পূজা না করিলে লক্ষীন্দরকে বাঁচানো যায় না, ভেড়ার কল্যাণে মহিষটিও যায়, অর্থাৎ রাজ-বিচারে পুনঃ পুনঃ দোষী হইলে ভাস্কর পর্য্যন্ত রক্ষা পায় না, কাজেই দায়ে পড়িয়া ভদ্র হইয়া রসরাজ বন্ধ করিতে হইল...।

পরন্তু হে পাঠকগণ! এই ১২৬৩ সালের ২১ মাঘ সোমবার, আমারদিগের চিরস্মরণীয় হইল, প্রতি বৎসর এই দিনে অর্থাৎ ২১ মাঘে ভাস্কর সম্পাদককে লইয়া প্রকাশ্য রূপে একটা উৎসব করা অতি কর্ত্তব্য হয়, কারণ তিনি এই দিনে ঘৃণিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু হইলেন, সেই সভাতে সর্ব্বাগ্রে রাজা কমলকৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিয়া পরিশেষে সম্পাদকের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হইবেক।···সভ্যজনেরা জানিতে পারুন, বাঙ্গালি সম্পাদকেরা এত দিনের পর সভ্য হইয়াছেন, ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা সুখের যথার্থ আস্বাদন জানিতে পারিয়া কটুকাটব্য ত্যাগ করিয়াছেন, দেশহিতজনক উত্তম উত্তম বিষয় লিখিয়া পত্র পরিপূর্ণ করিতেছেন, হে মহাশয়! দোহাই দোহাই!—আপনি এইক্ষণে সুস্থির হইলে দেশটা সুস্থির হয়, অনেকের হাড়ে বাতাস লাগে, আপনার 'মুলুকচাঁদী দপ্তরের' ভয় না থাকিলে তাবতেই নির্ভয়ে ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে পারেন। যুবক ও বালকেরা কুরীতি ও কুরচনার কুসংস্কার হইতে নিস্তার পাইয়া সুরীতি ও সুরচনার সুসংস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে।—নিন্দাঘটিত লিপি দোষে পরস্পর দ্বেষাদ্বেষে দেশে দ্বেষের প্রাবল্য হইতে পারে না, কদর্য্য রচনায় আর কাহারো উৎসাহ থাকে না।—ও মহাশয়! অদ্য আপনাকে প্রণাম করি, প্রণাম উপহার গ্রহণ করিয়া আমার বাঞ্ছিত মত ব্যবহার করুন, তাহা হইলে সকলেই আপনাকে মাথায় তুলিয়া পূজা করিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না। শত্রুশূন্য সংশয়শূন্য এবং উদ্বেগ-শূন্য হইয়া উচ্চমানে উচ্চ আসনে আরূঢ় থাকিবেন।

অপিচ রসরাজে আপনকার যৎকিঞ্চিৎ যে লাভ ছিল, সংপ্রতি সেই লাভের অভাব জন্য কখনই খেদ করিবেন না, সে লাভ লাভ নহে, ঘোরতর অলাভ, কারণ অন্যায়ার্জ্জিত ধন, ধন নহে, সে ধন কাক, কুক্কুর ও শূকরের বিষ্ঠা অপেক্ষাও অতি হেয়।—লোকের মিথ্যা সুখ্যাতি লিখিয়া, ভয় দেখাইয়া এবং নিন্দা করিয়া যে অর্থ, সে অর্থ অনর্থ, তাহার অপেক্ষা চৌর্য্যধন বরং ভাল। এতকাল যাহা করিয়াছেন, করিয়াছেন, তাহার আর কোন উপায় নাই, এইক্ষণে কেবল ন্যায়ার্জ্জিত ধনের উপর নির্ভর করুন, ইহাতে যদি শাকান্ন খাইয়া দিনপাত করিতে হয় তাহাতেও খেদ নাই, কেননা ন্যায় এবং ধর্ম্মধন সকল ধনের সার ধন। আপনি অধ্যাপক, ভগবদ্গীতার অর্থ পূর্ব্বক পুস্তক করিয়াছেন, অতএব আপনি ন্যায়াতীত কর্ম্ম করিয়া ধনাহরণ করেন, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।···

পুনরায় আর যেন কুপ্রবৃত্তি না হয়, কোন দল বিশেষের অনুরোধে আবার যেন আর এক-খানা ঘৃণিত পত্র প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার প্রবলতর প্রমাদ ঘটিয়া উঠিবে, কেহ আর বিশ্বাস করিবে না, আলাপ করিবে না, এবং নামো করিবে না, আপনি রসরাজ বন্দ করিয়া বড় বিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছেন, রাজদ্বারে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যদিও কেহ কেহ অর্থ দ্বারা আপনাকে সাহায্য করিতেন, কিন্তু দৈহিক দণ্ডের ভাগ কেহই লইতেন না, সে ভোগ কেবল আপনারি হইত, তখন 'যা শত্রু পরে পরে' এই বলিয়া সকলে কৌতুক দেখিতেন, তাঁহারা আপনাকে আস্তবলে রাখিয়া ঘোড়ার আলাই বালাই দূর করিতেন।

২১ মাঘে রসরাজের মৃত্যু হয়, ২২ মাঘে আপনি শোকাপনোদন সংবাদ প্রকটন করেন, এজন্য আমরা গত দিনকেই তাহার মৃত্যুর দিন নিশ্চয় করিলাম।

এইক্ষণে আপনকার রসরাজের বিদায়ী লেখা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করত পুনর্ব্বার প্রণাম করিতেছি।...

"শোকাপনোদন"

ও

"রসরাজ বিদায়।"

কুরুপক্ষ পাণ্ডুপক্ষ, উভয় পক্ষীয় বাহিনী মধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিমান সংস্থাপন করিলেন তখন ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন 'নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্যচ্ছোক মুচ্ছোষণ মিন্দ্রিয়াণাম্। অবাপ্য ভূমা বসপত্র মৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং॥ অর্থাৎ আমি যদ্যপি পৃথিবীতে অতুল সম্পত্তিযুক্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য আর দেবতাদিগের আধিপত্যও পাই তথাপি যে শোকেতে আমার ইন্দ্রিয় সকল শুষ্ক হইতেছে তাহার নিবারণের কোন উপায় দেখি না।

আমরা এত কাল 'আমরা২' বলিতাম এইক্ষণে আর আমরা২ বলিতে পারিতেছি না, যাঁহারদিগকে প্রাণাধিক বন্ধু জানিতাম এবং যাঁহারদিগকে আমরা জানিয়া 'আমরা২' লিখিয়াছি, যাঁহারা শঙ্কট সময়ে রক্ষা করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি ঔষধ পথ্য দিয়াছেন, যন্ত্রাগারে কি রাজদ্বারে যে খানে চাহিয়াছি সেই খানেই অর্থ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সৎপরামর্শ দ্বারা সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারাই আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্ব প্রকারে যাঁহারদিগের অনুগ্রহে আমরা, আমরা, ছিলাম তাঁহারাই যদি পক্ষান্তর হইলেন তবে আর আমরা, আমরা কৈ? একাকী আমি, হইয়া পড়িয়াছি, অর্থাৎ এই বন্ধু বিচ্ছেদ শোক আমাকে মোহিত করিয়াছে, আমার সাহসিক স্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অভিলাষকে নিকটে আসিতে দেয় না, আমোদমূল পলায়নপর হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল অচল হইয়া গিয়াছে, নয়নদ্বয় ছল২ করিতেছে, এই বন্ধু বিচ্ছেদ রূপ শঙ্কট সময়ে শোক পরিহারের উপায় কি, যদি কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং দেবরাজ রাজ্যও পাই তথাচ এ শোক নাশের সদুপায় হইবেক না নিদারুণ শোক হৃদয় বিদারণ করিতেছে।

দেশমান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, যাঁহার সদ্গুণগণ পরিগণনা কালে আমার প্রখরা লেখনীও পরিহার স্বীকার করে এবং শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যিনি কনিষ্ঠ হইয়াও সর্ব্বাংশে ঐ জ্যেষ্ঠের ন্যায় বিশিষ্টাচারে গৌরব গরিষ্ঠ হইয়াছেন এবং অন্যান্য মান্যবর দলপতি মহাশয়গণ যাঁহারা দান মানাদি সর্ব্ব গুণে মান্য গণ্য ধন্যলাভ করিয়াছেন, ২৮ অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজ পাঠে তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, বাস্তবিক আমি তাঁহারদিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাক্ষ লক্ষ করি নাই, তথাচ বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে আমার ঘন২ দীর্ঘ নিশ্বাস হইতেছে, বান্ধবেরাই যদি বিপক্ষ হইলেন, বিশেষে আমার সর্ব্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব? তবে শোক সম্বরণের এই মাত্র উপায় দেখিতেছি রসরাজ বিদায়, রসরাজ হইতে সকলের মনোদুঃখ হইতেছে অতএব রসরাজকেই বিদায় দিলাম, ইহাতেও কি নির্ম্মলকুল সাধুস্বভাব মহোদয়েরা প্রসন্নতা প্রদানে কৃপণ হইবেন, না, নীতি শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নহে 'স্নেহচ্ছেদেপি সাধূনাং গুণা নায়ান্তি বিক্রিয়াং। ভঙ্গেনাপি মৃণালানা মনুবধ্নন্তি তন্তবঃ' সাধুগণের স্নেহ সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলেও গুণসূত্র স্নেহপাত্রকে পরিত্যাগ করে না, মৃণাল সকল ভঙ্গ হইলেও তন্তুসূত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে।

আমি প্রসন্নতা প্রার্থনা করি, সেই গুণ মহৌষধ হইয়া আমার চিত্তকে প্রবোধ দিয়া শোক সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিবে, হে মহামহিম দলপতি মহাশয়গণ, এত কাল যেমন মহাশয়েরা মহদ্গুণে আমাকে আমরা করিয়াছিলেন, সেই মহদ্গুণ সহিত ক্ষমাদানে নিরাশ্রয় একাকী আমাকে পুনর্ব্বার আমরা করুন, আমি মহাশয়দিগের বিশেষতঃ পরমাত্মীয় শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি এ দেহে জীবন সঞ্চার থাকিতে তাহা ভুলিতে পারিব না, তাঁহার অনুরোধ প্রতিপালন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ লোকেরা অনেকে কুকর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহারদিগের দমনার্থ রসরাজ পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু রসরাজ হইতে আমরা বারম্বার নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, ন্যুনাধিক বিংশতি সহস্র টাকা অপব্যয় দিয়াছি তাহাতে রসরাজ পরিত্যাগ জন্য অনেকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তৎকালে তাহা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে গৃহবিচ্ছেদ হইয়া উঠিল, রসরাজের প্রস্তাবে নগরীয় প্রধানেরা সকলেই বিরক্ত হইলেন এই

কারণ আমারদিগের সর্ব্বাচ্ছাদক বন্ধু শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর কহিলেন যাহাতে সকলের মনোদুঃখ হয় এমত কাগজ রাখিয়া প্রয়োজন নাই এবং আমরাও পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম রসরাজ পরিত্যাগ করিব, ইত্যাদি নানা কারণে অদ্য রসরাজকে বিদায় দিলাম, পাঠক মহাশয়েরা আর রসরাজ দেখিতে পাইবেন না।"

১৮৫৯ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারি গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য 'সম্বাদ রসরাজ' পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে নবপর্য্যায়ের 'সম্বাদ রসরাজে'র এই দুইখানি সংখ্যা আছে,—

১ বালম ৩৮ সংখ্যা—১৮৬২, ১৭ জানুয়ারি (৫ মাঘ ১২৬৮ শুক্রবার)

১ বালম ৪৩ সংখ্যা—১৮৬২, ৭ ফেব্রুয়ারি (২৭ মাঘ ১২৬৮ শুক্রবার)

দেখা যাইতেছে, তিন সপ্তাহের মধ্যে ছয়খানি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, অর্থাৎ কাগজখানি সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইত। আরও জানা যাইতেছে, 'সম্বাদ রসরাজে'র নবপর্য্যায় ১৮৬১ সনের শেষার্দ্ধে আরম্ভ হইয়াছিল।

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে 'সম্বাদ রসরাজে'র উপরিলিখিত সংখ্যা দুইখানি বিলাতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন যে, 'সম্বাদ রসরাজ' প্রথম আরম্ভাবধি ১৮৬২ সন পর্য্যন্ত অখণ্ডভাবে চলিয়াছিল।* ইহা ঠিক নহে।

ডক্টর দে নবপর্য্যায়ের 'সম্বাদ রসরাজে'র সম্পাদক ও প্রকাশকের নাম অনুসন্ধান করিয়া পান নাই। সমকালিক সংবাদপত্র হইতে এ-সংবাদও সংগ্রহ করা দুরূহ নহে। ১৮৬২ সনের ১৬ই জুন (৩ আষাঢ় ১২৬৯) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দেখিতেছি,—

"বিবিধ সংবাদ।—

৩২এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।...

রসরাজের ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাস মিয়াদ এবং ধর্ম্মদাসের এক মাস মিয়াদ হইয়াছে। ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য ভাস্করেরও সম্পাদক।"†

ইহার কয়েক মাস পরে 'সম্বাদ রসরাজ' নব কলেবরে উদিত হয়। ১৮৬৩ সনের ২৩এ মার্চ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে,—

"নূতন কলেবর ধারী রসরাজ পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই ইহাতে এক্ষণে আর কোন অশ্লীল বিষয় লিখিত হইবে না। সম্পাদক ইহাকে সাহিত্য পত্র করিবেন কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক ইহার নামটীতেও আমাদিগের অরুচি জন্মিয়াছে। সম্পাদক এই সঙ্গে নামটীও পরিবর্ত্ত করুন।"

* *Indian Historical Quarterly*, ii. 1926, pp. 59-61.

† এই মোকদ্দমা সম্পর্কে ১৮৬২, ৯ই জুন তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে দেখিতেছি,—

"*The Week.—Wednesday, 4 June.* The same paper [The *Sujgun Runjun*] mentions that Babu Kali Prosunno Sing has got the editor of the *Russoraj* released from jail by paying into Court the adjudged amount for bail for his appearance during trial. This is the same gentleman who paid down the amount of the Rev. Mr. Long's fine in the celebrated *Nil Durpun* case."

'সম্বাদ রসরাজ'-এর ফাইল।—

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি,—"১০ বালম" ১৮৪৯-৫০ সাল।
ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—দুইখানি সংখ্যা (১৮৬২ সনের ১৭ই জানুয়ারি ও ৭ই ফেব্রুয়ারি)।

জীবিত ও মৃত সাময়িক পত্রের তালিকা

১৮৪০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবজারভার' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রে (পাদরি মর্টন লিখিত ?) এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে ১৮৩৯ সন পর্য্যন্ত জীবিত ও মৃত সাময়িক পত্রগুলির নাম সঙ্কলন করিয়া দিলাম।—

জীবিত পত্র

	নাম	প্রথম প্রকাশ-কাল	সম্পাদক
১।	সমাচার দর্পণ	১৮১৯ [১৮১৮]	জে. সি. মার্শম্যান
২।	সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩।	জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	রামচন্দ্র মিত্র
৪।	সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	১৮৩৫	উদয়চন্দ্র আঢ্য
৫।	সংবাদ প্রভাকর *	১৮৩৬	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৬।	সম্বাদ সৌদামিনী	১৮৩৮	কালাচাঁদ দত্ত
৭।	সম্বাদ ভাস্কর	১৮৩৯	শ্রীনাথ রায়
৮।	বঙ্গদূত *	"	রাজনারায়ণ সেন
৯।	সম্বাদ রসরাজ	"	কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
১০।	সংবাদ অরুণোদয় †	"	জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মৃত পত্র

সাপ্তাহিক :—

	নাম	সম্পাদক
১।	সম্বাদ কৌমুদী	৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়
২।	সম্বাদ তিমিরনাশক	কৃষ্ণমোহন দাস
৩।	সম্বাদ সুধাকর ‡	প্রেমচাঁদ রায়
৪।	সম্বাদ রত্নাকর	ব্রজমোহন সিংহ
৫।	সম্বাদ রত্নাবলী	জগন্নাথ মল্লিক
৬।	সম্বাদ সারসংগ্রহ	বেণীমাধব দে
৭।	অনুবাদিকা	প্রসন্নকুমার ঠাকুর
৮।	সমাচার সভা রাজেন্দ্র	মৌলবী আলি মোল্লা

* বহু দিন বন্ধ থাকিবার পর পুনঃপ্রকাশিত।

† এক খণ্ড নমুনা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

‡ পাদরি লং বাংলা পুস্তকের তালিকায় 'সম্বাদ সুধাকর' পত্রের প্রকাশকাল ১৮৩০ সন বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ১৮৩১ সনে প্রকাশিত বলিয়া *Sukhakar* নামে আরও একখানি কাগজের নাম করিয়াছেন। কিন্তু *Sukhakar* নামে কোনো কাগজ ছিল না। কেরাণীর নকল করিবার দোষে বোধ হয় 'সুধাকর' পত্র *Sukhakar* হইয়াছে। 'সম্বাদ সুধাকর' ১৮৩১ সনেই প্রকাশিত হয়; লং ভ্রমক্রমে ১৮৩০ সন বলিয়াছেন।

৯।	সম্বাদ সুধাসিন্ধু	কালীশঙ্কর দত্ত
১০।	সম্বাদ গুণাকর	গিরীশচন্দ্র বসু
১১।	সম্বাদ মৃত্যুঞ্জয়ী	পার্ব্বতীচরণ দাস
১২।	দিবাকর	গঙ্গানারায়ণ বসু

মাসিক :—

১৩।	বিজ্ঞান সেবধি	এম. ডবলিউ উলিষ্টন সাহেব এবং গঙ্গানারায়ণ সেন
১৪।	জ্ঞানোদয়	রামচন্দ্র মিত্র
১৫।	জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ	রসিককৃষ্ণ মল্লিক
১৬।	পশ্বাবলী	রামচন্দ্র মিত্র

৯। গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্

১৮৪০ সনের ১লা জুলাই বুধবার হইতে এই রাজকীয় বার্ত্তাবহ "শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে জান কাশমানকর্ত্তৃক মুদ্রিত" হইয়া প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইত। গবর্ন্মেণ্টের আইন-কানুনের বঙ্গানুবাদই কেবল এই কাগজে স্থান পাইত। 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান ১৮৫২ সনের শেষাশেষি পর্য্যন্ত 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট্'-এর সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য সম্পাদকতা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৫২, ১৭ই নভেম্বর (৩ অগ্রহায়ণ ১২৫৯) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন,—

"আমাদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক কিয়দ্দিন গত হইল পরম্পরায় অবগত হইয়া প্রকাশ করা গিয়াছিল রেবেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মার্সমেন সাহেব ইংলণ্ড যাত্রা করিলে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেট নির্ব্বাহের ভার প্রাপ্ত হইবেন সংপ্রতি নিশ্চয় অবগত হওয়া গেল গবর্ণমেণ্টের আদেশে উক্ত রেবেরণ্ড মহাশয় ঐ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।"

<u>'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্'-এর ফাইল।—</u>

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :— গোড়া হইতে ১৮৯৭ সাল।
রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম কয়েক বৎসরের অসম্পূর্ণ ফাইল।

১০। জ্ঞানদীপিকা

এই সাপ্তাহিক পত্রখানির সম্পাদক ছিলেন—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ১২৪৭ বঙ্গাব্দে (১৮৪০ ?) জ্ঞানদীপিকা প্রকাশিত হয়। পর বৎসর ইহার প্রচার রহিত হয়।

১১। মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী

এই সাপ্তাহিক পত্রখানিকে সকলেই ভুলক্রমে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণে'র কথা বাদ দিলে 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'ই মফস্বল হইতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ১৮৪০ সনের ১০ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ সনের 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণাল'-এ পাইতেছি,—

"*Moorshedabad Sunbad Puttree.*—A weekly newspaper in the Bengally language and character, under the above title, made its appearance on the 10th of May, in Moorshedabad. Its opinions are liberal, and clothed in pure Bengally." (P. 325.)

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' কাসিমবাজার-রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। ১৮৪০, ১৪ই মে তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়র' লিখিয়াছিলেন,—

"*A New Bengally Newspaper.*—The first Number of a new Bengally paper, called the *Moorshedabad Sungbad Putri*, has just made its appearance. It is, we believe, published under the auspices of Kowar Kissennauth Roy of Moorshedabad."

কাগজখানি সম্পাদন করিতেন—গুরুদয়াল চৌধুরী। এক বৎসর পরে ইহার প্রচার রহিত করিতে হয়। ১৮৪৯ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' দেখিতেছি,—

"কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই, রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় রাজধানীতে 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' নামে এক সংবাদপত্রী করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ত্রেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাদুর বর্ত্তমানেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তৎপরে রঙ্গপুর নিবাসি বিদ্যাভিলাষি মহাশয়-দিগের আনুকূল্যে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ নামে এক পত্র প্রকাশ হয়।"

'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'কে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' রূপে উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' বহু বৎসর পরে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্য নহে। 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' ১২৭৯ সালের ১৫ই বৈশাখ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়,—পুনর্জ্জীবিত হয় নাই। ১২৭৯ সালের ২রা আষাঢ় তারিখের 'মধ্যস্থ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে পাইতেছি,—

"ভারতরঞ্জন ও মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।—প্রথমোক্ত পত্রখানি মুর্শিদাবাদের পুরাতন এবং শেষোক্ত পত্রিকাখানি নূতন।...নবোদিতা প্রিয়ভষী মুর্শিদাবাদ পত্রিকা...।"

১২। সংবাদ সুজনরঞ্জন

১৮৪০ সনের মে মাসের মাঝামাঝি (জ্যৈষ্ঠ ১২৪৭?) হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে 'সংবাদ সুজনরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সম্বাদ রসরাজে'র সহিত এই পত্রের বাদানুবাদ চলিত। ১৮৪০, ১৯এ মে তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়র' নামে ইংরেজী দৈনিক লিখিয়াছিলেন,—

"*A New Weekly Paper.*—A new Bengally paper called the 'Sungbad Soojunrunjan,' has made its appearance in the course of the last week. It is published by one Harombochunder Mookerjie at the *Probhakar* Press, and its rate of subscription is only four annas a month. The object of this new publication is, we believe, to retort the sarcasms and rigmarole of another native paper, styled the *Russoraj*, or the Sentimental. This spirit of indulging in vile scurrility and bitter personality amongst the native Editors, is a lamentable proof how the liberty of the press is apt to degenerate into licentiousness, if it be not controuled by discretion and principle."

এই কাগজখানি বোধ হয় 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের ন্যায় কিছু দিন পরে 'সাপ্তাহিক' হইতে 'দ্বিসাপ্তাহিকে' পরিণত হইয়াছিল; কারণ পাদরি লং লিখিয়াছেন 'সংবাদ সুজনরঞ্জন' সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইত।

ইহা ছয় বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

মাসিক পত্র

১। আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ

'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ' নামক মাসিক পুস্তকখানি ১৮৪০ সনের ৫ই জুন (জ্যৈষ্ঠ ১২৪৭) সর্ব্বপ্রথম বাহির হয়। প্রথম সংখ্যার ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"এই গ্রন্থের প্রয়োজন সুস্থ শরীরের রক্ষোপায় এবং আওরব্যাধি মুক্ত্যপায় বহুতর প্রয়োজনানুসার সংগ্রহ সুচারু গ্রন্থ প্রায় পঞ্চাশ সহস্র শ্লোক গদ্য পদ্যে হইবেক,...।
শকাব্দাঃ ১৭৬২। সন ১২৪৭ সাল তারিখ ২৪ জ্যৈষ্ঠ।"

ইহা "চানকগ্রাম নিবাসি শ্রীশ্রীনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক সংগ্রহীত।" তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ মাসিক পুস্তকের প্রচার বন্ধ হয়।

১৮৫২ সনের ১৪ই জুলাই (আষাঢ় ১২৫৯) 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ' পুনরায় প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় আছে,—

"...কয়েক বৎসর গত হইল ইহার খণ্ডত্রয় প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের নয়নগোচর হইয়াছিল, তৎকালে গ্রাহকগণের আনুকূল্য বিরহে শ্রম সাফল্য না হওয়াতে ব্যয় বাহুল্যভয়ে এতৎ অমূল্য বিষয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে বিরত হইয়াছিলাম..।"

এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এবারও অল্পদিন পরে—১৮৫২ সালেই আয়ুর্ব্বেদ দর্পণের প্রচার রহিত হয়। গুপ্ত-কবি ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিলেন,—

"গত বৎসর...কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে।.. আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ একবার বাঁচিয়া আবার মরিলেন।"

'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ'-এর ফাইল :—

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি } ১২৪৭ ও ১২৫৯ সালের
উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি } কয়েক সংখ্যা।

অপ্রকাশিত সাময়িক পত্র

১। সত্যবাদী

১৮৩৫ সনের ১৪ই নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ' হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল,—

"এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র।—ইদানীং বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত সম্বাদ পত্র কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া আসিতেছিল কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ব্বার তাহার উন্নতি দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। উন্নতির চিহ্ন এই দৃষ্ট হইতেছে যে সত্যবাদিনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে তাহার অনুষ্ঠান পত্র অদ্য আমরা প্রকাশ করিলাম।..."

অনুষ্ঠানপত্র

...সংপ্রতি সকলেরি নিকটে বাঙ্গলা সমাচার কাগজের অতিশয় অভাব অতএব এইক্ষণে নূতন এক সপ্তাহের সম্বাদ বাঙ্গলা ও ইংরেজীতে প্রকাশ হইলে অতিশয় দেশের মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে পারিবেক ইহার আবশ্যকতা সকলেরি বোধ হওয়াতে আমরা সত্যবাদি নামক এক কাগজ নীচের লিখিত নিয়মানুসারে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম।

ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালিবর্গের নিমিত্তে যে সকল উত্তমং হিতার্থবিষয় বিদ্যা ও রাজনীতি এবং অন্যং কাগজের সার ও ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের সভায় যে সকল রাজবিষয় তর্ক হয় এবং ইউরোপসম্পর্কিত দেশের সম্বাদ ও সংক্ষেপরূপ গ্রহণের দ্বারা সত্যবাদি কাগজে প্রকাশ করিব। সত্যবাদি কাগজ প্রতি সোমবার প্রাতে দুই তক্তা শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক...। ইহার মূল্য মাসে ১ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইল।"

অনুষ্ঠান পত্র প্রচারিত হইবার ছয় সাত মাস পরেও কাগজখানি প্রকাশিত হইল না দেখিয়া একজন পাঠক ১৮৩৬ সনের ১৮ই জুন তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"গত ২০ কার্ত্তিকীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উল্লেখিত মহাশয়ের ২৯ রোজের দর্পণে অনুষ্ঠানপত্র বিস্তারিতরূপে প্রতিবিম্বিত সত্যবাদীনামক যে এক নূতন সপ্তাহিক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ও গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া এক তঙ্কা মূল্যে প্রতি সোমবারে সমাচার দর্পণের ন্যায় দুই তক্তা কাগজে প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পনা ছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই উদ্যোগ দেখিতেছি না এবং তৎপত্রের সম্পাদক কে তাহাও বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি.........।"

দ্রষ্টব্য

গতবারে 'বঙ্গদূত' পত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার শেষে এই অংশটি বসিবে,—

১৮৩৯ সনের মধ্যভাগে 'বঙ্গদূত' পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৮৩৯, ১৫ই জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে পাইতেছি,—

"বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সাপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সেই মৃতকল্প পত্র ভস্ম উপলক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার সজীব হইয়াছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গেরা ইহা জ্ঞাত নহেন। কিন্তু আমরা ঐ সম্পাদকের ঐ নূতন প্রযত্ন বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যাহা হউক সর্ব্বসাধারণের উপদেশকতারূপ ধর্ম্ম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে গণনা করি ‥ ।— জ্ঞানান্বেষণ।"

গতবারে 'সমস্‌্‌ল আখবার' নামক ফার্সী ও উর্দ্দ ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছি তাহার শেষে এই অংশটুকু বসিবে,—

'সমস্‌ল আখবার' প্রায় পাঁচ বৎসর চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২৭ সনের ২৪এ মে তারিখে 'ক্যালকাটা জন্ বুল' নামক ইংরেজী সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন—

"A native newspaper, published in the Persian language, and under the title of the *Shems al Akhbar*, has terminated its career; the editor having discovered what some of our greatest statesmen, politicians, and reformers have yet to learn, that he had got too far before 'the age,' to realize his

visionary dreams of improving and enlightening his countrymen, or even to earn curry-bhat by his vocation. 'Be it known to all men,' says he—and hear this, ye babblers and bawlers about the invaluable blessings of a free press to the Hindu and the Mussulman—'Be it known to all men, that from the time this paper, the *Shems ul Akhbar*, was established by me, to the present day, which is now about five years, I have gained nothing by it except vexation and disappointment,..." (Cited by the *Asiatic Journal* for November 1827, Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 601).

গত বর্ষের ৩য় সংখ্যায় 'গস্‌পেল মাগাজীন' নামক মাসিক পত্র সম্বন্ধে লিখিবার পর এ সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রথম বারো সংখ্যা 'গস্‌পেল মাগাজীন' আছে। ১২শ সংখ্যার প্রকাশকাল—নভেম্বর ১৮২০।

১৮২০ সনের জানুয়ারি মাস হইতে এই মাগাজীনের একটি বাংলা সংস্করণ বাহির হয়। উহার প্রথম পাঁচ সংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। ইংরেজী-বাংলা সংস্করণের তুলনায় বাংলা সংস্করণে বিষয়-সংখ্যা অল্প থাকিত।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র

[পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের মূলীভূত কয়েকটি তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সূত্রাকারে বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট রীতি লিপিবদ্ধ করিতেছি। সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্তগুলি একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিলে অনেক পাঠকের সুবিধা হইতে পারে, এই জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ দুইটিতে আলোচিত সিদ্ধান্তগুলিরও সারসঙ্কলন এখানে করা হইল।

[১] যে ভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দঃ বলে।

ব্যাপক অর্থে ধরিলে ছন্দঃ সর্ব্ববিধ সুকুমার কলার লক্ষণ। সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সমস্ত সুকুমার কলাতেই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ রীতি অবলম্বন করিয়া উপকরণগুলির সমাবেশ না করিলে মনে কোনরূপ রসের সঞ্চার হয় না। এই রীতিকেই rhythm বা ছন্দঃ বলা যায়। মানুষের বাক্যও বহুল পরিমাণে ছন্দোলক্ষণযুক্ত। সাধারণ কথাবার্ত্তাতেও অনেক সময় অল্পাধিক পরিমাণে ছন্দোলক্ষণ দেখা যায়। কখন কখন সুলেখকগণের গদ্য-রচনাতে সুস্পষ্ট ছন্দোলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পদ্যেই ছন্দের লক্ষণগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে ও স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান থাকে। বলিতে গেলে ছন্দই কাব্যের প্রাণ। ছন্দোযুক্ত বাক্য বা পদ্যই কাব্যের বাহন।

এই প্রবন্ধে বাংলা পদ্য ছন্দের উপাদান ও তাহার রীতির আলোচনা করা হইবে। ছন্দঃ বলিতে এখানে metre বা পদ্যছন্দঃ বুঝিতে হইবে।

[২] যদি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়া বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ অনুসারে যোজনা করা হয়, তবে সেখানে ছন্দঃ আছে, বলা যাইতে পারে।

সঙ্গীতে অনেক সময় সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যত্যয় করিয়া তাল ঠিক রাখা হয়, অর্থাৎ ছন্দঃ বজায় রাখা হয়। 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' এই বাক্যটি লইয়াও গানের কলি রচিত হইয়াছে। কবিতায় এরূপ স্বাধীনতা চলে না।

কোন একটি বিশেষ pattern বা আদর্শ অনুসারে উপকরণগুলি সংযোজিত না হইলে ছন্দোবোধ আসে না। সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতেই আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। ঐ আদর্শই আমাদের রসানুভূতির symbol বা বাহ্য প্রতীক। আমাদের সর্ব্ববিধ কার্য্যের মধ্যে কোন না কোন এক প্রকার আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। জোড়ায় জোড়ায় জিনিস রাখা বা ব্যবহার করা, দুই দিক্ সমান করিয়া কোন কিছু তৈয়ার করা—এ সমস্তই আমাদের আদর্শানুকরণের পরিচয় প্রদান করে। এরূপ না করিলে সমস্ত ব্যাপারটা খাপছাড়া ও বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়।

উপরে অতি সরল দুই-এক প্রকার আদর্শের উদাহরণ মাত্র দেওয়া হইল। নানারূপ জটিল রসানুভূতির জন্য নানারূপ জটিল আদর্শেরও ব্যবহার হইয়া থাকে।

আদর্শের পৌনঃপুনিকতা হইতে ছন্দের উপকরণগুলির মধ্যে এক প্রকার ঐক্য অনুভূত হয় এবং সে জন্য তাহাদের ছন্দোবদ্ধ বলা হয়। এই ঐক্যবোধ ছন্দোবোধের ভিত্তিস্থানীয়।

[৩] **বাংলা পদ্যে পরিমিত কালানন্তরে সমধর্ম্মী বাক্যাংশের যোজনা হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে।**

অক্ষর (Syllable)

[৪] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা syllable. (চলিত বাংলায় অনেক সময় অক্ষর বলিতে এক একটি লিখিত হরফমাত্র বুঝায়। কিন্তু ব্যুৎপত্তি হিসাবে অক্ষরের অর্থ syllable, এবং এই অর্থেই ইহা সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাতেও এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার করা উচিত)।

অক্ষরকে বিশ্লেষ করিলে এক একটী বিশিষ্ট ধ্বনি (sound, phone) পাওয়া যায়, এই ধ্বনিকে বাক্যের 'পরমাণু' বলা যাইতে পারে। যথা—'কা', 'এক্', 'ক্রী', 'প্লু', 'গৌ', 'চল্'—অক্ষর ; 'ক্', 'আ', 'এ', 'র্', 'ঈ', 'প্', 'ল্', 'উ', 'গ্', 'ঔ', 'চ্', 'অ', —ধ্বনি।

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকিবেই ; তদ্ভিন্ন স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি ব্যঞ্জনবর্ণও উচ্চারিত হইতে পারে। স্বরবর্ণের বিনা সাহায্যে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না।*

অক্ষর দুই প্রকার—**স্বরান্ত** (open), ও **হলন্ত** (closed) ; স্বরান্ত অক্ষর, যথা—'না', 'যা', 'দে', 'সে' ইত্যাদি ; হলন্ত অক্ষর, যথা—'জল', 'হাত', 'বাঃ' ইত্যাদি।

[৫] **ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।** লিখিত হরফ বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে। তদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলার প্রচলিত বর্ণমালা হইতে এই ভাষার সব কয়টি প্রধান ধ্বনির (phoneme-এর) পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় দুইটি লিখিত স্বরবর্ণ জড়াইয়া মাত্র একটি স্বরের ধ্বনি পাওয়া যায়। 'বেরিয়ে যাও' এই বাক্যের শেষ শব্দ 'যাও' বাস্তবিক একাক্ষর, শেষের 'ও' ভিন্নরূপে উচ্চারিত হয় না, পূর্ব্ববর্ত্তী 'আ' ধ্বনির সহিত জড়াইয়া থাকে। কিন্তু 'আমাদের বাড়ী যেও'—এই বাক্যের শেষ শব্দটি দুইটি অক্ষরযুক্ত, কারণ শেষের 'ও' ভিন্নরূপে স্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে।

তদ্ভিন্ন কখন কখন এক একটি স্বর লেখার সময় ব্যবহৃত হইলেও পড়ার সময় বাস্তবিক বাদ যায়। যেমন, কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ-রীতি অনুসারে 'লাফিয়ে' এই শব্দটির উচ্চারণ হয় যেন 'লাফ্‌ইয়ে = লাফ্যে' ; 'তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিস্'—ইহার উচ্চারণ হয়, 'তুই বুঝি লুক্যে লুক্যে দেখিস্' †।

* Semivowel-জাতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণের বিনা সহায়তায় উচ্চারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তখন এই প্রকারের ব্যঞ্জনবর্ণ syllabic অর্থাৎ অক্ষর-সাধক ও স্বরবর্ণের সামিল হয়।

† সধবার একাদশী—দীনবন্ধু মিত্র।

অধিকন্তু স্বরবর্ণের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা বিবেচনার সময়ও উচ্চারণরীতি স্মরণ রাখিতে হইবে। 'হেমেন' বলিতে গেলে 'হে' অক্ষরটির 'এ', হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হয়; কিন্তু কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন 'ওহে রমেন' বলিয়া ডাকি, তখন 'ওহে' শব্দের 'হে' দীর্ঘস্বরান্ত হয়।

তদ্ভিন্ন, স্বরবর্ণের মধ্যে **মৌলিক ও যৌগিক** (diphthong) ভেদে দুই জাতি। 'অ, আ, ই (ঈ), উ (ঊ), এ, ও, অ্যা' প্রভৃতি মৌলিক স্বর; 'ঐ' যৌগিক স্বর, কারণ ইহা বাস্তবিক 'ও'+'ই' এই দুইটি স্বরের সংযোগে রচিত। তদ্রূপ 'ঔ', 'আই', 'আও' ইত্যাদি যৌগিক স্বর।

[৬] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্ম—[১] তীব্রতা (pitch)—শ্বাস বহির্গত হইবার সময় কণ্ঠস্থ বাক্‌তন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অনুসারে তাহাদের দ্রুত বা মৃদু কম্পন সুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে; [২] গাম্ভীর্য্য (intensity বা loudness)—অক্ষরের উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণে শ্বাসবায়ু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতেও স্পষ্টরূপে স্বর শ্রুতিগোচর হইবে; [৩] স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length বা duration)—যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্‌যন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে; [৪] স্বরের 'রঙ' (tone colour)—শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও সৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা যায় 'স্বরের রঙ্'।

এ চারিটি ধর্ম্মের মধ্যে **দৈর্ঘ্য ও গাম্ভীর্য্য এই দুইটি লইয়াই বাংলা ছন্দের কারবার।** অবশ্য, কথা বলিবার সময় নানা লক্ষণাক্রান্ত অক্ষর সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে। কিন্তু ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণকে উপেক্ষা করিয়া দুই একটি বিশেষ লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এ সম্বন্ধে রীতি বিভিন্ন।

ছেদ, যতি ও পর্ব্ব

[৭] কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না; ফুস্‌ফুসের বাতাস কমিয়া গেলেই ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে সেই সঙ্কোচের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয়। সেই জন্য কিছু সময় পরেই ফুস্‌ফুসের আরামের জন্য এবং মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা যায় না।

এই রকমের বিরতির নাম, 'বিচ্ছেদ-যতি', বা শুধু **ছেদ** (breath-pause)। খানিকটা উক্তি অথবা লেখা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। এইরূপ প্রত্যেকটি অংশ এক একটি breath group বা **শ্বাস-বিভাগ,** কারণ তাহা একবার বিরতির পর হইতে পুনরায় বিরতি পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধ্বনির সমষ্টি। এইরূপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া

ধ্বনির বিচ্ছেদ-স্থল বা 'ছেদ' আছে। ব্যাকরণ-অনুযায়ী প্রত্যেক sentence বা বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাস-বিভাগ বা কয়েকটি শ্বাস-বিভাগের সমষ্টি। কখন কখন একটি clause বা খণ্ড-বাক্যে পূর্ণ শ্বাস-বিভাগ হয়।

বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, সে জন্য ইহাকে **পূর্ণচ্ছেদ** (major breath-pause) বলা যাইতে পারে। বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন phrase বা অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির মধ্যে সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে **উপচ্ছেদ** (minor breath-pause) বলা যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ অনুসারে বৃহত্তর শ্বাস-বিভাগ (major breath-group ও ক্ষুদ্রতর শ্বাস-বিভাগ (minor breath-group) গঠিত হয়।

ছেদ বা বিচ্ছেদ যতিকে 'ভাব-যতি' (sense-pause)ও বলা যাইতে পারে। উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানের অর্থবাচক শব্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; উপচ্ছেদ থাকার দরুন বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহা বুঝা যায়—একটি বাক্য অর্থ বাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ থাকে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এ জন্য phrase ও sentence-কে 'অর্থ-বিভাগ' (sense-group) বলা যাইতে পারে।

লিখন-রীতি অনুসারে যেখানে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন বসান হয়, সেখানে প্রায়ই কোন এক প্রকার ছেদ থাকে—হয় পূর্ণচ্ছেদ, না হয় উপচ্ছেদ। ব্যাকরণের নিয়মে যেখানে full stop বা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেও major breath-pause বা পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে। কিন্তু যেখানে কমা, সেমিকোলন আদি পড়ে না, এমন স্থলেও উপচ্ছেদ পড়ে, এবং যেখানে syntax-এর (অর্থাৎ বাক্যরীতিগত) পূর্ণচ্ছেদ নাই, সেখানেও ছন্দের পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্ :—

> রামগিরি হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত * প্রাচীন ভারতবর্ষের * যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্যদিয়া * মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে * জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, * * সেখান হইতে * কেবল বর্ষাকাল নহে, * চিরকালের মতো * আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি * *। (মেঘদূত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার সময় সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে; এইটুকু না থামিলে কোন্ শব্দের সহিত কোন্ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় না; এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যেখানে দুইটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ও বাক্যের শেষ হইয়াছে; সেখানে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্বাস-ত্যাগের পর নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়।

[৮] যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগ্‌যন্ত্রই বিরাম পায়। এক ছেদ হইতে অপর ছেদ পর্য্যন্ত এক একটি শ্বাস বিভাগের মধ্যে এক রকম অনর্গল বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চলিতে থাকে। তজ্জন্য বাগ্‌যন্ত্রের ক্লান্তি ঘটে এবং পুনশ্চ শক্তিসঞ্চারের আবশ্যক হয়। ছেদের সময় অবশ্য সমস্ত বাগ্‌যন্ত্রই নূতন করিয়া শক্তি সঞ্চারের অবসর পায়। কিন্তু ছেদ ভাবের অনুযায়ী বলিয়া সব সময় নিয়মিত ভাবে বা তত শীঘ্র পড়ে না—পূর্ব্ব

হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি ঘটিতে পারে, এবং বিরামের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে। এক এক বারের ঝোঁকে কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্বা এই বিরামের আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝোঁকে পুনশ্চ কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ করে। এই বিরামস্থলকে **বিরাম-যতি** বা শুধু **যতি** নাম দেওয়া যাইতে পারে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি impulse বা ঝোঁকের শেষ; এবং তাহার পরে আর একটি ঝোঁকের আরম্ভ।

অবশ্য অনেক সময়ই ছেদ ও যতি এক সঙ্গে পড়ে। কিন্তু সর্ব্বদাই এরূপ হয় না। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন যতি-পতনের সময় ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে; শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা drawl বা দীর্ঘ টানে পর্য্যবসিত হয়। আবার জিহ্বা যখন impulse বা ঝোঁকের বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে, তখন মুহূর্ত্তের জন্য ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ঝোঁকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নূতন ঝোঁকের আরম্ভ হয় না।

[৯] **যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে।** পরিমিত কালানন্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই। ছেদ sense বা অর্থ অনুসারে পড়ে; সুতরাং ইহার দ্বারা পদ্য অর্থানুযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। জিহ্বার সামর্থ্যানুসারে যতি পড়ে। ইহার দ্বারা পদ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক ছন্দোবিভাগ বাগ্‌যন্ত্রের এক এক বারের ঝোঁকের মাত্রানুসারে হইয়া থাকে। এই ঝোঁকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের ঐক্যের লক্ষণ।

বাংলা পদ্যে এক একটি ছন্দোবিভাগের নাম **পর্ব্ব** (measure বা bar)। পরিমিত মাত্রার পর্ব্ব দিয়াই বাংলা ছন্দ গঠিত হয়। **এক এক বারের ঝোঁকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম পর্ব্ব। পর্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ।**

ছেদ যেমন দুই রকম, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে দুই রকম—**অর্দ্ধযতি** ও **পূর্ণযতি**। ক্ষুদ্রতর ছন্দোবিভাগ বা পর্ব্বের পরে অর্দ্ধযতি, এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ বা চরণের পরে পূর্ণযতি থাকে।

[১০] বাংলা কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি অবিকল মিলিয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। সময়ে সময়ে ছেদ ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা স্রোতের মধ্যে বিচিত্র আন্দোলন সৃষ্টি করে।

নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ছেদ ও যতির প্রকৃতি প্রতীত হইবে—

([*] ও [* *], এই দুই সঙ্কেত দ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং [।], [।।] এই সঙ্কেত দ্বারা অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি নির্দ্দেশ করিতেছি।)

[দৃষ্টান্ত ১] ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল * । ঈশ্বরী পাটনী * * ।।
একা দেখি কুলবধূ * । কে বট আপনি * * ।। (অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র)

[দৃষ্টান্ত ২] গগন ললাটে * | চূর্ণকায় মেঘ * |
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে * * |
কিরণ মাখিয়া * | পবনে উড়িয়া * |
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে * * (আশাকানন, হেমচন্দ্র)

[দৃঃ ৩] আমি যদি | জন্ম নিতেম * | কালিদাসের | কালে * *
দৈবে হতেম | দশম রত্ন * | নবরত্নের | মালে * *
(সেকাল, রবীন্দ্রনাথ)

[দৃঃ ৪] আর—ভাষাটাও তা | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া * *
আর—ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় নাকো সে | সাড়া * *
সে—হাজার ই পা | দুলাই, * গোঁফে | হাজার-ই দিই | চাড়া ; * *
(হাসির গান, দ্বিজেন্দ্রলাল)

[দৃঃ ৫] একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা * | আঁধার কুটীরে
নীরবে। * * দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া
ফেরে দূরে, * মত্ত সবে | উৎসব কৌতুকে। * *
(মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন)

[দৃঃ ৬] গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা | রটি' গেল ক্রমে *
মৈত্র মহাশয় যাবে | সাগর সঙ্গমে ॥
তীর্থস্নান লাগি'। * * | সঙ্গীদল গেল জুটি'
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, * | নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে। * *
(দেবতার গ্রাস, রবীন্দ্রনাথ)

পর্ব্ব (Bar) ও পর্ব্বাঙ্গ (Beat)

[১১] ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দ কয়েকটি পর্ব্ব (অর্থাৎ এক এক ঝোঁকে উচ্চারিত বাক্যাংশ) লইয়া গঠিত হয়। ছন্দোরচনা করিতে হইলে সমান মাপের, বা কোন নিয়ম অনুসারে পরিমিত মাপের, পর্ব্ব ব্যবহার করিতে হইবে। পূর্ব্বের ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে সমান মাপের পর্ব্বই প্রায় ব্যবহার করা হইয়াছে, কেবল ১, ৩, ৪ সংখ্যক দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্তির শেষে যেখানে পূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্ব্বটি ঈষৎ ছোট হইয়াছে, এবং ২ সংখ্যক দৃষ্টান্তে পূর্ণচ্ছেদের পূর্ব্বে পর্ব্বটি ঈষৎ বড় হইয়াছে।

পর্ব্ব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। শব্দ বলিতে মূল শব্দ বা বিভক্তি বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। এরূপ কয়েকটি শব্দ লইয়া একটি বৃহত্তর পদ রচিত হইলেও, ছন্দের বিভাগের সময় প্রত্যেকটি গোটা শব্দকে বিভিন্ন ধরিতে হইবে। 'গুলি', 'দ্বারা', 'হইতে' ইত্যাদি যে সমস্ত বিভক্তি মাপে ও ব্যবহারে শব্দের অনুরূপ তাহাদিগকেও ছন্দের হিসাবে এক একটি শব্দ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। **এই শব্দই বাংলা উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয়।**

প্রত্যেকটি পর্ব্ব দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। ১ সংখ্যক দৃষ্টান্তে 'একা দেখি কুলবধূ' এই পর্ব্বটিতে 'একা দেখি' ও 'কুলবধূ' এই দুইটি পর্ব্বাঙ্গ আছে। **এক একটি পর্ব্বাঙ্গও হয় একটি মূল শব্দ, না হয় কয়েকটি মূল শব্দের সমষ্টি।** (পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ দেখাইবার জন্য [:] চিহ্ন ব্যবহৃত হইল।)

[১২] পূর্ব্বে স্বরের গাম্ভীর্য্যের কথা বলা হইয়াছে। কথা বলিবার সময় বরাবর সব কয়টি অক্ষর সমান গাম্ভীর্য্য সহকারে উচ্চারণ করা যায় না। গাম্ভীর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়াই নিয়ম। সাধারণ বাংলা উচ্চারণে প্রতি শব্দের প্রথমে স্বরের গাম্ভীর্য্য কিছু বেশী হয়, শব্দের শেষে কিছু কম হয়। প্রত্যেকটি পর্ব্বাঙ্গের প্রথমেও স্বরগাম্ভীর্য্য বেশী, শেষে কিছু কম। যদি একই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে একাধিক শব্দ থাকে, তবে প্রথম শব্দ অপেক্ষা পরবর্ত্তী শব্দের গাম্ভীর্য্য কম হয়, পর্ব্বাঙ্গের প্রথম হইতে গাম্ভীর্য্য একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, পর্ব্বাঙ্গের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। পরবর্ত্তী পর্ব্বাঙ্গ আরম্ভ হইবার সময় পুনশ্চ গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া যায়। এইরূপে **স্বর-গাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধি অনুসারে পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ করা যায়।** 'একা দেখি কুলবধূ' এইটি পড়িতে গেলে 'এ' উচ্চারণের সময় বাগ্‌যন্ত্রের impulse বা ঝোঁকের আরম্ভ হয় এবং পর্ব্বও আরম্ভ হয়। সেই সময়ে স্বরের যেটুকু গাম্ভীর্য্য তাহা ক্রমশঃ কমিতে কমিতে 'খি' উচ্চারণের সময় সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়, তাহার পর 'কু' উচ্চারণের সময় আবার স্বরের গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া 'ধূ' উচ্চারণের সময় সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। সেই সময়ে উচ্চারণ-প্রয়াসের কথঞ্চিৎ বিরতি ঘটে, নূতন ঝোঁকের জন্য নূতন করিয়া শক্তিসঞ্চার আবশ্যক হয়। সুতরাং ঐখানে পর্ব্বেরও শেষ হয়।

দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গ লইয়া একটি পর্ব্ব গঠিত হওয়ায় স্বর-গাম্ভীর্য্যের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য পর্ব্বের মধ্যে একরূপ স্পন্দন অনুভূত হয়। এই স্পন্দনটুকু ছন্দের প্রাণ। এই স্পন্দন থাকার জন্য পর্ব্ব কাব্যের উপকরণ এবং ভাবপ্রকাশের বাহন হইয়াছে, এবং শ্রবণমাত্র মনে আবেগের উৎপাদন ও রসের স্পৃহা আনয়ন করে।

মাত্রা (Mora

[১৩] **বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। মাত্রার মূল তাৎপর্য্য duration বা কালপরিমাণ।** এক একটি অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে তদনুসারে মাত্রা স্থির করা হয়। কিন্তু মাত্রার এই মূল তাৎপর্য্য হইলেও সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ববিষয়ে যে শুদ্ধ কালপরিমাণ অনুসারে মাত্রার হিসাব করা হয়, তাহা নহে। বাস্তবিক, উচ্চারণের সময় বিভিন্ন অক্ষরের কালপরিমাণের নানারূপ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ছন্দের মাত্রা হিসাবের সময় প্রতি অক্ষরের কালপরিমাণের সূক্ষ্ম বিচার করা হয় না। সাধারণতঃ হ্রস্ব বা একমাত্রার এবং দীর্ঘ বা দুইমাত্রার—এই দুইশ্রেণীর অক্ষর গণনা করা হয়। কখন কখন তিনমাত্রার অক্ষরও স্বীকার করা হয়। কিন্তু সব দীর্ঘ বা হ্রস্ব অক্ষরের কালপরিমাণ যে এক, কিম্বা দীর্ঘ অক্ষর মাত্রেরই উচ্চারণে যে হ্রস্ব অক্ষরের ঠিক দ্বিগুণ সময় লাগে, তাহা নহে। নানা কারণে কোন কোন অক্ষরকে অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়; তখন তাহাকে বলা হয় দীর্ঘ, এবং তাহার অনুপাতে অপরাপর অক্ষরকে বলা হয় হ্রস্ব।

সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন্ অক্ষরের কত মাত্রা হইবে, তদ্বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট বিধি আছে। কিন্তু বাংলায় তত বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। অক্ষরের অবস্থান, ছন্দের প্রকৃতি

ইত্যাদি অনুসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়। যদিও ছন্দে সাধারণ উচ্চারণের রীতির বিশেষ ব্যত্যয় করা চলে না, তত্রাচ ছন্দের খাতিরে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করা চলে। আর, **মাত্রার দিক্ দিয়া বাংলা উচ্চারণের রীতিও একেবারে বাঁধা-ধরা নয়।** যাহা হউক, কোনরূপ সন্দেহ বা অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে **ছন্দের আদর্শ অনুসারেই শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির করিতে হয়।**

[১৪] মাত্রা-বিচারের জন্য বাংলা অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা চলে—

বাংলা অক্ষর

মৌলিক দীর্ঘস্বরান্ত মৌলিক হ্রস্বস্বরান্ত
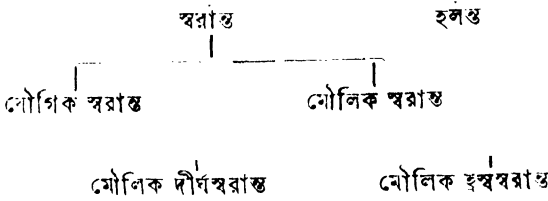
[১৫] একটি হ্রস্ব স্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ।

(হ্রস্বাক্ষর নির্দ্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [◡] চিহ্ন, এবং দীর্ঘাক্ষর নির্দ্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [–] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে। সময়ে সময়ে মৌলিক স্বরান্ত হ্রস্ব অক্ষর নির্দ্দেশের জন্য [°] চিহ্ন এবং হ্রস্বীকৃত যৌগিক অক্ষর নির্দ্দেশের জন্য [◡] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে। তদ্রূপ মৌলিক স্বরান্ত দীর্ঘীকৃত অক্ষর নির্দ্দেশের জন্য [:] চিহ্ন এবং যৌগিক স্বরান্ত দীর্ঘীকৃত অক্ষর নির্দ্দেশের জন্য [–] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে।)

[১৬] বাংলায় সমস্ত মৌলিক স্বরই হ্রস্ব। সুতরাং **মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর মাত্রেই সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয়। স্থান-বিশেষে কিন্তু মৌলিক দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরও দেখা যায়।**

যথা—[ক] অনুকারধ্বনি-সূচক, আবেগ-সূচক বা সম্বোধক একাক্ষর শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

যেমন—

[দৃঃ ৭] হী হী শবদে | অটবী পূরিছে
[দৃঃ ৮] বল ছিন্ন বীণে | বল উচ্চৈঃস্বরে
না - না - না | মানবের তরে
[দৃঃ ৯] রে সতি রে সতি | কাঁদিল পশুপতি

[খ] যে শব্দের শেষের কোন অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অন্তে স্বর থাকিলে সেই স্বর দীর্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

[দৃঃ ১০] নাচ' ত সীতারাম | কাঁকাল বেঁকিয়ে

[গ] সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত মতে দীর্ঘ, তাহা আবশ্যক মত দীর্ঘ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে—

[দৃঃ ১১] ভীত-বদনা | পৃথিবী হেরিছে

[দৃঃ ১২] আসিল যত | বীর-বৃন্দ | আসন তব | ঘেরি

এইরূপ ক্ষেত্রে যে সর্ব্বদাই অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরিতে হইবে, এমন নয়; তবে ইহাদিগকে আবশ্যক-মত দীর্ঘ করা চলে, এবং করা হইয়াও থাকে।

[১৭] হলন্ত ও যৌগিকস্বরান্ত অক্ষরের ব্যাপার অন্যবিধ। ইহারা স্বভাবতঃ মৌলিকস্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ। কারণ হলন্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরের উচ্চারণের পরও শেষ ব্যঞ্জনবর্ণটি উচ্চারণ করিতে কিছু সময় বেশী লাগে; তেমনি যৌগিক স্বরে একটি প্রধান বা পূর্ণ স্বরের (syllabic স্বরের) পরে একটি অপ্রধান বা অপূর্ণ স্বর থাকে, এবং সেই অপ্রধান (non-syllabic) স্বরটি উচ্চারণের জন্য কিছু বেশী সময় লাগে। এই জন্য হলন্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের নাম দেওয়া যাইতে পারে, **যৌগিক অক্ষর বা সামান্য অক্ষর। ছন্দের মধ্যে ব্যবহার করিতে গেলে, তাহাদিগকে হয় এক মাত্রার নয় দুই মাত্রার বলিয়া ধরিতে হইবে;** অর্থাৎ হয় কিছু দ্রুত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে হ্রস্ব করিয়া লইতে হইবে, না হয় কিছু বিলম্বিত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে দীর্ঘ ধরিয়া লইতে হইবে। ইহার নাম **হ্রস্বীকরণ** ও **দীর্ঘীকরণ।**

কিন্তু **শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরাই রীতি**; যথা—'রাখাল' 'গরুর' 'পাল' এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ৩, ৩ ও ২ মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। **কেবল যে পর্ব্বে কোন অক্ষরের উপর প্রবল স্বরাঘাত পড়ে, সেখানে পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত সব অক্ষরই হ্রস্ব বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে।**

[দৃঃ ১৩ | রাত্ পোহাল' | ফর্সা হ'ল | ফুটল কত | ফুল।

এই রকম চরণের প্রতি পর্ব্বের প্রথমে একটি প্রবল স্বরাঘাত থাকে বলিয়া প্রত্যেকটি অক্ষর হ্রস্ব বলিয়া গণ্য হয়।

[১৮] কিন্তু হ্রস্বীকরণের একটা সীমা আছে। **একই পর্ব্বে উপর্য্যুপরি মাত্র দুইটি যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ করা যাইতে পারে**; কিন্তু যদি পরপর তিনটি যৌগিক অক্ষর থাকে তবে তাহাদের মধ্যে একটিকে দীর্ঘ ধরিতেই হইবে। 'দিঙ্মণ্ডল,' 'ধক্-ধক্-ধক্' 'খঞ্জন-চোখ' প্রভৃতিকে অন্ততঃ চার মাত্রার বলিয়া ধরিতেই হইবে।

[১৮ ক] উপরে লিখিত নিয়মগুলিতে মাত্র দীর্ঘীকরণের একটা সাধারণ প্রথা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। **কিন্তু ইহা ব্যতিরিক্ত সাধারণ মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরও ছন্দের আবশ্যকতা-মত দীর্ঘ হইতে পারে। তবে সেরূপ করিতে গেলে সাধারণ উচ্চারণ পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা হয়, এবং বর্ত্তমান যুগের ছন্দে সে রকম ব্যতিক্রম নাই বলিলেই চলে।**

স্বরাঘাত (Stress)

[১৯] পূর্ব্বে স্বর-গাম্ভীর্য্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে স্বরের গাম্ভীর্য্য স্বভাবতঃ কিছু অধিক হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রায়ই দেখা যায় যে, এক একটি বাক্যাংশের কোন একটি বিশেষ অক্ষরের স্বর-গাম্ভীর্য্য পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত অক্ষরকে অতি স্পষ্টরূপে ছাপাইয়া উঠে। নানা কারণে এরূপ হইতে পারে। শব্দ-বিশেষের অর্থ-গৌরবের জন্যই সাধারণতঃ এরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ স্বর গাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধির নাম **স্বরাঘাত**।

[২০] পদ্যে এইরূপ অর্থগৌরব-সূচক স্বরাঘাত ছাড়া আর এক প্রকার স্বরাঘাত দেখা যায়। তাহার গাম্ভীর্য্য অপেক্ষাকৃত বেশী, এবং তাহার অবস্থান অনুসারেই ছন্দের আদর্শ রচিত হয়। (দৃষ্টান্ত ১৩ দ্রষ্টব্য।)

[২১] এবংবিধ ছন্দের মধ্যে প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা এবং দুই মাত্রার দুইটি পর্ব্বাঙ্গ থাকে। প্রথম পর্ব্বাঙ্গের কোন একটি অক্ষরে **প্রবল স্বরাঘাত** পড়ে। স্বরাঘাত থাকার দরুণ পর্ব্বের সমস্ত যৌগিক অক্ষরই দ্রুত ভাবে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ তাহাদের হ্রস্বীকরণ হয়। কিন্তু প্রবল স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষরের পরবর্ত্তী অক্ষরটি মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর হওয়া দরকার। দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্গটিতে ক্ষীণতর একটি স্বরাঘাত অনেক সময় লক্ষিত হয়। যৌগিক অক্ষরের উপর না পড়িলে স্বরাঘাতের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয় না। এ জন্য স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে যৌগিক অক্ষরের অধিক ব্যবহার দেখা যায়।

বাংলা ছন্দের সূত্র

[২২] **বাংলা ছন্দের এক একটি পর্ব্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকা আবশ্যক।** একটি মূল শব্দকে ভাঙিয়া দুইটি পর্ব্বের মধ্যে দেওয়া চলে না। এই জন্য

[দৃঃ ১৪] কত না অর্থ, কত অনর্থ, আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্ত্য
(নগরসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ)

এই পংক্তিটি পাঁচ মাত্রার পর্ব্বে রচিত মনে করিয়া

কত না অর্থ, | কত অনর্থ, | আবিল করি | ছে স্বর্গমর্ত্ত্য

এই ভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না।

কেবল মাত্র দুই একটি স্থলে এই রীতির ব্যত্যয় হইতে পারে—

[ক] যেখানে চরণের শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ (catalectic) এবং উপান্ত পর্ব্বেরই অতিরিক্ত অংশ বলিয়া মনে হয়;—

[দৃঃ ১৫] ঘুম যাবে সে | দুধের ফেনা | ফুলের বিছা | নায়
(কয়াধু, সত্যেন্দ্র দত্ত)

[দৃঃ ১৬] কোথায় শিষ্য | ভুলেছ' ভাষ্য | মাধবীর সৌ | রভে
(দুর্ব্বাসা, কালিদাস রায়)

[দৃঃ ১৭] রেলগাড়ী ধায়; | হেরিলাম হায় | নামিয়া বর্দ্ধ | মানে
(পুরাতন ভৃত্য, রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু যেখানে সম মাত্রার পর্ব্ব লইয়া কবিতা রচিত হইয়াছে, সেখানেই মাত্র এরূপ চলিতে পারে; যেখানে বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয় (৬ সংখ্যক দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য), সেখানে এরূপ চলে না।

[খ] বাংলা মূল শব্দ সাধারণতঃ এক হইতে তিন মাত্রার হয়; বিভক্তি ইত্যাদির যোগে ইহা অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াও থাকে। সময়ে সময়ে বিদেশী ও তৎসম শব্দ অথবা সমাস ব্যবহারের কারণেও বড় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সে সব ক্ষেত্রে আবশ্যক হইলে তাহাদের ভাঙিয়া দুইটি পর্ব্বের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে। তবে যতটা সম্ভব শব্দের মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা করিতে হইবে।

[দৃঃ ১৮] সহকারী রাজকৃষ্ণ | কাঞ্চনবরণ,
যার করে জ্বলে টেলি | মেকস রতন।
(গঙ্গার কলিকাতা দর্শন, দীনবন্ধু মিত্র)

[দৃঃ ১৯] চারি অগ্নি মিশ্রিত | হইয়া এক হৈল।
সমুদ্র হৈতে আচম্- | বিতে বাহিরিল॥
(আদিপর্ব্ব, কাশীরাম)

[দৃঃ ২০] বিষ্ণু পাইলা কমলা | কৌস্তুভ মণি আদি।
হয় উচ্চৈঃশ্রবা ঐরা | বত গজনিধি॥ (ঐ)

[দৃঃ ২১] এস পুস্তক- | পুঞ্জ পূজারী | সারদার উপা | সকেরা সবে
(স্বাগত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

[দৃঃ ২২] ভূদেব রমেশ | দীনবন্ধুর | অর্ঘ্যে পদার | বিন্দে দীপ্তি
(কালিদাস রায়)

[২৩] **প্রত্যেক পর্ব্বে দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গ থাকিবে।** অন্ততঃ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ না থাকিলে পর্ব্বের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না।

প্রতি পর্ব্বাঙ্গেও একটি বা ততোধিক গোটা মূলশব্দ রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে যে সব ক্ষেত্রে কোন গোটা মূলশব্দ ভাঙিয়া পর্ব্ববিভাগ করা হয়, সে সব ক্ষেত্রে সুতরাং ভাঙা শব্দ লইয়াই পর্ব্বের কোন একটি অঙ্গ গঠিত হয়।

বড় (চারি বা ততোধিক মাত্রার) শব্দকে আবশ্যক মত ভাঙিয়া দুইটি পর্ব্বাঙ্গ গঠিত করা যাইতে পারে। তবে মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা করিতে হইবে।

স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দে যেখানে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট থাকে, সেখানে যথেচ্ছ ভাবে শব্দের বিভাগ করিয়া পর্ব্বাঙ্গ গঠিত করা যাইতে পারে।

[দৃঃ ২৩] এস : প্রতিভার | রাজ : টীকা ভালে | এসো : ওগো এস | সগৌ : রবে
[দৃঃ ২৪] স্বাগত : কাব্য | কোবিদ : হেথায় | উজ্জ : য়িনীর | বাজিছে : বাঁশি
(স্বাগত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

[দৃঃ ২৫] বজ্রশৈলে : শব্দসিন্ধু | করিয়া : মন্থন
অমিত্রা- : ক্ষরের : সুধা | করেছে : অর্পণ
(কলিকাতা-দর্শন, দীনবন্ধু)

[দৃঃ ২৬] কোন্ হা : টে তুই | বিকো : তে চাস্ | ওরে : আমার | গান
(যথাস্থান, রবীন্দ্রনাথ)

[দৃঃ ২৭] কে ব : লে রূপ | নাই দে : বতার | কে ব : লে তাঁর | মূর্ত্তি : নাহি
(কোজাগরলক্ষ্মী, যতীন্দ্র বাগচী)

[২৪] একটি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়া থাকে। কখন কখন এক মাত্রার পর্ব্বাঙ্গও দেখা যায়। বাংলা শব্দও সাধারণতঃ এক, দুই, তিন বা চার মাত্রার হয়।

পর্ব্বাঙ্গের শেষে স্বর-গাম্ভীর্য্যের হ্রাস হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কবি ইচ্ছা করিলে পর্ব্বাঙ্গের পরে সামান্য বা অধিক বিরামস্থল রাখিতে পারেন। সময়ে সময়ে পর্ব্বাঙ্গের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায়। ৪ সংখ্যক ও ৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তেই দেখা যায় যে, পর্ব্বের মধ্যেই পর্ব্বাঙ্গের পরে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছে। কিন্তু পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে কোনরূপ যতি বা ছেদ থাকিতে পারে না।

[২৫] বাংলায় ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা, ও ৮ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহারই বেশী। ১০ মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহারও বর্ত্তমান যুগে যথেষ্ট দেখা যায়। কখন কখন ৫ ও ৭ মাত্রার পর্ব্বেরও ব্যবহার দেখা যায়। ৪ মাত্রা অপেক্ষা ছোট ও ১০ মাত্রা অপেক্ষা বড় পর্ব্বের ব্যবহার হয় না।

প্রত্যেক প্রকারের পর্ব্বের বিশিষ্ট কোন ছন্দোগুণ আছে। ৪ মাত্রার পর্ব্বের গতি ক্ষিপ্র, ভাব হাল্কা। স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে শুধু ৪ মাত্রার পর্ব্বই ব্যবহৃত হইতে পারে।

[দৃঃ ২৮] জল পড়ে | পাতা নড়ে ॥
[দৃঃ ২৯] কালো জল | লাল ফল ॥
[দৃঃ ১৩] রাত্ পোহাল' | ফর্‌সা হ'ল | ফুটল কত | ফুল।
[দৃঃ ৩০] "কে নিবি গো | কিনে আমায়, | কে নিবি গো | কিনে।"
পসরা মোর | হেঁকে হেঁকে | বেড়াই রাতে | দিনে ॥
[দৃঃ ৩১] মা কেঁদে কয়, | "মঞ্জুলী মোর | ঐ তো কচি | মেয়ে"
[দৃঃ ৩২] খনা ডেকে | ব'লে যান,
রোদে ধান | ছায়ায় পান ॥

ছয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ রকমের পর্ব্বের চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকথনের এক একটি বিভাগের প্রায় সমান। বাংলা লঘুত্রিপদী ছন্দের ভিত্তি ছয় মাত্রার পর্ব্ব।

[দৃঃ ৩৩] শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই | আর সবি গেছে | ঋণে
[দৃঃ ৩৪] ওগো কালো মেঘ | বাতাসের বেগে | যেওনা যেওনা | যেওনা চলে
[দৃঃ ৩৫] (সেথা) শুষ্ক চপল | বাসনা মানসে, | হত লালসার | উগ্রতা

আট মাত্রার পর্ব্বই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার গতি মন্থর ও সংযত, ভাব গম্ভীর। বাংলা পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী প্রভৃতি সনাতন ছন্দ এবং সাধারণ অমিতাক্ষর (অমিত্রাক্ষর) প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি আট মাত্রার পর্ব্ব।

দশ মাত্রার পর্ব্বের বিস্তৃত ব্যবহার শুধু বর্ত্তমান যুগেই দেখা যায়। (পূর্ব্বে কেবল দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের তৃতীয় পর্ব্বরূপে ইহার ব্যবহার দেখা যাইত।) সাধারণতঃ লঘুতর পর্ব্বের সহযোগেই ইহার ব্যবহার হয়।

[দৃঃ ৩৬] অন্ন চাই, প্রাণ চাই, | আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য | আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু ॥
[দৃঃ ৩৭] ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, | প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ,
জগৎ আপনা দিয়ে | খুঁজিছে তাহার প্রতিদান ॥

[দৃঃ ৩৮] নিস্তব্ধের সে-আহ্বানে, | বাহিরিয়া জীবন-যাত্রা মম ||
সিন্ধুগামী-তরঙ্গিনী সম ||
এতোকাল চলেছিনু | তোমারি সুদূর অভিসারে ||
বঙ্কিম জটিল পথে | সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে ||
অনির্দ্দেশ অলক্ষ্যের পানে ||

দীর্ঘতর মাত্রার পর্ব্বগুলি সাধারণতঃ লঘুতর পর্ব্বের সহযোগেই ব্যবহৃত হয়।

পাঁচ মাত্রা ও সাত মাত্রার পর্ব্বের প্রকৃতি অন্যান্য পর্ব্ব হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহারা দুইটি বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গে রচিত হয় বলিয়া ইহাদের syncopated বা অপূর্ণ পর্ব্ব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার উচ্ছল, চপল ভাব অনুভূত হয়।

[দৃঃ ৩৯] সকালবেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায় –
(অপেক্ষা, রবীন্দ্রনাথ)

[দৃঃ ৪০] গোকুলে মধু | ফুরায়ে গেল | আঁধার আজি | কুঞ্জবন
(শেষ, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য)

[দৃঃ ৪১] ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন প্রবাসী
বিরহ তপোবনে | আনমনে উদাসী
(বিরহানন্দ, রবীন্দ্রনাথ)

[দৃঃ ৪২] ললাটে জয়টীকা | প্রসূন-হার গলে | চলে রে বীর চলে
সে কারা নহে কারা | যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখা জ্বলে
(নজরুল ইস্‌লাম)

[২৬] **বাংলা ছন্দের রীতি এই যে, পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলিকে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সাজাইতে হইবে ; হয়, পর্ব্বাঙ্গগুলি পরস্পর সমান হইবে, না হয় তাহাদের মাত্রার ক্রম অনুসারে তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে।** পর পর পর্ব্বাঙ্গগুলি হয় ক্রমশঃ হ্রস্বতর, না হয় দীর্ঘতর হইবে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ছন্দঃপতন ঘটিবে।

এই নিয়মানুসারে বাংলায় প্রচলিত পর্ব্ব-সমূহ নিম্নলিখিত ভাবে পর্ব্বাঙ্গে বিভক্ত হইতে পারে,—

পর্ব্বের দৈর্ঘ্য	দুইটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি	তিনটি পর্ব্বাঙ্গে বিভাগের রীতি
৪	২+২ (মনে : পড়ে | সুয়ো : রাণী | দুয়ো : রাণীর | কথা ; জল : পড়ে | পাতা : নড়ে)	
	৩+১ * (কিনু নাপিত | দাড়ী কামায় | আদ্ধেক : তার | চুল)	
	১+৩ * (তিন : কন্তে | দান ; রাম : সিংহের |)	
৫	৩+২ (পঞ্চ : শরে | দগ্ধ : ক'রে | করেছ' : একি | সন্ন্যাসী)	
	২+৩ (পূর্ণ চাঁদ | হাসে : আকাশ- | কোলে, || আলোক-ছায়া | শিব : -শিবানী | সাগর-জলে | দোহলে)	
৬	৩+৩, ২+৪, ৪+২ (নিম্নে প্রদত্ত দৃঃ ৪৩ দ্রষ্টব্য)	

৩+৪
৪+৩ } (দ্রঃ ৪১ ও ৪২ দ্রষ্টব্য)

৪ + ৪
(পাখী সব : করে রব |)

৩ + ৩ + ২
(রাখাল : গরুর : পাল | ; যশোর : নগর : ধাম |)

২ + ৩ + ৩
(দূরে : থাকিয়া : প্রহস্ত | রাবণে নোয়ায় | মাথা)

১০

৩ + ৩ + ৪
(ভারত- : ঈশ্বর : শা-জাহান)

৪ + ৩ + ৩
(মহারাজ : বঙ্গজ : কায়স্থ | ; সকরুণ : কনক : আকাশ |)

৪ + ৪ + ২
(অশ্রুভরা : আনন্দের : সাজি)

২ + ৪ + ৪
(রথ : চালাইয়া : শীঘ্র সহি)

* তারকা-চিহ্নিত প্রথার পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়।

[২৬ ক] বাংলার ছন্দের পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগের সঙ্কেতগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের তাল বিভাগের অনুরূপ। মূলতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ও বাংলা প্রভৃতি ভাষার ছন্দের প্রকৃতি এক ; উভয়েরই আদিম ইতিহাস এক। নিম্নে পর্ব্ব-বিভাগ গুলির সহিত তাল-বিভাগের সূত্রের ঐক্য দর্শিত হইল :—

পর্ব্বের মাত্রা	—	পর্ব্বাঙ্গ বিভাগের রীতি	—	অনুরূপ তালের নাম
৪	—	২+২	-	ঠুংরী
৫	—	২+৩, ৩+২	-	ঝাঁপতাল
৬	—	৩+৩	-	দাদ্রা, একতালা ইত্যাদি
		২+৪, ৪+২	-	রূপক
৭	—	৩+৪; ৪+৩	—	তেওরা
৮	—	৪+৪	—	কাবালী ইত্যাদি
		২+৩+৩, ৩+৩+২	-	ত্রিপুট তিস্র (দক্ষিণ ভারতীয়
১০	—	৪+৪+২, ২+৪+৪	-	সুর ফাক্তা

[২৭] পরস্পর সমান বা প্রতিসম পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গবিভাগের রীতি একবিধ হওয়ার আবশ্যকতা নাই।

[২৮] **উচ্চারণের রীতি বজায় রাখিয়া ছন্দের pattern বা আদর্শ অনুসারেই অক্ষরের মাত্রা স্থির হইয়া থাকে।**

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অক্ষর আবশ্যক-মত দীর্ঘ হইতে পারে। সাধারণ রীতি এই যে, প্রত্যেক অক্ষরই একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে, শুধু শব্দের অন্তঃস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে। ছন্দের খাতিরে **গোটা শব্দ না ভাঙিয়া উপরে লিখিত নিয়মে পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ করিবার জন্য অক্ষরের দীর্ঘীকরণ বা হ্রস্বীকরণ করা হইয়া থাকে।** এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একই পর্ব্বের মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইটির বেশী যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ চলে না, এবং পর্ব্বের মধ্যে প্রবল স্বরাঘাত না থাকিলে শব্দের অন্তঃস্থ হলন্ত অক্ষরের হ্রস্বীকরণ চলে না। (আধুনিক কবিরা অনেক সময় সমস্ত যৌগিক অক্ষরেরই দীর্ঘীকরণ করিয়া থাকেন।) এই

উপলক্ষে কোন কোন স্থলে গোটা শব্দকে ভাঙিয়া পর্ব্ব বা পর্ব্বাঙ্গ বিভাগ করা যাইতে পারে, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পাঠকের রুচি-অনুসারে কবিতা-পাঠ-কালে পর্ব্বের অন্ত্য অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া পর্ব্বের দৈর্ঘ্য বাড়াইতে পারা যায়। অবশ্য প্রতিসম পর্ব্বগুলিতে মোট মাত্রা সমান রাখিতে হইবে।

[২৯] ছন্দোলিপি করিবার সময় প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, এক একটি চরণ সমমাত্রিক পর্ব্বের সংযোগে না, বিভিন্ন মাত্রার সংযোগে রচিত হইয়াছে। এইটি বুঝিয়া প্রথমতঃ পর্ব্ব-বিভাগ করিতে হইবে। (শব্দের স্বাভাবিক অন্বয় অনুসারে পাঠ করিলেই সাধারণতঃ পর্ব্ব-বিভাগগুলি অনেক সময় ধরা পড়ে।) তাহার পরে পর্ব্বগুলির কত মাত্রা বিবেচনা করিতে হইবে। এবং তাহার পরে প্রত্যেক পর্ব্বকে উপযুক্ত পর্ব্বাঙ্গে বিভাগ করিতে হইবে। পর্ব্বের ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রা হিসাব করিবার সময় মাত্রা-বিষয়ক নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে। দীর্ঘীকরণের আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত তালিকার পর্য্যায় অনুসারে করিতে হইবে,—

(১) শব্দের অন্তঃস্থ হলন্ত অক্ষর }
(২) অন্যান্য হলন্ত অক্ষর } যৌগিক অক্ষর
(৩) যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর }
(৪) আহ্বান ও আবেগ-সূচক এবং অনুকারধ্বনি-সূচক অক্ষর
(৫) লুপ্ত অক্ষরের প্রতিনিধিস্থানীয় মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর
(৬) সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষর
(৭) অন্যান্য মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর *

[৩০] পর্ব্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেক সময় hyper-metric বা ছন্দের অতিরিক্ত একটি বা দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাদিগকে ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়।

[৩১] ছন্দোলিপিকরণের (Scanning-এর) দুই একটি উদাহরণ নিম্নে দিতেছি।

[দৃঃ ৪৩] এই কলিকাতা—কালিকাক্ষেত্র, কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়, মহেশের পদধূলে এ পূত।
(স্বাগত, সত্যেন্দ্র দত্ত)

এই দুইটি পংক্তি পড়িলে বা অন্বয় করিলেই প্রতীত হইবে যে, প্রত্যেক পংক্তির মাঝখানে একটি যতি বা পর্ব্ববিভাগ আছে।

এই কলিকাতা—কালিকাক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণু-চক্র ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদধূলে এ পূত।

দেখা যাইতেছে, উপরের চারিটি বিভাগে যথাক্রমে ১০, ৯, ৯, ১০ করিয়া অক্ষর আছে। কিন্তু ইহাতে স্বরাঘাতের প্রাবল্য নাই এবং স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের রীতি অনুসারে চারি অক্ষর লইয়া পর্ব্ববিভাগ করিতে গেলে অনুচিত ভাবে শব্দ ভাঙিতে হয় এবং পড়া

* এই শ্রেণীর অক্ষরের দীর্ঘীকরণ যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে হইবে। কারণ, সেরূপ করিলে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির লঙ্ঘন করিতে হয়। তত্রাচ ছন্দকে বজায় রাখিবার জন্য সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যতিক্রমও আবশ্যক হইলে করিতে হইবে।

অসম্ভব হয়। সুতরাং সাধারণ রীতি অনুসারে অন্ততঃ শব্দের অন্তঃস্থ হলন্ত অক্ষরগুলিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে বিভাগগুলিতে ১০, ১১, ৯, ১১ মাত্রা করিয়া পড়ে। কিন্তু ১১ মাত্রার পর্ব্ব হয় না, বিশেষতঃ এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের। সুতরাং ৫ বা ৬ মাত্রার পর্ব্ব লইয়া ইহা সম্ভবতঃ গঠিত, এবং উপরের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্ভবতঃ দুইটি পর্ব্বের সমষ্টি। এই ভাবে দেখিলে নিম্নলিখিত ভাবে পর্ব্ব বিভাগ করা যায়—

এই কলিকাতা— | কালিকা-ক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার | সবার শ্রুত,
বিষ্ণুচক্র | ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের পদ- | ধূলে এ পুত।

মাত্রার হিসাব মিলান এবং পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ ঠিক করিতে গেলে প্রত্যেক যৌগিক অক্ষরকে দীর্ঘ করিলেই চলে।* সুতরাং ছন্দলিপি এইরূপ হইবে—

এই : কলিকাতা— | কালিকা,- : ক্ষেত্র, | কাহিনী : ইহার | সবার : শ্রুত ||
=(২+৪) + (৩+৩) + (৩+৩) + (৩+২)

বিষ্ণু- : চক্র | ঘুরেছে হেথায়, | মহেশের : পদ- | ধূলেএ : পুত ||
= (৩+৩) + (৩+৩) + (৪+২) + (৩+২)

আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক।

[দৃঃ ২৪] নীল-সিন্ধুজল-ধৌত চরণ-তল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী !

সহজেই প্রতীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পর্ব্ববিভাগ হইবে এইরূপ—

নীল-সিন্ধু-জল- | ধৌত চরণ-তল
অনিল-বিকম্পিত | শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত | ভাল হিমাচল

শেষের পংক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। মূল পর্ব্বের মাত্রা স্থির না করিলে উহার বিভাগ স্থির করা কঠিন।

এই কয়টি পংক্তি যে স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং এই কয়েকটি পর্ব্বে অন্ততঃ ৬,৭,৭,৬,৬,৬ মাত্রা আছে। কিন্তু সমমাত্রিক পর্ব্বে এ কবিতাটি যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক পর্ব্বে অন্ততঃ ৭ মাত্রা আছে ধরিতে হইবে। কিন্তু ৭ মাত্রা করিয়া ধরিলে অবশ্য ২য় ও ৩য় পংক্তিতে পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগের অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রথম পংক্তিতে হয়। পর্ব্বটিকে ৭ মাত্রা করিতে গেলে, রীতি অনুযায়ী 'সিন্' অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে। প্রথম তাহা হইলে পর্ব্ববিভাগ হয় 'নীল-সিন্ : ধু-জল'। দ্বিতীয় পর্ব্বে বিভাগ হয় 'ধৌত চর : ণ তল' বা 'ধৌত চ : রণ তল।' এরূপ বিভাগ বাংলা ছন্দের ও উচ্চারণের রীতির বিরোধী। সুতরাং পর্ব্বগুলিকে ৮ মাত্রার ধরিলে চলে কি না, দেখিতে হইবে। বিশেষতঃ যখন ৮ মাত্রার পর্ব্বই গম্ভীর ভাবের কবিতার উপযোগী।

ছন্দের নিয়মানুসারে দীর্ঘীকরণ করিলে ৮ মাত্রার পর্ব্বে সহজেই ছন্দোলিপি করা যায়—

* অনেক সময়ে চরণের শেষ পর্ব্বটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হয়।

নীল : সিন্ধু : জল | ধৌত : চরণ : তল =(৩+৩+২) + (৩+৩+২)

অনিল-বি : কম্পিত | শ্যামল : অঞ্চল =(৪+৪) + (৪+৪)

অম্বর : -চুম্বিত | ভাল : হিমা : চল =(৪+৪)+(৩+৩+২)

শুভ্র : -তুষার : -কিরী | টিনী ! =(৩+৩+২) +২

অথবা

শুভ্র : -তুষার : -কিরিটিনী =(৩+৩+৪)

এইরূপ হিসাব করিয়াই নিম্নলিখিত পদ্যাংশগুলির ছন্দোলিপি করিতে হইয়াছে—

[দৃঃ ৪৫] সন্ধ্যা : গগনে | নিবিড় : কালিমা | অরণ্যে : খেলিছে : নিশি।
ভীত- : বদনা | পৃথিবী : হেরিছে | ঘোর্ অন্ধ : কারে : মিশি।

(ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র)

[দৃঃ ৪৬] "জয় : রাণা | রাম : সিংহের | জয়"
মৈত্রি : পতি | উর্দ্ধ : স্বরে | কয়.
কনের : বক্ষ | কেঁপে : উঠে | ডরে,
দুটি : চক্ষু | ছল্ : ছল্ | করে,
বর : যাত্রী | হাঁকে : সম | স্বরে
"জয় : রাণা : রাম : সিংহের | জয়"।

(কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ)

সর্ব্বদা এইরূপে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ-গঠনের রীতি স্মরণ রাখিয়া মাত্রা-বিচার করিতে হইবে। **কোনরূপ বাঁধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট থাকে না,—বাংলা ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণটি ভুলিলে চলিবে না।**

চরণ (Verse)

[৩২] পর্ব্ব অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম চরণ (Verse)। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি চরণ এক একটি ভিন্ন পংক্তিতে (line) লিখিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া পংক্তি ও চরণ সর্ব্বদা ঠিক এক নহে। অনেক সময় অনুপ্রাসের অবস্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য পদ্যের এক চরণকে নানা ভাবে পংক্তিতে সাজান হয়। যেমন, সাধারণ ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণকে দুই পংক্তিতে লেখা হয়, কিন্তু ঐ দুই পংক্তি আসলে একই চরণের অংশ।

[৩৩] প্রত্যেক চরণের মধ্যে কয়েকটি পর্ব্ব এবং শেষে পূর্ণযতি থাকে। চরণের গঠন-প্রণালী হইতেই ছন্দের আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে প্রকটিত হয়।

[৩৪] প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ দুইটি, তিনটি বা চারিটি করিয়া পর্ব্ব থাকে। কখন কখন অপূর্ণ বা এক পর্ব্বের চরণও দেখা যায়, কিন্তু সে রকম চরণ বৃহত্তর চরণের সহযোগে কোন বিশেষ ছাঁচের শ্লোক-গঠনে ব্যবহৃত হয়। পাঁচ পর্ব্বের চরণও কখন কখন দেখা যায়, কিন্তু সে রকম চরণ বাংলায় খুব শ্রুতিমধুর হয় না।

[৩৫] দ্বিপর্ব্বিক চরণই বাংলায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। অনেক সময়ই, বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ (অর্থাৎ ৮ বা ১০ মাত্রার) পর্ব্বের ব্যবহার আছে সেই সব স্থলে দ্বিপর্ব্বিক চরণের দুইটি পর্ব্ব অসমান হয়। প্রায়ই শেষ পর্ব্বটি ছোট হইতে দেখা যায়, কখনও আবার শেষটিই বড় হয়।

ত্রিপর্ব্বিক চরণেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে। প্রাচীন ছন্দে ত্রিপর্ব্বিক ছন্দ মাত্রেই প্রথম দুইটি পর্ব্ব সমান ও তৃতীয়টি দীর্ঘতর হইত। লঘু ত্রিপদীর সূত্র ছিল ৬+৬+৮ এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর সূত্র ছিল ৮+৮+১০। বর্ত্তমান যুগে কিন্তু নানা ধরণের ত্রিপর্ব্বিক চরণ দেখা যায়। ৮+৮+৬, ৮+১০+৬, ৭+৭+৭, ৮+৬+৬, ৮+১০+১০ ইত্যাদি সূত্রের ত্রিপর্ব্বিক চরণের ব্যবহার দেখা যায়।

চতুষ্পর্ব্বিক চরণে সাধারণতঃ হয় চারিটি পর্ব্বই সমান, না হয় প্রথম তিনটি পরপর সমান এবং চতুর্থটি হ্রস্ব হয়। অন্য ধরণের চতুষ্পর্ব্বিক চরণও দেখা যায়; কিন্তু তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ পর্ব্ব থাকে, কিংবা মাঝের পর্ব্ব দুইটি পর পর সমান এবং প্রান্তস্থ পর্ব্ব দুইটিও হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর ও পরস্পর সমান হয়।

স্তবক (Stanza)

[৩৬] সুশৃঙ্খল রীতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট চরণ-পর্য্যায়ের নাম **স্তবক**। অনেক সময়ই মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের দ্বারা এই সংশ্লেষ স্পষ্ট হয়।

পরস্পর সমান দুই চরণের মিত্রাক্ষর স্তবকের ব্যবহারই বাংলায় অধিক। পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি বেশীর ভাগ প্রচলিত ছন্দই এই জাতীয়। দৃষ্টান্ত ১ পয়ারের ও দৃষ্টান্ত ২ লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ। আধুনিক যুগে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ চরণের স্তবক অনেক সময় দেখা যায়। স্তবকে অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহারেও বর্ত্তমান যুগে বহু বিচিত্র কৌশল দেখা যায়।

পূর্ব্বে স্তবকের অন্তর্গত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের পর্ব্বই ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যুগে অনেক সময় দেখা যায় যে, স্তবকে একই মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু প্রতি চরণের পর্ব্বের সংখ্যা বা চরণের দৈর্ঘ্য এক নয়। আবার কখন কখন দেখা যায় যে, চরণের দৈর্ঘ্য সমান আছে; কিন্তু বিভিন্ন মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হইতেছে।

মিল বা মিত্রাক্ষর (Rime)

[৩৭] একই ধ্বনি পুনঃপুনঃ শ্রুতিগোচর হইলে তাহার ঝঙ্কার মনে বিশেষ এক প্রকার আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ একধ্বনিযুক্ত অক্ষর-যুগলকে পরস্পর

মিত্রাক্ষর বলা যায়। নিয়মিত ভাবে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ শ্রুতিমধুর হয়, এবং ইহাদ্বারা ছন্দের ঐক্যসূত্রও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

বাংলায় স্তবকের এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে, স্তবকের অন্য চরণের শেষে তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া একটি সনাতন প্রথা। ইহার এক নাম **মিল** বা **অন্ত্যানুপ্রাস** (Rime). পূর্ব্বে সর্ব্বদাই অন্ত্যানুপ্রাস পদ্যে ব্যবহৃত হইত, বর্ত্তমান কালে ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

অন্ত্যানুপ্রাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহা নহে। অনেক সময়ে চরণের অন্তর্গত পর্ব্বের শেষেও অন্ত্যানুপ্রাস দেখা যায়। সাধারণ ত্রিপদীতে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের শেষ অক্ষরে মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র কৌশলে তাঁহার কাব্যে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন।

[৩৮] মিত্রাক্ষর ধ্বনি উৎপাদনের জন্য [১] হলন্ত অক্ষর হইলে শেষ ব্যঞ্জন ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর এক হওয়া দরকার, এবং [২] স্বরান্ত অক্ষর হইলে অন্ত্য ও উপান্ত স্বর ও অন্ত্যস্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন এক হওয়া দরকার। এইখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংলা ছন্দের রীতিতে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের একই ধ্বনি একই বলিয়া বিবেচিত হয়।

অমিতাক্ষর (বা অমিত্রাক্ষর) ছন্দ (Blank Verse)

[৩৯] মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম বাংলা ভাষায় ইংরেজীর অনুকরণে blank verse লেখেন। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে অমিত্রাক্ষর; কারণ, তিনি এই নূতন ছন্দে প্রতি জোড়া চরণের শেষে মিত্রাক্ষর ব্যবহারের প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর নামটি ঠিক উপযুক্ত হয় নাই; কারণ, চরণের শেষে মিল থাকা বা না থাকা ইহার প্রধান লক্ষণ নহে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণের শেষে যদি মিল থাকিত, তাহা হইলেও ইহা সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে ভিন্ন থাকিত। আবার পয়ার প্রভৃতি ছন্দের মিল যদি উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে না।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ—এই ছন্দে অর্থ-বিভাগ ও ছন্দোবিভাগ পরস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছেদের অনুগামী হয় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে। মাঝে মাঝে অবশ্য দেখা যায় যে, উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি ঠিক মেলে না, কিন্তু সাধারণ ছন্দে পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিয়া যাইবেই। এক একটি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ অর্থ-বিভাগ। ছন্দের আদর্শ অনুসারে পরিমিত মাত্রার যতি পর পড়ে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ ছন্দে পরিমিত মাত্রার অক্ষরের পর ছেদ পড়ে; কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে কয় মাত্রার পর ছেদ পড়িবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই, আবেগের তীব্রতা অনুসারে তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে পড়ে। এক একটি চরণ লইয়া অর্থ-বিভাগ সম্পূর্ণ হয় না; এক চরণের সহিত অপর চরণের কোন অংশ মিলাইয়া অথবা এক চরণের কোন ভগ্নাংশ লইয়া এক একটি অর্থ-বিভাগ হয়। সুতরাং মধুসূদনের প্রবর্ত্তিত নূতন ধরণের ছন্দকে **অমিতাক্ষর,** ও সাধারণ ছন্দকে **মিতাক্ষর** বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ৫ সংখ্যক দৃষ্টান্তটি মধুস্থদনের অমিতাক্ষরের উদাহরণ। যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া তাঁহার অমিতাক্ষর পয়ারের অনুরূপ; অর্থাৎ ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি এবং চরণের প্রথম ৮ মাত্রার পর অর্দ্ধযতি বসাইতেন। কিন্তু মধুস্থদন প্রায়ই পর্ব্বের মধ্যে কোন পর্ব্বাঙ্গের পরে ছেদ বসাইতেন। পূর্ণচ্ছেদ ও উপচ্ছেদ বসাইবার বৈচিত্র্যের দরুণ তাঁহার ছন্দ অর্থ-বিভাগের দিক্ দিয়া বিচিত্র ভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে।

[৪০] মধুস্থদন ছাড়া আরও অনেকে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিতাক্ষরে কিছু কিছু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেন মাঝে মাঝে অন্য এক প্রকার রীতিতে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিতেন। তাঁহার পর্ব্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইতেন না, কিন্তু যেখানে অর্দ্ধযতির অবস্থান, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ দিতেন—

[দৃঃ ৪৭] দূর হোক্ ইতিহাস ! * * দেখ একবার ||
মানবহৃদয় রাজ্য। * * দেখ নিরন্তর ||
বহিতেছে কি ঝটিকা * *

[৪১] রবীন্দ্রনাথ আর এক প্রকারের অভিনব অমিতাক্ষরে বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। এ রকম অমিতাক্ষর ছন্দে প্রতি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু ঠিক্ একই প্রকারের পর্ব্ব সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, ইচ্ছা-মত বিভিন্ন প্রকারের পর্ব্বের সমাবেশ হয়; পর্ব্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ প্রায় থাকে না, থাকিলেও বিজোড় সংখ্যক মাত্রার পরে বসে না; প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি নির্দ্দেশের জন্য পয়ারের অনুকরণে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ইহা মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দ।

[৪২] রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণই বেশীর ভাগ ব্যবহার করিয়াছেন। কখন কখন আবার তিনি ঈদৃশ ছন্দে ১৮ মাত্রার চরণ ব্যবহার করিয়াছেন। এ সব ক্ষেত্রেও লক্ষণাদি পূর্ব্ববৎ, কেবল ৮ মাত্রা ও ১০ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়।

[দৃঃ ৪৮] হে আদি জননী সিন্ধু, | * বসুন্ধরা সন্তান তোমার, || *
একমাত্র কন্যা তব কোলে। | * * তাই * তন্দ্রা নাহি আর |
চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড়ি | * সদা শঙ্কা, সদা আশা, || *
সদা আন্দোলন; * * ....

(সমুদ্রের প্রতি)

[৪৩] রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'-তে আর একপ্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে; কিন্তু তাহা মাত্র চরণের শেষে না থাকিয়া বিচিত্রভাবে চরণের ভিতরে ছেদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মিত্রাক্ষরের অবস্থান অনুসারে পংক্তি সাজান হয় বলিয়া আপাততঃ এ রকম ছন্দের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা দুরূহ মনে হয়। যথা,—

[দৃঃ ৪৯] হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।

তত্‌ক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

যতি ও ছেদ বিচার করিয়া ইহার ছন্দলিপি করিলে স্তবকটি এইরূপ দাঁড়ায়—

(ক) (ক)
হে ভুবন * আমি যতক্ষণ | * তোমারে না ||
(খ) (ক) (খ)
বেসেছিনু ভালো | * * তত্‌ক্ষণ * তব আলো || *
(ক)
খুঁজে খুঁজে পায় নাই | * তার সব ধন। || * *
(ক) (ক) (গ)
তত্‌ক্ষণ * নিখিল গগন | * হাতে নিয়ে ||
(গ)
দীপ তার | * শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে || * *

এক একটি অর্থবিভাগের শীর্ষে সূচী-বর্ণ দিয়া ইহার মিত্রাক্ষর বসাইবার রীতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর হইতে ইহা বিশেষ বিভিন্ন নহে।

[৪৪] বলাকায় আর একটু অন্য রকমের ছন্দও আছে। ইহাদের ছন্দোলিপি করা আরও দুরূহ বলিয়া মনে হইতে পারে। যথা,—

[দৃঃ ৫০] হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা,
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্
শুধু থাক্,
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল-তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

এইরূপ পদ্যের ছন্দোলিপি করার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্ব্বের পূর্ব্বে কখন কখন ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ([৩০] সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য)

এই ধরণের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দ বসাইয়া ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করিয়াছেন।

উপরে উদ্ধৃতাংশের ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে—

হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা * =০+১০
যেন শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা * =৮+১০
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্, * * =০+১০
(শুধু থাক্) এক বিন্দু নয়নের জল * =০+১০
কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল * =৮+৬
এ তাজমহল * * =০+৬

দেখা যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিতাক্ষরের জটিল স্তবকের রূপান্তর মাত্র। উপরের চারিটি চরণ লইয়া একটি স্তবক এবং নীচের দুইটি চরণ লইয়া আর একটি স্তবক। চরণগুলি দ্বিপর্ব্বিক,—হয় পূর্ণ, না হয় অপূর্ণ, অর্থাৎ কোন একটি পর্ব্বের স্থান ফাঁক দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছে। (এইরূপ দীর্ঘ ও হ্রস্ব চরণের সমাবেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক স্তবকেও দেখা যায়।) ছেদ চরণের অন্তেই পড়িতেছে, ইহাও মিতাক্ষরের লক্ষণ।

সুকৌশলে মিত্রাক্ষরের এবং মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে।

[8৫] এতদ্ভিন্ন গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর এক প্রকারের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ 'গৈরিশ ছন্দ' নামে অভিহিত হয়। এখানে প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব্ব থাকে। ভাবের গাম্ভীর্য্য অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়, এবং পর্ব্ব দুইটি দৈর্ঘ্যে প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে। প্রত্যেক চরণই একটি পূর্ণ অর্থ-বিভাগ, নিকটস্থ অন্যান্য চরণের সহিত তাহার সংশ্লেষ থাকে না। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করা হয়।

[দৃঃ ৫৮] গিরিধারী * নাহি | বাহুবল তব — ৬ + ৬
চাহ বুঝাইতে ॥ (তোমা হ'তে) আমি বলাধিক। — ৬ + ৬
ক্ষত্রিয় সমাজে | (কথা বটে) সম্মানসূচক. — ৬ + ৬
ছল নহি আমি | — অতি ছল তুমি, — ৬ + ৬
মুক্ত কণ্ঠে | করি হে স্বীকার। — 8 + ৬
ছলে চাহ | ভুলাইতে, — 8 + 8
ছলে কহ | আশ্রিতে ত্যজিতে, — 8 + ৬
চতুরের | চূড়ামণি তুমি ! — 8 + ৬

পরিশিষ্ট

বাংলা ছন্দের প্রকার ভেদ

বাংলা ছন্দের যে কয়টি সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সমস্ত বাংলা কবিতাতেই খাটে। ঐ সূত্রগুলি বাংলা ভাষার প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। নানা ভঙ্গীতে কবিরা কাব্যরচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু সকলেরই ছন্দের 'কান' ঐ সূত্রগুলি মানিয়া চলে। দেখা যাইবে যে, অ-দুষ্ট ছন্দের সমস্ত বাংলা কবিতারই ঐ সূত্র অনুসারে সুন্দর ছন্দোলিপি করা যায়। এতদ্দ্বারা সমগ্র বাংলা কাব্যের ছন্দের একটি ঐক্যসূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি ইহার নাম দিয়াছি the Beat and Bar Theory বা **পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ**।

বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা অনেকেই বাংলা ছন্দপদ্ধতির মূল ঐক্যটি ধরিতে পারিতেছেন না। আজকাল বাংলা ছন্দ লইয়া বিশেষ আলোচনা করিতেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম্‌-এ মহাশয়। বাংলায় অক্ষরের (syllable-এর) মাত্রা বাঁধা-ধরা কিংবা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নহে, ছন্দের আবশ্যকতা মত অক্ষরের (syllable-এর) হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘকরণ হইয়া থাকে ; কিন্তু ছন্দের আবশ্যকতার সূত্র কি, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, তিনি বাংলার নানারকম 'স্বতন্ত্র' রীতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বাংলা ছন্দকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া 'স্বরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' এবং 'অক্ষরবৃত্ত' এই তিনটি নাম দিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলার ছন্দ রচিত হয়। †

এই মতটি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিজের বা প্রথম আবিষ্কৃত নহে। ১৩২৯ সনে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশের অনেক পূর্ব্বে হইতেই, বাংলায় তিন ধরণের ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। যাঁহারা কবি, তাঁহারা ত স্বীকার করিতেন-ই, যাঁহারা ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতেন, তাঁহারাও করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৩২৩ সনে দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে স্বর্গীয় রাখালরাজ রায় মহাশয় এতৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন—"বাঙ্গলায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ চলিয়াছে। প্রথম—অক্ষর গণনা করিয়া, ২য় প্রকার—মাত্রা গণনা করিয়া, আর এক প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলে ভুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল। ব্যঙ্গ কবিতায় ৺রাজকৃষ্ণ রায় এবং ৺কবি হেমচন্দ্র এই ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতে-ছেন। * * * প্রথম প্রকার ছন্দের 'অক্ষরমাত্রিক' ২য় প্রকারের 'মাত্রাবৃত্ত' এবং ৩য় প্রকারের

† সম্প্রতি 'পরিচয়' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি ছন্দের চারিটি বিভাগ করিয়াছেন।

'স্বরমাত্রিক' বা 'ছড়ার ছন্দ' নাম দেওয়া যাইতে পারে।" প্রবোধবাবু 'অক্ষরমাত্রিক' স্থলে 'অক্ষরবৃত্ত' এবং 'স্বরমাত্রিক' স্থলে 'স্বরবৃত্ত' ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু প্রবোধবাবুর প্রস্তাবিত নামগুলি অপেক্ষা রাখালরাজ রায় মহাশয়ের দেওয়া নামগুলিই বরং সমীচীনতর; কারণ, 'বৃত্তছন্দ' বাংলায় বা অন্যান্য প্রাকৃত ভাষায় নাই। সমমাত্রিক পর্ব্বের উপরই বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ছন্দ প্রতিষ্ঠিত, 'বৃত্তছন্দ' তদ্রূপ নহে। সংস্কৃত 'বৃত্তছন্দ'গুলি প্রাচীন বৈদিক ছন্দ হইতে সমুদ্ভূত এবং মাত্রাসমক ছন্দ হইতে মূলতঃ পৃথক্। 'বৃত্তছন্দ' এবং মাত্রাসমক ছন্দের rhythm বা ছন্দঃস্পন্দনের প্রকৃতি এবং আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন। বলা বাহুল্য, বাংলা ছন্দ মাত্রেই মাত্রাসমক-জাতীয়। সংস্কৃত 'অক্ষরবৃত্ত'র অনুরূপ কোন ছন্দ বাংলায় চলে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

১৩২৫ সনে 'ভারতী' পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতেও এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের প্রথম 'প্রকাশে' তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত,' দ্বিতীয় 'প্রকাশে' তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত,' এবং তৃতীয় 'প্রকাশে' তথাকথিত 'স্বরবৃত্তের' কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রবোধবাবু বাংলা ছন্দের যে আর একটি চতুর্থ বিভাগের অর্থাৎ মাত্রাসমক-স্বরসমক ছন্দের কথা তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধের পঞ্চম 'প্রকাশে' বলা হইয়াছে। পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রতি প্রবোধ-বাবু যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহা ঐ প্রবন্ধের দ্বিতীয় 'প্রকাশে' 'ছন্দোময়ী'-র মতের অনুযায়ী। বাংলা ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অনুকরণ করা যায়, এ মতটিও 'ছন্দ-সরস্বতী'-র চতুর্থ 'প্রকাশে' আছে। 'অক্ষরবৃত্ত' শব্দটিও ঐ প্রবন্ধের, এবং মধ্য যুগের লেখকেরা যে ছন্দোজ্ঞান না থাকার দরুণ সংখ্যা ভর্ত্তি করার জন্য "বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ং ঠুকে দিয়েছিলেন" এ মতটিও ঐ প্রবন্ধে আছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে যে, বাংলা ছন্দের তিন ধারায় বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে "যুক্তবেণীর সৃষ্টি হয়েছে"—এই মত এবং এই উপমা উভয়ই 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে পাওয়া যায়। মোটের উপর প্রবোধবাবুর যাহা মত তাহা 'ছন্দ-স্বরসতী' প্রবন্ধেই পাওয়া যায়; কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে ছন্দ সম্পর্কীয় যত সূক্ষ্ম প্রশ্ন ও চিন্তার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা প্রবোধবাবু করেন নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ধরণের ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলে যে একটা ঐক্য থাকিতে পারে, তাহা একেবারে বিস্মৃত হ'ন নাই। তৃতীয় 'প্রকাশে' তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণা ছন্দ এবং syllable বা শব্দ-পাপড়ি-গোণা ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?" ইহার স্পষ্ট উত্তর তিনি কিছু দেন নাই,—তামিল, ফারসী বা আসামী হইতে পয়ারের উৎপত্তি হইয়াছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্থাপন মাত্র করিয়াছেন। প্রবোধবাবু সে দিকে নজর দেন নাই। বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা না করিয়া একেবারেই তিনি স্বতন্ত্র তিনটি (চারিটি ?) বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন।

মতটি যাহারই হউক, ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রথমতঃ, a priori কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে,—

বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রণালী সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পায়। বাংলা

ছন্দের জগতে নানাবিধ ঢঙ্ থাকিতে পারে, যেমন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জগতে নানাবিধ ঢঙ্ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছন্দোবন্ধনের কোন একটা মূলনীতি থাকা সম্ভব নয় কি? বাংলার ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে যদি একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে বাংলা ছন্দে থাকিবে না কেন? তিনটি বা চারিটি স্বতন্ত্র রীতি একই ভাষার ছন্দে একই সময় প্রচলিত থাকা সম্ভব কি? বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধ বলিয়া কোন জিনিস নাই কি? যদি থাকে, তবে তাহার কি কোন সহজবোধ্য মূল সূত্র পাওয়া যায় না?

ছন্দোদুষ্ট কবিতার দুর্ব্বলতা সহজেই বাঙালীর কানে ধরা দেয়। কিন্তু যদি বাস্তবিক-ই তিন চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত শীঘ্র ও সহজে ছন্দের দোষ কানে ধরা দিত কি? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন এক কবিতার ছন্দ, একটি বিশেষ পদ্ধতি মতে শুদ্ধ হইলেও অপরাপর পদ্ধতি মতে দুষ্ট; যেমন—

আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে

এই চরণটি তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' এবং তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে দুষ্ট, কিন্তু তথাকথিত 'স্বরবৃত্ত' রীতির হিসাবে নির্ভুল। সুতরাং কোনও কবিতার চরণ শুনিয়া তখনই তাহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে বলা চলিত না, তিনটি রীতির নিয়ম মিলাইয়া তবেই তাহাকে ছন্দোদুষ্ট বলা যাইত।

তাহা ছাড়া, যে ভাবে প্রবোধবাবু এই তিনটি রীতির বিভাগ করেন, তাহাতে কি putting the cart before the horse এই fallacy আসে না? প্রবোধবাবু কি প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করেন?

ভূতের মতন | চেহারা যেমন | নির্ব্বোধ অতি | ঘোর = ৬ + ৬ + ৬ + ২
যা কিছু হারায় | গিন্নী বলেন | কেষ্টা বেটাই | চোর = ৬ + ৬ + ৬ + ২

এখানে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার হইয়াছে, অথচ ছন্দ যে 'স্বরবৃত্ত' নহে, 'মাত্রাবৃত্ত,' তাহা ছন্দোবিভাগ না করিয়া তিনি কিরূপে বলিতে পারেন?

মুক্ত বেণীর | গঙ্গা যেথায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে = ৬ + ৬ + ৬ + ২
আমরা বাঙালী | বাস করি সেই | বরদতীর্থ | বঙ্গে = ৬ + ৬ + ৬ + ২

এখানেও স্বরাঘাত সুস্পষ্ট, সুতরাং ইহাকে 'স্বরবৃত্ত' মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার The Origin and Development of the Bengali Language লিখিবার সময় ইহাকে 'স্বরবৃত্ত' ছন্দ-ই মনে করিয়াছিলেন। একমাত্র অসুবিধা এই যে, 'স্বরবৃত্তে' ইহার ছন্দোবিভাগ 'মিলান' যায় না, সুতরাং 'মাত্রাবৃত্ত' বলিতে হয়। প্রবোধবাবুও তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে আগে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি-নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ছন্দোবিভাগের সূত্র কি, তাহাই নির্ণীত হওয়া দরকার। জাতি-বিভাগের হিসাবে ছন্দের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয় না। ছন্দের মাত্রা ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পর তাহাকে এ জাতি, সে জাতি, যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী ছন্দের কয়েকটি নিয়ম ধরিয়া বাংলা ছন্দের

আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, বাংলা ভাষার এবং বাঙালীর ছন্দের প্রকৃতির দিকে তেমন দৃষ্টি দেন নাই বলিয়া নানাবিধ প্রমাদে জড়িত হইতেছেন।

তাহার পর, বাস্তবিকই কি তিনটি 'বৃত্তে' মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন? 'স্বরবৃত্তে' ও ও 'অক্ষরবৃত্তে' পার্থক্য কি? 'স্বরবৃত্তে' স্বর গুণিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। 'অক্ষরবৃত্তে' হরফ গুণিয়া ঠিক করা হয়? ছন্দের পরিচয় কানে; সুতরাং যাহা নিতান্ত দর্শনগ্রাহ্য এবং কেবলমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন (অর্থাৎ হরফ), তাহা কখনও ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। নিরক্ষর লোকেও তো ছন্দঃপতন ধরিতে পারে। ধ্বনির দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে, দেখা যায় যে, তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্তে' স্বর গুণিয়াই মাত্রা ঠিক করা হয়, তবে কোন শব্দের শেষে যদি কোন closed syllable অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর থাকে, তবে তাহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। কিন্তু তাহাও কি সর্ব্বত্র হয়?

'যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে'
'তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার'

এখানে 'যাদঃ', 'রজঃ' মাত্র দুই মাত্রা, যদিও 'দঃ' 'বা' 'জঃ' যৌগিক অক্ষর (closed syllable)। প্রবোধবাবু-ই উদাহরণ দিয়াছেন যে,'দিক্-প্রান্ত' শব্দটী অক্ষরবৃত্তে কখনও তিন মাত্রা, কখনও চার মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। 'ঐ' শব্দটী কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

'মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি উঠে গভীরে নিশীথে'

এ রকম পংক্তিতেও 'ভৈঃ' পদান্তের যৌগিক অক্ষর হইয়াও এক মাত্রার। তাহা ছাড়া, শব্দের মধ্যে কি প্রারম্ভে যদি closed syllable বা যৌগিক অক্ষর থাকে, তবে তাহাও সর্ব্বদা এক মাত্রার বলিয়া গণ্য হয় না।

ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥

এখানে 'আল্' ও 'ধুই' শব্দের আদ্য স্থান অধিকার করিয়াও দুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত। সম্প্রতি কোন প্রবন্ধে প্রবোধবাবু বলিয়াছেন যে, 'অক্ষরবৃত্তে' সংস্কৃত শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত closed syllable বা যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণ চলে না। কিন্তু এ মত কি ঠিক?—

সর্ব্বাঙ্গ : জ্বলে' গেল ! অগ্নি দিল : গায়

এ রকম স্থলে তাঁহার মত খণ্ডিত হইতেছে। সুতরাং এই মাত্র বলা যায় যে, 'অক্ষরবৃত্তে' closed syllable কখনও এক মাত্রার, কখনও দুই মাত্রার হয়। বাঁধা-ধরা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কোনও রীতি নাই। এই জন্য প্রবোধবাবু 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের বিরুদ্ধে ক্রমাগত 'নালিশ' করিতেছেন, কেন না তাহাতে যে কিরূপে মাত্রার নির্ণয় হয়, তাহার রহস্যটি তাঁহার কাছে ধরা দিতে চাহিতেছে না। কিন্তু দোষটা ছন্দের, না, তাঁহার কল্পিত রীতি-বিভাগের?

'স্বরবৃত্তে'-ও কি সর্ব্বদা স্বর গুণিয়া মাত্রা স্থির হয়?

গর্ গর্ গর্ | গর্জ্জে দেয়া | ঝর্ ঝর্ ঝর্ | বৃষ্টি
আর্ আর্ সই | জল্ আনি গে | জল্ আনি গে | চল্
আই আই আই | এই বুড়ো কি | ঐ গৌরীর | বর লো
কিন্তু নাপিত | দাড়ী কামায় | আর্দ্ধেক তার | চুল
এক পয়সায় | কিনেছে সে | তালপাতার এক | বাঁশী

এগুলি কোন্ বৃত্তে রচিত? 'স্বরবৃত্তে' কি? নিম্নরেখ পর্ব্বগুলিতে যে স্বর গুণিয়া মাত্রা স্থির করা হয় নাই, তাহা তো সুস্পষ্ট। তাহা হইলে স্বরবৃত্তেও কখন কখন closed syllable-কে দুই মাত্রা ধরা হয়, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বলিতে হয় যে, 'স্বরবৃত্ত' ছন্দেও প্রবোধবাবুর প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি সব সময় খাটে না, আবশ্যক-মত syllable-কে দীর্ঘ করিতে হয়। কিন্তু সেই আবশ্যকতার স্বরূপ কি? প্রবোধবাবু সে দিকে দৃষ্টি দেন নাই।

এতদ্ভিন্ন তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত-জাতীয় কবিতাতেও যে সর্ব্বদা 'মাত্রাবৃত্তে'র নিয়ম বজায় থাকে, তাহা নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' কবিতাটিতে বা রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' কবিতাটিতে 'মাত্রাবৃত্তের' নিয়মগুলি প্রতিপালিত হইয়াছে কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ কবিতাগুলি সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত। বাংলায় open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ প্রায় হয় না; ঐ কবিতাগুলিতে বহু open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে। কিন্তু উচ্চারণ অনেক সময় সংস্কৃতানুগ হইলেও, ছন্দ সংস্কৃতের নহে, ছন্দ বাংলার। ইচ্ছা করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ যে বাংলা কবিতায় চালান যায় না—ইহা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ছন্দের মূল ধাতু ও নিয়ম বজায় রাখিলে open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ স্বভাবতঃই হইতে পারে। ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবির বহু রচনায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সমস্ত সংস্কৃত-গন্ধী কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম অনুসারে হয় না, বাংলা ছন্দের নিয়ম অনুসারে হয়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে,—

⏑ – ⏑ – –
পাঞ্জাব সিন্ধু | গুর্জ্জর মারাঠা | দ্রাবিড় উৎকল | বঙ্গ [দ্রাবিড় সিংহল | বঙ্গ]
বিন্ধ্য হিমাচল | যমুনা গঙ্গা | উচ্ছল জলধি-ত | রঙ্গ

এখানে প্রতি পর্ব্বে ৮ মাত্রা, কেবল শেষ পর্ব্বে ৪; মোটমাট প্রতি চরণে ২৮ মাত্রা। সংস্কৃত উচ্চারণের রীতি অনুসরণ করিলে কি এই বিভাগ পাওয়া যায়?

বহিছ জননী | এ ভারতবর্ষে | কত শত যুগ যুগ | বাহি'

এখানেও সেই কথা খাটে।

Open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ 'অক্ষরবৃত্ত', 'স্বরবৃত্ত' প্রভৃতিতেও যে হয় না, এমন নহে—

'বল্ ছিন্ন বীণে, | বল উচ্চৈঃস্বরে—
না—না,—না— | মানবের তরে—'

'কাজি ফুল | কুড়ুতে | পেয়ে গেলুম | মালা
হাত ঝুমঝুম্ | পা ঝুমঝুম্ | সীতেরামের | খেলা'

'মাত্রাবৃত্ত' ঢঙের কবিতাতে যে closed syllable সর্ব্বদা দীর্ঘ হয়, তাহাও নয় :—

'চিত্রা সময় জানি | সুবর্ণের সিঁথি আনি | যতনে দেঅল সিঁথিমূলে।
চম্পক-লতিকা ধনী | অপূর্ব্ব সিন্দূর আনি | যতনে পরাঅল ভালে ॥'

শিখরে শিখণ্ড রোল | মত্ত দাদুরী বোল | কোকিল কুহরে কুতুহলে।

এ সমস্ত পদ 'মাত্রাবৃত্তে'র ঢঙে রচিত, কিন্তু সর্ব্বত্র closed syllable-এর দীর্ঘীকরণ হয় নাই। সুতরাং আসলে দেখা যাইতেছে যে, সব রকম ঢঙের কবিতাতেই ছন্দের আবশ্যক মত open ও closed সব রকম syllable-ই দীর্ঘ হইতে পারে। কাজে কাজেই মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া তিনটি 'বৃত্তে' বাংলা ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই। প্রবোধবাবু নিজেও স্পষ্টরূপে ইহাদের মাত্রা-পদ্ধতির পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছেন না। শেষ পর্য্যন্ত 'অক্ষরবৃত্ত'কে 'যৌগিক' বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন। কিন্তু 'স্বরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'যৌগিক'—এইরূপ ভাগ যে কিরূপ যুক্তি-তর্কের বিরুদ্ধ, তাহা সহজেই প্রতীত হয়।

বাংলা কাব্য হইতে বহু শত উদাহরণ দিয়া দেখান যায় যে, প্রবোধবাবুর প্রস্তাবিত বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংলা কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে বাদ পড়ে। নিম্নে বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। আশা করি, এই সমস্ত উদাহরণে যে বাংলা ছন্দের ধাত্ বজায় আছে, তাহা প্রবোধবাবু অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই কোন 'বৃত্তের' নিয়ম খাটে না।

(১) জন : জামাই | ভাগ্না
তিন : নয় | আপ্না।

(২) উলু উলু | মাদারের ফুল
বর আসবে | কত দূর।

(৩) দিনে রোদ | রেতে জল
তাতে বাড়ে | ধানের বল।

(৪) খনা ডেকে | ব'লে যান্
রোদে ধান | ছায়ায় পান।

(৫) বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী এল | বান্
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন্ কন্যে | দান।

(৬) ডাক্ দিয়ে কয় | দেবীবর
নিকুল | শোভাকর
ডাক্ দিয়ে কয় | শোভাকর
নির্ব্বংশ | দেবীবর।

(৭) যে রন্ধন | খেয়েছি (= খেয়্‌ছি) আমি | বার বৎসর | আগে

আজ কেন | জিভে আমার | সেই রন্ধন | লাগে।

(৮) শুক বলে | আমার কৃষ্ণ | জগতের | কালো

শারী বলে | আমার রাধার | রূপে জগৎ | আলো।

(৯) কহিছেন | মুনিবর | এমনি ক'রে | যেতেই কি হয়

চাই] লক্ষ কথা | সমাপন | এই কথার | উত্থাপন

দিনক্ষণ | চাই নিরূপণ | ওঠ্‌ ছুঁড়ী তোর | বিয়ে নয়

(১০) কি বলিলে : পোড়ারমুখ | কুল করিতে : যায়

সর্ব্বাঙ্গ : জ্বলে' গেল | অগ্নি দিল : গায়।

(১১) কোথায় কৈশরী দল? | বিদ্যাসাগর কোথা?

মুখুজ্যের কারচুপিতে | মুখ হৈল ভোঁতা।

ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস! | একবার দেখ চেয়ে,

বকুলতলার পথের ধারে | কত শত মেয়ে।

(১২) সন্ধ্যা গগনে | নিবিড় কালিমা | অরণ্যে খেলিছে নিশি

ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে | ঘোর অন্ধকারে মিশি

হী হী শবদে | অটবী পূরিছে | জাগিছে প্রমথগণ

অট্টহাসেতে | বিকট ভাষেতে | পূরিছে বিটপী বন

কূট করতালি | কবন্ধ তালিছে, | ডাকিনী দুলিছে ডালে,

বিল্ব বিটপে | ব্রহ্ম-পিশাচ | হাসিছে বাজায়ে গালে।

(১৩) "জয় রাণা | রামসিংহের | জয়"—

মৈত্রিপতি | উর্দ্ধস্বরে | কয়

কনের বক্ষ | কেঁপে উঠে | ডরে,

দুটি চক্ষু | ছল্‌ ছল্‌ | করে,

বরযাত্রী | হাঁকে সম | স্বরে

"জয় রাণা | রামসিংহের | জয়।"

এ স্থলে প্রবোধবাবু বলিতে পারেন যে, এখানে বিভিন্ন 'বৃত্তে' তাঁহার নিয়মের ব্যভিচারী যেসমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইল, সেগুলিকে তিনি শুদ্ধ 'স্বরবৃত্ত', শুদ্ধ 'অক্ষরবৃত্ত' বা শুদ্ধ 'মাত্রাবৃত্তে'র উদাহরণ মনে করেন না। অর্থাৎ যেখানে তাঁহার নিয়ম খাটে, সেইখানেই

তিনি শুদ্ধ কোন 'বৃত্তে'র লক্ষণ দেখিতে পান। এই সমস্ত 'ব্যভিচারী' কবিতাকে তবে তিনি কি বলিবেন? আশা করি, তিনি তাহাদিগকে ছন্দোদুষ্ট বলিতে সাহস করিবেন না—বহুকাল হইতে বাঙালীর কান ঐ সমস্ত কবিতার ছন্দে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। বাংলা ছন্দের জগতে তাহাদের কোনও একটা স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। তবে কি প্রত্যেক 'বৃত্তে'র প্রাচীন ও আধুনিক, শুদ্ধ ও ব্যভিচারী-ভেদে ছয়টি কি নয়টি, কি ততোঽধিক বিভাগ করিতে হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন 'স্বরবৃত্ত' বা প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত' বা প্রাচীন 'অক্ষরবৃত্ত', ইহাদের মধ্যে তো পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট একই মাত্রা-পদ্ধতি দেখা যায় না। আবশ্যক মত হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ করাই চিরন্তন রীতি। তাহা ছাড়া, 'ব্যভিচারী স্বরবৃত্ত' ইত্যাদি সংজ্ঞা দিলে তো কোন পদ্ধতি স্থির করা হয় না, কেবল মাত্র 'স্বরবৃত্ত' ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সতীদেহের ন্যায় বাংলা ছন্দকে বহু খণ্ডে বিভাগ করিতে হইবে, তাহাতেও পার পাইবেন কি না সন্দেহ।

বাংলা ছন্দের প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বাংলা ভাষার কোন যুগেই তথাকথিত তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কবিতা রচনা হয় নাই। 'বৌদ্ধগান ও দোহা', 'শূন্যপুরাণ' ইত্যাদি রচনার সময় হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন সময়েই তিনটি পৃথক্ মাত্রা-পদ্ধতি বাংলা ছন্দে দেখা যায় না। সর্ব্বদাই Beat and Bar Theory বা পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্রা নির্ণীত হইতেছে দেখা যায়। একই চরণের মধ্যে কতকটা তথাকথিত 'স্বরবৃত্তে'র, কতকটা তথাকথিত 'মাত্রাবৃত্তে'র লক্ষণ নানাভাবে জড়িত হইয়া আছে দেখা যায়। যে ছন্দ বাংলা কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কোন গভীর ভাবপূর্ণ কবিতায় যে ছন্দ অপরিহার্য্য, সেই ছন্দে অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দে প্রবোধবাবুর প্রস্তাবিত নিয়মগুলির মিশ্রণ তো সুস্পষ্ট। প্রবোধবাবু পূর্ব্বে ইহাকে 'অক্ষরবৃত্ত' বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সংজ্ঞার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া এখন ইহাকে বলিতেছেন যে, ইহা 'যৌগিক' ছন্দ, অর্থাৎ 'স্বরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্তে'র বর্ণসঙ্কর। ইহাকেই বলে to give a dog a bad name and then hang it। তিনি যাহাকে 'স্বরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্ত' বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম। তিনি প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুকারকগণের কাব্য দেখিয়া বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের 'স্বরবৃত্ত' তাঁহার কল্পিত নিয়ম মানিয়া চলে না, প্রাচীন 'মাত্রাবৃত্ত'ও তাঁহার নিয়ম মানে না। আধুনিক 'স্বরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্ত' মিশাইয়া যে পয়ার-জাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মত একান্ত অগ্রাহ্য। তাঁহার স্বকল্পিত ছন্দঃশাস্ত্র অনুসারে যদি পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যাখ্যা খুঁজিয়া না পান, তবে সে দোষ তাঁহার কল্পিত ছন্দঃশাস্ত্রের; বাংলা ছন্দের মূল তত্ত্বটি যে তিনি ধরিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাত্রাপদ্ধতির দিক্ দিয়া বাংলার যে তিনটি স্বতন্ত্র 'বৃত্ত' আছে, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। এই division সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ,—যত রকম fallacies of division আছে, সমস্তই ইহাতে পাওয়া যায়।

আধুনিক অনেক কবিতাকেই অবশ্য যে কোন একটি 'বৃত্তে' ফেলিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু আসলে বাংলা ছন্দের পদ্ধতি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়। পূর্ব্বোক্ত Beat and Bar Theory-তে সূত্রাকারে সেই পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক কবিরা সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়াই কোন কোন দিক্ দিয়া এক-একপ্রকার বাঁধা-ধরা রীতি বাংলা কাব্যের ছন্দে আনিতেছেন। কিন্তু সেই রীতি দেখিয়াই বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি বুঝা যায় না। আধুনিক এক একটি রীতিতে বাংলা ছন্দের কোন একটি প্রকৃতির চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে। আধুনিক 'স্বরমাত্রিক' ছন্দে যৌগিক অক্ষর মাত্রেরই হ্রস্বীকরণ হয়; পরন্তু আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেরই দীর্ঘীকরণ হয়। ইচ্ছা করিলে অন্যান্য বিশিষ্ট রীতির ছন্দও কবিরা চালাইতে পারেন, যেমন এমন এক রীতির ছন্দ চালান সম্ভব যে, তাহাতে কেবল মাত্র হলন্ত অক্ষরেরই দীর্ঘীকরণ হইবে, কিন্তু যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ চলিবে না। কিন্তু বাংলা ছন্দের যে প্রবৃত্তিকেই কবিরা বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া তুলুন না কেন, মূল সূত্রগুলিকে তাঁহাদের মানিয়া চলিতেই হইবে। কিন্তু আধুনিক কবিরা যে সর্ব্বদাই আধুনিক 'স্বরমাত্রিক' বা আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত' বা 'বর্ণমাত্রিক' ছন্দে লেখেন, তাহাও নয়।

যাহা হউক, মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া যে, বাংলা ছন্দে তিনটি স্বতন্ত্র জাতি আছে, এরূপ মনে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই।

যে তিন ধরণের কবিতার কথা আধুনিক কবিরা বলেন, তাহাদের বিশেষত্ব ও পরস্পর পার্থক্য মাত্রা গুণিবার রীতিতে নয়। ছন্দোবন্ধনের জন্য অবশ্য মাত্রার হিসাব ঠিক্-ঠাক্ বজায় রাখা আবশ্যক, কিন্তু কোথায় কোন্ অক্ষরটি হ্রস্ব, কোন্ অক্ষরটি দীর্ঘ—এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের ধাত্‌টি ঠিক জানা হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিণী আছে, তেমনি ছন্দেও নানা রকম ঢঙ্ আছে। যে তিন রকম ঢঙের কবিতা বাংলায় প্রচলিত, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে দিতেছি।

[১] তান-প্রধান ছন্দ (পয়ার-জাতীয় ছন্দ)

বাংলা কাব্যের যেটি সনাতন ও সর্ব্বপেক্ষা বেশী প্রচলিত ঢঙ্, তাহার নাম দিতেছি পয়ারের ঢঙ্। এই ঢঙে যে সমস্ত কবিতা রচিত তাহাদিগকে 'পয়ার-জাতীয়' বলা যাইতে পারে।

এই ছন্দকেই 'অক্ষরমাত্রিক', 'বর্ণ-মাত্রিক, 'অক্ষরবৃত্ত' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়; কারণ আপাতদৃষ্টি-তে মনে হয় যে, এই ঢঙের কবিতায় মাত্রাসংখ্যা হরফ বা বর্ণের সংখ্যার অনুযায়ী হইয়া থাকে। ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত কোন ব্যাখ্যা খুঁজিলে বলিতে হয় যে, এই ছন্দে সাধারণতঃ প্রত্যেক syllable বা অক্ষরকে একমাত্রা ধরা হয়, কেবল কোন শব্দের শেষ হলন্ত syllable বা অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই মাত্রার ধরা হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই মাত্রা-পদ্ধতি যে সর্ব্বত্র বজায় থাকে, তাহা নহে। মাত্রা পদ্ধতির দিক্ দিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপ ধরা যায় না।

পয়ারের ঢঙে কোন কবিতা পাঠ করার সময় শুদ্ধ অক্ষর-ধ্বনি ছাড়াও একটা টানা সুর আসে। এই টানটা-ই পয়ারের বিশেষত্ব। এই টানটুকুকে সংস্কৃতের 'তান' শব্দ দ্বারা অভিহিত করিতেছি (ইংরেজীতে vocal drawl)। অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান বা তান মিশিয়া থাকে, কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে, এবং স্পষ্ট শ্রুতি-গোচর হয়। উপমা দিয়া বলা যায় যে, পয়ার-জাতীয় ছন্দে এক একটি ছন্দোবিভাগ যেন এক একটি তানের প্রবাহ। স্রোতের মধ্যে ছোট বড় উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই তাহারা স্থান করিয়া লইতে পারে, পয়ারের একটানা সুরের মধ্যে তদ্রূপ মৌলিক স্বরান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর প্রভৃতি সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে। পয়ারের এক একটি মাত্রা এই ধ্বনিপ্রবাহের এক একটি অংশ। এক একটি পূর্ণকায় হরফ বা বর্ণ—('ং, ঃ, ৎ' ইত্যাদিকে গণনার বাহিরে রাখা হয়) এইরূপ এক একটি অংশ মোটামুটি নির্দ্দেশ করে। সুতরাং অনেক সময় হরফগুণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়। এই হিসাবে এ ছন্দকে 'বর্ণমাত্রিক' বলা হইয়া থাকে, যদিও এ নামটিতে এই ছন্দের মূল কথাটি নির্দ্দেশ করা হয় না। কেবল মাত্র অক্ষরধ্বনি দিয়াই পয়ারের এক একটি মাত্রা পূর্ণ হয় না; এই জন্য শুদ্ধ ধ্বনি হিসাবে যে সমস্ত অক্ষর সমান নয়, তাহারাও পয়ারে সমান হইতে পারে। বিদেশীর কানে এই বিশেষলক্ষণটি সহজেই ধরা পড়ে, এই জন্য তাঁহারা বাঙালীর আবৃত্তিকে sing-song গোছের অর্থাৎ সুর করিয়া পাঠ করার মতন বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, গানে যেমন সুর আছে, বাঙালীর এই সুপ্রচলিত ছন্দে তেমনি একটা টান বা তান আছে। এই টানটিকে বাদ দিলে পয়ার-জাতীয় কবিতা পড়াই অসম্ভব হইবে। এই লক্ষণটি কেবল যে প্রাচীন পয়ারে পাওয়া যায়, তাহা নহে; আধুনিক কালে লিখিত পয়ার জাতীয় কবিতা মাত্রেই ইহা আছে। পূর্ব্ব-প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, 'ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া দুই একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে।' পয়ার-জাতীয় রচনায় অক্ষরের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া মূল স্বরের ঝঙ্কারকেই অবলম্বন করিয়াই ছন্দ গড়িয়া উঠে। মূল স্বরের ধ্বনিই এ ছন্দে প্রধান, ব্যঞ্জনাদি অপরাপর বর্ণকে মূল স্বরের অধীন এবং মাত্র ইহার আকার-সাধক বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং ছন্দোবন্ধনের হিসাবে ব্যঞ্জনাদি গৌণধ্বনির এখানে মূল্য দেওয়া হয় না। অক্ষরের স্বরাংশকে প্রাধান্য দিয়া যে পয়ার জাতীয় ছন্দে একটানা একটা ধ্বনি-প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়, এবং এই ধ্বনি-প্রবাহের এক একটি অংশে যে কোন প্রকারের অক্ষরের স্থান সঙ্কুলান করা যায়, তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। নিম্নোক্ত যে কোন কবিতাতেই ইহা লক্ষিত হইবে।

(১) মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

(২) বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,
বিমর্ষ নিস্তব্ধ ভাব চিন্তিত ব্যাকুল॥

(৩) জয় ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্
জয় জয় ভবপতি।
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ
তোমাতেই থাকে মতি॥

(৪) হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা' সবে (অবোধ আমি !) অবহেলা করি'
পরধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ।

(৫) এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।

শুদ্ধ অক্ষরধ্বনিকে প্রাধান্য না দিয়া, তাহাকে সুরের টানের অধীন রাখা হয় বলিয়া পয়ার-জাতীয় ছন্দে যতগুলি অক্ষর এক পর্ব্বে সমাবেশ করা যায়, অন্য ঢঙে লেখা কবিতায় ততগুলি করা যায় না। আট মাত্রা, দশ মাত্রার পর্ব্ব এই পয়ার জাতীয় ছন্দেই দেখা যায়।

অন্যান্য ঢঙে লেখা কবিতা হইতে পয়ার-জাতীয় ছন্দের পার্থক্য বুঝিতে হইলে এইরূপ টানা সুরের প্রবাহ আছে কিনা, অক্ষরকে অতিক্রম করিয়া ধ্বনি-প্রবাহ চলিতেছে কিনা, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। কেবল-মাত্র মাত্রার হিসাব হইতে কবিতার ঢঙ অনেক সময় বুঝা যাইবে না।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের আর একটি রীতির (অর্থাৎ কোনও শব্দের শেষের হলন্ত অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরার) হেতু বুঝিতে হইলে, পয়ারের আর একটি লক্ষণ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে (১৩৩৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের ২ গ পরিচ্ছেদে) বলিয়াছি যে, প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা বাংলার একটি বিশিষ্ট রীতি। পয়ার জাতীয় কবিতায় এই রীতির চরম অভিব্যক্তি দেখা যায়। ঐ প্রবন্ধে যে বলিয়াছি, 'বাংলা ছন্দের এক একটি পর্ব্বকে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়া, কয়েকটি শব্দের সমষ্টি বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে', তাহা পয়ার-জাতীয় ছন্দের পক্ষেই বিশেষরূপে খাটে। বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে স্বরের গাম্ভীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, শব্দের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা কম। কিন্তু হলন্ত অক্ষরকে এক মাত্রার ধরিয়া উচ্চারণ করিতে গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত লয়ে হওয়া দরকার ; সুতরাং বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ক্ষিপ্রতর ও অবলীল হওয়া দরকার : কিন্তু যেখানে স্বর গাম্ভীর্য্য কমিয়া আসিতেছে, সেখানে এবংবিধ ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং শব্দের অন্তিম হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রার ধরিয়া পড়িতে গেলে শব্দের শেষে স্বর-গাম্ভীর্য্যের বৃদ্ধি হওয়া দরকার। কিন্তু সেরূপ করা স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের বিরোধী। সুতরাং পয়ার-জাতীয় ছন্দে শব্দের অন্তিম হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রার না ধরিয়া দুইমাত্রার ধরা হয়। বিশেষতঃ যেখানে স্বর-গাম্ভীর্য্যের হ্রাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে লয় স্বভাবতই একটু মন্থর হইয়া থাকে। এই কারণেও শব্দের অন্তিম হলন্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যবহারই বাংলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সাধারণ কথাবার্ত্তার এবং গদ্যে আমরা যে ঢঙের অনুসরণ করি, সেই ঢঙ ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বজায় থাকে। কয়েক লাইন গদ্য বা নাটকীয় ভাষা লইয়া তাহার মাত্রা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, পয়ারের ও গদ্যের মাত্রানির্ণয়, একই রীতি অনুসারেই হইতেছে। উদাহরণ-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'রামায়ণী কথা' ও 'হাস্য-

কৌতুক' হইতে উদ্ধৃত অংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কারণে নাট্যকাব্যে, মহাকাব্যে, চিন্তাগর্ভ কাব্যে এই ঢঙের ব্যবহার দেখা যায়।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহার অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের তাৎপর্য্য পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ পয়ারের আশ্চর্য্য 'শোষণ শক্তি'-র কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ পয়ারের (৮ + ৬ =) ১৪ মাত্রা বজায় রাখিয়াই যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাক্ষর-বহুল পয়ারে পরিবর্ত্তিত করা যায়। ইহার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পয়ারের একটানা তান বা ধ্বনি-স্রোতের এক একটি অংশের মধ্যে লঘু, গুরু—সব রকম অক্ষরই সহজে ডুবিয়া যায় বলিয়া এইরূপ হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে, সেই ফাঁকটা সাধারণতঃ স্বরের টান দিয়া ভরান থাকে। সুতরাং লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয় না। এই জন্য তৎসম, অর্দ্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, সব রকমের শব্দ সহজেই পয়ারে স্থান পাইতে পারে।

কিন্তু পয়ার-জাতীয় ছন্দে অক্ষর-যোজনার একটা সীমা আছে। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে, 'দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' এইরূপ চরণেই যেন পয়ারের ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতার চরম সীমা রক্ষিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আমি এই সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছি—একই পর্ব্বে পর পর দুইটির অধিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ বাংলায় চলে না। 'বৈদান্তিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' বলিলে, তাহা আর কিছুতেই ১৪ মাত্রার বলিয়া ধরা চলিবে না, কারণ 'বৈ' 'দান্' 'তিক্' পর পর এই তিনটি যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ চলিতে পারে না, উহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটিকে দীর্ঘ ধরিতেই হইবে।

পয়ারের মধ্যে স্বরের টান থাকে বলিয়া ইহার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। এতদ্ভিন্ন পয়ার-জাতীয় ছন্দে কখনও যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ, কখনও দীর্ঘীকরণ করিতে হয় বলিয়া পয়ারে লয় সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। লয় পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া সর্ব্বদাই পাঠককে 'কান খাড়া' করিয়া থাকিতে হয়, পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ বিভাগের দিকে বিশেষ অবহিত থাকিতে হয়। এই জন্য পয়ারের ছন্দে কখন নৃত্যচপল বা ক্ষিপ্র গতি, কিম্বা গা-ঢালা আরাম বা বিলাসের ভাব আসে না—পরন্তু স্বভাবত-ই একটা অবহিত, সংযত সুতরাং গম্ভীর ভাব আসে। এই জন্য উচ্চাঙ্গের কবিতা পয়ার জাতীয় ছন্দেই রচনা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ-কৌশলে কতকটা সংস্কৃত 'বৃত্ত' ছন্দের অনুরূপ একটা মন্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসিতে পারে। 'কারণ এই ছন্দে পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না, এবং তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না। সুতরাং এখানে ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত আছে। সুতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার-কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।' এতদ্ভিন্ন, মাঝে মাঝে লয়ের পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া স্পন্দন বৈচিত্র্যও পাওয়া যায়। সুতরাং যে rhythmic harmony 'বৃত্ত' ছন্দের প্রাণ, তাহা অন্ততঃ মাত্রা-সমকত্বের অতিরিক্ত অলঙ্কাররূপেও পয়ার ছন্দে পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কৃতী। রবীন্দ্রনাথের 'তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব বীজনে'

প্রভৃতি চরণেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায়। Milton-এর blank verse-এর গাম্ভীর্য্যেরও অন্যতম কারণ এবংবিধ substitution বা লয়-পরিবর্ত্তন। যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে পয়ার-জাতীয় ছন্দের সুর উঁচু করিয়া বাঁধা যায়। বাংলা ছন্দে পয়ারই ধ্রুপদ-জাতীয়।

পয়ারের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, পয়ারে দুই বা দুইয়ের গুণিতক যে কোন সংখ্যক মাত্রার পরে ছেদ বসান যায়। কিন্তু পয়ার-জাতীয় ছন্দে তিন মাত্রার পরেও ছেদ বসান চলে। যথা,—

বিশেষণে সবিশেষ | কহিবারে পারি।
জান তো * স্বামীর নাম | নাহি লয় নারী ॥

এখানে অন্বয় অনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ বসান চলে। অমিত্রাক্ষরে ইহার উদাহরণ যথেষ্ট; যথা—

নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা ॥
রে দূত! * * অমর-বৃন্দ | যার ভুজবলে ॥
কাতর, * সে ধনুর্দ্ধরে | রাঘব ভিখারী ॥ (মধুসূদন)

কি স্বপ্নে কাটালে তুমি | দীর্ঘ দিবানিশি
অহল্যা, * পাষাণরূপে | ধরাতলে মিশি (রবীন্দ্রনাথ)

আসলে, রবীন্দ্রনাথ পয়ার-জাতীয় ছন্দের একটি ধর্ম্মের বিশেষ একটি প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন। পয়ার-জাতীয় ছন্দে যে কোন পর্ব্বাঙ্গের পরেই ছেদ বসান যায়; কেবল উপচ্ছেদ নহে, পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত বসান চলে। পয়ার ছন্দে শব্দের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখা যায় বলিয়াই এইরূপ করা চলে। এ ছন্দে ছেদ-যতির অধীনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে। এই কারণে যথার্থ blank verse বা অমিতাক্ষর কাব্য মাত্র পয়ার-জাতীয় ছন্দেই রচিত হইতে পারে।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের বিরুদ্ধে প্রবোধবাবু যে সমস্ত 'নালিশ' আনিয়াছেন, সেগুলি একান্ত ভিত্তিহীন। ইহাতে যে 'বাংলা ভাষার যথার্থ রূপটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে' এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রণোদিত; বরং সাধারণ উচ্চারণ-রীতি এই ছন্দেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বজায় আছে। যদি কেহ ইহাকে 'একঘেয়ে' বলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তিনি 'মেঘনাদবধ-কাব্য' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' অথবা 'দেবতার গ্রাস' প্রভৃতি কবিতা বিশ্লেষ বা বিচার করেন নাই। যিনি ইহাকে 'নিস্তরঙ্গ' বলেন, তিনি 'বর্ষশেষ', 'সিন্ধুতরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতার প্রতি সুবিচার করেন নাই। পয়ার-জাতীয় ছন্দ যে, লিপিকরদিগের চাতুরী হইতে উৎপন্ন, অথবা ইহাতে যে ধ্বনিশাস্ত্রকে ফাঁকি দেওয়া হয়, এ কথা বলিলে মাত্র বাংলা ছন্দের ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বোধের অভাব প্রকাশ করা হয়। পয়ার-জাতীয় ছন্দে 'যতি অনিয়মিত এবং পর্ব্ববিভাগ অস্পষ্ট,' এরূপ অভিযোগ অভিযোক্তার ছন্দোবোধের গভীরতা বা সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন করে।

পূর্ব্বকালে যে সমস্ত ছন্দ কাব্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমস্তই পয়ার-জাতীয়। শুধু পয়ার নহে, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি সমস্তই তান-প্রধান বা পয়ার-জাতীয় ছন্দে রচিত হইত।

পয়ারে দুই চরণ, ও প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব থাকিত। প্রথম পর্ব্বে ৮ ও দ্বিতীয় পর্ব্বে ৬ মাত্রা থাকিত। চরণ দুইটি পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত।

লঘু ত্রিপদীরও দুই মিত্রাক্ষর চরণ, এবং প্রতি চরণে তিনটি পর্ব্ব থাকিত। মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৬+৮।

দীর্ঘ ত্রিপদীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৮+৮+১০।

ত্রিপদী মাত্রেরই প্রথম দুইটি পর্ব্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত।

একাবলীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৫।

চৌপদীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৬+৬+৫; প্রথম তিনটি পর্ব্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত।

মালঝাঁপের মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৪+৪+৪+২; প্রথম তিনটি পর্ব্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত।

মালতীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৮+৭; পয়ারের শেষে এক মাত্রা যোগ করিয়া মালতী ছন্দ হইত।

এ সমস্ত ছন্দেই মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ লইয়া স্তবক গঠিত হইত।

প্রাচীনকালের পয়ারাদি ছন্দে সর্ব্বদাই অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া যাইবে না। আবশ্যক মত হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। যথা—

> বাক্য চাতুরী করি | দিবাতে মাগিয়া
> সন্ধ্যাকালে যাও ভাল | গৃহস্থ দেখিয়া
>
> (বংশীবদন, মনসা-মঙ্গল)
>
> গ্রাম রত্ন ফুলিয়া | জগতে বাখানি
> দক্ষিণে পশ্চিমে বহে | গঙ্গা তরঙ্গিণী
>
> (কৃত্তিবাস, আত্মপরিচয়)

[২] ধ্বনি-প্রধান ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ)

আর এক ঢঙের কবিতাকে 'মাত্রাবৃত্ত' নাম দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এই নামটি খুব স্পষ্ট বলা যায় না। কারণ, বাংলা তথা উত্তর-ভারতীয় সমস্ত প্রাকৃত ভাষাতেই সমমাত্রিক পর্ব্ব লইয়া ছন্দ রচিত হয়, এ জন্য বাংলা-ছন্দ মাত্রকে 'মাত্রাবৃত্ত' বলা যায়।

কেবল-মাত্র মাত্রাপদ্ধতির খোঁজ করিলে অন্যান্য ঢঙের কবিতার সহিত এই ঢঙের কবিতার পার্থক্য বুঝা যাইবে না। আধুনিক সময়ে কবিরা মোটামুটি একটা স্থির পদ্ধতি অনুসারে এই ধরণের কবিতায় মাত্রা-যোজনা করেন, অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর মাত্রকেই দীর্ঘ ধরেন এবং অপর সব অক্ষরকে হ্রস্ব ধরেন। তবে সর্ব্বদাই যে অবিকল এই নিয়ম অনুসরণ করেন, তাহা নহে; মৌলিক স্বরের দীর্ঘীকরণের উদাহরণও যে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে কিন্তু অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থির পদ্ধতি ছিল না। পদাবলী সাহিত্যে তাহাই দেখা যায়। নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝা যাইবে —

চম্পক দাম হেরি | চিত অতি কম্পিত | লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর | জাগয়ে নিরন্তর | ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥

এখানে হ্রস্ব বা দীর্ঘ বলিয়া অক্ষরের দুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার করা হয় নাই; অথচ ইহা খাঁটি 'মাত্রাবৃত্ত' ঢঙের উদাহরণ। অতি প্রাচীন কালের মাত্রাবৃত্ত ঢঙের কবিতাতে,—যেমন 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'য়—এই লক্ষণ দেখা যায়,—

ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গঢ়ই
পার গামি লোঅ | নিভর তরই

বস্তুতঃ বাংলা প্রভৃতি ভাষাতে কবিতায় কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অক্ষরের মাত্রা স্থির থাকে না। অর্ব্বাচীন প্রাকৃত হইতে প্রাচীন বাংলা প্রভৃতির পার্থক্যের এই অন্যতম লক্ষণ।

সুতরাং মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও পয়ার-জাতীয় ছন্দের তুলনা করিলে, মাত্রা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইবে না। ছন্দের আবশ্যক মত অক্ষরের দীর্ঘীকরণ উভয়-জাতীয় ছন্দেই চলে, তবে 'মাত্রাবৃত্ত'-জাতীয় ছন্দে দীর্ঘীকরণ অপেক্ষাকৃত বহুল।

এরূপ ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইতে পারে না।

পয়ার-জাতীয় ছন্দের সহিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান পার্থক্য এই যে, 'মাত্রাবৃত্তে' উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান। পয়ারে অক্ষর-ধ্বনির অতিরিক্ত যে একটা সুরের টান থাকে, 'মাত্রাবৃত্তে' তাহা থাকে না। সুতরাং পয়ারের ন্যায় 'মাত্রাবৃত্তের' স্থিতি-স্থাপকতা গুণ নাই, শোষণ-শক্তিও নাই। যদি দেখা যায় যে, কোন একটি কবিতার চরণ কি ঢঙে লিখিত, তাহা মাত্রার হিসাব হইতে বুঝিবার উপায় নাই, তখন এই সুরের টান আছে কি না আছে তাই দেখিয়া ঢঙ্ স্থির করিতে হয়

যত পায় বেত | না পায় বেতন | তবু না শাসন মানে

এবং

বসি তরু পরে | কলরব করে, | মরি মরি, আহা মরি

এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক। কিন্তু প্রথমটি যে 'মাত্রাবৃত্ত' ঢঙে এবং দ্বিতীয়টি যে পয়ারের ঢঙে রচিত, তাহা ঐ সুরের টান আছে কি না আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়।

যথার্থ blank verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ 'মাত্রাবৃত্ত' ঢঙে লেখা যায় না কারণ ছেদ ও যতির পরস্পরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ না হইলে যথার্থ অমিত্রাক্ষর রচিত হইতে পারে না। কিন্তু 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে সুরের টান থাকে না, শব্দের মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে না বলিয়া পর্ব্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ বসাইবার উপায় থাকে না। 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে অক্ষরের সহিত অক্ষর যেন লাগিয়া থাকে। এই-জাতীয় ছন্দে একই পর্ব্বের মধ্যে দুইটি পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে বড় জোর একটি উপচ্ছেদ বসিতে পারে। যেমন—

শুনি রাজা কহে; | —"বাপু, * জান ওহে, | করেছি বাগান- | খানা

'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে স্বরবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য দেখা যায় না। প্রত্যেক স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এই জন্য যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণের দিকে

ইহার প্রবৃত্তি আছে। এই দীর্ঘীকরণ কি ভাবে হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের ৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। যৌগিক অক্ষরকে অন্যান্য অক্ষরের সহিত সমান হ্রস্ব ধরিয়া পড়িতে গেলে, একটু অধিক জোরের সহিত দ্রুত লয়ে উচ্চারণ করা দরকার হইয়া পড়ে। কিন্তু 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ লয়-পরিবর্ত্তনের একান্ত বিরোধী। বস্তুতঃ 'মাত্রাবৃত্ত' ঢঙে আরামপ্রিয়তার ও আয়াসবিমুখতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই জন্য এই ঢঙে বর্ণসংঘাত ও হ্রস্বীকরণ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্ষর থাকিলেই তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দুই মাত্রা পূরাইয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধের ৩য় পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, এই ধরণের ছন্দে যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগযন্ত্রকে একটুখানি আরাম দেওয়া হয়, এবং সেই অক্ষরটির উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির ঝঙ্কারটিকে টানিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দুই মাত্রার অক্ষর বলিয়া পরিগণিত হয়।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে হয়। যতটুকু শ্বাসবায়ুর খরচ হইল, ধ্বনি-উৎপাদক সব কয়টি বাগ্‌যন্ত্রে যতটুকুর আয়াস হইল—সমস্তই ইহাতে বিবেচনা করিতে হয়। তা ছাড়া, গা ছাড়িয়া দিয়া এক লয়ে উচ্চারণ করাই এই ছন্দের প্রকৃতি, লয়-পরিবর্ত্তন এ ছন্দে চলে না। সুতরাং এই ছন্দ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছন্দ। বেশী মাত্রার পর্ব্ব এ ছন্দে ব্যবহার করা যায় না। ইহার শক্তি ও উপযোগিতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই ছন্দে দীর্ঘীকরণের বাহুল্য আছে বলিয়া হ্রস্ব ও দীর্ঘের সমাবেশে ইহাতে বিচিত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়। তবে তাহাতে যে ধ্বনি-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা যে ঠিক ইংরেজী বা সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দ-স্পন্দন নহে, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তবে বিদেশী ছন্দের অনুকরণ করিতে গেলে আমাদের মাত্রাবৃত্ত ভিন্ন উপায় নাই, কারণ অক্ষর পরম্পরার মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি ছন্দের ভিত্তি, তাহার কতকটা অনুকরণ এক 'মাত্রাবৃত্তে'ই সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লাম প্রভৃতি কবিরা তাহাই করিয়াছেন। ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দে অবশ্য গুণগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট ; কিন্তু তাহাতে মাত্র একটার বেশী pattern বা ছাঁচ নাই, সুতরাং তাহাতে বিদেশী ভাষার বিচিত্র ছাঁচের ছন্দের অনুকরণ করা চলে না।

পয়ারের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, 'মাত্রাবৃত্ত' মেয়েলি ছন্দ, পয়ার যেন পুরুষালি ছন্দ। যেটুকু কাজ মাত্রাবৃত্তের দ্বারা পাওয়া যায়, সেটুকু বেশ সুন্দর হয় ; কিন্তু 'ইস্তক্ জুতা-সেলাই নাগাদ্ চণ্ডীপাঠ' ইহাতে চলে না। পয়ারে কিন্তু 'পাখী সব করে রব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গর্জ্জমান বজ্রাগ্নি-শিখা'-র নির্ঘোষ, এমন কি 'চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন' পর্য্যন্ত প্রকাশ করা যায়।

[৩] স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ

আর এক ঢঙের ছন্দকে 'ছড়ার ছন্দ', 'স্বরমাত্রিক' বা 'স্বরবৃত্ত' বলা হয়। এ ধরণের ছন্দ পূর্ব্বে গ্রাম্য ছড়াতেই ব্যবহার হইত ; এ জন্য ইহাকে 'ছড়ার ছন্দ' বলা হয়। সাধারণতঃ এ রকম ছন্দে প্রত্যেক syllable বা অক্ষর এক-মাত্রার বলিয়া গণ্য করা হয়, অর্থাৎ শুধু

কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার হইয়াছে, গণনা করিলেই মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়। এ জন্য ইহাকে 'স্বরমাত্রিক' বা 'স্বরবৃত্ত' বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মাত্রা গুণিবার রীতি হইতেই এই ঢঙের ছন্দের আসল স্বরূপটি বোঝা যায় না। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এ রকম ছন্দেও মধ্যে মধ্যে কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তা-ছাড়া, পয়ার জাতীয় ছন্দেও তো স্বরধ্বনির প্রাধান্য আছে, এবং কেবল শব্দের শেষ অক্ষর ভিন্ন অন্য অক্ষর সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং, স্থানে স্থানে রীতির বিশেষ আছে,—ইহাই কি পয়ারের সহিত এই ছন্দের পার্থক্য? তাহা হইলে পয়ার কি স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি ব্যভিচারী বা অনৈসর্গিক রূপ? প্রবোধবাবু সেই রকমই বলিতে চান; কিন্তু পয়ারের ঢঙ্ ও স্বরমাত্রিকের ঢঙ্ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা তো শোনা-মাত্র বোঝা যায়।

ঐ দেখো গো | বর্ষা এলো | দৈববাণী | নিয়ে

এই-রকম কোন চরণের মাত্রার হিসাব পয়ারের এবং স্বরমাত্রিক ছন্দের উভয় রীতি অনুসারেই এক। কিরূপে তবে ইহার প্রকৃতি বুঝা যাইবে?

এই জাতীয় ছন্দের প্রতি পর্ব্বের প্রথমে একটি প্রবল স্বরাঘাত পড়ে। সেই স্বরাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের বিশেষ লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয়। এই জন্য ইহাকে 'স্বরাঘাত-প্রবল' বা 'স্বরাঘাত-প্রধান' ছন্দ বলাই সঙ্গত। স্বরাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের একটা সচেষ্ট প্রয়াস আবশ্যক; এবং সুনিয়মিত সময়ান্তরে তাহার পুনঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের বৈচিত্র্য খুব কম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ছন্দে কেবল এক ধরণের পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়। প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা, ও দুইটী পর্ব্বাঙ্গ থাকে। প্রথম পর্ব্বাঙ্গের কোনও একটি অক্ষরের উপর প্রবল স্বরাঘাত পড়ে। দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্গে কখন কখন মৃদুতর একটি স্বরাঘাত লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চারটি পর্ব্ব থাকে, তাহাদের মধ্যে শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের

আকাশ জুড়ে | ঢল্ নেমেছে | সূর্য্যি ঢলে | ছে
চাঁচর চুলে | জলের গুঁড়ি, | মুক্তো ফলে | ছে

এই ছন্দের সুন্দর উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ দুই, তিন, চার, পাঁচ পর্ব্বের চরণও এই ছন্দে রচনা করিয়াছেন। 'পলাতকা'য় এইরূপ নানা দৈর্ঘ্যের চরণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পর্ব্বের প্রথমে প্রবল স্বরাঘাত থাকার দরুণ সমস্ত অক্ষরই হ্রস্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। স্বরাঘাতের দরুণ বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং বোধ হয়, সঙ্কোচন হয়; তজ্জন্য উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লঘুতা অবশ্যম্ভাবী। এই লঘুতাকে লক্ষ্য করিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

আল্‌গোছে যা' | গায়ে লাগে তা' | শুণ্‌ছে বল | কে?

কিন্তু স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ-ও বাংলা মাত্রা-পদ্ধতির সাধারণ নিয়মের অধীন। সুতরাং এ ছন্দে-ও মাঝে মাঝে দীর্ঘীকরণ চলে। উপর্য্যুপরি তিনটি যৌগিক অক্ষর থাকিলে এ ছন্দে-ও তাহাদের অন্ততঃ একটিকে দীর্ঘ করিতে হইবে। উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

যৌগিক অক্ষরের উপর স্বরাঘাত না পড়িলে ইহার প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয় না। এই জন্য এই ছন্দে মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষরের উপর স্বরাঘাত পড়িলে তাহাতেও একটু ঝোঁক্ দিয়া যৌগিক অক্ষরের ন্যায় পড়িতে হয়। যেমন

ধিন্‌তা ধিনা | পাকা-া নোনা
কালো-ো : তা সে | যতোই কালো | হোক্
দেখে-ে-ছি তার | কালো-ো হরিণ | চোখ্

স্বরাঘাত-যুক্ত অক্ষরের পরবর্ত্তী অক্ষরটি সেই পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে নিত্য-হ্রস্ব হওয়া দরকার। স্বরাঘাতের প্রয়াসের পর বাগ্‌যন্ত্রের একটু আরামের আবশ্যকতা বোধ হয়, পুনশ্চ হ্রস্বীকরণের প্রয়াস করিতে চাহে না। এই জন্য 'নূপুর বাজে। সোণার পায়ে।' চলিলেও, 'মঞ্জীর বাজে। সোণার পায়ে' চলে না।

স্বরাঘাতযুক্ত ছন্দের ছাঁচ বাঁধা থাকে বলিয়া এই ছন্দে একটি মূল শব্দ ভাঙিয়া দুইটী পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে দেওয়া চলে। পয়ারের মত এ ছন্দে অতিরিক্ত কোন ধ্বনি প্রবাহ থাকে না, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়া থাকে। প্রবল স্বরাঘাতযুক্ত একটি যৌগিক অক্ষর, এবং তাহার প্রতিক্রিয়াশীল একটি হ্রস্ব অক্ষর—এইভাবে প্রথম একটি পর্ব্বাঙ্গ গঠিত হয়; দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্গে ইহারও একটা মৃদুতর অনুকরণ থাকে। এইভাবে অক্ষর বিন্যাস হয় বলিয়া এক রকম 'চোখ কান বুজিয়া' এই ছন্দের আবৃত্তি করা যায়।

এ ছন্দেও যথার্থ অমিতাক্ষর লেখা যায় না, এখানে ছাঁচের এমন বাঁধা রূপ যে, ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য ঘটান যায় না। পর্ব্বের মধ্যেও পূর্ণচ্ছেদ বসে না।

এই ছন্দে মাত্রার হিসাবের জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি নূতন রকমের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, চারটি হ্রস্ব অক্ষর দিয়া এই ছন্দে একটি পর্ব্ব গঠিত হইলে, প্রথম পর্ব্বাঙ্গের একটি অক্ষরের উপর ঝোঁক দিয় তাহাকে যৌগিক অক্ষরের মতন করিয়া পড়া হয়। সুতরাং তাঁহার ধারণা হয় যে এই ছন্দে প্রতি পর্ব্বে মাত্রা সংখ্যা ৪ নহে, ৪॥৹। শ্রুতবোধের 'একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো⋯ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্‌' এই সূত্রের অনুসরণ করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন, যে যৌগিক অক্ষরকে ১॥৹ মাত্রা এবং অন্যান্য অক্ষরকে ১ মাত্রা ধরা উচিত। ইহাতে অবশ্য অনেক জায়গায় মাত্রা-সমকত্বের হিসাব পাওয়া যায়; যেমন—

১২ + ১২ + ১২	১২ + ১ + ১ + ১	১২ + ১ + ১ + ১	
আয় আয় সই	জল আনি গে	জল আনি গে	চল
১ + ১২ + ১ + ১	১২ + ১ + ১ + ১	১২ + ১ + ১ + ১	
আকাশ জুড়ে	চল নেমেছে	সুয্যি চলে	ছে

এসব স্থলে প্রত্যেক সম্পূর্ণ পর্ব্বের ৪॥৹ মাত্রা হইতেছে। কিন্তু আবার বহুস্থলে এই হিসাব অনুসারে মাত্রাসমকত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না; যেমন—

১২ + ১ + ১ + ১২	১ + ১২ + ১ + ১	১২ + ১ + ১ + ১২	
'সুপ্ত বীজের	গোপন কথা	অঙ্কুরে আজ	ছায়'
১২ + ১ + ১ + ১২	১২ + ১ + ১ + ১২	১ + ১২ + ১ + ১	
'কামধেনু আর	কল্প লতার	ছল (-২) নাতে	ভুলবোনা'
১২ + ১ + ১ + ১২	১ + ১২ + ১ + ১২	১২ + ১ + ১ + ১	
'তাল পাতার ঐ	পুঁথির ভিতর	ধর্ম্ম আছে	ব'লুলে কে'

এসব স্থলে দেখা যাইতেছে যে, সমমাত্রিক পর্ব্বপরম্পরার এই হিসাবে কাহারও মাত্রা ৫॥৹ কাহারও ৫, কাহার ৪॥৹ হইতেছে। সুতরাং কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না। তিনিও শেষ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিয়া এই হিসাববাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক হ্রস্ব ও সমসংখ্যক যৌগিক অক্ষর দিয়া পর্ব্ব রচনা করিয়া হিসাবের গোলমাল এড়াইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধতি যে গ্রহণ-যোগ্য নয়, তাহা অন্যভাবেও বোঝা যায়। স্বরাঘাত-ই যে এ ধরণের ছন্দের প্রধান তথ্য, তাহা তিনি ঠিক্ ধরিতে পারেন নাই। স্বরাঘাতের উপরেই এই ছন্দের সমস্ত লক্ষণ নির্ভর করে। বাংলায় মাত্রা-পদ্ধতি বাঁধা-ধরা বা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নহে; প্রত্যেক ক্ষেত্রে শব্দ-সংস্থান, স্বরাঘাত ইত্যাদি অনুসারে মাত্রা নির্ণীত হয়। কাজে কাজেই ওরূপ কোন বাঁধা নিয়মে মাত্রার হিসাব করা চলিতে পারে না।

স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দ সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত ভাষায় দেখা যায় না। বঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের ভাষাতেও ইহা বড় একটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিহারের গ্রাম্য ছড়া ও নৃত্যের তালে এই ছন্দ দেখা যায়। হোলির দিনে বিহার-অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকে

"ছ্যা´´ র‍্যা : র‍্যা-র‍্যা | ছ্যা -র‍্যা : র‍্যা´-র‍্যা | ছ্যা ´-রা : র‍্যা´-র‍্যা | র‍্যা ´—"

এই সঙ্কেতের তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আর বাংলা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের সঙ্কেত একই। কলিকাতার রাস্তায় পশ্চিমা (বিহারী) ফেরিওয়ালারা এই সঙ্কেতের অনুসরণ করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক জিনিস বিক্রয় করে—

"লেজ্ -জা : বা-বু | দোদ্´ দো : পয়্´-সা ‖ লেজ্´´-জা : বা-বু | দোদ্´´-দো : পয়্´-সা ‖"

ছন্দের এই ঢঙ্ বোধ হয় বাঙালীর পূর্ব্ব-পুরুষের-ওনিজস্ব সম্পত্তি ছিল, কারণ বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের সাহিত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। বাংলা ভাষার একটি লক্ষণ— অর্থাৎ দীর্ঘস্বর-বিমুখতা—এই ঢঙের ছন্দেরও বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার আদিম ইতিহাস নির্ণয় করা কঠিন, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আজও মাদল প্রভৃতি সাঁওতালি বাদ্যে এই ছন্দের সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়, যেমন—

"দি-পির্ : দিপাং | দি-পির্ : দিপাং | দি-পির্ : দি-পাং | তাং"

"তু-তুর্ : তুয়া | তু-তুর্ : তুয়া | তু-তুর্ : তুয়া | তু"

বাংলার ঢোল ও ঢাকের বাদ্যের সঙ্কেতও তাই—

"গিজ্-তা : গি-জোড়্ | গিজ্-তা : গি-জোড়্ | গিজ্-তা : গি-জোড় | গাং"

অথবা

"লাক্ চ : ড়া চড়্ | লাক্ চ : ড়া চড়্ | লাক্ চ : ড়া চড়্ | চড়্"—

সম্ভবতঃ বাঙালীর আদিম ইতিহাসে কোল-জাতির প্রভাবের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। প্রবোধবাবু বলেন, বাংলার স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ আর ইংরেজী ছন্দ এক জিনিস। এই মত একান্ত ভ্রান্ত; যিনি কিঞ্চিৎ অনুধাবন-পূর্ব্বক ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি কখন এরূপ ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। সময়ান্তরে ইহার আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে একটী কথা পুনর্ব্বার বলিতে চাই। উপরে বাংলা ছন্দের তিন **ঢঙের** কথা বলিয়াছি। কিন্তু বাংলা কবিতার তিনটি স্বতন্ত্র **জাতি-ভেদের** কথা বলি নাই। একই কবিতার স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঢঙ্ থাকিতে পারে। বাংলা ছন্দের ভিত্তি পর্ব্ব, এবং পর্ব্বের পরিচয় মাত্রা-সংখ্যায়। কিন্তু মাত্রাসমকত্ব ছাড়া ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ আছে, তদনুসারে তাহার ঢঙ্ বুঝা যায়। বাংলা ছন্দের মাত্রা-পদ্ধতি এক ও অপরিবর্ত্তনীয়, ছন্দের জাতি বা ঢঙের উপর নির্ভর করে না। কবিতা-বিশেষে পর্ব্ব-গঠন ও মাত্রা-বিচার হইতে একটি বিশিষ্ট ভাব বা ঢঙের আভাস আসিতে পারে। আবার, মাত্রাসংখ্যাদি স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বা ঢঙে একই কবিতা পড়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঢঙের আলোচনা-প্রসঙ্গে মাত্রা-সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছি, তাহা সেই ঢঙের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতাতেই খাটে। কিন্তু সকল কবিতাতেই যে কোন-না-কোন ঢঙের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহা নহে।

বিভিন্ন ঢঙের লক্ষণগুলি বিবেচনা করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এইভাবে দেখান যাইতে পারে,—

[১]

বাংলা ছন্দ

- **যেখানে syllable বা অক্ষর টান বা তানের প্রভাবে জড়িত (পয়ার-জাতীয় ছন্দ—তান-প্রধান)**
- **যেখানে syllable বা অক্ষরধ্বনি নিরবচ্ছিন্ন**
  - **যেখানে পর্ব্বাঙ্গ-বিভাগ ও স্বরাঘাতের অবস্থানের ছাঁচ বাঁধা (স্বরাঘাত-প্রধান)**
  - **যেখানে ছাঁচ শব্দ-যোজনার উপর নির্ভর করে (ধ্বনি-প্রধান)**

এইরূপ নানাভাবে তিনটি ঢঙের পরস্পর তুলনা করা যায়।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার সদরের অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামে প্রাপ্ত এই শাসনখানির বিবরণ ও পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন। রমেশবাবু শাসনখানি সম্পাদনে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তবে কতকগুলি বিষয়ে এই শাসনের পাঠ ও বিষয়-বিচারের আরও উন্নতি সাধন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। রমেশবাবু লিখিয়াছেন,—"এই শাসনে প্রাচীন ও বিস্তৃত সেন-রাজ্যের কোন্ অংশের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে বুঝিবার উপায় নাই।" শাসনখানির ভৌগোলিক অংশের কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থানের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে না পারাতেই, রমেশবাবু এই শাসন-প্রদত্ত গ্রামাদির ভৌগোলিক সংস্থান কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেনের এই নূতন শাসনখানির রাজ-প্রশস্তিতে বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই, উহা তাঁহার পূর্ব্বপ্রাপ্ত কয়েকখানা শাসনেরই প্রতিলিপি। কাজেই শাসনখানির গুরুত্বই নূতন ভৌগোলিক তথ্যের সন্ধান-প্রাপ্তিতে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এই প্রয়োজনীয় অংশের বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারে রমেশবাবু সম্যক্‌রূপে অবহিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

শাসনের সংবৎ ও তারিখের অঙ্কপাঠও ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রমেশবাবু সংবতের অঙ্ক পড়িয়াছেন ৩, তারিখের অঙ্ক শ্রাবণের ২। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-শাসনের সংবতের অঙ্ক নিঃসন্দেহ ৩; গোবিন্দপুর, তপনদীঘি†, মদ্রিলপুর-শাসনগুলি দ্বিতীয় সংবৎসরের। এই চারিখানি শাসনেই দূতক মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত। শক্তিপুর-শাসনখানা যদি তৃতীয় বৎসরের হইত, তবে নারায়ণ দত্তকে সান্ধিবিগ্রহিকরূপে দেখিবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। কিন্তু এখানিতে দূতকের নাম সান্ধিবিগ্রহিক ত্রিপুরারি নাহ, এই নূতন নাম দেখিয়াই সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, উহা তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের নহে। তার পর ঐ যুগের ৩ অঙ্কগুলির আকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এবং আনুলিয়া-শাসনের ৩ অঙ্কের সহিত মিলাইলেই বুঝা যাইত যে, শক্তিপুর শাসনের রাজ্যাঙ্ক ৩ নহে। ছবি হইতে যতদূর পড়িতে পারি, এই অঙ্ক ৬ বলিয়া বোধ হয়। তারিখের অঙ্কটি ৭। যাহা হউক, এই ত্রুটি বিশেষ মারাত্মক নহে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই মারাত্মক ভুল রমেশবাবু করিয়াছেন—শাসনের ভৌগোলিক

---

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২২এ শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† তপনদীঘি দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমায় অবস্থিত প্রায় ১ মাইল লম্বা বৃহৎ দীঘি। উহার সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্রায়তন দীঘি হইতে তাম্রশাসনখানা পাওয়া যায়। শাসনখানা তর্পণদীঘি-শাসন নামে পরিচিত হইয়াছে। 'তর্পণদীঘি' নামটি ভুল, দীঘির প্রকৃত নাম 'তপনদীঘি।'

অংশের পাঠোদ্ধারে। নিম্নে কয়েকটি নির্দ্দেশ করিতেছি। ভাল ফটোগ্রাফ পাইলে হয়ত আরও কয়েকটি ভুল প্রদর্শন করা যাইত।

২৭শ ছত্রে—রমেশবাবু "কঙ্কগ্রাম ভুক্ত্যন্তঃপাতিদক্ষিণবীথ্যামুত্তরবাটায়াং" পড়িয়াছেন,—উহা স্পষ্টই **উত্তররাঢ়ায়াং** হইবে। এই এক পাঠের ভুলে রমেশবাবু শাসন-প্রদত্ত ভূমির কোন ঠিকানাই পান নাই।

২৯শ ছত্রে রমেশবাবু পড়িয়াছেন,—"উত্তরে মোচনদী সীমা।" উহা স্পষ্টই "**মোর** নদী সীমা" হইবে। এই পাঠ-ভ্রমবশতঃ রমেশবাবু শাসন-ভূমির সংস্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই 'মোর' নদী যে বীরভূমের বিখ্যাত মোর বা ময়রাক্ষী, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

৩০শ ছত্রের 'নিঝা পাটক' নিশ্চয়ই 'নিমা পাটক'।

৩৪শ ছত্রের 'টামর বড়া' সম্ভবতঃ 'দামর বড়া'।

এই কয়েকটি সংশোধন হইতেই আপাততঃ আমাদের কাজ চলিবে। ইহা অবলম্বনেই এই শাসনে প্রাপ্ত নূতন ভৌগোলিক তথ্যগুলির আলোচনা করা যাউক। এই শাসনে 'কঙ্কগ্রামভুক্তি' নামে একটি নূতন ভুক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। সকলেই জানেন, প্রাচীন ভুক্তিগুলি বর্ত্তমান কালের ডিভিশনগুলির মত, অথবা তাহা অপেক্ষাও বৃহত্তর বিভাগ। অদ্যাবধি প্রাচীন বঙ্গের প্রধানতঃ দুইটি ভুক্তির নাম আমরা জানি—'পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি' এবং 'বর্দ্ধমানভুক্তি।'

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমানির্ণয়

১। দামোদরপুরে প্রাপ্ত গুপ্ত সম্রাড়্গণের আমলের পাঁচখানা তাম্রশাসনে 'পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তির' অন্তর্গত কোটিবর্ষবিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কোটিবর্ষ বর্ত্তমানে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত 'বাণগড়' নামক স্থান, দিনাজপুর সহর হইতে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে। কাজেই দিনাজপুর জেলা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বর্ত্তমানে মহাস্থান নামে পরিচিত। ইহা বর্ত্তমানে বগুড়া জেলার করতোয়ার শুষ্কপ্রায় খাতের উপর অবস্থিত, বগুড়া সহর হইতে প্রায় ৮ মাইল উত্তরে। যোগিনীতন্ত্রে করতোয়া নদী প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের একেবারে করতোয়ার উপরেই অবস্থান দেখিয়া মনে হয়, করতোয়ার উত্তরাংশই হয়ত প্রাগ্জ্যোতিষের পশ্চিম সীমা ছিল, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের সমসূত্রে পূর্ব্বদিকে আরও কতক-দূর পর্য্যন্ত (সম্ভবতঃ লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত) এই ভুক্তির প্রসার ছিল। দক্ষিণে যে ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ জেলা ইহার অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পরে লিখিতেছি।

২। ধর্ম্মপালের খালিমপুর-শাসন। ইহাতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মণ্ডল ও বিষয়গুলির নাম জানা যায়,—

(ক) মহন্তাপ্রকাশ বিষয়ের ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল।

(খ) স্থালীক্কট বিষয়ের আম্রষণ্ডিকা মণ্ডল।

(গ) উড়ুগ্রাম মণ্ডল।

এই সকল মণ্ডল ও বিষয় বা তাহাদের অন্তর্গত গ্রাম কোথায় ছিল, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। কাজেই এই শাসন হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমানির্ণয়ে আমাদের বিশেষ সাহায্য হয় না। সামান্য একটু প্রমাণ পাইয়াছি যে, সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রতটী মহানন্দা নদীর পশ্চিমে পূর্ণিয়া জেলায় অবস্থিত ছিল, কিন্তু সাধারণ্যে দাখিল করিবার মত বলবৎ প্রমাণ ইহা নহে।

৩। প্রথম মহীপালের বাণগড়-শাসন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয় এবং গোকলিকা মণ্ডল। নূতন তথ্য নাই।

৪। তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-শাসন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ বিষয়ের ব্রাহ্মণীগ্রাম মণ্ডল।

৫। বৈদ্যদেবের কমৌলি-শাসন। প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তির কামরূপ মণ্ডল ও বাড়া বিষয়। প্রাগ্‌জ্যোতিষ যে একটি ভুক্তি বলিয়া গণ্য হইত, এই তথ্য পাওয়া গেল।

৬। মদনপালের মনহলি-শাসন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ বিষয়ের হলাবর্ত্ত মণ্ডল।

৭। শ্রীচন্দ্রের রামপাল-শাসন। পৌণ্ড্রভুক্তির নান্যমণ্ডলের নেহকাষ্ঠি গ্রাম। 'কাঠি' শব্দান্ত গ্রামের নাম বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলায় বিস্তর। এই জমী সম্ভবতঃ বাখরগঞ্জ জেলায় ছিল।

৮। শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর-শাসন। পৌণ্ড্রভুক্তির সতট পদ্মাবাটি বিষয়ের কুমারতালক মণ্ডলে লেলিয়া গ্রাম।

৯। শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা-শাসন। পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত খদিরবিল্লী বিষয়ে বল্লিমুণ্ডা মণ্ডলে ভুর্ক্কিপত্রা গ্রাম, লোণিয়াজোড়া প্রস্তর (পাথর = মাঠ) এবং তিবরবিল্লী গ্রাম। যোলা মণ্ডলে ইক্কড়াসী বিষয়ে পঙ্কড়িমুণ্ডা এবং বহুপত্রা গ্রাম। এই নামগুলির মধ্যে খদিরবিল্লী, তিবরবিল্লী, বল্লিমুণ্ডা এবং ইক্কড়াসী বর্ত্তমানে খল্লী, তিল্লী, বাল্লিশুড়া এবং একাশী বলিয়া চেনা যায়। এই গ্রামগুলি ধুল্লা হইতে বেশী দূরে নহে এবং ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ধলেশ্বরী নদীর উত্তরে অবস্থিত। রেনেলের ৯ নং মানচিত্রে তিল্লী এবং বাল্লিশূড়া দেওয়া আছে—কৌতূহলী পাঠক রেণেলের বেঙ্গল এটলাস্ খুলিয়া দেখিতে পারেন। এই শাসন হইতে বুঝা যায়, ঢাকা জেলার সমস্ত পশ্চিম-উত্তর ভাগটা পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত ছিল। ইহার উত্তরেই মধুপুরের ঘন অরণ্য এবং ইহার পূর্ব্ব-উত্তরেও ভাওয়ালের গজারী গড়। এই সমস্ত অংশে আজিও সম্যক্ লোকবসতি হয় নাই, প্রাচীন কালে যে আরও বিরলবসতি ছিল এবং বন্যজাতির আবাসভূমি ছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। *

১০। কেশব সেনের ইদিলপুর-শাসন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে তালপড়া পাটক। বিক্রমপুর স্বনামখ্যাত পরগণা। ইহার উত্তরাংশ অধুনা ঢাকা

* এই শাসনখানি আমার আবিষ্কৃত, আজিও প্রকাশিত হয় নাই। ননীবাবুর Inscriptions of Bengal. Vol. IIIতে পরিশিষ্টে ইহার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আছে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত শাসনগুলির জন্য মৈত্রেয়ের গৌড়লেখমালা এবং ননীবাবুর উক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য।

জেলার পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশ, দক্ষিণাংশ ফরিদপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশ। বিক্রমপুরের পূর্ব্বসীমা লৌহিত্য বা বর্ত্তমান কালের মেঘনা নদী। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিরও উহাই পূর্ব্বসীমা ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে।

এখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির পূর্ব্বসীমা আমরা মোটামুটি বিশুদ্ধরূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারি। একেবারে উত্তরে করতোয়া নদী। ঘোড়াঘাটের সমসূত্রে পূর্ব্ব দিকে লৌহিত্য একেবারে সমুদ্র পর্য্যন্ত। কিন্তু এই সীমানার মধ্যস্থিত বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল কি না, সেই বিষয় মীমাংসা করিবার মত উপকরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র। পশ্চিম সীমানা স্থির করিতে বিচার আবশ্যক।

নারায়ণপালের ভাগলপুর-শাসন-প্রদত্ত গ্রাম তীরভুক্তির অন্তর্গত এবং দেবপাল দেবের মুঙ্গের-লিপি শ্রীনগরভুক্তি অর্থাৎ পাটলিপুত্রভুক্তির অন্তর্গত; এই দুই ভুক্তি যথাক্রমে মিথিলা ও বিহার বলিয়া অধুনা পরিচিত। মিথিলা বা তীরভুক্তি এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে সীমানা নির্দ্দেশ করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচার আবশ্যক।

(১) কৌশিকী বা কুশী নদী বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ত্রিহুতের পূর্ব্বসীমানা বলিয়া ত্রিহুতবাসিগণ কর্ত্তৃক গণ্য হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠায় নগেন্দ্রবাবু ১৩১৬ বঙ্গাব্দে মৃত মৈথিল কবি চণ্ডা ঝা-রচিত ত্রিহুত-বর্ণনাত্মক নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

গঙ্গা বহথি জনিক দক্ষিণ দিশি পূর্ব্ব কৌশিকী ধারা।
পশ্চিম বহথি গণ্ডকী উত্তর হিমবৎ বলবিস্তারা॥

ইহাতেও দেখা যায়, কবি চণ্ডা ঝা কৌশিকী নদীকেই ত্রিহুতের পূর্ব্বসীমানা বলিয়া গণ্য করেন।

(২) পরলোকগত প্রাত্নতত্ত্বিক মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও মিথিলার ইতিহাস সঙ্কলন-কালে কৌশিকী নদীকেই মিথিলার পূর্ব্বসীমানা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ("History of Mithila during the Pre-Mughal Period," J. A. S. B. 1915, pp. 407-08).

(৩) ডাক্তার ফ্রান্সিস্ বুকানন ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহার, ত্রিহুত ও উত্তরবঙ্গ পরিদর্শন করিয়া উহাদের বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলিত করেন। মার্টিন কর্ত্তৃক Eastern India নামে তিন খণ্ডে উহা প্রকাশিত হয়। বুকানন লিখিয়াছেন,—It must however be observed that the Kosi is more usually alleged to have formerly been the boundary (between North Bengal and Mithila). (Martin's Eastern India, Vol. III, page 37.)

(৪) পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল পূর্ণিয়ায়

ছিল বলিয়া সামান্য একটু প্রমাণ আছে। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করা চলে না। তবে এই সম্ভাবনা পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি প্রমাণের কথঞ্চিৎ বলবৃদ্ধি করে।

উপরের লিখিত চারিটি বিষয়ের আলোচনা করিলে, ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, তীরভুক্তি এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে কুশী নদীই ছিল সীমানা। পরে দেখা যাইবে, বল্লাল সেনের নৈহাটি-শাসন-প্রদত্ত ভূমি ভাগীরথীতীরবর্ত্তী কাটোয়া হইতে মাত্র ৬ মাইল পশ্চিমে এবং বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত। এই একটি তথ্য হইতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির পশ্চিম সীমা অনুমান করা যায়। প্রথমে সীমানা কুশী নদী। কুশী-গঙ্গার সঙ্গমস্থল হইতে ভাগীরথীর উৎপত্তি-স্থল পর্য্যন্ত গঙ্গা নদী। তাহার পরে সমগ্র ভাগীরথী নদী, উৎপত্তি হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অবশিষ্ট পশ্চিম সীমানা ছিল। কিন্তু অনুমানের প্রয়োজন নাই, প্রাত্নতত্ত্বিক প্রমাণের উপকরণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

১১। বিজয়সেনের বারাকপুর-শাসন। এই শাসন-প্রদত্ত ভূমির পরিচয় এইরূপ,—

"পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিখাড়ীবিষয়ে ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়াগ্রামে ত্রিক্ষহগুজলার্দ্ধসীমা দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তরতঃ যথাপ্রসিদ্ধ চতুঃসীমাবচ্ছিন্না সমতটীয় নলেন পাটক চতুষ্টয়াঃ।"

এই শাসনখানা প্রথম পরলোকগত প্রাত্নতত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Epigraphia Indica পত্রিকার ১৫শ খণ্ডে সম্যক্ প্রকাশিত করেন। তিনি গ্রামটির নাম 'ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়া' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় তৎসম্পাদিত এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত Inscriptions of Bengal নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে গ্রামটির নাম 'ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়া' বলিয়াই ধরিয়াছেন (৬৬ পৃষ্ঠা); কিন্তু একটি পাদটীকা দেখিয়া বুঝা যায়, ইহাই গ্রামটির প্রকৃত নাম কি না, এই বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ কোন গ্রামেরই যে এ রকম একটা দীর্ঘ ও বিকট নাম থাকিতে পারে না, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই প্রথমে ধারণা হয়। 'ভাট' শব্দের অর্থ অভিধানে লেখে, ভাড়া বা খাজনা। শাসনে শব্দটি নিঃসন্দেহ ভাট্টরূপে আছে। 'ভাট্ট' শব্দটি ভাট হইতে বিশেষণ, এই ধরিলে 'ঘাসসম্ভোগভাট্ট' শব্দের সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়। স্থানটি জলা যায়গা ছিল, প্রচুর ঘাস জন্মিত। সেই ঘাস যাহারা ভোগ করিত, তাহারা তাহার জন্য খাজনা দিত। এই ঘাসের খাজনাই এই গ্রামটির প্রধান আয় ছিল। গ্রামটির নাম বড়া—ঘাসের আয়ই তাহার প্রধান আয় ছিল বলিয়া শাসনে ইহা ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়া গ্রাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রামটি খাড়ী বিষয়ে অবস্থিত ছিল। খাড়ী ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত গ্রাম এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পরগণা। সঙ্গীয় ১নং মানচিত্রে খাড়ীর অবস্থান দ্রষ্টব্য। এই মানচিত্র সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং ১৯০৫ পর্য্যন্ত সংশোধিত শিট এটলাসের ১২১ নং শিট হইতে অবিকল নকল করা। ইহাতে খাড়ী গ্রামের পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ জুড়িয়া বড় বড় অক্ষরে KHAREE লিখিয়া, খাড়ী পরগণার অবস্থান দেখান হইয়াছে।
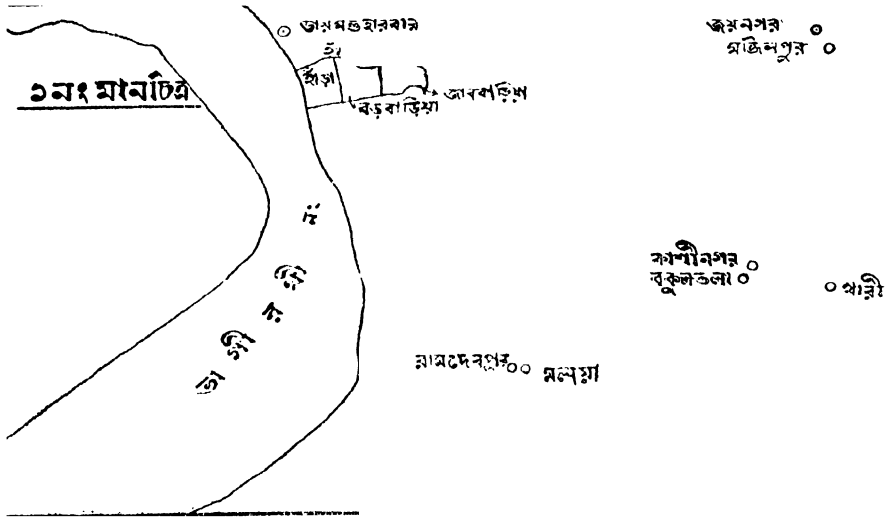
বড়া গ্রাম যে খাড়ী হইতে বড় বেশী দূরে হইবে না, তিক্ষহণ্ড নামটি তিখ-হাঁড়া-রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এই কল্পনা করিয়া লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করি। বল্লালসেনের সীতাহাটি-শাসনে উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রামের সন্ধানই যে ভাবে পাওয়া গিয়াছে, শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা-শাসনে উল্লিখিত কয়েকটি গ্রামের যে ভাবে সন্ধান মিলিয়াছে, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, খাড়ীর নিকটেই বড়া এবং হাঁড়ার সন্ধান মিলিবে। মিলিলও তাহাই! ঐ ১২১ নং শিটেই দেখি, খাড়ীর প্রায় ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একেবারে ভাগীরথী-তীরে 'হারা' গ্রাম। ভাগীরথী হইতে উঠিয়া এই গ্রামের উত্তর সীমানা দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী পূর্ব্বদিকে বহিয়া গিয়াছে; ইহারও নাম 'হারা' নদী। ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের কাছে 'হারা'র প্রকৃত বানান জানিবার জন্য পত্র লিখিলে, ডায়মণ্ড্ হার্বারের সব্ডিভিশনাল অফিসার মিঃ এস. কে. গুহ তাঁহার ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ তারিখের 4374—2M—23 নম্বর পত্রে জানাইলেন যে, গ্রামটির প্রকৃত বানান 'হাঁড়া'। এই স্থান ডায়মণ্ড্ হার্বারের মাত্র দুই মাইল দক্ষিণে, কুল্পি থানার মধ্যে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুগ্রহে কুল্পি থানার ১"=১ মাইল একখণ্ড মানচিত্র পাইয়া দেখিলাম, হাঁড়ার পূর্ব্বে বড়বাড়িয়া গ্রাম (নং ৩) এবং তাহারও পূর্ব্বে জাব-বাড়িয়া গ্রাম। এই জাব-বাড়িয়া অবিকল তাম্রশাসন-বর্ণিতবৎ উত্তরে, পূর্ব্বে এবং দক্ষিণে হাঁড়া খাল দ্বারা বেষ্টিত। 'ঘাসসম্ভোগ' 'জাব'-এরই সংস্কৃত রূপ এবং এই জাব-বাড়িয়াই যে 'ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়া' গ্রাম, সেই বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 'হণ্ড' হাঁড়াতে পরিণত হইয়াছে, 'তিক্ষ' কোথায় গেল, বুঝা গেল না।

১২। লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা (মজিলপুর বা জয়নগর)-শাসন। এই শাসন সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্যের জন্য শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের Inscriptions of Bengal, Vol. III, p. 169-72 দ্রষ্টব্য। এই শাসনখানা মজিলপুরের জমিদার হরিদাস

দত্ত মহাশয় কাশীনগরের দক্ষিণস্থ বকুলতলা মৌজায় প্রাপ্ত হন। কাশীনগর, বকুলতলা, মজিলপুর, খাড়ী ইত্যাদি গ্রামের অবস্থান মানচিত্রে দ্রষ্টব্য। ননীবাবু ইহাকে সুন্দরবন-শাসন নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা জয়নগর বা মজিলপুর-শাসন বলিয়াও পরিচিত। প্রাপ্তিস্থানের নাম অনুসারে ইহা **বকুলতলা-শাসন** বলিয়াই পরিচিত হওয়া উচিত। বকুলতলা খাড়ী হইতে মাইল দুই পশ্চিমে। এই শাসন-প্রদত্ত ভূমির পরিচয় এইরূপ,—

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিখাড়ীমণ্ডলে কাণ্ডল্লপুরচতুরকে পূর্ব্বে শান্ত্যাগারিকপ্রভাস-শাসনসীমা দক্ষিণে চিতাড়িখাতার্দ্ধসীমা পশ্চিমে শান্ত্যাগারিকরামদেবশাসনপূর্ব্বপার্শ্বঃসীমা উত্তরে শান্ত্যাগারিকবিষ্ণুপাণিগড়োলীকেশবগড়োলীভূমিসীমা⋯মণ্ডল গ্রামীয় কিয়ানপি ভূভাগঃ⋯

২৪ পরগণার কলেক্টরী হইতে ১″=১ মাইল ম্যাপ আনাইয়া পূর্ব্ববৎ অনুসন্ধান করিয়া খাড়ীর ঠিক ৯ মাইল পশ্চিমে (স্বল্প দক্ষিণে) রামদেবপুর ও তাহার পূর্ব্বে 'মালেয়া' গ্রাম পাওয়া গেল। এই স্থানগুলি বকুলতলা হইতে ৬।৭ মাইল পশ্চিমে। রামদেবপুর মথুরাপুর থানার অন্তর্গত। আমার এই 'মণ্ডল গ্রাম'-অনুসন্ধানকার্য্য ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে করিয়াছিলাম। ডায়মণ্ড হারবারের তদানীন্তন মহকুমাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সি. এইচ. ক্রসে এবং চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণের মারফতে মথুরাপুর থানার অধ্যক্ষ জানাইলেন যে, রামদেবপুরের পূর্ব্ববর্ত্তী, ম্যাপের এবং Jurisdiction list-এর Maleya-র (মালেয়া), প্রকৃত বানান ও উচ্চারণ 'মলয়া'। চিতাড়ি আজিও 'চাতুয়া' নদী বলিয়া মানচিত্রে উল্লিখিত হয় এবং ইহারই একটি শাখা বর্ত্তমান কালের মানচিত্রে 'মলয়া' গ্রামের দক্ষিণদিকে প্রস্থত দেখা যায়। কিন্তু তাম্রশাসনের আমলেই উহা 'খাত' অর্থাৎ শুষ্ক প্রণালী মাত্র ছিল—এই সাড়ে সাত শত বৎসরে খাত মাঠ হইয়া গিয়াছে; কারণ, মথুরাপুর থানার অধ্যক্ষ মহাশয় মলয়া গ্রামের দক্ষিণে কোন খাল বা শুষ্ক খাতের চিহ্ন খুঁজিয়া পান নাই। প্রত্নানুসন্ধানে অভ্যস্তনয়ন কেহ যদি যাইয়া খোঁজেন, তবে হয়ত খাতের চিহ্ন পাইতেও পারেন। কারণ, বর্ত্তমান কালের মানচিত্রে দেখা যায়, খালটি যেন হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে—পশ্চিম দিকে উহার বিস্তার এই ভাবে হঠাৎ বন্ধ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই বিষয়ে মজিলপুরের শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'মলয়া'র পূর্ব্বে 'গঙ্গাধরপুর' নামক প্রকাণ্ড মৌজা। উহা খরিবেড়িয়া মতিলাল, ধুতখালি, ভাজনা, দুর্গানগর এবং বাহিরচর, এই গ্রাম কয়টির সমবায়। ইহাদের মধ্যে সকলের পশ্চিমবর্ত্তীটিই শান্ত্যাগারিক প্রভাসের শাসন ছিল; কিন্তু শাসন-প্রাপকের নামে গ্রামের নাম হয় নাই। মলয়ার উত্তরে কন্দর্পপুর ও সরসবাড়িয়া। এই দুইটিই বিষ্ণুপাণি ও কেশবের শাসন হইবে; কিন্তু এই দুইটি গ্রামও প্রাপকের নাম অনুসারে নাম পায় নাই। ১নং মানচিত্রে 'রামদেবপুর' ও 'মলয়ার' অবস্থান দৃষ্ট হইবে। মথুরাপুরের থানাধ্যক্ষ মহাশয় রামদেবপুর ও মলয়ার যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"There are no ancient tanks, ruins, images, temples etc. in the

villages of Ramdevpur and Malaya ... Ramdevpur is a very small mouza and is inhabited by the Podes only......The village Malaya is the residence of Podes and Brahmins of low origin. It is situated in the Abad (Lot) and thinly populated."

Letter No. 1883, dated the 22nd. May, 1915.

এই মলয়ার পশ্চিম সীমায় "শান্ত্যাগারিক রামদেব শাসন",—বর্ত্তমান রামদেবপুরের সাক্ষাৎ পাইয়া আর একখানা শাসনের প্রদত্ত গ্রামের অবস্থান নির্ণীত হইল বলিয়া মনে হইতেছে। ভোজবর্ম্মের বেলাব-শাসনে শাসন-প্রদত্ত ভূমির নিম্নরূপ বর্ণনা আছে,—

"পৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতি অধঃপত্তন মণ্ডলে কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছখণ্ডলসংউপ্যলিকাগ্রামে...।" ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, বেলাব-শাসনগ্রহীতার নাম শান্ত্যাগারিক রামদেব শর্ম্মা।

ভোজবর্ম্মের পিতা সামলবর্ম্ম ১০০১ শকে বঙ্গে বৈদিক আনাইয়াছিলেন বলিয়া বৈদিক-সমাজে প্রবল প্রসিদ্ধি আছে। এই তারিখে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। ১০০১ শক = ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁহার পুত্র ভোজবর্ম্ম ইহার ১০।১১ বছর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ধরিলে, ভোজবর্ম্ম ১০৯০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন পাইয়াছিলেন, এবং ভোজের পঞ্চম অব্দে প্রদত্ত বেলাব-শাসনের তারিখ ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হয়। লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা-শাসন খুব সম্ভবতঃ, তাঁহার দ্বিতীয় অব্দের অর্থাৎ ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দের।* কাজেই উভয় শাসনের মধ্যে প্রায় ৮৫ বৎসরের তফাৎ। অনেকগুলি শান্ত্যাগারিকের শাসন একস্থানে দেখিয়া মনে হয়, শান্ত্যাগারিকেরা যেন মলয়ার চারি দিকে একটা শান্ত্যাগারিক-উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। দুই শাসনের মধ্যের ৮৫ বৎসরে যে আর একজন রামদেব নামক শান্ত্যাগারিক জন্মিতে পারে না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু মলয়া বা মণ্ডল গ্রামপ্রাপক শান্ত্যাগারিক কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী শান্ত্যাগারিক রামদেব শর্ম্মাকে যেন বেলাব-শাসনের রামদেব বলিয়াই বোধ হইতেছে। উহার অধঃপত্তনমণ্ডল খাড়ীমণ্ডলেরই সংস্কৃত রূপ বলিয়া মনে হয়। বর্ম্মদের আমলে ক্ষুদ্রতর ভাগটির নাম ছিল 'কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ খণ্ডল।' পরবর্ত্তী সেন আমলের জরিপে উহা কান্তল্লপুর চতুরক নাম পাইয়াছিল। রামদেবপুরের পশ্চিমবর্ত্তী গ্রামের নাম কাউতলা, উহার দক্ষিণাংশ দড়িকাউতলা বলিয়া পরিচিত। ইহাই হয়ত সেন আমলের কান্তল্লপুর চতুরক হইবে। চতুরক নামক ভূমিবিভাগের উল্লেখ সেনদের অন্যান্য শাসনেও পাওয়া যায়। এই চতুরকগুলি জরিপসংক্রান্ত চতুষ্কোণ ভূমিভাগ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহাদের আয়তন কিরূপ ছিল এবং কি নিয়মে এই বিভাগ সংঘটিত হইত, সেই বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রহিয়াছে।

বেলাব-শাসনের অধঃপত্তন মণ্ডল এবং বারাকপুর ও বকুলতলা-শাসনের খাড়ী বিষয় ও মণ্ডল যদি একই হয়, তবে বর্ম্মদের রাজ্যের আয়তনের একটা ধারণা পাওয়া যাইতেছে। ভাগীরথী, গঙ্গা এবং মেঘনাদ, বর্ম্মদের রাজ্যের সীমানা ছিল বলিয়া বোধ

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লক্ষ্মণসেনের রাজ্যপ্রাপ্তির বৎসর ১১০০ শকাব্দ বা ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। Ind. Hist. Quarterly, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৮৯।

হইতেছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেলাব-শাসনের কৌশাম্বীকে রাজশাহী জেলায় কুসুম্বা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন (J. A. S. B.—N. S.—Vol. X, p. 125) এবং ননীবাবুও তাঁহার পুস্তকে সেই মতটি উদ্ধৃত করিয়াই (Inscriptions of Bengal, p. 19) কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থান যে রাজশাহীতে অর্থাৎ তৎকালীন বরেন্দ্রীর অন্তর্গত হইতে পারে না, তাহা জোর করিয়াই বলা যায়। বরেন্দ্রীতে তখন রামপালের পূর্ণ প্রতাপ এবং রামচরিত-মতে প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজগণ নানা উপহার দানে রামপালকে আরাধনা করিয়াছিলেন।

এই রামদেবপুর, মলয়া এবং জাববেড়িয়ার অবস্থান দেখিয়া এবং উহাদিগকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত দেখিয়া, একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। বর্ম্মদের আমল হইতে ভাগীরথীর বর্ত্তমান প্রবাহের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং আদিগঙ্গাতে ভাগীরথীর স্রোত যদি কোন যুগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তবে সেই যুগ ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। জাববেড়িয়া, বড়বেড়িয়া ও হাঁড়া গ্রাম সংলগ্ন, এবং হাঁড়া ভাগীরথীতীরবর্ত্তী। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-শাসন আলোচনাকালে দেখা যাইবে, উহাতে উল্লিখিত বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড চতুরকের পূর্ব্বে জাহ্নবী প্রবাহিত বলিয়া উল্লেখ আছে এবং বেতড় আজিও ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী গ্রাম।

রামদেবপুর হইতে ভাগীরথীর তীর বর্ত্তমানে চারি মাইল পশ্চিমে। জাববেড়িয়া হইতে উহা মাত্র দুই মাইল পশ্চিমে। এই সমস্ত জলা এবং বসতিবিরল জায়গায় ব্রাহ্মণগণের শাসনগ্রাম গ্রহণ দেখিয়া মনে হয়, ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী থাকিবার প্রবল আগ্রহেই সম্ভবতঃ এই সকল স্থান ব্রাহ্মণ-শাসনে সমাকীর্ণ হইয়াছিল।

জাববেড়িয়া, মলয়া এবং রামদেবপুরের অবস্থান দেখিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, বর্ত্তমানভাগীরথীস্রোতই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণ ভাগের পশ্চিম সীমা ছিল।

বর্দ্ধমানভুক্তির সীমানির্ণয়

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমা উপরে মোটামুটি নির্ণীত হইল। এখন বর্দ্ধমান-ভুক্তির সীমা কি ছিল দেখা যাক্।

১। বর্দ্ধমানভুক্তির অস্তিত্ব প্রথম জানা যায়, বল্লালসেনদেবের নৈহাটি-শাসনে। এই শাসন-প্রদত্ত ভূমির পরিচয় এইরূপ,—

শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিহ্যুত্তররাঢ়ামণ্ডলে স্বল্পদক্ষিণবীথ্যাং……এবং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ বাল্লহিট্ঠা গ্রামঃ।… … …

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় যখন এই শাসনখানি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করেন, তখন তিনি শাসন-প্রদত্ত বাল্লহিট্ঠা গ্রাম এবং তাহার সীমায় উল্লিখিত জলশোথী, খাণ্ডয়িল্লা, অম্বয়িল্লা, মোলাড়ন্দি, এই গ্রাম কয়টির অবস্থান নির্ণয় করেন। ইহাদের নাম প্রায় অবিকৃতভাবেই আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে বালুটিয়া, জলশোথী, খাঁড়ুলিয়া, অম্বল গ্রাম ও মুড়ন্দি। কৃতজ্ঞতার সহিত এ স্থানে স্বীকার করিতেছি যে, তারকবাবুর এই চমৎকার অবস্থাননির্ণয় দেখিয়াই

আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, বঙ্গীয় তাম্রশাসনগুলি দ্বারা প্রদত্ত অধিকাংশ গ্রামই অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে। আজ প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই দিকে অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়া যে ফলটুকু লাভ করিয়াছি, বৃহত্তর ফলের অপেক্ষায় না থাকিয়া আজ তাহাই বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনসমাজসমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

নিম্নে প্রদত্ত মানচিত্রখানি তারকবাবুর প্রদত্ত মানচিত্র হইতে গৃহীত। ইহাতে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলার সীমানার অবস্থিত এবং ভাগীরথী হইতে ৪।৫ মাইল পশ্চিমে স্থিত শাসন-প্রদত্ত গ্রাম বালুটিয়ার অবস্থান দৃষ্ট হইবে।
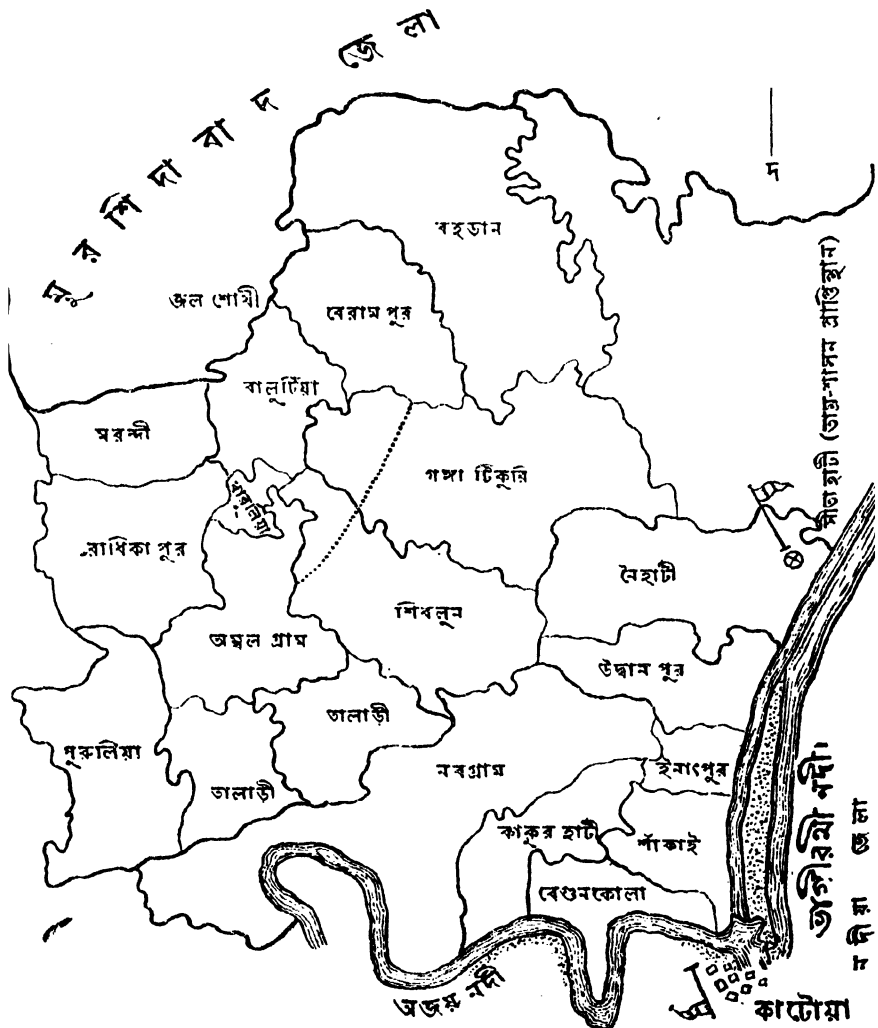
এই স্থান উত্তররাঢ়ের 'স্বল্পদক্ষিণবীথিতে' অর্থাৎ প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত ছিল। উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ের সীমা নির্ণয়ে এই তথ্য কাজে লাগিবে।

২। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-শাসন।

এই শাসনখানি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর গ্রামে পাওয়া যায়। এই শাসন-প্রদত্ত ভূমির পরিচয় এই,—

"বর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিপশ্চিমখাটিকায়াং বেতড্ডচতুরকে পূর্ব্বে জাহ্নবীপ্রবন্তী অর্দ্ধসীমা। দক্ষিণে লেঙঘদেবমণ্ডপীসীমা। পশ্চিমে ডালিম্বক্ষেত্রসীমা উত্তরে ধর্ম্মনগরসীমা। ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নো বিড্ডারশাসনঃ…"

পূর্ব্বে বহমানা জাহ্নবীর উল্লেখ থাকায় এবং ভাগীরথীতীরস্থ সুপরিচিত বেতড় গ্রামের সাক্ষাৎ পাওয়ায় শাসনভূমির স্থাননির্দ্দেশ কঠিন কার্য্য হয় নাই। এই শাসন এবং বিজয়সেনের বারাকপুর-শাসন হইতে ভাগীরথীই যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এবং বর্দ্ধমান-ভুক্তির মধ্যস্থ সীমা, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

বেতড় এক সময় বিখ্যাত স্থান ছিল। শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাঁহার Inscriptions of Bengal গ্রন্থে—'Betad in the Howrah District' (page 94) বলিয়া এবং রাখালবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসের ৩৩৫ পৃষ্ঠার উল্লেখ করিয়াই বেতড়ের স্থাননির্দ্দেশ সমাপ্ত করিয়াছেন। রাখালবাবুর পুস্তকে বেতড়-সম্বন্ধে এই পাওয়া যায়,—

"বেতড্ড বর্ত্তমান হাওড়া জেলায় অবস্থিত—বেতড় গ্রাম। বেতড় কলিকাতার উৎপত্তির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। বড় বড় বিলাতী জাহাজ ভাগীরথী বহিয়া সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিত না বলিয়া বেতড়ে আসিয়া নোঙ্গর করিত, এবং বিলাতী জাহাজ ভারতীয় মাল বোঝাই করিয়া চলিয়া গেলে লোকে বাজার পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইত।"

ইহা হইতেও কিন্তু বেতড় হাওড়া জেলার ঠিক কোন্ স্থানে ছিল, তাহা বুঝা গেল না।

হাওড়ার গেজেটিয়ারে বেতড়-সম্বন্ধে অনেক খবর দেওয়া আছে, কৌতূহলী পাঠক শ্রীযুক্ত ও'মালি ও মনোমোহন চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত হাওড়া গেজেটিয়ারের (১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ) ১৯,২০,২৩,১৫১,১৫২ পৃষ্ঠা দেখিতে পারেন। ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে বেতড় এবং তথাকার দেবতা বেতাই চণ্ডীর উল্লেখ আছে। আকবরের রাজত্বকালে ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চেজারে ফেডেরিকি নামক ভেনিসীয় পর্য্যটক বেতড়ে আসিয়া এবং বেতড়ের মরসুমী বাজার দেখিয়া যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই রাখালবাবু তাঁহার ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ার নিকটস্থ যে পাঁচখানা গ্রামের বন্দোবস্তের জন্য দিল্লীর সম্রাট্ ফারুখসিয়ারের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হন, বেতড় তাহাদের মধ্যে একটি। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত রেনেলের মানচিত্রের ১৯ সংখ্যক পত্রে বেতড়ের অবস্থান প্রদর্শিত আছে। উহা হইতে দেখা যায়, আদিগঙ্গার মুখের ঠিক বিপরীত দিকে বেতড় অবস্থিত ছিল (নিম্নে প্রদত্ত চিত্র দ্রষ্টব্য)। বেতড় এখন হাওড়া সহরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান

শালিমার হইতে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পর্য্যন্ত ভূভাগই প্রাচীন বেতড়ের সংস্থান। হাওড়া সহরের উত্থানে শাসনে উল্লিখিত ডালিম্বক্ষেত্র, ধর্ম্মনগর, বিড্ডার ইত্যাদি নাম
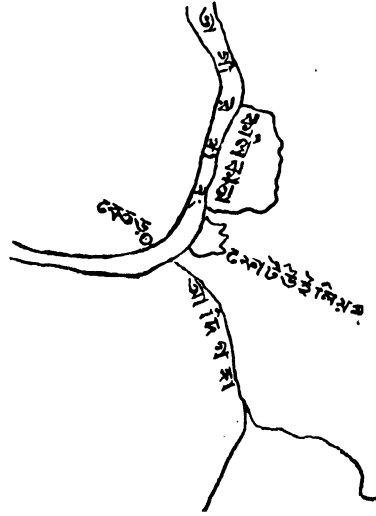
লুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী। যাঁহার সুবিধা আছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন, ইহাদের কোনটির স্মৃতি আজিও আছে কি না।

পশ্চিম খাটিকার উল্লেখ হইতে সেন আমলের চতুরকগুলির আকৃতি কতকটা অনুমান করা যায়। সমস্ত দেশটা জরিপ করিয়া উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমাভিমুখী এক এক কোণবিশিষ্ট, সম্ভবতঃ সমানায়তনের কতকগুলি চতুষ্কোণে সমগ্র দেশ বিভক্ত হইয়াছিল। পার্শ্বস্থ চিত্রে ইহার স্বরূপ বুঝা যাইবে। প্রত্যেক চতুষ্কোণ বা চতুরক উহার অন্তর্গত কোন বিখ্যাত গ্রামের নামে নামাঙ্কিত হইত। চতুরকগুলি স্বভাবতঃই চারিটি ক্ষুদ্রতর চতুষ্কোণে বিভক্ত হইত। উহাদিগকে বলিত খাটিকা বা বর্ত্তমান কালের ভাষায় খাটিয়া। দিক্ অনুসারে উহাদের এক একটি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ বলিয়া উল্লিখিত হইত।

এই বেতড় ও বাল্লহিট্টার অবস্থান দেখিয়া জাহ্নবী বা ভাগীরথীই যে বর্দ্ধমানভুক্তির পূর্ব্বসীমা, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল। উত্তর দক্ষিণে এই ভুক্তির বিস্তৃতি-সম্বন্ধেও একটা ধারণা পাওয়া গেল। বর্দ্ধমানভুক্তি প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন রাঢ় দেশ; কিন্তু পরে বর্দ্ধমানভুক্তির পশ্চিমসীমা নির্ণয়কালে দেখা যাইবে, রাঢ়ের সমস্তটাই ইহার অন্তর্গত ছিল না। সেই প্রসঙ্গে ইহার উত্তর ও দক্ষিণ সীমাও নির্ণীত হইতে পারিবে।
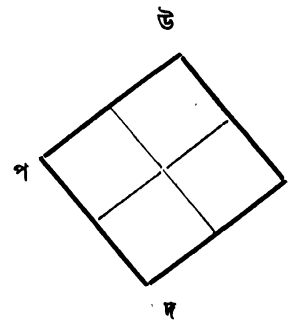
এতকাল পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে, প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান, এই দুই ভুক্তিতেই বিভক্ত ছিল। নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসনে দেখা যায়—কঙ্কগ্রামভুক্তি নামক আর একটি ভুক্তির স্থানও আধুনিক বঙ্গের সীমার মধ্যে করিতে হইবে। অতি সহজেই বুঝা যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ও বর্দ্ধমানভুক্তি বাদ দিয়া বাঙ্গালা দেশের যতটুকু থাকিবে, তাহাই কঙ্কগ্রামভুক্তি বলিয়া ধরিতে হইবে।

কঙ্কগ্রামভুক্তির সীমানির্ণয়

শক্তিপুর-শাসন হইতেই প্রথম কঙ্কগ্রামভুক্তির সন্ধান পাওয়া গেল। শক্তিপুর-শাসন-প্রদত্ত ভূমির পরিচয় এইরূপ,—

২৬ ছত্র।......শ্রীমধুগিরিমণ্ডলাবচ্ছিন্ন কুম্ভীনগর

২৭ „ ।......প্রতিবদ্ধ কঙ্কগ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতি দক্ষিণবীথ্যামুত্তররাঢ়ায়াং কুমারপুর চতুরকে পূর্ব্বে অপ- ।

২৮। রাজ্জোলিসমেতমালিকুণ্ডাপরিসরভূঃসীমা দক্ষিণে [ি]বন্ধুস্থলীয় ভাগড়ীখণ্ড-ক্ষেত্রংসীমা

২৯। পশ্চিমে অচ্ছমাগোপথঃসীমা উত্তরে মোর নদীসীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ভূদ্রোণাত্মকঃ

৩০। সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশতদ্বয়োৎপত্তিকঃ বারহকোণাবাল্লিহিতা নিমা পাটক সম্বন্ধি ভূদ্রো।

৩১। -ণ চতুষ্টয়োপেত পাটকদ্বয় সমেত রাঘবহট্টপাটকস্তথাচতুরকে পূর্ব্বে চাকলিকা জো—

৩২। লী সীমা দক্ষিণে বিপ্রবদ্ধা জোলী সীমা পশ্চিমে লাঙ্গল জোলী সীমা উত্তরে পরজান।

৩৩। গোপথঃ সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্ত্রিপঞ্চাশদ্ভূদ্রোণাত্মকঃ সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশ

৩৪। ত দ্বয়োৎপত্তিকো দামরবড়া সমেত বিজহারপুর পাটক[ঃ]এবমেতদ্ব[দ্ব]য় বিলিখিত

৩৫। নাম সীমং ভূসীমাদ্যবচ্ছিন্নং দেবব্রাহ্মণাদিভূবহিঃ গোপথাদ্যভূ—বাস্তভূ-সহিতং বৃষভশ-

৩৬। ঙ্কর নলেন উননবতিভূদ্রোণাত্মকং সম্বৎসরেণ পঞ্চশতোৎপত্তিকং রাঘবহট্টবার

৩৭। কোণানিমাবস্থিতখণ্ডক্ষেত্রভূদ্রোণচতুষ্টয়াত্মকবাল্লিহিতা পাটক দামরবড়া

৩৮। পাটক সমেত বিজহারপুর পাটকমেতৎ ষট্‌পাটকং

এখন তাম্রশাসনের এই অংশ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

শাসন-দত্ত ভূমিগুলি কঙ্কগ্রামভুক্তির দক্ষিণাংশে উত্তর-রাঢ় প্রদেশে কুম্ভীনগর (বিষয়ে ?) মধুগিরি মণ্ডলে. কুমারপুর চতুরকে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত জমী দুই খণ্ডে মোট ৮৯ দ্রোণ পরিমিত ছিল। প্রথম খণ্ড ৩৬ দ্রোণ, দ্বিতীয় খণ্ড ৫৩ দ্রোণ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সীমাদি নিম্নচিত্রদ্বয় হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

একই চতুরকে দুই খণ্ড ভূমি অবস্থিত ছিল, কাজেই খণ্ডদ্বয় পরস্পর হইতে বেশী দূরে হইবে না।

এখানে কয়েকটি সমস্যার মীমাংসা দরকার। **প্রথমতঃ কঙ্কগ্রাম নামটি** বড় সন্দেহজনক লাগিতেছে। রমেশবাবুর প্রবন্ধের সহিত শাসনের যে ছবি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া যতদূর বিবেচনা করা যায়, কঙ্কগ্রাম পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু তবুও নানা সন্দেহ মনে জাগে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির আয়তন যাহা আমরা দেখিতেছি, তাহাতে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে, ভুক্তিগুলি দেশের প্রকাণ্ড বিভাগ ছিল। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান কালের রাজশাহী, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি ডিভিশন লইয়া গঠিত ছিল। তৎকালে বর্ত্তমান কালের চট্টগ্রাম বিভাগ বঙ্গের অন্তর্গত বলিয়াই ধরা হইত না, উহা সমতট নামক ভিন্ন প্রদেশ ছিল। বর্ত্তমান কালের তিন বিভাগ লইয়া পৌণ্ড্রভুক্তি হইলে, বর্দ্ধমানভুক্তিটা অন্ততঃ পক্ষে একটা গোটা বিভাগ লইয়া গঠিত ছিল, এই অনুমানই স্বাভাবিক। উহাদের মধ্যে নূতন আর একটা ভুক্তি কঙ্কগ্রাম-ভুক্তির স্থান কোথায়? 'কঙ্কগ্রাম' তাম্রশাসন-খোদাইকারের ভুল নহে তো? 'বর্দ্ধমান' ও 'কঙ্কগ্রাম' দুইটি নামের বর্ণবিন্যাসে অতি সহজেই ভুল হইতে পারে। প্রথম অক্ষর 'ক' ও 'ব'তে, ভুল হওয়া সহজ। 'ঙ্ক' এবং 'র্দ্ধ' সেন-যুগের শাসনে দেখিতে ঠিক একই প্রকার, প্রভেদ মাত্র উপরে এবং 'ঙ'-র (ং)তে। মধ্যে বসিলেই রেফ্ হইল, দক্ষিণ দিকে সরিয়া বসিলেই ঙ-র পুঁটলি হইল। 'গ্র' ও 'ম'তে এবং 'ন' ও 'ম'তে ভুল হওয়াও সহজ। মূল শাসনখানা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি কঙ্কগ্রামই ঠিক পাঠ হয়, তবু উহা বর্দ্ধমানেরই অশুদ্ধ রূপ কি না, সেই বিষয়ে সন্দেহ ঘুচিবে না। আর, একটা ভুক্তির নাম 'গ্রামা'ন্ত হওয়াও সঙ্গত মনে হয় না।

অপর পক্ষে এই বলার আছে যে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে আক্রমণের আশঙ্কায়

পশ্চিমাঞ্চলের ভুক্তিগুলির আকৃতি ছোট ছোট করা হইয়া থাকিতে পারে। ভাগীরথীর পশ্চিমস্থ ভূভাগে শুধু বৰ্দ্ধমান ও কঙ্কগ্রামই নহে, আরও একটি ভুক্তির স্থান আমাদের করিতে হইবে। এই ভুক্তির নাম দণ্ডভুক্তি, রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ-লিপিতে দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ়ের সহিত ইহার উল্লেখ আছে। ইহার অবস্থান পরে আলোচ্য।

দ্বিতীয় সমস্যা—দক্ষিণ বীথি, কাহার দক্ষিণ বীথি? শাসনে আছে—"কঙ্কগ্রাম-ভুক্ত্যন্তঃপাতিদক্ষিণবীথ্যামুত্তররাঢ়ায়াং কুমারপুরচতুরকে।"

বল্লালসেনের নৈহাটি-শাসনে আছে,—'বৰ্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিন্যুত্তররাঢ়ামণ্ডলে স্বল্পদক্ষিণবীথ্যাং"।

নৈহাটি-শাসনে পরিষ্কারই উত্তররাঢ়ামণ্ডলের দক্ষিণ বীথির কথা বলা হইতেছে।

শক্তিপুর-শাসনে কিন্তু কঙ্কগ্রামভুক্তির দক্ষিণ বীথির কথা বলা হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। প্রদত্ত ভূমি যদি কঙ্কগ্রামভুক্তির দক্ষিণ খণ্ডে অবস্থিত ছিল বলিয়া এইরূপে নির্দ্ধারিত হয়, তবে কঙ্কগ্রামভুক্তির অবস্থাননির্ণয় সহজ হয়। পরে দেখা যাইবে, শক্তিপুর-শাসনের গ্রাম নিমা—বালুটি—বারণ নৈহাটি-শাসনের বালুটিয়া অপেক্ষা অনেকটা উত্তরে। বালুটিয়া বা বাল্লহিট্টা উত্তর-রাঢ়ের স্বল্পদক্ষিণবীথিতে হইলে, তাহার উত্তরস্থ নিমা-বালুটি-বারণ গ্রাম উত্তর-রাঢ়ের পুরাপুরি দক্ষিণ বীথিতে হইতে পারে না।

শক্তিপুর-শাসন প্রদত্ত ভূমির বর্ণনা সহজবোধ্য নহে; তাই এই বর্ণনাগুলি পরিষ্কাররূপে বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

প্রদত্ত ভূমির বর্ণনার তিনটি স্থানে আছে। যথা,—

১। প্রথম খণ্ডের বর্ণনা,—

২৯ ছত্র। ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ভূদ্রোণাত্মকঃ

৩০ ছত্র। সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশতদ্বয়োৎপত্তিকঃ বারহকোণাবাল্লিহিতানিমাপাটক সম্বন্ধিভূদ্রো-

৩১ ছত্র। ণ চতুষ্টয়োপেতপাটকদ্বয়সমেত রাঘবহট্টপাটকঃ।

এই বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অবধার্য্য,—

(১) এই খণ্ডে মোট ভূমির পরিমাণ ৩৬ দ্রোণ।

(২) ইহার বাৎসরিক আয় ২৫০ পুরাণ।

(৩) নিমা গ্রামের চারি দ্রোণ, বারহকোণা এবং বাল্লিহিতা নামে পরিচিত দুইটি আস্ত পাটক, এবং রাঘবহট্ট পাটক, এই সমস্তে মিলিয়া ৩৬ দ্রোণ ভূমি।

২। ২য় খণ্ডের বর্ণনা,—

৩৩ ছত্র। ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্ত্রিপঞ্চাশদ্ভূদ্রোণাত্মকঃ সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশ

৩৪ ছত্র। তদ্বয়োৎপত্তিকো দামরবড়াসমেত বিজহারপুরপাটকঃ।

এই বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অবধার্য্য,—

(১) এই খণ্ডে মোট ভূমির পরিমাণ ৫৩ দ্রোণ।

(২) ইহার বাৎসরিক আয় ২৫০ পুরাণ।

(৩) বিজহারপুর এবং দামরবড়া, এই দুই পাটকের মোট পরিমাণ এই ৫৩ দ্রোণ ভূমি।

৩। এই দুই খণ্ডের মিলিত বর্ণনা,—

৩৪।৩৫ ছত্র। এবমেতদ্বয় বিলিখিত নামসীমং ... ...

৩৫।৩৬ ছত্র। ... ... বৃষভশঙ্করনলেন উননবতিভূদ্রোণাত্মকং সম্বৎসরেণ পঞ্চাশতোৎপত্তিকং রাঘবহট্ট বারহ

৩৭। কোণানিমাবস্থিত খণ্ডক্ষেত্র ভূদ্রোণ চতুষ্টয়াত্মক বাল্লিহিতাপাটক দামরবড়া।

৩৮। পাটকসমেত বিজহারপুরপাটকমেতৎষট্পাটকং।

এই বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি অবধার্য্য,—

(১) দুই খণ্ডে মোট ভূমির পরিমাণ ৮৯ দ্রোণ।

(২) বাৎসরিক আয় ৫০০ শত পুরাণ।

(৩) এই ৮৯ দ্রোণ ভূমিতে পৃথক্ নামবিশিষ্ট পাটক ছিল ছয়টি; যথা,—রাঘবহট্ট, বারহকোণা, নিমা, বাল্লিহিতা, দামরবড়া, বিজহারপুর। ইহাদের মধ্যে নিমাবস্থিত ভূমির পরিমাণ মাত্র ৪ দ্রোণ—বাকী পাঁচটি আস্ত পাটক। প্রথম খণ্ডে চারিটি পাটকে মোট জমী ৩৬ দ্রোণ এবং নিমার চারি দ্রোণ বাদ দিয়া বাকী ৩২ দ্রোণে তিনটি আস্ত পাটক। দ্বিতীয় খণ্ডে দুইটি পাটকে ৫৩ দ্রোণ। কাজেই শক্তিপুর-শাসনে পাটক 'পাড়া' অর্থেই ব্যবহৃত। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি বুঝাইতেও যে পাটক শব্দটির ব্যবহার হইত, বঙ্গীয় শাসনগুলির আলোচনা করিলে তাহাই প্রতীয়মান হয়।

গুপ্তদের আমল হইতে আরম্ভ করা যাক্। গুপ্ত-যুগের গুপ্তাব্দ ১৫৯ বর্ষের পাহাড়পুর-তাম্রশাসন, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত কর্ত্তৃক Epigraphia Indica পত্রিকার বিংশ খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত। এই তাম্রশাসন দ্বারা পাঁচ খণ্ডে মোট দেড় কুল্যবাপ ভূমি দেওয়া হইয়াছে এবং উহাতে বিভিন্ন খণ্ডগুলির নিম্নলিখিত ফর্দ্দ আছে।

বট গোহালি	১৷৷০ দ্রোণ
পৃষ্টিমা পোট্টক	৪ দ্রোণ
গোষাটপুঞ্জ	৪ দ্রোণ
নিত্ব গোহালি	২ দ্রোণ ২ আঢ়াবাপ।

ইহাই যখন মোট ১৷৷০ কুল্যবাপ, তখন এই শাসন হইতে জানিলাম—৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ হয় এবং ৪ আঢ়াতে এক দ্রোণ হয়।

লোকনাথের ত্রিপুরা-শসন,—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক কর্ত্তৃক Epigraphia Indica-র পঞ্চদশ খণ্ডের ৩০১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। এই শাসনের ভূমি পাটক ও দ্রোণে গণিত, কিন্তু কত দ্রোণে এক পাটক, তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই।

শ্রীচন্দ্রের অপ্রকাশিত ধুল্লা-শাসনে (শ্রীযুক্ত ননীবাবুর Inscriptions of Bengal, Vol. III, ১৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় এই শাসনের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে) পাঁচটি গ্রামে নিম্নলিখিত মত ভূমি দেওয়া হইয়াছে,—

দুর্ব্বপত্রা গ্রামে	৪ হাল
লোণিয়া জোড়া প্রস্তরে (=পাথর=মাঠ)	৩ হাল
তিবর বিল্লী (বর্ত্তমান নাম তিল্লী) গ্রামে	৩ হাল
পক্কড়িমুণ্ডা গ্রামে	২ হাল ৬ দ্রোণ
বহুপত্রা গ্রামে	৭ হাল
মোট	১৯ হাল ৬ দ্রোণ

এই শাসন হইতে হাল ও দ্রোণের সম্পর্ক বুঝা গেল না।

সেনযুগের কোন্ শাসনে কি পরিমাণ ভূমি দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখান গেল।

শাসনের নাম	পাটক	দ্রোণ	আঢ়ক	উন্মান	কাকিনী
বিজয়সেনের বারাকপুর-শাসন	৪	×	×	×	×
বল্লালসেনের নৈহাটি-শাসন	৭	৯	১	৪৩	৩
লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-শাসন	১	৯	১	৩৭	১
ঐ তপনদীঘি-শাসন	×	×	১২০	৫	×
ঐ বকুলতলা-শাসন		৩	১	২৩	২½
ঐ গোবিন্দপুর-শাসন	×	৬০	×	১৭	×
ঐ শক্তিপুর-শাসন		৮৯	×	×	×

লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ১৯১ খাড়ী। লীলাবতীর মতে ১৬ দ্রোণে এক খাড়ী। যথা,—

দ্রোণস্তু খার্য্যাঃ খলু ষোড়শাংশঃ
স্যাদাঢ়কো দ্রোণচতুর্থভাগঃ।
প্রস্থশ্চতুর্থাংশ ইহাঢ়কস্য
প্রস্থাঙ্ঘ্রিরাদ্যৈঃ কুড়বঃ প্রদিষ্টঃ ॥

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত কোল্‌ব্রুকের অনুবাদ-সমন্বিত লীলাবতী। ১৮৯৩ খ্রীঃ, মূলের ২য় পৃষ্ঠা। মাধাইনগর-শাসনের ১৯১ খাড়ীতে মাত্র ১৬৮ পুরাণ বার্ষিক আয় হইত। কাজেই এই জমী ১৯১×১৬=৩০১৬ দ্রোণ পরিমিত হইতে পারে না। কাজেই এই খাড়ী লীলাবতীর খাড়ী নহে।

কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত, সম্ভবতঃ বিক্রমপুর-মধ্যপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে জমীর মাপ উন্মান বা উদান দ্বারা গণিত। উন্মানের ভগ্নাংশেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু উহার বিশেষ কোন নাম দেওয়া নাই। ভগ্নাংশগুলি বর্ত্তমান কালের চৌক ও আনা লিখিবার অঙ্ক দ্বারা লিখিত। উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, উখানের পরবর্ত্তী ভাগ কাকিনী; নৈহাটি, আনুলিয়া এবং বকুলতলা-

শাসনে যথাক্রমে ৩, ১ এবং ২॥০ কাকিনী উল্লিখিত। কাকিনী; অর্থ কপর্দ্দক বা কড়া, এবং চারি কড়ায় এক গণ্ডা চিরপ্রসিদ্ধ। তাম্রশাসনগুলিতেও কাকিনীর পরিমাণ ৪ ছাড়াইয়া যায় নাই দেখিয়া, ৪ কাকিনীতেই এক উন্মান হইত বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে বকুলতলা-শাসনের ২৩ উন্মান ২॥০ কাকিনী ২৩৷৷// রূপে লিখিত হইত এবং বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া-শাসনের ভূমির পরিমাণ-সূচক অঙ্কগুলি এই সঙ্কেতমতই বুঝিতে হইবে।

কত উন্মানে এক আঢ়া হইত, তাহা বুঝা যাইতেছে না। নৈহাটি-শাসনে উন্মানের উচ্চতম সংখ্যা ৪৩ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় দেখিয়া মনে হয়, ৬৪ উন্মানে এক আঢ়া হইত। ৪ আঢ়ায় এক দ্রোণ, লীলাবতীর আর্য্যায়ও আছে, পাহাড়পুর-শাসন হইতেও দেখা গিয়াছে।

পাহাড়পুর-শাসন হইতে জানা গিয়াছে, ৮ দ্রোণে ১ কুল্যবাপ হইত। কাছাড় জেলায় এই কুল্যবাপ মাপ আজিও কুলবায় বলিয়া পরিচিত। কুলবায়ের অপর নাম হাল (শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ-প্রণীত 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত', ১৫২ পৃঃ)। শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা-শাসনে এই হাল বা হলই উল্লিখিত হইয়া থাকিবে। কুলবায় কুড়বাতে পরিণত হইয়া পরবর্ত্তী কালে বিঘার সমানার্থক বলিয়া গণ্য হইত। প্রাচীন কুলবায় কিন্তু পরিমাণে বর্ত্তমান কালের বিঘা হইতে অনেক বড় ছিল।

ভূমির মূল্য সকল স্থানে সমান ছিল না। শক্তিপুর-শাসনে ৮৯ দ্রোণে বৎসরে ৫০০ শত কপর্দ্দক-পুরাণের উৎপত্তি হইত। গোবিন্দপুর-শাসনের ভাগীরথীর পারস্থিত বেতড়ের জমীর মূল্য যে কত অধিক ছিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, উহার প্রদত্ত ৬০ দ্রোণ ১৭ উন্মান ভূমিতে বাৎসরিক আয় হইত ৯০০ পুরাণ। তবে গোবিন্দপুর-শাসন-প্রদত্ত ভূমি ৫৬ হাত নলের মাপে, ৩২ হাতের নহে।

সেন-শাসনগুলিতে **অর্থের** উল্লেখ সর্ব্বত্রই **কপর্দ্দক-পুরাণে**। ৪ কড়ায় এক গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় এক পণ, ১৬ পণে এক কাহণ বা কার্ষাপণ বা কপর্দ্দক-পুরাণ। অর্থাৎ ৩২০ গণ্ডা কড়ি একটি রৌপ্য পুরাণের সমান বা কপর্দ্দক-পুরাণ বলিয়া গণিত হইত। ইহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে কড়ির ব্যবহারই সূচিত করিতেছে। সোনা রূপা তামা কি দেশে ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু মুদ্রারূপে সেন আমলে ধাতুর ব্যবহারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গুপ্ত-যুগের পরেই ভারতে মুদ্রার অধোগতি আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মধ্য-ভারতে মুদ্রার ব্যবহার ব্যাহত না হইলেও, বাঙ্গালা দেশে ধাতব মুদ্রার প্রচলন সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। *

এইবার শক্তিপুর-শাসন-প্রদত্ত ভূমির অবস্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক্। ভূমি উত্তর-রাঢ়ে এবং মোর নদীর পারে, এই দুইটি সূত্র ধরিয়া উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় নাই। নিম্নে প্রদত্ত মানচিত্র দ্রষ্টব্য। মোর নদীর উত্তর পারে সাঁইথিয়া হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে নিমা, বালুটি ইত্যাদি গ্রামের অবস্থান মানচিত্রে

* মদীয় Notes on Gupta and Later Gupta Coinage J. A. S. B., 1923, p. 64n. দ্রষ্টব্য।

দ্রষ্টব্য। নিমার নাম অপরিবর্ত্তিত আছে, বাল্লিহিতা বালুটি হইয়াছে এবং বারহকোণা বোধ হয়, বর্ত্তমানে বারণরূপ ধরিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মোর নদী বর্ত্তমানে এই গ্রামগুলির দক্ষিণে, শাসন-বর্ণিত মত উত্তরে নহে। নদীটি বর্ত্তমানে বারণকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত। কিন্তু নিমা, বালুটি এবং বারণ গ্রামের উত্তরে নদীর একটি শুষ্ক খাত আজিও বিদ্যমান। সাঁইথিয়া হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বে মোর নদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে উত্তরস্থ অপ্রধান শাখাটি কানা নদী নামে খ্যাত। নিমা-বালুটির উত্তরস্থ শুষ্ক খাতটি যাইয়া এই কানা নদীতেই মিশিয়াছে। শাসন প্রদানকালে নিম্ন-

বালুটির উত্তরস্থ শুষ্ক খাতই যে মোর নদীর প্রধান প্রবাহ ছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মোর নদীর চাঞ্চল্য ও গতি-পরিবর্ত্তন-প্রবণতার বিষয় বীরভূম গেজেটিয়ার-কারও উল্লেখ করিয়াছেন।

"In the western part of the district, the rivers being fenced in by high ridges, or well-marked undulations of steep laterite, keep fairly well within their permanent channels. Further eastward, however, where the country is level and the soil friable, exemplifications of the usual meandering of Indian rivers are to be found."

"At Ganutia, east of Sainthia, the Mor has, before now, given considerable trouble by altering its course, cutting into the roads and threatening to sweep away the celebrated old silk filature at that place."

Birbhum Gazetteer, pp. 3, 4.

নিমা-বালুটির পশ্চিম দিয়া আম্মো হইতে আসিয়া এক রাস্তা উত্তর-পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে। ইহাই অচ্ছমা গোপথের বর্ত্তমান রূপ কি না বিবেচ্য। আজিও ইহা সাঁকো বা পুল-বর্জ্জিত কাঁচা রাস্তা।

মোর নদীর গতি-পরিবর্ত্তনে এই স্থানের গ্রামাদির অবস্থান এবং নামের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, শক্তিপুর-শাসন-প্রদত্ত ভূমির প্রথম খণ্ডের তিনটি গ্রামের নামই যে পাওয়া গেল, ইহাই নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। দ্বিতীয় খণ্ড ভূমি একই চতুরকে অবস্থিত ছিল, কাজেই নিমা-বালুটি হইতে ঐ ভূমি বেশী দূরে হইবার কথা নহে। কিন্তু ঐ ভূমির উত্তর সীমানার পরজান নামটি পলিজ্ঞানরূপে পাওয়া ভিন্ন অন্য কোন নামই মিলাইতে পারিলাম না।

এইবার পশ্চিম বঙ্গের মানচিত্রে শক্তিপুর-শাসনের নিমা-বালুটির অবস্থান এবং বল্লালসেনের নৈহাটি-শাসনের বালুটিয়া গ্রামের অবস্থান দ্রষ্টব্য। বালুটিয়া বর্দ্ধমানভুক্তিতে, বালুটি নিমা কঙ্কগ্রামভুক্তিতে, উভয়ের মধ্যে সিধল (মানচিত্রে সিধন) বা প্রাচীন সিদ্ধল গ্রাম। এই সমস্তগুলি গ্রামই উত্তর-রাঢ়াতে। বালুটি হইতে বালুটিয়ার ব্যবধান ২৫ মাইল, সিদ্ধল গ্রাম উভয় স্থান হইতে প্রায় সমান দূর। বালুটি কঙ্কগ্রামভুক্তির দক্ষিণ বীথিতে ছিল; কাজেই কঙ্কগ্রামভুক্তি বালুটি হইতে উত্তর দিকে প্রসৃত ছিল। বালুটির উত্তর সীমায় মোর নদী ছিল; কাজেই মোর নদী কঙ্কগ্রামভুক্তির দক্ষিণ সীমা হইতে পারে না। কঙ্কগ্রামভুক্তির জন্য স্বাভাবিক দক্ষিণ সীমা অজয় নদ বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই অজয় নদ হইতে সেন-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বিহারের সীমা পর্য্যন্ত কঙ্কগ্রামভুক্তির সীমা ছিল, ইহা সহজেই বুঝা যায়। অর্থাৎ বর্ত্তমানের প্রায় সম্পূর্ণ বীরভূম জেলা এবং মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী-পশ্চিমস্থ অর্দ্ধাংশ লইয়া কঙ্কগ্রামভুক্তি গঠিত ছিল।

মানচিত্রে দেখা যাইবে, নৈহাটি-শাসনের বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতি বালুটিয়া অজয়ের কয়েক মাইল উত্তরে পড়িয়াছে। এই অংশে বর্দ্ধমানভুক্তি এবং কঙ্কগ্রামভুক্তির মধ্যে স্বাভাবিক কোন সীমা-রেখা বর্ত্তমানে দেখা যায় না; ঐ যুগে ছিল কি না, বলা কঠিন। কঙ্কগ্রামভুক্তির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ এবং বর্দ্ধমানভুক্তির উত্তর-পূর্ব্ব কোণের মধ্যে সীমা-রেখা
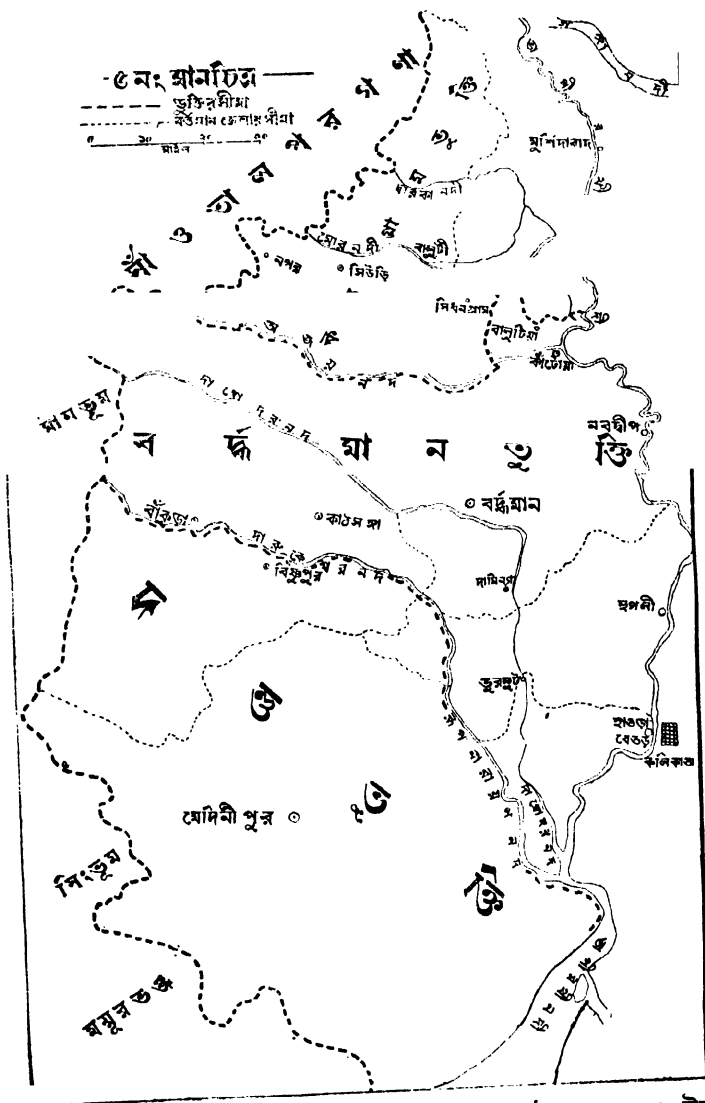
নির্দ্দেশ করিবার মত কোন উপকরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। অজয়ের উত্তরস্থ এই অংশ বর্ত্তমান কালেও বর্দ্ধমান জেলারই অন্তর্গত, মুর্শিদাবাদ জেলার নহে।

বর্দ্ধমানভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি

রাজেন্দ্র চোল ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ব-ভারত দিগ্বিজয়ে অভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরুমলৈ-লিপিতে এই দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণিত আছে। [গৌড়রাজমালা, ২৯ পৃষ্ঠা; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৪৭ পৃষ্ঠা]। এই শিলা-লিপিতে উড়িষ্যার পরেই দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ়ের সহিত দণ্ডভুক্তি এবং তাহার রাজা

ধর্ম্মপালের উল্লেখ আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহের উল্লেখ আছে [ঐ, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৪৯ পৃষ্ঠা]। কাজেই দণ্ডভুক্তি উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-রাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী বাঙ্গালা দেশেরই একটি বিভাগ ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। রাখালবাবু মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশকে দণ্ডভুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ডভুক্তি কি মেদিনীপুর জেলার মাত্র দক্ষিণাংশকে ধরিতে হইবে, না সমগ্র মেদিনীপুর, এমন কি, বাঁকুড়া জেলারও দক্ষিণাংশকে উহার অন্তর্গত ধরিতে হইবে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ দূরে থাকুক, কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। শুধু এই মাত্র অনুমান করা যায় যে, সম্ভবতঃ সমগ্র দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর-রাঢ়ের কিছু অংশ লইয়া বর্দ্ধমানভুক্তি গঠিত ছিল, কিন্তু উত্তর-রাঢ়ের কতটা, এই বিষয়ে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের বাকী অংশ দণ্ডভুক্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, সম্ভবতঃ অজয় নদ কঙ্কগ্রামভুক্তির দক্ষিণ সীমা ছিল এবং তাই উত্তর-রাঢ়ের অধিকাংশ কঙ্কগ্রামভুক্তিতে যাইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ়ের সীমা সম্বন্ধে যথাসম্ভব একটা ধারণা করিতে চেষ্টা করা যাউক।

উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ়

(ক) তবকাৎ-ই-নাসিরীর প্রমাণ

তবকাৎ-ই-নাসিরীর গ্রন্থকার মিনহাজুদ্দীন লিখিয়াছেন,—(অনুবাদ) "(এই যুগে অর্থাৎ ৬৪১ হিঃ = ১২৪৩ খ্রীঃ) গঙ্গার দুই ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুইটি বিভাগ ছিল। পশ্চিম বিভাগের নাম রাল এবং এই বিভাগে লখ্‌নোর নগর। পূর্ব্ব বিভাগের নাম বরিন্দ এবং দেবকোট নগর এই বিভাগে। লক্ষ্মণাবতী হইতে একদিকে লখ্‌নোর নগরের প্রবেশ-দ্বার পর্য্যন্ত, অপর দিকে দেবকোট পর্য্যন্ত সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইওজ একটি জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়া দেন। এই জাঙ্গাল অতিক্রম করিতে দশ দিন আবশ্যক হইত। এই জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিবার কারণ এই যে, বর্ষাকালে সমস্ত দেশ জলে ভাসিয়া যায় এবং এই রাস্তা জল কাদায় ভরিয়া যায়। এইরূপ উচ্চ জাঙ্গাল ছাড়া, তখন জনসমূহের ইচ্ছানুরূপ লোকালয়াদিতে যাতায়াত করিবার উপায় নৌকা ভিন্ন অন্য আর কিছু থাকে না। এই সুলতানের সময় হইতে এই জাঙ্গাল নির্ম্মাণের জন্য এই রাস্তা (সারা বৎসর) লোক চলাচলের যোগ্য হইয়াছিল।" (রেভার্টি-কৃত ইংরেজী অনুবাদ হইতে ; পৃঃ ৫৮৪-৮৬।)

বরেন্দ্রী এবং তাহার অন্তর্গত দেবকোট সুপরিচিত স্থান। দেবকোটের বিশাল ভগ্নাবশেষ আজিও ঐ নামেই পরিচিত, কেহ কেহ বাণগড়ও বলেন,—দিনাজপুরের সোজা ১৮ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু রাঢ়ের অন্তর্গত লখ্‌নোর নগরের অবস্থান আজিও নির্ণীত হয় নাই। নানা জনে নানা অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু বাণগড় বা দেবকোটের প্রতিস্পর্দ্ধী বিশাল নগরের অবস্থান কেহই ঠিকমত নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

রেভার্টি লিখিয়াছেন,—

Most of the best copies of the text have Lakhan-or···but two of the

oldest and best copies have both Lakhan-or and Lakhor I think Stewart was tolerably correct in his supposition that what he called and considered "Nagore" instead of Lakhan-or, was situated in, or further south even than Birbhum."

রেভার্টি-কৃত তবকাৎ-ই-নাসিরীর ইংরেজী অনুবাদ, ৫৮৫ পৃঃ, পাদটীকা।

ষ্টুয়ার্ট তৎকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—

"He (গিয়াস্থদ্দীন ইওজ) constructed causeways extending on one side to Naghore—in Beerbhum and on the other side to Deocote, being ten days journey ."

বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৭৬ পৃষ্ঠা।

পাদটীকায় মিনহাজুদ্দীনের বহি হইতে ষ্টুয়ার্ট যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু ভুল থাকিলেও স্পষ্ট আছে,—

"From Lucknowty to Naghore (in Beerbhum) and on the other side to Deocote, a causeway is formed, the distance of ten days journey."

রেভার্টি লিখিয়াছেন, তাঁহার দুইখানা প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠতম পুথিতে তিনি 'লাখোর' পাইয়াছেন, ষ্টুয়ার্ট সেখানে পড়িতেছেন নাঘোর। অর্থাৎ বিভিন্নতা মাত্র—আদি আরবী অক্ষরটি নূন্ অথবা লাম্, ইহা লইয়া। আরবী অক্ষরের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনিই জানেন, নূন্ একটু লম্বা করিয়া লিখিলেই অথবা তাহার মাথার নোক্তা বা পুটলি মূল অক্ষরে যুক্ত হইয়া গেলেই, নূন্ লামের মত দেখায়। এই রকমই যে হইয়াছিল, এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই এবং বাঙ্গালার প্রাচীনতম স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম বীরভূমের সুপরিচিত নগর ছাড়িয়া রাখালবাবু এবং মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর মত তীক্ষ্ণধী ঐতিহাসিকগণ এক অলীক লাখ্নোর আলেয়ার পশ্চাতে অপথে বিপথে ঘুরিয়া মরিয়াছেন কেন, তাহা নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয়।
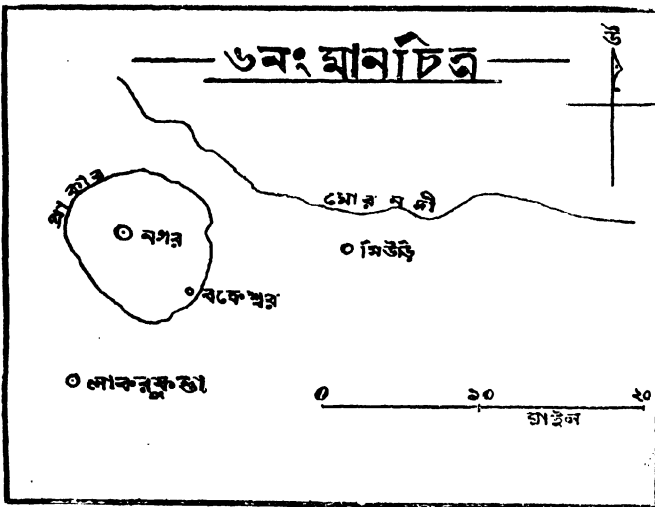
প্রাচীন নগরের সেই সমৃদ্ধি আর নাই। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে নগরের চারিদিকের মৃৎ-প্রাকার প্রদর্শিত আছে (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। বীরভূম গেজেটিয়ারকার লিখিয়াছেন যে, নগর-লাখ্‌নোরের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্টের মত খুব সন্তোষজনক নহে,—

"Neither theory is quite satisfactory as Lakhnor lay in low marshy conntry liable to be flooded where as both Nagar and Lakrakund are situated on high rocky ground in which an embanked road would not have been necessary." Birbhum Gazetteer, ed. 1910, p. 10.

গেজেটিয়ারকার এখানে একটু ভুল করিয়াছেন। লাখনোর জলা জায়গায়, এমন কথা তো মিনহাজুদ্দীন কোথাও বলেন নাই। দেবকোট হইতে লাখনোর পর্য্যন্ত রাস্তা নীচু এবং বর্ষায় জল-প্লাবন-প্রবণ প্রদেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে, ইহাই মিনহাজের অভিপ্রায়। এই প্রাচীন বাদশাহী রাস্তা আজিও বীরভূম জেলার একটি প্রথম শ্রেণীর রাস্তা বলিয়া পরিগণিত। রেনেলের ২নং মানচিত্রে এই রাস্তা বেশ স্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত আছে। গৌড়ের ভগ্নাবশেষের দক্ষিণ সীমা হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণে সূতীর নিকট গঙ্গা পার হইয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়া এই রাস্তা বীরভূম জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং পরে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া বীরভূম জেলাকে প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পরে আবার পশ্চিমাভিমুখী হইয়া নগরের ১৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ইহা মোর নদী পার হইয়াছে এবং পরে নগরে পৌঁছিয়াছে। গৌড় হইতে নগর পর্য্যন্ত এই রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০ মাইল (দেবকোট হইতে গৌড় পর্য্যন্ত এই রাস্তার দৈর্ঘ্য ইহার অর্দ্ধেক হইবে—প্রায় ৪৫ মাইল।) গৌড়-নগর-রাস্তার শেষ ১৩ মাইল ভিন্ন উহার বাকী অংশটা বীরভূম জেলার পারগঙ্গ প্রদেশ এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী এবং প্রত্যেক বৎসরই সম্ভবতঃ বর্ষার জল এই অংশে এই রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে। কোন কোন বৎসরের বর্ষায় এই রাস্তার পার্ব্বত্য শেষাংশেরও কি অবস্থা হয়, নিম্নোদ্ধৃত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের বন্যার বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

১৯০২ সনে "সেপ্টেম্বরে যে বন্যা হইয়াছিল, বিগত আধুনিক কয়েক বছরের মধ্যে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বন্যা। এই বন্যার কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টি। মুরারয় থানায় ব্রহ্মাণী নদী, নলহাটি থানায় বাঁশলৈ নদী এবং শিউড়ী থানায় মোর নদী দেখিতে দেখিতে ভরিয়া গেল এবং দুই কূল প্লাবিত করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি স্থানে স্থানে ১০।১২ ফুট জলের নীচে ডুবাইয়া প্রবাহিত হইল। মোর নদী মহম্মদ-বাজারের রাস্তাকে ডুবাইয়া ফেলিল, [এই রাস্তা আলোচ্য বাদশাহী রাস্তার এক অংশ।—লেখক] ঐ রাস্তার উপরের পাকা পুল জলের বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং মোর নদীর উত্তরতীরবর্ত্তী বহু গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। ব্রহ্মাণী ও বাঁশলৈ নদী, রেল লাইনের নিকটবর্ত্তী বহু গ্রাম জলের বেগে ধুইয়া লইয়া গেল; কারণ, রেল রাস্তার পুলের সঙ্কীর্ণ ফাঁকগুলি দিয়া বন্যার সমস্ত জল বাহির হইতে পারে নাই। নলহাটি এবং মুরারয় মধ্যে অনেক স্থানে রেলের রাস্তা ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপে প্রায় ১৩৬টি গ্রাম ন্যূনাধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, ৮০০ গৃহস্থের বাড়ী বিনষ্ট হইল এবং ১৮০০ বাড়ী কিছু না কিছু ভাঙ্গিল।"

বীরভূম গেজেটিয়ার, ৬২ পৃষ্ঠা হইতে বঙ্গানুবাদ।

এই বন্যা অবশ্য অসাধারণ বন্যা, কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই বর্ষাকালে অনুরূপ অবস্থা হইত। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, গৌড় হইতে নগরে পৌছিবার জন্য গিয়াসুদ্দীন ইওজকে কি জন্য উচ্চ রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল।

তথাকথিত লাখনোর যে নগর-ই, মিনহাজের একটি উক্তি হইতে তাহা বুঝা যায়। মিনহাজ বলেন, ইওজ লক্ষ্মণাবতী হইতে 'লখ্‌নোরের' প্রবেশদ্বার বা সিংহদ্বার পর্য্যন্ত একটি রাস্তা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তথাকথিত লাখ্‌নোর প্রাকার-বেষ্টিত ও প্রবেশদ্বারসমন্বিত সহর ছিল। এই অঞ্চলে এক বিষ্ণুপুর ছাড়া নগর ভিন্ন আর তৃতীয় প্রাকারবেষ্টিত সহর নাই।

নিম্নে 'নগরের' মৃৎপ্রাকারের বর্ণনা উদ্ধৃত হইল। "নগরের কোন রাজার নির্ম্মিত নগরের বিখ্যাত প্রাকার অসমান এবং মধ্যে মধ্যে ভগ্ন রেখায় সহরটির চারি দিকে ৩২ মাইল দীর্ঘ। নগরের সীমানা হইতে ইহার গড়পড়তা দূরত্ব ৪ মাইল। আজ পর্য্যন্তও (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দেও) ইহা বেশ ভাল অবস্থায়ই আছে এবং এরোস্মিথের প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্রে যেমন অভগ্ন রেখায় ইহা অঙ্কিত দেখা যায়, ইহা তেমন অভগ্ন নহে। নগরের দিকে অগ্রসর হইবার সমস্ত রাস্তাগুলি আটকাইয়া ইহা নির্ম্মিত, নগরাভিমুখী প্রধান রাস্তাগুলির দুই ধারে ইহা সিকি মাইল হইতে কোন কোন স্থানে ৬ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রাকার মারাঠাগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার উচ্চতা ১২ হইতে ১৮ ফুট পর্য্যন্ত, উহার বাহিরে একটি বিস্তৃত পরিখা, এই পরিখা খনন করিয়াই প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারের উপরেই একটি ছোট দুর্গের মত আছে। উহার দরজা প্রস্তরস্তম্ভের উপরে কাঠে নির্ম্মিত এবং এই আশ্রয়ে থাকিয়া প্রায় শত খানেক সৈন্য যুদ্ধ করিতে পারে।...এই প্রবেশদ্বারগুলির নাম ঘাট এবং এই নাম অদ্যাপি প্রচলিত আছে।" (অনুবাদ)

Captain Sherwill's Revenue Survey, Report of the Birbhum District, Quoted in the Birbhum Gazetteer. p. 122.

Cunningham-এর Archaeological Survey of India, Vol. VIII-এর ১৪৬ পৃষ্ঠায়ও নগরের এই প্রাকারের বর্ণনা আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রাকারের মধ্যস্থ পরগণার নাম হরিপুর, এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাকারের বাহিরের পরিখা প্রায় ১৪ হাত প্রশস্ত এবং প্রাকারটির তলদেশ প্রায় ৫৪ হাত প্রশস্ত ছিল।

কাপ্তেন শেরউইলের মতে, এই প্রাকার মারাঠাগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়, এই প্রাকার হিন্দু আমল হইতেই বর্ত্তমান আছে। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে মারাঠা বর্গির দল বাঙ্গালা দেশের উপর আসিয়া পতিত হয়। এই বর্গির হাঙ্গামা অবিশ্রান্ত ভাবে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলে। ঐ বৎসর আলিবর্দ্দী মারাঠাদের সহিত সন্ধি করাতে দেশে শান্তি স্থাপিত হয়। বদিউজ্জমান তখন বীরভূমের রাজা। ইনি শক্তিশালী এবং ধনশালী রাজা ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ৩২ মাইল দীর্ঘ প্রকাণ্ড মৃৎপ্রাকার নির্ম্মাণ করিবার সুযোগ বা সামর্থ্য ঐ দারুণ রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে তাঁহার হইয়াছিল,

ইহা সম্ভব মনে হয় না। নগরের মৃৎপ্রাকারগুলি মাত্র (১৯৩২—১৭৫১ =) ১৮১ বৎসরের পুরাতন, উহাদের বর্ত্তমান ক্ষয়িত অবস্থা দেখিয়া এমন অনুমান করা সঙ্গত মনে হয় না।

এই সমস্ত প্রমাণে, বাঙ্গালার আদি মুসলমান-রাজ্য, লক্ষ্মণাবতীর পশ্চিমার্দ্ধ রাঢ় প্রদেশের রাজধানী তথাকথিত লাখ্নোর ও নগর যে অভিন্ন, আশা করি, তাহা স্পষ্ট হইয়াছে।

নগর হইতে বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার সীমা মাত্র দুই মাইল। এদিকে নগর হইতে ভাগীরথীতীর সোজা পূব দিকে ৬০ মাইল দূর। কাজেই পূর্ব্বে ভাগীরথী হইতে পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার সীমা পর্য্যন্ত রাঢ়ের বিস্তৃতি ছিল, তবকাৎ-ই-নাসিরী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। নগর স্পষ্টই উত্তর-রাঢ়ের অন্তর্গত, কিন্তু উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ়ের সীমার জন্য আমাদের অন্য প্রমাণ খুঁজিতে হইবে।

তবকাৎ-ই-নাসিরীতে এই যুগের লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের রাঢ়-বিভাগের দক্ষিণ সীমা নির্ণয় করিবার একটি উপকরণ আছে। ৬৪১ হিজরিতে (= ১২৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) জাজনগর-রাজ (এই যুগের কলিঙ্গরাজ্য মুসলমান-রচিত ইতিহাসে সর্ব্বদা জাজনগর রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত) লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে উৎপাত আরম্ভ করেন। ঐ বৎসরের শাওয়াল মাসে (অর্থাৎ মার্চ্চ, ১২৪৪ খ্রীঃ) লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা মালিক তুব্রিল-ই-তুঘান খাঁ জাজনগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন এবং তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থকর্ত্তা মিনহাজুদ্দীন এই অভিযানে তুঘান খাঁর সহচর হন। লক্ষ্মণাবতী হইতে অগ্রসর হইয়া গিয়াসুদ্দীন ইওজের নবনির্ম্মিত জাঙ্গাল ধরিয়া নিজেরই রাজ্যের মধ্য দিয়া উহার অপর রাজধানী নগর হইয়া মুসলমান সৈন্য জাজনগর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিল, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায়। জাজনগরের সীমান্ত-দুর্গ কটাসিনে জুলকাদা মাসের ৬ তারিখে শনিবার দিন অর্থাৎ যাত্রার প্রায় মাসেক পরে হিন্দু মুসলমান সৈন্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মুসলমান সৈন্য কটাসিনের দুইটি পরিখা পার হইয়া যায় এবং হিন্দু সৈন্য হটিয়া যায়। কিন্তু মধ্যাহ্নে মুসলমান পদাতিকগণ যখন আহার করিতে ফিরিয়া আসে, তখন হিন্দু সৈন্য অন্য দিক্ দিয়া ঘুরিয়া, বেত-ঝোপ ভেদ করিয়া মুসলমান সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করে এবং মুসলমান সৈন্য গুরুতররূপে পরাজিত হয়। তুঘান খাঁ বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন (রেভার্টির অনুবাদ, ৭৩৮ পৃষ্ঠা)।

এই কটাসিন কোথায় ছিল, স্থির হইলে, তৎকালীন লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের রাঢ়-বিভাগ ও কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা নির্ণীত হয়। কিন্তু কটাসিনের স্থান নির্ণয়ে রেভার্টি সাহেব উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার পরিচয় মাত্র দিয়া গিয়াছেন। কলিঙ্গের রাজধানী জাজনগরকে তিনি কটক জেলার জাজপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কটাসিনকে তিনি জাজপুরের প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমস্থ মহানদীতীরবর্ত্তী কাটাসিংহ নামক স্থানের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সমগ্র উড়িষ্যা দেশ টপ্‌কাইয়া মহানদী-তীরবর্ত্তী কাটাসিংহ কি করিয়া লক্ষ্মণাবতী-কলিঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী হইতে পারে, তাহার ব্যাখ্যা রেভার্টি সাহেব কোথাও দেন নাই। অথচ তাঁহার ভাষা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। যথা,—

"I am surprised to find that there is any difficulty with regard to the identification of Katasin······This place is situated on the northern or left bank of the Mahanadi···" Raverty's Translation, p. 588.

ঐতিহাসিক রাখালবাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে নির্ব্বিচারে রেভার্টির এই অদ্ভুত নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া তাহাই পুস্তকে স্থান দিয়াছেন (বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ৫৫ পৃষ্ঠা); প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কোন প্রমাণ-প্রয়োগ এবং আলোচনা ভিন্ন উহাকে মেদিনীপুর জেলাস্থিত 'রাইবণিয়া গড়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ, ১৩১৬, ১৩২ পৃষ্ঠা, পাদটীকা)। বাঙ্গালার ইতিহাসের সমস্যাগুলি এই ভাবে টপকাইয়া যাইতে চেষ্টা না করিয়া, যথাসাধ্য মীমাংসার চেষ্টা করিয়া, মীমাংসায় অসমর্থ হইলে, তাহা পরিষ্কার ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গেলে ভবিষ্য কর্ম্মিগণের পথ সুগম হয়, কর্ম্মক্ষেত্রও নির্দ্দিষ্ট হয়। রাখালবাবুর নবপ্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রকাণ্ডকায় উড়িষ্যার ইতিহাসে এই যুদ্ধের এবং কটাসিনের উল্লেখ মাত্র আছে (প্রথম খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা),—অন্য কিছুই নাই।

ব্লক্‌ম্যান সাহেব বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৭৩, ১৮৭৪, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জার্নেলে প্রকাশিত তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রমের ফল তদীয় Contributions towards the History and Geography of Bengal নামক প্রবন্ধত্রয়ে দুই স্থানে কটাসিনের উল্লেখ করিয়াছেন, ১৮৭৩, ২৩৭ পৃষ্ঠা, এবং ১৮৭৫, ২৮৫ পৃষ্ঠা। প্রথম উল্লেখে তিনি স্থানটির নাম লিখিয়াছেন **কটাসন** এবং পাদটীকায় বলিয়াছেন যে, ঐ স্থান **কটাস্** অথবা **কটাসিন** বলিয়াও লিখিত আছে। ১৮৭৫ সনের জার্নেলের ২৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকৃত ঐতিহাসিকের সহজসিদ্ধ অনুভূতিবলে, মহানদীর পারস্থিত কাটাসিংহ নামক স্থানের সহিত রেভার্টি সাহেব কর্ত্তৃক এই স্থানের অভিন্নত্ব নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

His identification of the frontier district Katasin with a place of the name of Katasing on the northern bank of the Mahanadi in the Tributary Mahall of Angul is not yet quite clear to me. I cannot find the place on the map and the narrative of the Tabakat implies a place nearer to Western Bengal."

এই প্রসঙ্গে ব্লক্‌ম্যানের নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য,—

The districts of Medinipur and Hijli······belonged to the Kingdom of Orissa till A. H. 975 or A. D. 1567 (F. n. So according to the Akbarnama) when Suleiman, King of Bengal and his general Kalapahar defeated Mukunda Dev, the last Gajapati. Even after the Afghan conquest, Medinipur and Hijli continued to belong to the province of Orissa······Hence Medinipur and Hijli appear together in Todar Mal's rent-roll as one of the five Sarkars of the province of Orissa." J.A.S.B. 1873, p. 224-25.

উড়িষ্যা রাজ্যের এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত,—পাঠান ও মোগলগণের পূর্ণ প্রতাপের সময় পর্য্যন্ত, মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি দেখিয়া কি এই মনে হয় না যে, সেই মুসলমান

প্রভুত্বের আদিম যুগের ক্ষুদ্র লক্ষ্মণাবতী রাজ্য ও প্রবলপ্রতাপ কলিঙ্গ রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী 'কটাসন' সমস্ত উড়িষ্যা ডিঙ্গাইয়া মহানদীর পারে তো হইতেই পারে না, মেদিনীপুর জেলার উত্তর বা মধ্য ভাগে মুসলমানাধিকৃত রাঢ়ের সীমা ছাড়াইবার অব্যবহিত পরেই উহার অবস্থান সম্ভবপর।

রেনেলের Bengal Atlas-এর ৭ নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য। ইহাতে দেখা যায়, নগর হইতে দক্ষিণাভিমুখী উড়িষ্যা যাইবার রাস্তা নগর হইতে লাকরকুণ্ডা হইয়া অজয় পার হইয়া ওকারা (Okerah) নামক স্থান হইয়া দামোদরতীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এইখানে রাস্তা দুই ভাগ হইয়া, এক রাস্তা দামোদর পার হইয়া বাঁকুড়া জেলার ছাতনা দিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুরে চলিয়া গিয়াছে। আর এক রাস্তা দামোদরের উত্তর পার ধরিয়া বর্দ্ধমানে চলিয়া গিয়াছে। এই বর্দ্ধমানাভিমুখী রাস্তারই এক শাখা নওপাড়া নামক স্থান হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া দামোদর পার হইয়া সোনামুখী হইয়া বিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়াছে। বিষ্ণুপুর হইতে এই রাস্তা সোজা দক্ষিণে গিয়া মেদিনীপুরে মিলিত হইয়াছে। মেদিনীপুর হইতে রাস্তা দক্ষিণে জলেশ্বর হইয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়াছে।

মানচিত্র দেখিলেই ধারণা হয়, এই আমলের মুসলমানাধিকৃত লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দক্ষিণ সীমা সম্ভবতঃ দামোদর পর্য্যন্তই ছিল। দামোদরের দক্ষিণেই ঘন অরণ্য-সমাকুল বিষ্ণুপুর রাজ্য। তাহার দক্ষিণে মেদিনীপুর। মুসলমান-সীমানা বিষ্ণুপুর অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

বিষ্ণুপুর রাজ্য এই যুগে ছিল কি না এবং থাকিলে তাহার প্রতাপ এবং সীমানা কতদূর ছিল, সেই বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস জানিবার কোন উপায় আছে বলিয়া জানি না। যাহা হউক, মোগল-পাঠান-দ্বন্দ্বের যুগে এই অঞ্চলে সৈন্য চলাচলের যে ইতিহাস পাই, তাহাতে দেখিতে পাই, বিষ্ণুপুর রাজ্য তখন ভীষণ অরণ্য-সমাকুল স্থান ছিল এবং সাতগাঁ হইতে রওনা হইয়া সৈন্যগণ উড়িষ্যা যাইতে বর্দ্ধমান হইয়া বিষ্ণুপুর রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া মেদিনীপুর পৌঁছিত। কিন্তু নগর হইতে উড়িষ্যা যাইতে বর্দ্ধমান ঘুরিয়া যাওয়া অত্যন্ত ঘুর্ণা পথ, সোজা দক্ষিণে বিষ্ণুপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এই পথের দুই ধারে ১"=১ মাইল মানচিত্র লইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দুইটি স্থান পাইয়াছি, যাহা কটাসন বা কটাসিন নামের সহিত মিলে।

একটি স্থানের নাম কাঁটাশোল। এই স্থান মেদিনীপুর জেলায় খড়গ্‌পুর থানার অন্তর্গত এবং খড়গ্‌পুর হইতে প্রায় ৯ মাইল পশ্চিমে এবং বেঙ্গল-নাগপুর গাড়ীর লাইনের মাত্র এক মাইল উত্তরে। এই মৌজার নম্বর ৪৬। ইহার অব্যবহিত উত্তরস্থ মৌজার নম্বর ৩৯,—নাম কাঁটাশোল কিসমত্‌ ওরফে চড়কাবনী। মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট মহোদয় অনুসন্ধান করাইয়া জানাইয়াছেন, কাঁটাশোলে দুর্গাদি কোন প্রাচীন চিহ্ন নাই।

অপর স্থানটির নাম কাঠসঙ্গা। দামোদর পার হইয়া বাদশাহী রাস্তা বিষ্ণুপুর প্রবেশ করিলে পর, দামোদরতীর হইতে সোজা দশ মাইল দক্ষিণে, সোনামুখী হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে, রাস্তার পূর্ব্বধারে কাঠসঙ্গা অবস্থিত। রাস্তা যেখানে দামোদর অতিক্রম
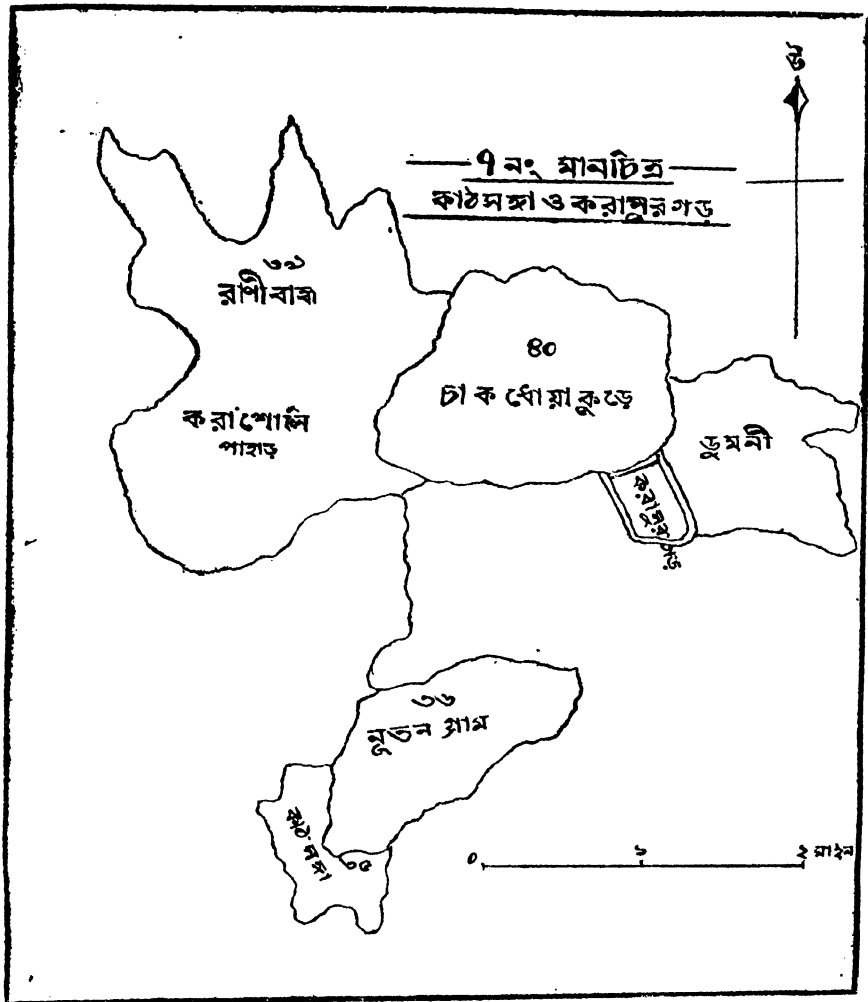
করিয়াছে, ঐ স্থান হইতে কাঠসঙ্গা ১২ মাইল দূর হইবে। কাঠসঙ্গার কিঞ্চিৎ উত্তরে কারাশোলী নামক ক্ষুদ্র একটি পাহাড়, উত্তর-পূর্ব্বে করাসুরগড় নামে বেশ বড় একটি দুর্গ। কাঠসঙ্গার মৌজা নম্বর ৩৫। উহার উত্তরে এবং পূর্ব্বে ৩৬ নং মৌজা, নাম নূতন গ্রাম। নামটি হইতে উপলব্ধি হয়, প্রাচীন কালে হয়ত নূতন গ্রাম কাঠসঙ্গারই অন্তর্গত ছিল।

বাঁকুড়ার পণ্ডিতপ্রবর রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর মহাশয়ের অনুগ্রহে তদীয় অনুগত, কাঠসঙ্গার নিকটবর্ত্তী রাহাগ্রাম-নিবাসী, প্রশংসনীয় প্রত্নোৎসাহ-সম্পন্ন শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে করাসুর গড়ের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছি,—

"আমার জন্মভূমি কাকটা গ্রামের তিন মাইল পশ্চিমে [এবং পাত্রসায়র হইতে

পাঁচ মাইল পশ্চিমে] ডুমনী মৌজার নিকট তিন শত বিঘা শালের জঙ্গলের মধ্যে করাসুর গড় অবস্থিত। গড়ের মধ্যে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে বেতবন নাই। ঐ গড়ের বর্ত্তমান মালিক বাঁকুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত হরিসাধন দত্ত মহাশয়।

"গড়ের মধ্য স্থলে জঙ্গল-পরিপূর্ণ উচ্চ স্থান আছে। তাহা ধনাগার নামে বিদিত।

"পূর্ব্ব দিকে একটি গড়দরজার ভগ্নাবশেষ, পাথর ও মাটির স্তূপ আছে। পূর্ব্বে তথায় বড় বড় পাথর ছিল। তাহাতে অনেক খোদাই-করা লেখা ছিল। গ্রাম্য লোকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া ঘরের সিঁড়ি করিয়াছে, ঘাটের সিঁড়ি করিয়াছে। আমি সেই পাথর দুই একটির সন্ধান করিতেছি। থামের গোল পাথর ও কারুকার্য্য করা পাথর আজিও হেথা সেথা পাওয়া যায়। তাহাতে কোন লেখা নাই। গড়ের প্রাচীর আমার হাতের প্রায় ৫৷৷০ হাত চওড়া। প্রাচীরের নীচটা পাথরের গাঁথনি, উপরটা ইটের। লম্বাতে আধ মাইলের কম নহে। উচ্চতা কত, ঠিক তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ, কোন জায়গাতেই সমগ্র প্রাচীর দাঁড়াইয়া নাই। সবই ভগ্নাবস্থায়। তবে বিষ্ণুপুরের গড়দরজা অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া মনে হয়।

"করাসুর গড়ে ক্রোড়েশ্বর নামক একজন রাজা ছিলেন [বলিয়া প্রবাদ]।

"করাসুর গড়ের পূর্ব্ব দিকে পরিখা আছে, অন্য তিন দিকে নাই। উত্তর দিকে প্রাচীরের নিকট ভৈরব ঠাকুর আছেন। প্রতিবৎসর ১লা মাঘ তাঁহার পূজাদি হয়।"

বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট হইতেও করাসুর গড়ের বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছি।

উত্তর দিকে করাসুর গড় দুর্গদ্বারা রক্ষিত কাঠসঙ্গাই মিনহাজ-কথিত রাঢ়-কলিঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী কটাসন বা কাটাসন বা কাটাসিন দুর্গ বলিয়া বোধ হইতেছে। আদি যুগের মুসলমান শাসনাধীন রাঢ়ের যতদূর দক্ষিণ সীমানা ছিল বলিয়া যুক্তিসঙ্গতরূপে অনুমান করা যায়, সেই স্থানে, বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই এই কাঠসঙ্গার সাক্ষাৎ মিলে। বর্ত্তমান কাঠসঙ্গা ও কটাসিনের অভিন্নত্ব-প্রমাণে যদি বিদুষাং পরিতোষঃ হয়, তবে তৎকালীন রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা—দামোদর নদ ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। কিন্তু পরে দেখা যাইবে, দামোদরের পশ্চিম পারস্থিত ভুরসুট, দামুন্যা (দামিন্যা) ইত্যাদি স্থান দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত। কাজেই দারুকেশ্বর নদকে রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা ধরিলে কোন দিকেই আর গোল থাকে না।

(খ) তাম্রশাসন ও প্রাচীন সাহিত্যের প্রমাণ

(১) ভোজবর্ম্মের বেলাব-শাসনের শাসনগ্রাম-প্রাপক **উত্তর রাঢ়ার সিদ্ধল-গ্রামীয়।** হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবদেবভট্টের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে এই সিদ্ধল গ্রাম **রাঢ়া** দেশের ভূষণস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মানচিত্রে সিধল বা সিদ্ধলের অবস্থান দ্রষ্টব্য।

(২) বল্লালসেনের নৈহাটি-শাসন দ্বারা উত্তর রাঢ়ার প্রায় মধ্যবর্ত্তী—স্বল্প দক্ষিণবর্ত্তী, বাল্লহিট্টা গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে। মানচিত্রে বাল্লহিট্টার অবস্থান দ্রষ্টব্য।

(৩) বর্ত্তমান আলোচ্য লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসন দ্বারা উত্তর রাঢ়ার অন্তর্গত মোর নদীর দক্ষিণস্থ নিমা-বালুটি ইত্যাদি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে। বালুটির অবস্থান মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।

(৪) বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ন্যায়কন্দলীর গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীধরাচার্য্য গ্রন্থশেষে নিজের পরিচয় নিম্ন শ্লোকে দিয়াছেন,—

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্ম্মণাম্।
ভূরিসৃষ্টি ইতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥
ত্র্যধিক দশোত্তর নবশত শকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা।
শ্রীপাণ্ডুদাস যাচিত ভট্ট শ্রীধরেণেয়ম্॥

J. A. S. B., 1912, p. 34

ইহা হইতে পাওয়া গেল, ভুরস্থট—প্রাচীন ভূরিসৃষ্টি বা ভূরিশ্রেষ্ঠী, দক্ষিণ রাঢ়স্থ। মানচিত্রে ভুরস্থটের অবস্থান দ্রষ্টব্য।

(৫) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী স্বরচিত চণ্ডীকাব্যে নিম্নলিখিত মতে নিজ বাস-গ্রামের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

কুলে শীলে নিরবদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামিণ্যাতি সজ্জন প্রধান।
অতিশয় গুণবাড়া সুধন্য দক্ষিণ রাড়া
সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥
ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নাম্ব নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামিণ্যা করিলা ধাম
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ২০ পৃষ্ঠা।

এই দামিন্যা গ্রাম ভুরস্থটেরই মত দামোদরের পশ্চিম কূলে, কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে, ভুরস্থট হইতে প্রায় ১৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মানচিত্রে উহার অবস্থান দ্রষ্টব্য। ভুরস্থট হাওড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত।

এখন মানচিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়, পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা এবং উত্তরে বিহারের সীমানা, ইহাই উত্তর-রাঢ়ের চতুঃসীমা। এবং—

পূর্ব্বে ভাগীরথী, উত্তরে অজয়, পশ্চিমে মানভূম এবং দক্ষিণে দারুকেশ্বর ও তাহারই দক্ষিণাংশ রূপনারায়ণ, ইহাই দক্ষিণ-রাঢ়ের চতুঃসীমা।

উত্তর-রাঢ়ের অধিকাংশ লইয়া কঙ্কগ্রামভুক্তি, সমগ্র দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ়ের সামান্য অংশ লইয়া বর্দ্ধমানভুক্তি। কাটোয়ার পশ্চিমস্থ অজয়ের উত্তরাংশ বর্ত্তমানেও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দেখা যায়, পূর্ব্বেও বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

দারুকেশ্বর-রূপনারায়ণ দ্বারা পৃথক্‌কৃত বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের অবশিষ্ট ভূভাগ, অর্থাৎ বাঁকুড়ার দক্ষিণার্দ্ধ, হুগলীর পশ্চিমস্থ কিয়দংশ এবং সমগ্র মেদিনীপুর জেলা লইয়া দণ্ডভুক্তি গঠিত ছিল।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

[এই প্রবন্ধের মানচিত্রগুলি ইংরেজীতে মুদ্রিত মানচিত্র অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হওয়ায়, কচিৎ এগুলিতে প্রদত্ত নামে যথাযথ বাঙ্গালা রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সুধী পাঠকবর্গ তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।—পত্রিকা-সম্পাদক।]

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস

১৮৩৫—৫৭

(২)

সংবাদ ভারতবন্ধু

১২৪৮ বঙ্গাব্দে (১৮৪১ ?) এই সাপ্তাহিক পত্রখানি শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ ভারতবন্ধু' অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল।

সংবাদ নিশাকর

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, ১২৪৮ সালে (১৮৪১ সনে) নীলকমল দাস 'সংবাদ নিশাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন।* গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার প্রকাশকাল "১২৫৭ সাল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে বলিয়াই ইহার আমার বিশ্বাস।

ভৃঙ্গদূত

১২৪৯ সালে (১৮৪২ ?) নীলকমল দাসের সম্পাদকত্বে 'ভৃঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রখানি দেড় বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। গুপ্ত-কবি ও মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির মতে ১৮৪৮ সনে ইহা অল্পদিনের জন্য পুনঃপ্রকাশিত হয়।

বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর

১৮৪২ সনের এপ্রিল মাসে রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' নামে এক দ্বিভাষিকপত্র প্রচার করেন। কাগজখানির ডান দিকে বাংলা এবং বাম দিকে তাহার ইংরেজী অনুবাদ থাকিত। ইহা প্রথমে মাসিকরূপে চলিয়াছিল। প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় আছে,—

"বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর। এতৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া আপাততঃ মাসমধ্যে একবার প্রকাশিত হইবে কিন্তু যে সকল ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃত্বে ইহা নির্ব্বাহ হইবে তাহাদিগের এতদ্বারা অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা নাই অতএব গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া অধিকবার প্রকাশ হওনের ব্যয় উৎপন্ন হইলে একবারের অধিকও প্রকাশ হইবেক।

এতৎপত্রের মাসিক মূল্য ১ মুদ্রা, বৎসরে আগামি ১০ দশ মুদ্রা মাত্র।"

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :—

"অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয় সকল আমাদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ

---

* "বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস"—জন্মভূমি, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৩, পৃ. ৪১।

পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যেপ্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারিরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ ও ইংলণ্ডদেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্বস্ব মতের বিরুদ্ধ কথা শ্রবণে যে দ্বেষ তাহার হ্রাস হইতেছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সমীপে দুঃখ সমূহ নিবেদন পূর্ব্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমারদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা, আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক্ প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্বস্বহিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনা দ্বারা উৎসাহাবলম্বন পূর্ব্বক আপনারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ানুসারে আমরা এতৎপত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্দারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম, ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্য্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি হয়।

আমারদিগের এমৎ আশ্বাস হইতেছে যে যাঁহারা এই অভিপ্রায় উত্তম জ্ঞান করেন তাঁহারা অবশ্যই আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং আমরা শিক্ষিত বন্ধুগণের নিকটে এই বিনতি করি যে তাঁহারা এই পত্রদ্বারা আপনারদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধিকরত একবাক্য হইয়া যথাসাধ্য সৎকর্ম্মের উদ্যোগ করুন।"

পাঁচ মাস মাসিকরূপে চলিয়া, ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইহা পাক্ষিক রূপে চলিতে থাকে। ১ম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যার (১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২) শেষে আছে,—

"এক্ষণে এতৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ হইবেক।"

পর বৎসর মার্চ্চ মাস হইতে 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ২য় খণ্ড, ৪-৫ সংখ্যার (ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চ, ১৮৪৩) শেষে আছে,—

"এতৎ পত্র এক্ষণে মাসে দুইবার প্রকাশ না হইয়া মেং টমসন সাহেবের সাহায্যে সপ্তাহান্তর প্রকাশ হইবেক, এতৎ ক্ষুদ্র পত্রিকা দ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হয় তন্নিমিত্ত উক্ত সাহেব অতি যত্নবান্, আমরা ভরসা করি পাঠকবর্গ এই সংবাদ শ্রবণে আহ্লাদিত হইবেন।"

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' পত্রের প্রচার পরবর্ত্তী নভেম্বর মাসে বন্ধ হইয়া গেল। ১৮৪৩, ২০এ নভেম্বর তারিখের (২য় খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা) কাগজে বাহির হইল,—

"১৮৪২ শালের এপ্রেল মাসাবধি বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর পত্র মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশ হয়, প্রোপ্রাইটরদিগের এতদ্দারা লাভ করণের ইচ্ছা না থাকাতে ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসাবধি পক্ষান্তে প্রকাশ হইতে লাগিল এবং যদিও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই এবং আয় দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না তথাচ প্রোপ্রাইটরেরা এই পত্রিকা বিশেষরূপে দেশোপকারিণী করণাশয়ে ১৮৪৩ শালের মার্চ্চ মাসাবধি সাপ্তাহিক করিলেন তাঁহারা প্রায় ৮ মাস পর্য্যন্ত ইহা হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ হয় কি না পরীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু শেষে দেখিলেন যে ইহাতে সহস্র মুদ্রার অধিক ক্ষতি হইয়াছে। সাপ্তাহিক হওয়াতে যদিও গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছিল তথাচ তদ্দারা সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না আর যে অভিপ্রায়ে এপত্র সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে পাঠ করিবে এবং

সকলে নানা বিষয়ের উপর লিখিবে তাহা হইল না অতএব প্রোপ্রাইটরেরা এতৎ পত্রের সাহায্যকারি গ্রাহকদিগের নিকট এবং সহকারি সম্পাদকবর্গ * সন্নিধানে বিনয় পূর্ব্বক খেদান্বিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে অদ্যাবধি এতৎ পত্র প্রকাশ স্থগিত করা গেল যে সকল কারণে রহিত হইতেছে কোন উপায় দ্বারা যদি তাহা পরিবর্ত্ত হয় তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রকাশ করিবেন।"

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর'-এর ফাইল।—

কলিকাতা, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—সম্পূর্ণ ফাইল।

সংবাদ রাজরাণী

গঙ্গানারায়ণ বসুর সম্পাদকত্বে 'সংবাদ রাজরাণী' ১২৫১ সালে (১৮৪৪ ?) প্রকাশিত হয়। ইহার স্থিতিকাল অল্পদিন। এই গঙ্গানারায়ণ বসুই 'সংবাদ দিবাকর' পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

* 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' প্রকাশ সম্বন্ধে গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত রামগোপাল ঘোষের ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখের পত্র হইতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই কাগজের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহা জানা যায়। পত্রখানি দীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে।

"The necessity of establishing a paper I had long been convinced of, and I have never failed to agitate the subject on all suitable occasions, and when I heard of the extinction of the [*Sumachar*] *Durpun*, I have viewed it in the same light as you have done, and after much discussion, we have now come to a satisfactory conclusion. On last Tuesday evening the 7th, Tara Chand [Chuckerbatty], Peary [Chand Mitra], myself met at Krishna's [the Rev. K. M. Banerjee's], and we resolved upon establishing a monthly magazine in Bengalee and English, and also the *Durpun* in case the receipt on account of the latter will enable us to employ a competent person versed in English and Bengalee to render the translations of both the papers. This important duty no one seems willing to undertake and unless we can secure an intelligent young man to devote all his time, which would perhaps cost us Rs. 100, we cannot venture to take up two papers. And in my humble opinion they are both, under present circumstance, equally necessary. The magazine is to keep up a spirit of enquiry amongst the educated natives to revive their dying institutions such as the Library [Calcutta Public], The Society for A. G. K. [for Acquisition of General Knowledge], to arouse them from their lethargic state, to discuss such subjects as female education, the remarriage of Hindu widows, etc. It is in short to be *our peculiar organ*. The *Durpun* on the other hand is for the native community in general, to be easy and simple in its style, not to run into any lengthened discussion of any subject—to avoid abstract questions, to be extremely cautious of awakening the prejudices of the orthodox, to give items of news likely to be interesting to the native community, and gradually to extend their information, quickly to purge them of their prejudices and open their minds to the enlightenment of knowledge and civilisation. It should make the extinct *Durpun* its model. The two objects of the two papers are quite distinct, and though I have very inadequately expressed myself, you will perceive the difference, and I think you will concur with me as to the wisdom of the plan I have proposed. The magazine is to appear, if possible, on the 1st proximo. Krishna, Tara Chand and Peary are to be regular contributors. They are pledged each of them to give one article each number. Tara Chand will also look over the articles generally, and I am to be the puppet show of an editor and probably an occasional scribbler. I do not think we could make a better arrangement. But unimportant as my share is in a literary point of view, it must occupy a good deal of my time and attention, and I feel assured that unless I am relieved in the course of 5 or 6 months by Russik [Krishna Mullick] coming here, as he has talked of doing it, I will have to give it up. With this conviction you will think it strange and perhaps wrong in me to undertake what I have done. Be assured I have been compelled to do so as no one else would catch the *maws*, and I have thought it worth our while to have some discussion or agitation among our class, even though it should be for a short period. It will be a shame indeed to have to give it up after a short career and this crisis may infuse some decision into Russick's mind. Would to God it may." (Cited in the *Calcutta Review* for Jany. 1911, pp. 36*n*-37*n*.)

সর্ব্বরসরঞ্জিনী

কতিপয় শিক্ষিত যুবক প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে ১২৫১ সালে (১৮৪৪) 'সর্ব্বরসরঞ্জিনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন।* ইহা দুই বৎসরকাল জীবিত ছিল।

জগদুদ্দীপক ভাস্কর

পাদরি লং, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে, একজন মুসলমান—মৌলবী বজর আলি 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র চারি ভাষায়—ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও ফার্সীতে প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৪৬ সনের ১৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠে অন্যরূপ জানা যাইবে :—

"The Polyglot Newspaper.—We have been favoured with the prospectus of a Native Polyglot Newspaper, which Fureedooddeek Khan proposes to publish weekly in five languages, English, Persian, Oordoo, Hindee and Bengalee, at a charge of 40 Rupees a year.…The Editor appears to calculate on the support of the noble Rajahs and Kings of India to whose especial benefit its columns are to be devoted…"

'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' ১৮৪৬ সনের মে মাসে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসের 'অরুণোদয়' নামক অসমীয় মাসিকপত্রে† লিখিত হইয়াছিল,—

"কলিকতা নগরত এক জুগ্যত দিপিতা ভাস্কর নামেরে ইংরাজি বঙ্গালি হিন্দি ফারচি আরু আরবি এই পাঁচ ভাষারে এক সমাচারদর্পণ নাজিরউদ্দীন নামেরে এক মৌলবিএ মেই মাহত [=মে মাসে] প্রথম নম্বর চাপিছিল কিন্তু এতিয়া [=এখন] চলাব নোআরা [=না পারা] হেতুকে চাপিবলৈ এরিলে [=ছাড়িলেন]"‡

কাগজখানি যে মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৪৬ সনের ১৮ই জুন তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্র হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠেও তাহা বোঝা যাইবে,—

Monday, June 15.—The *Indian Sun* has at length arisen. It is now three months since we noticed the prospectus of this Polyglot paper, which the Editor promised to publish in five languages. Not having seen or heard anything of it, we were led to hope that this ambitious undertaking, which could not fail to entail pecuniary loss on the projector, had been abandoned: but we last week received the first number of it in ten imperial pages."

তিন মাস যাইতে-না-যাইতেই 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ১৮৪৬ সনের ৩০এ জুলাই তারিখে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' লিখিলেন,—

"*Monday, July 27.*—The *Indian Sun*, a paper published in five languages has set for ever, without, however, leaving the horizon in greater darkess than before. The plan of the paper was beyond the strength or resources

* "…The seventh paper is *Sarbarasanjini*, or sentimentalist, a weekly octavo of half a sheet, of recent origin and very limited circulation."—The *Friend of India,* 9 Jany. 1845.

† "In Assam the American Missionaries have since 1846 published an excellent monthly periodical, the Arunaday, illustrated with 6 or 8 wood cuts in each number."—Long's *Return* (1859), p. xlviii.

‡ "আসামের পত্র-পত্রিকা"—শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ।—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৫।

of any man, European or Native ; and if by dint of extraordinary exertions, it had been carried on for a twelve month, with some degree of success, still it must have sunk eventually from the mere circumstance that such a paper was not needed."

পাষণ্ডপীড়ন

১৮৪৬, ২০এ জুন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে আছে,—

"১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—'১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড-হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনেক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।"

দেখা যাইতেছে, পাষণ্ডপীড়ন ১৮৪৬, ২০এ জুন (৭ আষাঢ় ১২৫৩) প্রকাশিত হইয়া পর বৎসরের ভাদ্র মাসে (১৮৪৭, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) বন্ধ হইয়া যায়। গুড়গুড়ে ভট্‌চায বা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য "পূর্ব্বে বন্ধুরূপে প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন।" কিন্তু "১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন।"*

সমাচার জ্ঞানদর্পণ

১৮৪৬ সনের ১৭ই অক্টোবর ভাস্কর যন্ত্রালয় হইতে উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকত্বে 'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৪৬, ২২এ অক্টোবরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় পাইতেছি :—

"*Monday, October 19.*—We learn from the *Englishman* that a new native paper has been started from the *Bhaskur* press from Saturday last. It promises chiefly to discuss questions of morality and religion, leaving aside politics, we presume, to its able brother the *Bhaskur.* So we have now three journals of different characters issuing from the Press, the *Bhaskur,* the politician ; *Rosoraj,* the satirist, and the *Gan Durpun,* the moralist."

'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' প্রতি শনিবার প্রাতঃকালে বাহির হইত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ১২৫৬ সালের আশ্বিন মাসে (১৮৪৯, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) ইহার প্রচার রহিত হয়।†

* বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী।

† কেদারনাথ মজুমদার ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন (পৃ. ৩১১) যে 'জ্ঞানদর্পণ' "পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল, ১২৫৭ সালের অগ্রহায়ণের পর আর আবির্ভাব হয় নাই।" ১২৫৬ সালে এই সাপ্তাহিক খানি যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই ; কারণ ২রা বৈশাখ ১২৫৭ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে "গত বৎসরের মধ্যে প্রকাশ রহিত পত্র"গুলির মধ্যে 'সমাচার জ্ঞানদর্পণে'র নাম পাইতেছি। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধিও কাগজখানির আয়ুষ্কাল লইয়া গোলে পড়িয়াছেন।

সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন

১৮৪৭, ১৫ই এপ্রিল তারিখে 'সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্র। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ—

"১২৫৪, বৈশাখ। বাবু চৈতন্যচরণ অধিকারী মহাশয় ৩ বৈশাখ দিবসে ইংরাজী এবং বঙ্গভাষায় জ্ঞানাঞ্জন নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।"*

এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে কাগজখানির অস্তিত্ব লোপ পায়। 'সংবাদ প্রভাকরে' পাইতেছি :—

"১২৫৪, পৌষ। এই হিড়িকে সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন পত্র মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন।..."†

১৮৪৭ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুরেরর 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'ও লিখিয়াছিলেন,—

"Wednesday, December 15.—The *Sunbad Gyanunjun*, a Native paper in the Bengalee and English language, tells us that he likewise has been obliged to bend to the storm now raging in the commercial world, and suspend operations. The Editor takes his leave of his subscribers by informing them that his supporters consisted chiefly of those who were dependent on the houses which have become bankrupt, and that he has therefore been obliged to put the affairs of the journal into the hands of trustees, and retire from business."

সংবাদ কাব্যরত্নাকর

১৮৪৭, ১৬ই জুন 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর' নামক সাপ্তাহিক পত্রেরঃ‡ জন্ম হয়। গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

"১২৫৪, আষাঢ়। ৩রা আষাঢ় বুধবার দিবসে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে সংবাদ কাব্যরত্নাকর পত্রের জন্ম হয়।"§

'সম্বাদ রসরাজ' বা 'পাষণ্ডপীড়নে'র ন্যায় ইহাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপই প্রধানতঃ স্থান পাইত। ইহার অভিভাবক ছিলেন ভারত ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্যক্তি। প্রকৃত পক্ষে 'জ্ঞানদর্পণ'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যই ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ভারত ভট্টাচার্য্য ও উমাকান্ত যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহা 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ-পাঠে পরিস্ফুট হইবে,—

"উমাকান্ত [ভট্টাচার্য্য] কাব্যরত্নাকর ও জ্ঞানদর্পণ উভয় পত্র যোগ্য রূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন যদিও রত্নাকর ভারত ভট্টাচার্য্যের নামে বিকাশমান আছে সে কেবল গৃহের দুই দ্বার মাত্র ভারত ভট্টাচার্য্য তাঁহারি রাসীস্থ নাম ব্যক্ত্যান্তর নহে অতএব রত্নাকরের সম্পাদকীয়োক্তি গুপ্ত লেখা হইলেও তাঁহারি প্রকাশ্য লেখা বলিতে হয় এবং সত্যাতিসত্য জ্ঞান করা যায়,...... ।"**

কাব্যরত্নাকর দুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

* 'সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

† সংবাদ প্রভাকর, ১২ এপ্রিল ১৮৪৮ (১ বৈশাখ ১২৫৫)।

‡ 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর' প্রথমে সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১৮৪৭ সনের ২৭এ জুলাই 'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' লিখিয়াছিলেন :—"The *Sungbad Pusund Peerun* and *Kabya Rutnakur* are two weeklies published on Mondays and Wednesdays respectively, and containing satires and lampoons like the *Russoraj*." 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর' কিছুদিন পরে—সম্ভবতঃ ১৮৪৯ সনে—পাক্ষিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ ১৮৪৯ সনের ২৫এ জুন তারিখের 'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' পত্রে প্রকাশিত, তৎকাল-প্রচলিত সাময়িক পত্রের নামের মধ্যে 'সংবাদ কাব্যরত্নাকর'কে পাক্ষিক পত্রের তালিকাভুক্ত দেখিতেছি। কেদারনাথ মজুমদার প্রভৃতি ইহাকে 'দ্বি-সাপ্তাহিক' পত্র বলিয়াছেন।

§ "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

** দুর্জ্জন দমন মহানবমী—১৪ সংখ্যা, ২৩ অক্টোবর ১৮৪৭ (৭ কার্ত্তিক, ১২৫৪)।

প্রচলিত সাময়িক পত্রের তালিকা—১৮৪৭, জুলাই

১৮৪৭ সনের ২৬এ জুলাই তারিখে 'দি হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র তৎকালপ্রচলিত সাময়িক পত্রের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ২৯এ জুলাই তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় তাহা উদ্ধৃত হইয়াছিল। তালিকাটি এইরূপ :—

নাম		সংখ্যা	মাসিক মূল্য	অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
প্রভাকর	...	৬ খানি সপ্তাহে	১৲	১০৲
পূর্ণচন্দ্রোদয়	...	৬ খানি ,,	১৲	৮৷৴০
সমাচার চন্দ্রিকা	...	২ খানি ,,	১৲	১০৲
সম্বাদ ভাস্কর	...	১ খানি ,,	১৲	৮৷০
সমাচার জ্ঞানদর্পণ	...	১ খানি ,,	৷৷০	৪৷০
সম্বাদ রসরাজ	...	২ খানি ,,	৷৷০	৪৲
পাষণ্ডপীড়ন	...	১ খানি ,,	৷০	২৲
কাব্যরত্নাকর	...	১ খানি ,,	৴০	১৲
দুর্জ্জন দমন মহানবমী	...	২ খানি মাসে	৷০	২৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা	...	২ খানি মাসে	৷০	৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১ খানি মাসে	৷০	৩৲
সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা	...	১ খানি মাসে	৷০	৩৲
জগদ্বন্ধু পত্রিকা	...	১ খানি মাসে	৷০	৩৲
হিন্দুধর্ম্মচন্দ্রোদয়	...	১ খানি মাসে	৷০	৩৲
উপদেশক	...	১ খানি মাসে	৴০	১৷০
বিদ্যাকল্পদ্রুম	...	১ খানি তিন মাসে	১৷০ প্রতি সংখ্যা	—

জ্ঞানসঞ্চারিণী

১৮৪৭ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে 'জ্ঞানসঞ্চারিণী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ,—

"১২৫৪, ভাদ্র। পুস্তকের আকারে জ্ঞানসঞ্চারিণী নাম্নী এক পত্রিকা প্রকটিতা হয়।"*

গঙ্গানারায়ণ বসু ইহা প্রকাশ করেন। ইহার স্থিতিকাল তিন বর্ষ বলিয়া জানা যায়।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ

১৮৪৭ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রংপুর হইতে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

"১২৫৪, ভাদ্র।... জিলা রঙ্গপুরে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামক এক মহোপকারক সমাচার পত্র প্রকটিত হয়।"†

রংপুরের কুণ্ডী পরগণার ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর ব্যয়ে গুরুচরণ রায় ইহা পরিচালন করিতেন। গুরুচরণবাবুর মৃত্যুর পর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে'র সম্পাদক হন। ১৮৫১ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নূতন সম্পাদকের একখানি পত্র উদ্ধৃত হয়। তাহাতে আছে,—

"...সহযোগি ভ্রাতাদিগকে এবং করুণাপূর্ণ গ্রাহক মহোদয়গণকে যথা বিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক আমি অদ্য রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্রের সম্পাদকীয় আসন গ্রহণ করিলাম। হে পাঠকবর্গ, এক শোকবার্ত্তা শ্রবণ করুন, এতৎপত্রের পূর্ব্বতন সম্পাদক বাবু গুরুচরণ রায় জরাদি নানা রোগে প্রায় বর্ষাবধি কাতর থাকিয়া গত ৩রা ভাদ্র [১২৫৮]

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।
† "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

এতন্মায়াময় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যধামে গমন করিয়াছেন,…। শ্রীযুত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।”

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন করিলে ‘রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে’র প্রচার রহিত হয়।

হিন্দুবন্ধু

১৮৪৭ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ‘হিন্দুবন্ধু’ প্রকাশিত হয়। ‘সংবাদ প্রভাকরে লিখিত হইয়াছিল,—

“১২৫৪, ভাদ্র। হিন্দুবন্ধু নামে ধর্ম্মবিষয়ক এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল।”*

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লিখিত সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রকাশ, এই সাপ্তাহিক পত্রখানির সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ ভদ্র।

‘ধর্ম্মরাজ’ পত্রের (১৮৫২) ভূমিকায় আছে,—“কয়েক বৎসরাতীত হইল ইহ নগরীতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ‘হিন্দুবন্ধু’ চালিত হইয়াছিল। প্রায় ৫০ জন গ্রাহক হইয়াছিল। ৪ মাস চলিয়াছিল। পত্রিকার প্রধান কার্য্যকারক টাকাকড়ি খাইয়া ফেলায় বন্ধ হইয়া যায়।”

সংবাদ সাধুরঞ্জন

“পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে [১৮৪৭, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর] ঈশ্বরচন্দ্র ‘সাধুরঞ্জন’ নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। ‘সাধুরঞ্জন’ ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।”†

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ‘সংবাদ সাধুরঞ্জনে’র কেবল ৩৪১ সংখ্যাখানি (১৮৫৭, ২৭ মার্চ। ১২৬০, ১৫ চৈত্র) আছে; তাহা হইতে জানা যায় “এই সাধুরঞ্জনপত্র প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্রে প্রকাশিত হয়। মাসিক মূল্য।০ আনা, অগ্রিম বার্ষিক ২॥০ টাকা।”

১৮৫৭ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত একটি ‘বিজ্ঞাপনে’ “শ্রীনবকৃষ্ণ রায় সং সাধুরঞ্জন সম্পাদক” পাইতেছি।

সুজনবন্ধু

‘সংবাদ প্রভাকর’ পাঠে জানা যায়, ১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭-জানুয়ারি ১৮৪৮) ‘সুজনবন্ধু’ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়।‡ নবীনচন্দ্র দে ইহার প্রকাশক। ইহা অল্প দিন চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৫০ সনের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ লিখিয়াছিলেন—

“মাঘ, ১২৫৬।…শ্রীযুত বাবু রাধাচরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক সংবাদ সুজনবন্ধু পত্র পুনঃ প্রকাশ হয়।”§

এবারও কাগজখানি মাস-খানেক চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়।

সংবাদ দিগ্বিজয়

‘সংবাদ প্রভাকর’ পাঠে জানা যায়, ১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭-জানুয়ারি ১৮৪৮) জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে ‘সংবাদ দিগ্বিজয়’ নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত

* “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

† বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত।

‡ “সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ”—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

§ “গত সম্বৎসরিক ঘটনা”—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)

হয়।* দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ইহা জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে প্রকাশ করেন। 'সংবাদ দিগ্বিজয়' অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সংবাদ মনোরঞ্জন

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ, ১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭-জানুয়ারি ১৮৪৮) "জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রে সংবাদ মনোরঞ্জন নামে এক নূতন পত্র উদিত হইয়াছে।"†

গোপালচন্দ্র দে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। স্থিতিকাল অল্পদিন।

সংবাদ রত্নবর্ষণ

১৮৪৮ সনের জুন মাসে ভবানীপুর হইতে 'সংবাদ রত্নবর্ষণ' নামে দ্বিসাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১৮৪৮, ২০এ জুন তারিখে 'দি ক্যালকাটা ষ্টার' নামক ইংরেজী দৈনিক লিখিয়াছিলেন :—

"*A Newspaper on a Novel Plan.*—Yesterday's *Probhakur* announces the birth of a new Bengallee newspaper. It has been started by a number of young men at Bhobanipore. It is a bi-monthly publication, to issue on the 1st and 15th of every month, and is called the *Rothnoborshon.* But the most novel circumstance connected with the undertaking is that no fixed or stated sum will be charged for it; it being left with the readers to give just what each wishes, though it is not to be less than two annas."

ইহার সম্পাদক ছিলেন মাধবচন্দ্র ঘোষ এবং ইহার স্থিতিকাল কয়েক সপ্তাহ।

সংবাদ মুক্তাবলী

পাদরি লং 'সংবাদ মুক্তাবলী'র প্রকাশকাল ১৮৪৮ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শিবপুর হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হইত। ১৮৪৯ সনের ১০ই এপ্রিল (২৯ চৈত্র ১২৫৫) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' নিম্নোদ্ধৃত অংশটি দেখিতেছি :—

"সংবাদ মুক্তাবলী। কয়েক মাস গত হইল কলিকাতার গঙ্গার পশ্চিম পার শিবপুর গ্রামে সংবাদ মুক্তাবলী নামে সাপ্তাহিক এক সমাচারপত্র প্রচার হইতেছে, আমরা এপর্য্যন্ত উক্ত সমাচারপত্রের বিষয়ে কিছু লিখি নাই, কিন্তু দেখিলাম যুব সম্পাদকেরা উত্তমাভিপ্রায়ে কয়েক মাস ঐ পত্র সম্পাদন করিলেন অতএব সাধারণকে অনুরোধ করি উক্ত পত্র সম্পাদকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি জন্য সহায়তা করেন, কলিকাতা নগরে সমাচারপত্র অনেক হইয়াছে, পল্লিগ্রামে অধিক হয় নাই,...।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য কাগজখানির পরিচালক এবং আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। বৎসরখানেক চলিয়া 'সংবাদ মুক্তাবলী'র প্রচার রহিত হয়।

সংবাদ কৌস্তুভ

'সংবাদ কৌস্তুভ' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহা ১২৫৫ সালের কার্ত্তিক মাসে (১৮৪৮) প্রকাশিত হয় বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন।‡ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে প্রকাশ, মহেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন কাগজখানির সম্পাদক, এবং ইহা অল্পদিনই জীবিত ছিল।

---

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

† "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

‡ ১৮৪৯ সনের ৮ই জানুয়ারি তারিখের 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রে আছে :—"সংবাদ কৌস্তুভকার মহাশয় অত্যল্প দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ রঙ্গ ভঙ্গ পূর্ব্বক অঙ্গ নাড়িয়া স্বীয় অঙ্গের লাবণ্য দর্শাইতেছেন, ভাল,...।"

জ্ঞানচন্দ্রোদয়

১২৫৫ সালে (১৮৪৮ সনে ?) রাধানাথ বসু কর্তৃক 'জ্ঞানচন্দ্রোদয়' প্রকাশিত হয় বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন। ইহার স্থিতিকাল দুই মাস বলিয়া জানা যায়।

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর

'সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১২৫৫ বঙ্গাব্দে (১৮৪৮ সনে ?) প্রকাশিত হইয়া বৎসরের শেষাশেষি অদৃশ্য হয়। ১৮৫১ সনে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশিত 'তিরোধান প্রাপ্ত' সাময়িক পত্রের একটি তালিকায় 'সংবাদ জ্ঞানরত্নাকরে'র সম্পাদকরূপে বিশ্বম্ভর করের * নাম পাইতেছি।

সংবাদ দিনমণি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ১২৫৫ সালে (১৮৪৮ সনে ?) 'সংবাদ দিনমণি' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়, এবং সেই বৎসরেই প্রচার-রহিত হয়। ইহাতে প্রধানতঃ ব্যঙ্গরচনা স্থান পাইত। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে ইহার পরিচালক ছিলেন—শম্ভুচন্দ্র মিত্র।

সংবাদ অরুণোদয়

'সংবাদ অরুণোদয়' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ইহার প্রকাশকাল ১৮৪৮, ১৭ই সেপ্টেম্বর। 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

> "গত ৩ আশ্বিন রবিবার দিবসে শ্যামপুকুর নিবাসী বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক 'সংবাদ অরুণোদয়' নামক এক নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকটিত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা পাঠানন্তর সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত হইলাম, যেহেতু তাহার গদ্য পদ্য উভয় রচনা সর্ব্বতোভাবে উত্তম হইয়াছে…।"†

ইহার স্থিতিকাল এক বর্ষ বলিয়া জানা যায়।

সংবাদ রসসাগর

'সংবাদ রসসাগর' পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। পাদরি লং ইহার প্রকাশকাল ১৮৪৮ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজখানি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ার দিকে (মার্চ মাসে ?) প্রথম প্রকাশিত হয় তাহা সন্দেহ করা চলে না, কারণ ১৮৪৯, ২৫এ জুন তারিখের 'হিন্দু ইন্টেলিজ্যান্সার' পত্রে পাইতেছি :—

> "We were not aware of the existence of a weekly publication in Bengalee, under the designation of *Rusa Saagara*, till last Tuesday, when we had the pleasure of receiving the fifteenth number of the paper,...It is published at Molunga in the house of the editor Baboo Khettermohun Banerjea."

কাগজখানির সম্পাদক ছিলেন—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রে লিখিত হইয়াছিল :—

> "সম্পাদক মহাশয় আমরা দেখিতেছি এতন্নগরে এক অভিনব ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক রসসাগর সম্পাদক হইয়া তাবৎ সল্লোকদিগের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন…।"‡

১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে 'সংবাদ রসসাগর' বারত্রয়িক হয়। ১৮৪৯, ২৬এ নভেম্বর 'হিন্দু ইন্টেলিজ্যান্সার' লিখিয়াছিলেন :—

---

* গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ব্রজনাথ বসু'র, পাদরি লং (ক্যাটালগ, পৃ. ৬৮) একবার 'বিশ্বম্ভর ঘোষ'-এর, আবার অন্যত্র (*Returns*, 1859) 'তারিণীচরণ রায়ে'র নামোল্লেখ করিয়াছেন।

† সংবাদ প্রভাকর—৫ই আশ্বিন ১২৫৫ (১৮৪৮, ১৯ সেপ্টেম্বর), পৃ. ৩।

‡ দুর্জ্জন দমন মহানবমী, ৭ এপ্রিল ১৮৪৯ (২৬ চৈত্র ১২৫৫), পৃ. ৯৯।

"We are requested to announce that the *Rasasagur*. a Newspaper in Bengalee, will from the 1st of next month, be published thrice a week, at the price of 8 annas a month...."

১৮৫০, ১৫ই জুলাই তারিখে ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রাবণ, ১২৫৭। এই মাসের প্রথম দিবসে আমারদিগের স্নেহান্বিত সহযোগি রসসাগর সম্পাদক বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিদারুণ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।" *

ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ রসসাগর' পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি খিদিরপুর হইতে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র বারে ইহা প্রকাশ করিতেন। †

১৮৫২ সনের এপ্রিল মাস হইতে রঙ্গলাল কাগজখানির নাম বদল করিয়া 'সংবাদ সাগর' নাম রাখেন। গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

"আমারদিগের স্নেহান্বিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক নূতন বৎসরের শুভাগমনে রসসাগরকে রসহীন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে পত্রের নাম 'রসসাগর' ছিল, এইক্ষণে 'সংবাদ সাগর' হইয়াছে, এই রসাভাব জন্য পত্র আরো রসময় হইয়াছে, কারণ সাগরই রসের আকর, সাগরেই সুধা এবং সাগরেই রত্ন, অতএব প্রার্থনা, এই সাগর পূর্ব্বে রস সাগর ছিল, অধুনা যশঃসাগর হউক।" ‡

রঙ্গলাল কৃতিত্বের সহিত ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত 'সংবাদ সাগর' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১ বৈশাখ ১২৬০ সালের (১২ এপ্রিল, ১৮৫৩) 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—

"রসসাগর রসহীন হইয়া সাগর দেহ ধারণ করত সংপ্রতি কিছুদিনের নিমিত্ত প্রবাহ শূন্য হইলেন।"

তিনি এই সংখ্যায় 'মৃতপত্রের নাম'-এর যে-তালিকা প্রকাশ করেন তাহাতেও 'সাগর'-এর উল্লেখ আছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে ১২৬০ সালের পূর্ব্বেই 'সংবাদ সাগর' বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১৮৫৩ সনের ১৬ই জুন (৩ আষাঢ় ১২৬০) তারিখে গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন:—

"আমারদিগের জীবনাধিক স্নেহান্বিত সল্লেখক সুকবি সহযোগী সাগর সম্পাদক শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংপ্রতি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ বশতঃ সাগরপত্র সম্পাদনে স্বাবকাশশূন্য হইবায় তদ্বিষয় সাধারণের সুগোচর করণার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারদিগকে যে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া সাদরে সেই পত্র নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে এতৎপ্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক নয়নাস্তপাত করিবেন। দুঃখের বিষয় এই, যে, যত্ন মাত্র না

* "১২৫৭ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ২ বৈশাখ ১২৫৮ (১৩ এপ্রিল ১৮৫১)।

† শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'রঙ্গলাল' পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় ক্ষেত্রমোহন 'রসমুদ্গার' নামক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, এবং প্রভাকরে 'রসসাগরের' উল্লেখ মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়। রঙ্গলাল যে প্রথম হইতে উক্ত পত্রের সম্পাদক ছিলেন তাহাতে এক্ষণে আমাদের সন্দেহ নাই।" গুপ্ত-কবির লেখায় মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটে নাই। যথোপযুক্ত অনুসন্ধান না-করিয়াই, একমাত্র পাদরি লঙের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া, মন্মথবাবু এতটা "নিঃসন্দেহ" না হইলেই পারিতেন।

‡ সংবাদ প্রভাকর, ১৪ এপ্রিল ১৮৫২ (৩ বৈশাখ ১২৫৯)।

করিয়া আমরা সর্ব্বদাই সাগরোদ্ভব অমূল্য মহারত্ন সকল প্রাপ্ত হইতাম। অধুনা সেই অত্যুৎকৃষ্ট অব্যক্ত সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইলাম। যাঁহার রচিত গদ্য পদ্য জন-সমূহের পক্ষে অত্যন্ত শ্রুতি সুখকর এবং উপকারজনক তিনি লিপিকার্য্যে বিরত হইলে তদপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যে সকল পত্র কেবল কটু কাটব্যে পরিপূরিত, দেশের মহানিষ্টকর, সৎসংস্কার সংহার করিয়া পাঠকগণকে কুসংস্কারে পরিপূর্ণ করে, সদুপদেশের বিনিময়ে অসদুপদেশে ও দ্বেষে দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, যে সকল বালক বালিকা ও যুবক যুবতী অনুশীলনের পথে পদক্ষেপ করিয়াছে তাহারদিগ্যে কুশিক্ষা প্রদান করিতেছে, সেই সকল পত্রের বিনাশ হইলে কিছুমাত্র খেদ নাই, বরং তদ্বিষয় বুধবর্গের পক্ষে অতিশয় কল্যাণকর হয়। চক্ষুঃ আছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি শক্তি নাই, সে চক্ষু যেমন শুদ্ধই পীড়াদায়ক, সেইরূপ গ্লানিজনক গ্লানিসূচক পাপপূরিত পত্র সকল কেবল অশেষ অসুখ ও বিষম বিপদের কারণ হইয়াছে, গোশালা শূন্য থাকুক তথাচ দুষ্ট গাভীর প্রয়োজন করে না! নিন্দক লেখকেরা অস্মদাদির অনর্থক গ্লানি লিখিয়া যত সুখি হইতে পারে হউক, তাহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপো করি না, কিছুই দুঃখ বোধ করি না, বরং আনন্দ লাভ করিতেই থাকি। কারণ তাহারা ঝাঁটা স্বরূপ হইয়া আমারদিগের সমল অন্তঃকরণকে পরিষ্কার পূর্ব্বক নির্ম্মল করিতেছে। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর তাহারদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যথার্থ মঙ্গল করুন। কিন্তু তাহারা যেন এমত বিবেচনা করে না, যে, মনুষ্যকে ভয় দেখাইয়া নীরব করণ, কটু কহিয়া প্রভুত্ব স্থাপন, দাম্ভিকতা দ্বারা কাল যাপন, এবং অলীকরূপে নিন্দা লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক সুখ ভোগ করণ, ইত্যাদিই পরমেশ্বরের করুণার দ্বারা হইয়া থাকে। সে ভ্রম মাত্র, চাতুর্য্য, ছলনা নিন্দাবাদ, তোষামোদ পরগ্লানি, পরপীড়ন প্রভৃতি পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে সকলের সহিত সদ্ভাব করাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ স্বীকার করিতে হইবেক। অতএব হে সহযোগিগণ! মৃত্যুকে নিকট জ্ঞান করিয়া অভিমান পরিত্যাগ কর। লেখনী যন্ত্রে অমৃত বৃষ্টি করিতে থাক। মধুর বচনে জগৎ সংসার মুগ্ধ কর। সমুদ্রে পরিপূর্ণ পীযূষ সত্বে কেন হলাহল লইয়া দানববৎ ব্যবহার কর। কোকিল কাহাকে রাজ্য প্রদান করে নাই, কাক কাহারো সর্ব্বস্ব হরে নাই, জীব কেবল মুখের দোষেই ত্যাজ্য ও মুখের গুণেই পূজ্য হইয়া থাকে।

"শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং। অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিহিত বাণী সহ সম্পাদকীয় উক্তিস্থলে নিম্নলিখিত বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

সংপ্রতি আমি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত সংবাদ সাগর পত্র সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলাম, যদ্যপি কোন মহাশয় তদ্ভার গ্রহণে পারগ হয়েন তবে আগামি কোন এক রবিবারে খিদিরপুরে মন্নিলয়ে স্বয়ং আগমন অথবা পত্রপ্রেরণ করিলে বিবেচনা করা যাইবেক।

সংবাদ পত্র সম্পাদনীয় ব্রতোদযাপন কালে সাধারণের প্রতি আমার ইহাও বিজ্ঞাপ্য, যে আমি এক কালে তাহা হইতে বিমুখ হইলাম না প্রায় বাঙ্গালা সমাচার পত্র মাত্রেই মল্লেখনী বাগ্‌যন্ত্র স্বরূপ রহিল, বিশেষতঃ যদিস্যাৎ উপযুক্ত রূপ উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হই তবে উত্তরকালে সাধ্যানুসারে তৎপ্রতি লিপি সাহায্য প্রদান করিব ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১২৬০ বঙ্গাব্দা। শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বারাণসী চন্দ্রোদয়

১৮৪৯ সনের ২রা মে তারিখে বারাণসীধাম হইতে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত 'বারাণসী

চন্দ্রোদয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালক ছিলেন—ভূতপূর্ব্ব 'জ্ঞানদর্পণ'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য। ১৮৪৯, ১৪ই মে 'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' পত্র লিখিয়াছিলেন,—

'The city of Benares now boasts of a Bengallee newspaper, called the *Varanashi Chandrodaya*, the first number of which was issued on the 2nd instant. It will be published once a week, on every Wednesday, at the price of 8 annas per mensem, and has been set up by Umacaunt Bhuttacharjea, formerly editor and proprietor of the *Gyan Durpun*, one of the native journals published in this city."

সাময়িক পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি

১৮৪৯ সনের ২৫এ জুন 'দি হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' নামক ইংরেজী সংবাদপত্র বাংলা সাময়িক পত্র প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ দিতেছি :—

"১৮৪৭ সনের জুলাই মাসে আমরা তৎকালপ্রচলিত ১৬ খানি বাংলা সংবাদপত্রের নামযুক্ত একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদবধি এ-পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা নিম্নে এই সকল পত্রের একটি তালিকা দিলাম; তালিকাটি সযত্নে প্রস্তুত, এবং নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে :—

প্রাত্যহিক :—(১) প্রভাকর, (২) পূর্ণচন্দ্রোদয়।

বারত্রয়িক :—(৩) ভাস্কর।

দ্বিসাপ্তাহিক :—(৪) চন্দ্রিকা, (৫) রসরাজ।

সাপ্তাহিক :—(৬) গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্, (৭) সুজনবন্ধু, (৮) অরুণোদয়, (৯) সংবাদ কৌস্তুভ (?), (১০) সংবাদ জ্ঞানদর্পণ (?), (১১) ভৃঙ্গদূত, (১২) সাধুরঞ্জন, (১৩) জ্ঞানসঞ্চারিণী, (১৪) মুক্তাবলী, (১৫) জ্ঞানচন্দ্রোদয়, (১৬) রসসাগর, (১৭) রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ।

পাক্ষিক :—(১৮) নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, (১৯) দুর্জ্জন দমন মহানবমী, (২০) কাব্য রত্নাকর।

মাসিক :—(২১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (২২) সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা, (২৩) উপদেশক, (২৪) হিন্দু ধর্ম্মচন্দ্রোদয়।

ত্রৈমাসিক :—(২৫) বিদ্যাকল্পদ্রুম।

দেখা গেল, সর্ব্বসমেত ২৫ খানি বাংলা সাময়িক পত্র এখন চলিতেছে;—২ খানি দৈনিক, ১ খানি বারত্রয়িক, ২ খানি দ্বিসাপ্তাহিক, ১২ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, এবং ১ খানি ত্রৈমাসিক। ইহার মধ্যে রংপুরের 'বার্ত্তাবহ', বারাণসীর 'জ্ঞানচন্দ্রোদয়' এবং শ্রীরামপুরের 'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্' কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রকাশিত হয় না। গতবারে (১৮৪৭ সনে) আমরা যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছি তাহার মধ্যে তিনখানি কাগজ—'পাষণ্ডপীড়ন', সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা,' এবং 'জগদ্বন্ধু পত্রিকা' লোপ পাইয়াছে। গতবারে লিখিবার পর যে-সব নূতন সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একমাত্র 'হিন্দুবন্ধু'রই প্রকাশ রহিত হইয়াছে।"

সংবাদ রসমুদ্গর

১৮৪৯ সনের জুলাই (?) মাসে 'সংবাদ রসমুদ্গর' নামে সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। গুড়গুড়ে (গৌরীশঙ্কর) ভট্টচাযের 'রসরাজে'র সহিত মসিযুদ্ধের জন্যই ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন,—

"আষাঢ়, ১২৫৬।...শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংবাদ রসমুদ্গার নামক এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হয়।" *

কয়েক মাস পরেই—১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর হইতে কাগজখানিকে 'অর্দ্ধসাপ্তাহিকে' পরিণত করিবার প্রস্তাব হয়। ১৮৪৯, ২৬এ নভেম্বর 'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' পত্র লিখিয়াছিলেন :—

* "গত সম্বৎসরিক ঘটনা"—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।
পাদরী লং (*Returns* etc. 1859) এবং গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (নবজীবন, আষাঢ় ১২৯৩) 'গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর পরিবর্ত্তে 'ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর নাম দিয়াছেন।

"We are requested to announce that the....*Rasomudgar*, another periodical will from the 1st of next month, be published....twice a week."

কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যকর হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। রসমুদ্গর বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

মহাজনদর্পণ

১৮৪৯ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে জয়কালী বসু 'মহাজনদর্পণ' নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ—

"ভাদ্র, ১২৫৬।...শ্রীযুত বাবু জয়কালী বসু কর্ত্তৃক মহাজনদর্পণ নামক এক দ্রব্যমূল্যের পত্রিকা প্রকাশ হয়।" *

'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' পত্রও ১৮৪৯, ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিয়াছিলেন:—

"A Commercial paper in Bengallee, under the designation of 'Mahajun Durpun,' or the 'Merchant's Looking-glass' has just made its appearance, and is being published daily, at the low rate of two rupees per month ;.."

ইহা কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। বাংলায় বাণিজ্য-সংক্রান্ত পত্র বোধ হয় ইহাই প্রথম।

ভৈরবদণ্ড

১৮৪৯ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বারাণসী হইতে 'ভৈরবদণ্ড' প্রকাশিত হয়। ইহা সাপ্তাহিক পত্র। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন,—

"অগ্রহায়ণ, ১২৫৬।...বারাণসীতে বাগবাহার যন্ত্র হইতে 'ভৈরবদণ্ড' নামক এক পত্র প্রচার হয়।" †

কাগজখানি 'রসমুদ্গরে'র বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। স্থিতিকাল—অল্পদিন।

সংবাদ সজ্জনরঞ্জন

১৮৪৯ সনের শেষে (?) 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ,—

"পৌষ, ১২৫৬।...শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সংবাদ সজ্জনরঞ্জন নামক এক সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র প্রকাশ পায়।" ‡

পর বৎসর—১২৫৭ সালে—ইহাকে অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক রূপে দেখা যায়। ১৮৫৮ সনে ইহার প্রচার রহিত হয়। মধ্যেও একবার কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল বলিয়া গুপ্ত-কবি উল্লেখ করিয়াছেন।

১৮৬১ সনের জুন মাসে (আষাঢ় ১২৬৮) গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' পুনরায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬১, ১লা জুলাই তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে পাই,—

"এই আষাঢ় মাসে সজ্জনরঞ্জন নামে আর একখানি সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার আকার ভাস্কর পত্রের ন্যায়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পাদক। এই পত্র প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতি এই দুই দিন করিয়া প্রকাশ হইবে। ইহাতেও রাজনীতি ঘটিত বিষয় সকল লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদকের ব্যগ্রতা ও পত্রের নূতনত্ব নিবন্ধন প্রথম সংখ্যায় যে কিছু কিছু দোষ দৃষ্ট

* "গত সম্বৎসরিক ঘটনা"—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

† "গত সম্বৎসরিক ঘটনা"—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

‡ "গত সম্বৎসরিক ঘটনা"—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

হইয়াছিল, উত্তরোত্তর তাহা সংশোধিত দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে এ পত্রও দেশের শ্রেয়ঃসাধন করিবে।" *

বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী

১৮৪৯ সনের শেষে (?) বর্দ্ধমান হইতে 'বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ,—

"পৌষ, ১২৫৬।...বর্দ্ধমানে জ্ঞান প্রদায়িনী নামক...সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়।" †

ইহার স্থিতিকাল কয়েক বর্ষ; ১২৫৭ সালে 'অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক' রূপে বর্দ্ধমান জ্ঞান-প্রদায়িনীর উল্লেখ দেখিতেছি। বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কাগজখানি বাহির করেন।

বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়

'বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; ১২৫৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (১৮৫০ জানুয়ারি ?) রামতারণ ভট্টাচার্য্য প্রথম প্রকাশ করেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন,—

"পৌষ, ১২৫৬।...বর্দ্ধমানে...বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় নামক...সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়।" ‡

'বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়' ১৮৫২ সনের এপ্রিল মাসেও জীবিত ছিল। খুব সম্ভব এই কাগজ-খানিরই সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫২ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর (২৫ ভাদ্র ১২৫৯ বুধবার) 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা 'চন্দ্রোদয়' গত শনিবারাবধি পুনরায় উদয় হইয়াছে। বোধ হয় চন্দ্র রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষণাবধি আমারদের প্রতি পীযূষময় বিমল কিরণ বিতরণে আর বিরত হইবেন না।"

পাক্ষিক ও মাসিক পত্র

বিদ্যাদর্শন

স্বনামখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত এবং প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ ১৭৬৪ শকাব্দা আষাঢ় (১৮৪২, জুন-জুলাই)। মূল্য মাসিক ১৲।

'বিদ্যাদর্শন' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে,—

"সম্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য ইহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নদেশে প্রকাশ করিতেছি। এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদিলিখনে এক২ প্রকার নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।

এইক্ষণে কবিতার রীতি আমারদিগের ভাষায় উত্তম নাই, অতএব তাহার প্রতি অধিক যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধে সর্ব্বদাই সাধারণ লেখকদিগকে তর্কদ্বারা সাবধান করিব, এবং উত্তম২ কবিতা যিনি লিখিয়া প্রেরণ করিবেন তাহা অবশ্য আমার-দিগের বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।"

---

* ১৭৮৩ শক আষাঢ় মাসের 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' প্রকাশিত 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জনে'র সমালোচনাও দ্রষ্টব্য।

† "গত সম্বৎসরিক ঘটনা"—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

‡ "গত সম্বৎসরিক ঘটনা"—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

বিদ্যাদর্শনের ৪-৬ সংখ্যায় "শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ইউরোপ গমনকালীন পথিমধ্যে স্থান২ হইতে যে সকল পত্র কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন…ঐ সকল লিপির অনুবাদ" এবং ৩-৫ সংখ্যায় "রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত" প্রকাশিত হয়।

'বিদ্যাদর্শন' মাত্র ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াছিল।

'বিদ্যাদর্শন'-এর ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার :—সম্পূর্ণ ফাইল

মঙ্গলোপাখ্যান পত্র

১৮৪৩ সনের জানুয়ারি মাসে "The Evangelist মঙ্গলোপাখ্যান পত্র" শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার বাম দিকে ইংরেজী অংশ এবং ডান দিকে তাহার বঙ্গানুবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যার গোড়াতে যে 'ভূমিকা' মুদ্রিত হইয়াছে তাহা হইতে এই পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে,—

"এইক্ষণে আমরা যে পত্র ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু ও ভ্রাতৃগণের সম্মুখে অর্পণ করি তাহা বর্ত্তমান বৎসরের আরম্ভে শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশস্থ ডুবক [ব্যাপটিষ্ট] মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল। আমারদের চতুর্দ্দিকস্থ দেবপূজকেরদের পারমার্থিক ও সাধারণ মঙ্গলচেষ্টক ধর্ম্মোপদেশক ও ঈশ্বরপরায়ণ বন্ধুবর্গের সভাতে তাঁহারদের নানা স্থানহইতে আগমনের দ্বারা আমারদের পরমানন্দ জন্মিল এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি ফিরিয়াছে এবং অনেকে আপনারদের পরিত্রাণের পথ অন্বেষণ করিতেছে এই যে সম্বাদ তাঁহারা প্রকাশ করিলেন তদ্দ্বারা আমারদের অন্তঃকরণ আরো আনন্দিত হইল। তাহাতে সুতরাং আমারদের এতদ্দেশীয় ভ্রাতারা যাহাতে অনুগ্রহ এবং আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞানেতে বৃদ্ধি পান এই নিমিত্ত আরো উপায় স্থির করিতে উদ্যুক্ত ছিলাম যেহেতুক এইক্ষণে আপন২ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও শিক্ষক ব্যতিরেকে তাহারদের জ্ঞান প্রাপণের অন্য কোন উপায় প্রায় নাই।

এই অভিপ্রায়েতে অনেক প্রকার গুরুতর প্রস্তাব করা গিয়াছিল তন্মধ্যে আমরা বোধ করিলাম যে বাঙ্গলা ভাষাতে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করা সদুপায় বটে। ঐ সম্বাদ পত্রের দ্বারা এই দেশীয় আমারদের ভ্রাতারা মঙ্গল সমাচারের বৃদ্ধির এবং ভারতবর্ষ ও জগতের অন্যান্য স্থানীয় মণ্ডলীর বিষয়ে সকল গুরুতর সম্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন…।"

মঙ্গলোপাখ্যান পত্র ১৮৪৫ সন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। "৩ বালম। ১৮৪৫। নবেম্বর ডিসেম্বর। ৩৫, ৩৬ নম্বর" যুগ্ম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিলেন,—

"সম্পাদকের উক্তি।—অনবকাশপ্রযুক্ত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের পত্র উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ হইতে পারিল না। এইক্ষণে দুই মাসের একত্র প্রকাশ হওনের অভিপ্রায় যে ১৮৪৫ সালের পুস্তক সাঙ্গ করি। সেই অনবকাশপ্রযুক্ত আমারদের এই পত্রের সম্পাদকতা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল।…

পরন্তু এই দেশীয় পাঠক মহাশয়েরা বোধ করিবেন না যে আমারদের ধর্ম্মবিষয়ক সম্বাদ প্রাপণের অন্য উপায় নাই। যেহেতুক বোধ হয় ১৮৪৭ সালের আরম্ভ অবধি মঙ্গলোপাখ্যান পত্রের সমাভিপ্রায়ক অন্য পত্র বাঙ্গলা ভাষাতে প্রকাশ হইবে।"

পাদরি লং লিখিয়াছেন, 'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র' সম্পাদন করিতেন—জে. রবিনসন।

'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র'র ফাইল।—

কলিকাতা, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—সম্পূর্ণ ফাইল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

১৮৪৩ সনের ১৬ই আগষ্ট (১লা ভাদ্র ১২৫০) আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই মাসিক পত্রখানি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই তারিখের 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' পত্রে পাইতেছি :—

"তত্ত্ববোধিনী সভা।—আমরা অবগত হইলাম যে আগত ভাদ্র মাসাবধি উক্ত সভা হইতে এক মাসিক পত্র প্রকাশিত হইবেক, তাহাতে সভার বিবরণ এবং সভার বৈঠকে সভ্যদিগের পরমার্থ বিষয়ক রচনা এবং ৺রামমোহন রায়ের সংগ্রহের স্থূল

তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইবেক। আমরা আশ্বাস করি পরমেশ্বর প্রসাদাৎ উক্ত সভার সভ্য মহাশয়দিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক।"

প্রথম বারো বৎসরের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি
এশিয়াটিক সোসাইটি
} অসম্পূর্ণ ফাইল।

কায়স্থ কৌস্তুভ

এই পুস্তকখানি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৪৪ সনের ১৭ই জুলাই তারিখে। প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

কায়স্থ কৌস্তুভ
অর্থাৎ
কায়স্থ উৎপত্তির বিবরণ,
এবং
তাহারদিগের ক্রিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষায় বহু পণ্ডিত
সম্মত মীমাংসা দ্বারা প্রকাশিত হইল,
এবং
নানা শাস্ত্র হইতে
প্রমাণ শ্লোক সকল অবিকল লিখিত হইল।
১ সংখ্যা
শ্রীরাজনারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত।···
শকাব্দাঃ ১৭৬৬ সন ১২৫১ শাল ৩ শ্রাবণ।

দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশকাল—১১ মার্চ্চ ১৮৪৫। ২৯ ফাল্গুন ১২৫৫ সাল। এই সংখ্যার ভূমিকায় প্রকাশ :—

"মনুষ্যের স্বীয় স্বীয় জাতীয় ধর্ম্ম সনাতন হয়, ঐ স্বধর্ম্ম নাশ হইলে নরকে নিয়ত বাস করেন।···কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা (১) প্রথম সঙ্খ্যক কায়স্থকৌস্তুভ গ্রন্থে নিশ্চয় প্রকাশ করা গিয়াছে, এইক্ষণে এই (২) দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থে ঐ প্রথম ভাগের পোষকার্থে ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করণার্থে শাস্ত্রের বচন সকল শাস্ত্রাধীন যুক্তি দ্বারা কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহাই দৃঢ়রূপে পণ্ডিতদিগের বোধার্থে এবং সন্দেহ ভঞ্জনার্থে প্রকট করা যাইতেছে।"

'কায়স্থ কৌস্তুভে'র তৃতীয় সংখ্যার তারিখ—১২৫৫, বৈশাখ ২৪, ইংরেজী ১৮৪৮।

'কায়স্থ কৌস্তুভ'-এর ফাইল।—

শ্রীরামকমল সিংহ :—১-৩ সংখ্যা।
রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :— ২-৩ সংখ্যা।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

১২৫২ সালের "মকর সংক্রমণ দিবস" (১২ই জানুয়ারি ১৮৪৬) হইতে 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' পাক্ষিক পত্র রূপে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ৭ই মাঘ (১৯এ ফেব্রুয়ারি) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।—পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিবেক নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্র গত মাসাবধি প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহার স্থূলাভিপ্রায় অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম সপক্ষতা বিষয় চন্দ্রিকা পত্রে ব্যক্ত করিয়াছি সম্প্রতি ঐ পত্রের তৃতীয় সংখ্যা আমারদিগের হস্তাগত হইয়াছে তদবলোকনে তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া গেল যে তৎপত্রের সম্পাদক বাহ্বাস্ফটোনপূর্ব্বক নাস্তিকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন… ।"*

নন্দকুমার কবিরত্ন এই কাগজখানির সম্পাদক ছিলেন। দশ বৎসর পাক্ষিক রূপে চলিয়া 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' মাসিক পত্রে পরিণত হয়। সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"পাঠকবর্গের প্রতি সাতিশয় বিনয় দ্বারা নিবেদন করিতেছি, এই বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ মাসাবধি (১২৬৩ সাল) নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা মাসে একবার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।"†

'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা'র ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি	চন্দননগর লাইব্রেরি	কোন কোন বৎসরের
কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	ফাইল।

সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা

১৮৪৬ সনের মে মাসের সংবাদপত্রে কলিকাতায় সত্যসঞ্চারিণী সভার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হইয়াছিল। এই বেদান্ত-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন—রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়।‡ এই সভার মুখপত্র ছিল 'সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা'। পত্রিকাখানি পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৪৬ সনের ২৭এ আগষ্ট তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে দেখিতেছি,—

"Thursday, August 20.—We have been favoured with the first number of a Native paper, the Suttusuncharinee, which has just issued from the Press. It is established by a portion of the large and increasing body who may be designated Hindoo Deists, who have been raised by education above the puerilities of idolatry,—the outward observances of which, however, they have not the moral courage to discard,—but instead of embracing the truths of the Gospel, have taken refuge in Vedantism."

'সত্যসঞ্চারিঞ্চণী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন শ্যামাচরণ বসু। ১৮৪৭, ১৪ই নভেম্বর সম্পাদকের মৃত্যু হইলে সত্যসঞ্চারিণীও বন্ধ হইয়া যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

"হিন্দুকালেজের প্রধান গণিত ছাত্রীয় বৃত্তিধারী সুশিক্ষিত ছাত্র বাবু শ্যামাচরণ বসু নিদারুণ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া ২৯ কার্ত্তিক [১২৫৪] শনিবার দিবসে লোকান্তর গত হয়েন, শ্যামাচরণ বাবু সংবাদপত্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, বিশেষতঃ

* ১৮৪৬, ১৩ই জানুয়ারি (মঙ্গলবার) 'বেঙ্গল হরকরা' পত্র লিখিয়াছিল :—"A Bengalee paper styled *Nityo Dhurmanoo Runjeeka* was isssued from a Native Press on Sunday last. Its principal object is to support the popular religion of the Hindoo, and oppose tooth and nail the spread of Vedantism or any creed other than the one it advocates. It is a bimonthly publication and will be distributed gratis to both the Laity and Clergy among the Hindoos...."

† 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩০৭।

‡ The *Friend of India* for May 14, 1846

এই প্রভাকর পত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহ করিতেন, তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে ও রচনা দৃষ্টে তাবতেই তুষ্ট হইতেন, তিনি সাধারণ হিতজনক সকল বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগী ও স্বভাবতঃ অতি সুশীল, সুধীর দয়ালু এবং নির্ব্বিরোধী ছিলেন, উক্ত বাবু সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা প্রচার দ্বারা জগন্ময় সুখ্যাতি বিস্তার করিয়াছিলেন।"*

জগদ্বন্ধু

সীতানাথ ঘোষ, ব্রজলাল কারফরমা এবং উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি হিন্দুকলেজের কয়েক জন শিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ১২৫৩ সালে (১৮৪৬-৪৭) 'জগদ্বন্ধু' নামে একখানি মাসিকপত্রের জন্ম হয়। সীতানাথ ঘোষ এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন—

"মাঘ, ১২৫৪।...হিন্দুকালেজের প্রধান গৃহের ছাত্র জগদ্বন্ধু পত্রের সম্পাদক বাবু সীতানাথ ঘোষ অল্প বয়সে বিবাহের ফল বিষয়ে উত্তম এসে লেখাতে মৃত হেয়ার সাহেবের ফণ্ড হইতে এক শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।"†

কেদারনাথ মজুমদার ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ২৭৭) লিখিয়াছেন—

"...এই পুরস্কার প্রাপ্তিই তাঁহাকে [সীতানাথ ঘোষ] একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া তাহার সম্পাদক হইতে প্রলুব্ধ করে। ফলে উক্ত সীতানাথ ঘোষ ও তাহার কতিপয় বন্ধুর চেষ্টায় এই 'জগদ্বন্ধু' বাহির হয়।"

কিন্তু উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পুরস্কারপ্রাপ্তির অনেক আগেই সীতানাথ 'জগদ্বন্ধু'র সম্পাদক হইয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু দুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

উপদেশক

ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে, জে. টমাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত, এই মাসিকপত্রখানি ১৮৪৭, জানুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ছিল দুই আনা। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যার গোড়ায় এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"আভাষ। মঙ্গলোপাখ্যান নামে যে পত্রিকা কএক বৎসর পর্য্যন্ত মাসে মাসে ছাপা হইত, তদ্দ্বারা বঙ্গ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পারমার্থিক জ্ঞানপ্রদানাদি অধিক উপকার লাভ করিত। সম্প্রতি সেই পত্রিকা সম্পাদকের অবকাশাভাব হেতুক স্থগিত হইল, ইহাতে অনেকে মনে দুঃখিত হইয়াছে, এই কারণে পুনরায় ঐ প্রকার এক পত্রিকা মাসে মাসে ছাপাইতে স্থির করা গেল।"

'উপদেশক' সম্পাদন করিতেন—ওয়েঙ্গর সাহেব।‡

'উপদেশক'-এর ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা :—১৮৪৭-৪৯ ; ১৮৫২-৫৩।
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা :— ১৮৪৭-৫৬।

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।
† "সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।
‡ The *Friend of India* for February 4, 1847.

দুর্জ্জন দমন মহানবমী

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি (২৮ মাঘ ১২৫৩)।* প্রথম সংখ্যার গোড়াতেই এই পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে; তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...ধর্ম্ম বিষয়ক বহুবিধ মতের আন্দোলনে কোনমতে মতস্থির নাই, বুদ্ধি ও মনের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মিয়া নাস্তিকতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সকলেই পরস্পর মত স্থাপক হইতে চাহেন,—কোন২ ব্যক্তি অভিপ্রায় মত ধর্ম্মযাজন করাইয়া আপনি ধর্ম্মোপদেশক রূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন,—তদতিরিক্ত কেহ২ স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইতেছেন কেহবা ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির যজ্ঞোপবীতি দানে প্রবর্ত্ত, কোন২ মহাত্মারা স্ত্রীলোকের দিগকে স্বাধীনা করিতে উৎসাহী, কেহবা বিধবার বিবাহেতেই ব্যতিব্যস্ত কেহ২ পিতামাতার সহিত অনৈক্যতায় বিপরীত পথানুগামী হইয়া স্ব স্বজাতীয় ধর্ম্মপ্রতি দ্বেষ করত কর্ম্মকাণ্ডের পথে একে কালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন,—এরূপ ধর্ম্ম বিহিংসক জনগণেতে পরিপূর্ণ হইয়া এই মহাগুণান্বিত নগর সংপ্রতি দোষের আকর বলিয়া খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন, অতএব সর্ব্বদোষনিধি দুর্জ্জনদিগের দমন নিমিত্তে দুর্জ্জন দমন মহানবমী নামে এই পত্র প্রকাশ করিতেছি, প্রত্যাশা করি এতৎপত্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দৃদৃক্ষু ব্যক্তিরা অবশ্যই মনে প্রীতিযুক্ত হইবেন প্রাকৃত ভাষায় ভাষিত বোধে অমনোযোগ করিয়া এ অকিঞ্চনের আশার আশাকে হতাশ করিবেন না,...। সম্পাদক শ্রীমথুরামোহন দাস গুহস্থ।"

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র প্রত্যেক সংখ্যার কণ্ঠদেশে এই শ্লোকটি দেওয়া আছে :—

ধর্ম্মবিহিংসক দ্বিপদ পশূনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী॥

ইহা প্রথমে মাসে একবার বাহির হইত। দ্বিতীয় সংখ্যায় (১১ই মার্চ্চ ১৮৪৭) প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি হইতে তাহা জানা যাইবে :—

"এই দুর্জ্জন দমন মহানবমী পত্রিকা প্রকাশের নিয়মিত দিবস স্থির করা যায় নাই, মাসের মধ্যে এক দিবস ইচ্ছামত প্রকাশ করা যাইবেক, মূল্য।০ চারি আনা পরিমাণে স্থৈর্য্য হইয়াছে, পরে গ্রাহকের বৃদ্ধি বুঝিয়া মাসে বারদ্বয় প্রকাশ হইবেক,...।"

পঞ্চম সংখ্যা (৭ই জুন) হইতে 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' মাসে দুইবার প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম কয়েক সংখ্যার তারিখ দিতেছি :—

১ সংখ্যা	২৮ মাঘ ১২৫৩		
২ ,,	২৮ ফাল্গুন ,,	—	১১ মার্চ্চ ১৮৪৭
৩ ,,	২৮ চৈত্র ,,	—	৯ এপ্রিল ,,
৪ ,,	২৭ বৈশাখ ১২৫৪	—	৯ মে ,,
৫ ,,	২৫ জ্যৈষ্ঠ ,,	—	৭ জুন ,,
৬ ,,	৯ আষাঢ় ,,	—	২২ ,, ,,
৭ ,,	২৩ ,, ,,	—	৬ জুলাই ,,
৮ ,,	৭ শ্রাবণ ,,	—	২২ ,, ,,
৯ ,,	২১ ,, ,,	—	৫ আগষ্ট ,,

* কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সমসাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ৩১০ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন :—"১২৫৪ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৪৭, ২৮ মে) হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রচারিত হয়।"

চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ঠাকুরদাস বসু এই পত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। পঞ্চম সংখ্যায় (৭ জুন) নিম্নোদ্ধৃত 'বিজ্ঞাপন'টি মুদ্রিত হইয়াছে :—

"সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এতৎ পত্রের প্রথম সংখ্যাবধি এপর্য্যন্ত শ্রীযুত মথুরামোহন গুহ সম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিয়মানুসারে পত্র সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন এইক্ষণে তাঁহার সাহায্য করণার্থ শ্রীযুত ঠাকুরদাস বসু সংসহকারি সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন যাঁহারা এই পত্র গ্রহণেচ্ছা করিবেন তাঁহারা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে অথবা গরানহাটা রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ৮নং বাটীতে উক্ত সম্পাদকদিগের নিকট অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন এবং অদ্যাবধি উভয় সম্পাদকের নামে বিল ইত্যাদি সাক্ষরিত হইবেক ইতি—

সম্পাদক শ্রীমথুরামোহন দাসগুহ।
ও শ্রীঠাকুরদাস বসু।"

একাদশ সংখ্যায় (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭) প্রকাশিত 'বিজ্ঞাপন'-পাঠে জানা যায় ঠাকুরদাস বসুই শেষে 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র সম্পাদক ও একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন :—

"এতদ্দ্বারা পাঠকবর্গ সমীপে বিনয় পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এতৎ পত্রের দ্বিতীয় সম্পাদক শ্রীযুত বাবু মথুরামোহন গুহ কোন বিশেষ প্রয়োজনাধীন স্বীয় অর্দ্ধাংশ স্বত্বাধিকার আমার প্রতি অর্পণ পূর্ব্বক পদত্যাগ করিলেন আমি এক্ষণে সমুদায় ভার গ্রহণ করত অদ্য হইতে পত্রিকা সম্পাদন করণে প্রবর্ত্ত হইলাম এই পত্রিকা একাল পর্য্যন্ত মাসিক বারদ্বয় প্রতিনবমী তিথিতে প্রকাশিতা হইয়াছে কিন্তু তদ্দিনে আমার অনবকাশ প্রযুক্ত এক্ষণে পূর্ব্ববৎ যাবদীয় নিয়মের সহিত প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় প্রকটিতা হইবে ...।"

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পাঠে সুরুচির একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা গালিগালাজ ও অশ্লীলতা দোষে পূর্ণ।

প্রায় চার বৎসর চলিয়া ১২৫৭ সালে ইহার প্রচার রহিত হয়।

'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, কলিকাতা :—১৭শ সংখ্যা ছাড়া প্রথম পঞ্চাশ সংখ্যা (৭ এপ্রিল ১৮৪৯)।

হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়

এই মাসিক পত্রখানি ১৮৪৭ সনের এপ্রিল (?) মাসে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

"১২৫৪, বৈশাখ। বিষ্ণু সভা সম্পাদক ধার্ম্মিকপ্রবর হরিনারায়ণ গোস্বামি মহাশয় হিন্দু-ধর্ম্ম চন্দ্রোদয় পত্র প্রকটন করেন।"*

ইহার স্থিতিকাল এক বর্ষ বলিয়া জানা যায়।

আক্কেলগুড়ুম

১২৫৪ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৮৪৭ ?) 'আক্কেলগুড়ুম' প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

"১২৫৪, পৌষ। ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 'আক্কেল গুড়ুম' নামে এক পত্র প্রকাশ হইয়া অনেক্‌কেই আক্কেলগুড়ুম মক্কেল চাক দেখাইতেছে।"†

* "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

† "সন ১২৫৪ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫ (১২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহাকে পাক্ষিক পত্র বলিয়াছেন কিন্তু 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশিত "তিরোধান প্রাপ্ত" সাপ্তাহিক পত্রের তালিকায় ব্রজনাথ বন্ধু-সম্পাদিত 'আক্কেল-গুড়ুম'-এর নাম দেখিতেছি। কাগজখানি চারি মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা

'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র ১৮৪৯, জুন মাসে প্রকাশিত হয়। 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখিয়াছিলেন,—

"প্রভাকর যন্ত্র হইতে একখানি মাসিক পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়া আমারদিগের নিকট আসিয়াছে তাহার নাম 'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা' আমরা তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি, সম্পাদকেরা গৌড়ীয় সাধু ভাষায় আপনারদিগের উৎকৃষ্টাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদি প্রতিজ্ঞানুরূপ লিখিতে পারেন তবে অবশ্য যশস্বী হইবেন...আমরা উক্ত পুস্তক হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম...

এই চরাচর জগন্মণ্ডলে বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম ও তত্তৎ ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশক বহুতর পত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু সত্য ধর্ম্ম ঐ সমগ্র ধর্ম্মের মূলীভূত হইয়াছে, এই মূল ধর্ম্মের প্রকাশক কোন পত্র ছিল না, তাহাতে সত্যধর্ম্মপরায়ণ জনগণের উৎসাহ অতি অনুন্নত থাকাতে আমরা বিশেষ যত্নবন্ত হইয়া এই 'সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা' নাম্নী অভিনব পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি, এতদ্দ্বারা সাধারণে নিজ২ মনোমন্দিরে সত্য রূপ জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বকর্ত্তাকে অধিষ্ঠিত করিয়া পাপ রূপ প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবেন।"*

গোবিন্দচন্দ্র দে এই মাসিক পুস্তকের সম্পাদক ছিলেন এবং ইহার মাত্র একখানি সংখ্যা বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

কৌস্তুভ কিরণ

১৮৪৯ সনের আগষ্ট মাসে 'কৌস্তুভ কিরণ' নামে মাসিকপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন,—

"ভাদ্র, ১২৫৬। শ্রীযুত ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক কৌস্তুভ কীরণ নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশ পায়।"†

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও ইহাকে "মাসিকপত্র" বলিয়াছেন। কিন্তু 'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' ইহাকে "bi-monthly" বলিয়াছেন। ১৮৪৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' পত্রে প্রকাশ,—

"In the course of last week, two new publications in Bengalee have reached our hands :—the one, a lithographed weekly...the *Varanasi Chandrodaya*,—... and the other a printed bi-monthly periodical under the title of *Kaustabha Kirana*. Its object is to inform the native community, who are unacquainted with the different ramifications of Sanscrit learning, of the nature and extent of those sciences and arts which their ancestors cultivated with so much success...."

কাগজখানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজনারায়ণ মিত্র। ইহা দুই বৎসর পরে ১২৫৮ সালে বন্ধ হইয়া যায়।

* সম্বাদ ভাস্কর, ১৮৪৯, ২৩ জুন (১০ আষাঢ় ১২৫৬), পৃ. ১০৫-০৬।

† "গত সম্বৎসরিক ঘটনা"—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।

সংবাদ রসরত্নাকর

১৮৪৯ সনের শেষে (?) 'সংবাদ রসরত্নাকর' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ,—

"পৌষ, ১২৫৬।...শ্রীযুত বাবু যদুনাথ সেন [পাল] কর্ত্তৃক 'রসরত্নাকর' নামক একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশারব্ধ হয়।"*

প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহা কিছুদিন বন্ধ থাকে। ১৮৫০ জুন মাসে ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেই সম্পর্কে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন,—

"সংবাদরসরত্নাকর। উক্ত নামিকা পত্রিকার এক সংখ্যা মাত্র পূর্ব্বে প্রকাশ পায়, এক্ষণে তাহা পুনঃ প্রচলন হওনার্থ দ্বিতীয় সংখ্যা হিন্দু কালেজীয় ছাত্র শ্রীযুত বাবু যদুনাথ পাল প্রকাশ করিয়াছেন। পত্র প্রতি পক্ষে প্রকাশ হইবেক, পরিমাণ সংখ্যা প্রতি অকটেবো ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০ মাত্র, সম্পাদকের লেখা ভাল, বাসনা উত্তম।..."†

সাময়িক পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি

১২৫৭ সালের ২রা বৈশাখ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র হইতে নিম্নলিখিত তালিকাটি উদ্ধৃত হইল।—

"নিম্নলিখিত সংবাদ পত্র গত বর্ষের [১২৫৬ সালের] পূর্ব্বাবধি চলিত আছে ও গত বৎসরের মধ্যে নূতন প্রকাশারম্ভ ও প্রকাশ রহিত হইয়াছে--

পূর্ব্বাবধি চলিত পত্র

প্রাত্যহিক :—১। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ২। সংবাদ প্রভাকর
দিনান্তরিক :— ৩। সংবাদ ভাস্কর ৪। সংবাদ রসসাগর
অর্দ্ধ সাপ্তাহিক :—৫। সমাচার চন্দ্রিকা ৬। সম্বাদ রসসাগর [রসরাজ ?]
সাপ্তাহিক :— ৭। গবর্ণমেণ্ট গেজেট ৮। সংবাদ সাধুরঞ্জন
৯। জ্ঞান-সঞ্চারিণী ১০। সংবাদ রসমুদ্গার ‡ ১১। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ
অর্দ্ধ মাসিক :— ১২। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ১৩। দুর্জ্জন দমন মহানবমী
মাসিক :— ১৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৫। উপদেশক

গত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পত্র

সাপ্তাহিক :—১। সজ্জন-রঞ্জন ২। বারাণসী চন্দ্রোদয় ৩। বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়
৪। বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী ৫। মহাজন দর্পণ § ৬। সংবাদ রসরত্নাকর ৭। ভৈরবদণ্ড
মাসিক :— ৮। কৌস্তুভকিরণ

গত বৎসরের মধ্যে প্রকাশ রহিত পত্র

১। সমাচার জ্ঞানদর্পণ ২। মহাজন দর্পণ ৩। সংবাদ মুক্তাবলী
৪। সংবাদ সুজনবন্ধু ৫। সংবাদ ভৃঙ্গদূত ৬। সংবাদ অরুণোদয়
৭। সংবাদ কৌস্তুভ ৮। সংবাদ জ্ঞানচন্দ্রোদয় ৯। সংবাদ রসরত্নাকর

উপরোক্ত তালিকায় গত ১২৫৬ সালের পূর্ব্বাবধির চলিত ১৫ খানি পত্র এবং ঐ বৎসরের মধ্যে আরব্ধ ৮ খানির মধ্যে ২ খানি ['মহাজন দর্পণ' ও 'সংবাদ রসরত্নাকর'] রহিত হওয়া ব্যতীত ৬ খানি সমুদয়ে ২১ পত্র

* "গত সম্বৎসরিক ঘটনা"—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২ বৈশাখ ১২৫৭ (১৩ এপ্রিল ১৮৫০)।
† সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৮ আষাঢ় ১২৫৭ (১ জুলাই ১৮৫০)।
‡ ইহা ১২৫৬ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়।
§ ইহা 'দৈনিক'রূপে প্রথমে প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ পরে 'সাপ্তাহিক' পত্রে পরিণত হইয়াছিল।

চলিত রূপে গণনা করা যায়, এতাবৎ সংখ্যক পত্রই ১২৫৫ সালের শেষেও দৃষ্ট হইয়াছিল ইহাতে সাধারণ বিবেচনায় সমাচার পত্রের অবস্থা গত ও তৎপূর্ব্ব বর্ষে তুল্য বোধ হয়, কিন্তু গত বৎসরের প্রকাশারব্ধ ও প্রকাশ রহিত উভয় তালিকার তুলনায় দৃষ্ট হয়, নগরীয় কয়েক পত্র অবসন্ন হইলেও তৎপরিবর্ত্তে ঘোরান্ধকারাবৃত মফঃসলে কয়েক পত্র প্রকাশ হইয়া তত্তৎস্থানে জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রকাশারম্ভ করিয়াছে।"

অপ্রকাশিত সাময়িক পত্র

১। সমাচার কল্পতরু

এই (দ্বিসাপ্তাহিক ?) পত্রখানি প্রকাশের সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। ১৮৪৬ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে দেখিতেছি,—

"...আমি অল্পমতি হইয়াও অনেকের উপকার সম্ভাবনায় 'সমাচার কল্পতরু' নামক সম্বাদ পত্র সম্পাদনে ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছি তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা আমাকে উপহাস না করিয়া আনুকূল্য পরায়ণ হইবেন। এই অভিনব সম্বাদ পত্র রাজ শাসন বিষয়ক মূল ব্যবস্থা এবং তৎ শাখা পল্লবাদি ও নানা দেশীয় নূতন২ সম্বাদাদিদ্বারা পরিপূর্ণ হইবেক, কদাপি কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়োক্তি বা কটূক্তি লেখা যাইবেক না,...। শ্রীহরিনারায়ণ শিরোমণি সম্পাদক।"

২। প্রসাদপুরাণ

অসমীয় ভাষার 'অরুণোদয়' নামক মাসিক পত্রের ১৮৪৬, আগষ্ট সংখ্যায় নিম্নলিখিত অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল,—

"কলিকাতাত কোনো বঙ্গালি বাবুবিলাকে প্রসাদ পুরান নামে এক নতুন সমাচারদর্পণ চাপিবলৈ ধরিচে।"*

'প্রসাদপুরাণ' নামে কোন কাগজ বাহির হইয়াছিল বলিয়া আমার জানা নাই।

১৮৪৭ সনের ১৮ই মার্চ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে আছে —

"Tuesday, March 16.—The papers inform us that a new Bengalee paper entitled the 'Destroyer of Hindoo Idolatry', the object of which is to ridicule the worship of images, will shortly be issued from one of the Native Presses, and be distributed gratis among the native reading public. It is intended to counteract the influence of another paper recently set up by the orthodox, in order to support the popular superstitions."

১৮৪৮ সনের ১৯এ সেপ্টেম্বর (৫ আশ্বিন ১২৫৫) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর'-পাঠে দুইখানি সাময়িক পত্র প্রকাশের আয়োজনের কথা জানা যায়।—

৪। হিন্দু ক্রোণিকেল

"কোন বিশ্বাসি ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগতি হইল, এতন্নগরস্থ কতিপয় বিদ্যোৎসাহি যুবা হিন্দু চন্দ্রিকা যন্ত্র হইতে 'হিন্দু ক্রোণিকেল' নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকটন করিবেন, ঐ পত্র ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইবেক, বোধ হয় দুর্গা পূজার পরেই প্রকাশ হইতে পারে, কারণ তদর্থে প্রায় তাবদ্বিষয় প্রস্তুত হইয়াছে, আমরা তাহার অনুষ্ঠানপত্র দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইলাম, যেহেতু তাহা সদভিপ্রায় সম্বলিত ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় অতি উৎকৃষ্টরূপে প্ররচিত হইয়াছে, সম্পাদকদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, এইক্ষণে প্রকাশ করণে প্রয়োজন করে না, পত্র প্রকটিত হইলেই সকলে জানিতে পারিবেন, এতন্মাঙ্গলিক ব্যাপারের অনুষ্ঠানে সকলেই আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন, কারণ মেং মার্সম্যান সাহেব ভগবতীর খর্পরে সমাচার দর্পণ অর্পণ করিলে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই

* "আসামের পত্র-পত্রিকা"—শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪, পৃঃ ৭৪।

তর্পণ পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছিল। বাঙ্গাল স্পেক্টেটর পত্র কিছুদিন সুনিয়মে নিষ্পাদিত হইয়া পরিশেষ উপযুক্ত রূপ সাহায্য বিরহে রহিত হইল, অপিচ জ্ঞানাঞ্জন সম্পাদক মহাশয় জ্ঞানাঞ্জন পত্রকে সজ্জনগণের মনোরঞ্জন ও নয়নাঞ্জন স্বরূপ করিতে না পারিয়া বাণিজ্য কার্য্যের বিপদ রূপ প্রভঞ্জনের প্রভাবেই পলায়ন করিলেন, সুতরাং অধুনা ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় একখানা পত্র প্রচারিত থাকা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, এবং ইহাতে সাধারণের বিশেষ সাহায্য করা অতি কর্ত্তব্য।..."

৫। জ্যোতির্ম্ময়

"কতিপয় বন্ধুর দ্বারা অবগত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ভবানীপুরস্থ কয়েকজন দেশহিতৈষি যুবক বন্ধু 'জ্যোতির্ম্ময়' নামক এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করণের কল্পনা করিতেছেন, ঐ পত্র কেবল সুসাধু বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়া উদিত হইবেক, সম্পাদকেরা নানাবিধ উত্তম২ রচনা রূপ জ্যোতির্দ্বারা 'জ্যোতির্ম্ময়কে' প্রকৃত জ্যোতির্ম্ময় করণের মানস করিয়াছেন,...শুনিতেছি ভবানীপুরের 'সুজন বন্ধু' যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইবেক,...।"

৬। দি হিন্দু ষ্টাণ্ডার্ড

১৮৪৯ সনের ২১এ মে তারিখে 'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"We are given to understand that a new bi-lingual journal, to be called the *Hindu Standard*, and published in English and Bengallee, will make its appearance early in next month. It is to be a weekly publication,..."

৭। কলিকাতা বার্ত্তাবহ

১৮৪৯ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর 'হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সার' পত্র লিখিয়াছিলেন,—

"...'*Mahajan Durpun*'...has just made its appearance, and is being published daily,...while another daily journal in the native language to be entitled the Calcutta '*Bartabaha*' or '*Intelligencer*' and issued from the *Gyan Sancharini* Press, is shortly to be started at the very cheap price of 8 annas a month. This will give Calcutta four indegenous daily papers, .."

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও জাগের গান

আজ ১৬ বৎসর হইল শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশিত হইবার পর হইতেই ইহা প্রামাণিক কি না, সে কথা লইয়া পণ্ডিত-সমাজে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। বাসলীর গণভুক্ত যে চণ্ডীদাস ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তিনি কি আমাদের দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের সুপরিচিত চণ্ডীদাস? একে তো গ্রন্থ মূল না অনুবাদ মাত্র, নিছক কল্পনায় ইহার উৎপত্তি না সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিফলনে, তাহা লইয়াই যথেষ্ট বিতণ্ডা; তাহার উপর আবার গ্রন্থকার তো বড় চণ্ডীদাস,—কোন্ পদাবলীর কোন্ চণ্ডীদাস? কারণ, পদাবলীর মধ্যেও কত চণ্ডীদাসের রচনা আছে, দীন, বড়ু, তরুণীরমণ ইত্যাদি। অন্য আপত্তিও আছে;—ইহাতে আদিরসের অতিমাত্র বাড়াবাড়ি আছে, কবির পাণ্ডিত্যে ও কল্পনা-কৌশলে তাহা কোথাও কোথাও একটু আধটু উজ্জ্বল হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহাকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি? ইহার আদিরসের বাড়াবাড়ি যে অস্বাভাবিক! একটি মাত্র পুথি সম্বল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রণ হইয়াছে, তাহার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান চাই, ইহাও বিবেচ্য; তাহার উপর আবার যখন গ্রন্থে অনুবাদের ছড়াছড়ি আছে, তখন দেশের মাটীতে ইহার মূল কত দূর নিহিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে।

এইরূপ নানা সন্দেহে ও ঘটনা বৈচিত্র্যে আমরা কাব্যের প্রকৃত স্বরূপ হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই যে, পদাবলী ছাড়িয়া দিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রীতি আমাদের সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে এবং উত্তরবঙ্গে—দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলায়—সংগৃহীত পল্লীগাথায়ও এই ভাবের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত কৃষ্ণধামালীর নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, এই কথার প্রমাণের জন্য আমি দিনাজপুরের ধামালী সঙ্গীত ও রঙ্গপুরের জাগের গান হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। আর যাহাই হৌক, আলোচ্য পুস্তক বঙ্গ সাহিত্যে অসংলগ্ন, অসম্বদ্ধ, খাপছাড়া ব্যাপার নহে।

যাঁহারা 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' পড়িয়াছেন, তাঁহারা তো জানেনই যে, বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাঙ্গালা গান, যাহা কিনা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, তাহার মধ্যেও বহু স্থানে এমন সব কথা আছে, যাহাদের স্পষ্টার্থ বর্ত্তমান যুগের রুচিকে অতিমাত্রায় আঘাত করে। কিন্তু এই স্পষ্টার্থ প্রকৃত অর্থ নয়; পরলোকগত শাস্ত্রী মহাশয় 'বলি' 'বলি' করিয়াও ইহাদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া যান নাই। "আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচু অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা

খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়" (বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃঃ ৮)। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

৯ পৃঃ—তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী
কমল কুলিশ ঘাণ্ট করহুঁ বিআলী।
জোইণি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি
তো মুহ চুম্বী কমল রস পীবমি ॥

১২ পৃঃ—অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী ॥
(ঠিক এই কথাই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দেওয়া আছে)

কিংবা ১৯ পৃঃ—আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ ॥

৩৩-৪ পৃঃ—অহিণিসি স্তুরঅপসঙ্গে জাঅ
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ।
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো
খণহ ন ছাড়অ সহজ উন্মত্তো ॥

ইহাদের স্পষ্টার্থ যাহাই থাক, ইহাদের অভিপ্রায় যে গূঢ়, ইহাদের ভাষা যে আলো-আঁধারির ভাষা, অনভ্যস্ত পথিকের তাহাতে পদে পদে পদ-স্খলনের সম্ভাবনা। তত্ত্ব-দর্শী পাঠক এই সব আপাত স্থূলকথার মধ্য দিয়া গূঢ় সাধনার আভাষ পান এবং সেই আলোকে চলিতে শেখেন, অথবা যখন এই ধর্ম্ম মত জাগ্রত ছিল ও যাহাদের মধ্যে জাগ্রত ছিল, তখনও তাহাদের মধ্যে ইহার অভিপ্রেত অর্থ স্পষ্টার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সেইরূপ একটি প্রচ্ছন্ন যোগের কথা আছে কি না, সে বিচারে এখন প্রবৃত্ত না হইয়াও এ কথা বলিতে পারা যায় যে, আমাদের সাহিত্যে ধর্ম্মকথার সঙ্গে স্থূল ইন্দ্রিয়গত ব্যাপারের একটা বিরোধ তখনও হয় নাই,—এই প্রাচীনতম সাহিত্যে তো নিশ্চয়ই নয়, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে অশ্লীল বলিয়া, অনুবাদ মাত্র বলিয়া, অবহেলা করিতে আমরা কখনই পারি না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ধামালী গ্রন্থের পর্য্যায়ভুক্ত ; কাব্যে ধামালী কথাটার বার বার উল্লেখ আছে, এবং কয়েক স্থানে উল্লেখ হইতে ইহা যে রতি-সঙ্কেত-বিশেষ তাহাও দেখিতে পাই ; ইহাতে রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক বিপর্য্যয় ধরিয়া সম্ভোগ-বিরহ অতি স্থূল পর্দ্দায় দেখানো হইয়াছে। যাঁহারা গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই অভিযোগ (?) সমর্থন করিবেন এবং মূল চণ্ডীদাস অর্থাৎ পদাবলীর চণ্ডীদাসের সঙ্গে এই গ্রন্থকর্ত্তার যে ভাবগত পার্থক্য অত্যধিক, তাহাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন ; প্রচলিত পদাবলীর সঙ্গে ইহার ভাষাগত পার্থক্য যতটুকু, ভাবগত পার্থক্য তাহার চেয়ে আদৌ কম নহে। পরলোকগত সতীশবাবু উভয়ের মধ্যে ভাষার ব্যবধান অন্ততঃ তিন শতাব্দীর কম বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই, ভাবগত ও রসগত পার্থক্য যে আরও বেশী, তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

এখন, কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে যে স্থানে ধামালী শব্দটীর উল্লেখ আছে, তাহা পাঠকবর্গের নিকট ক্রমে ক্রমে উপস্থিত করিতেছি।

(১) না বুঝো রঙ্গ ধামালী।
না জাণো সুরতী কেলী।
বাহুড়িআঁ চল সে নিষধ বনমালী ॥ (তাম্বূল খণ্ড ; ২০ পৃঃ)

তারপর,

(২) সব গোপী ছাড়ী বনমালী।
মোরে কেহ্নে বোলএ ধামালী ॥ (দানখণ্ড, ৩৫ পৃঃ)

(৩) রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী। (৫১ পৃঃ)

(৪) ধামালী সহিত কাহ্নাঞিঁ বোলে তিখ বাণী। (৫২ পৃঃ)

(৫) হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী।
পরার পুরুষ সমে ধামালী না করী ॥ (৮৯ পৃঃ)

(৬) আহ্মে দুখমতী নারী আঠ কপালী।
আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ কাহ্নের ধামালী ॥ (৯৬ পৃঃ)

(৭) এত কাল আসি জাই করোঁ মো গোআলী।
কভোঁ হো আহ্মারে কেহো না বুইল ধামালী ॥ (১০৮ পৃঃ)

(৮) আপণ খাআঁ বোলে ধামালী ॥
সম্বন্ধ না মানে বনমালী ॥ (১১১ পৃঃ)

(৯) কাহারে বোলসি ধামালী। (১২৯ পৃঃ)

(১০) মতি খাআঁ মোরে তোএঁ করসি ধামালী। (১৫২ পৃঃ)

(১১) আঞ্চলে ধরিব আর বুলিব ধামালী। (বৃন্দাবনখণ্ড, ২২১ পৃঃ)

(১২) বারেক জিঅ তোঁ গোআলী।
আর না বুলিবোঁ ধামালী ॥ (বালখণ্ড, ২৮৮ পৃঃ)

(১৩) সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সঙ্গে কেলি।
মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী ॥ (রাধাবিরহ, ৩৫৭ পৃঃ)

ধামালী কথাটার অর্থ লইয়া সকলে গোলে পড়িয়াছেন। কারণ, ইহার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ বাহির করা আর অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া, একই কথা। বসন্তবাবু বলিয়াছেন, প্রাচীন সাহিত্যে ইহা ক্রীড়ার্থে অপেক্ষাকৃত অধিকবার প্রযুক্ত হইত, বিদ্যাপতিতে 'ধমারি' ও মাধব কন্দলির লঙ্কাকাণ্ডে 'ধেমালি' আছে। দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দ মঙ্গল, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে তিনি প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া অর্থ করিতেছেন, রঙ্গ রস, পরিহাস বাক্য। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে কথাটা 'ধামাল রাগিণী' হইতে উৎপন্ন এইরূপ দেখাইবার চেষ্টা আছে ; কিন্তু 'ধুমাল' বা 'ধুমার' তাল, রাগিণী নহে ; ধাব্<ধাবালী,<ধামালী,—ধাব্ অর্থ, দ্রুত পদক্ষেপ ; অথবা, ধমালী<ঢমালী<ঢঙ্গ, অর্থাৎ চতুরালী, শঠতা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শব্দকোষে অর্থ করা হইয়াছে, বালকের কৌতুকে দম্ভ প্রকাশ, সংস্কৃত দম্ভ হইতে চতুরালী, নাগরালীর মত নিষ্পন্ন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু 'ধামালি'কে দৈশিক বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, 'horseplay' 'sport' বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এই প্রাচীনতম

প্রয়োগগুলি হইতে মনে হয়, ধামালী কথাটার ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক, ইহার অর্থ—সম্পর্কবিরুদ্ধ রতি-সঙ্কেত বা তদ্বিষয়ক হাস্য-পরিহাস। অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীতে সতীশবাবু সেরূপ অর্থই করিয়াছেন,—"ধামালী <হিং ধামার (লে)—হোরি-লীলার উপযোগী গান; মাতামাতি।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কিছু ধামালী সংগ্রহ করা হইয়াছে; লেখক বা সংগ্রহকারক—শ্রীপদ্মলাল সিংহ, বাড়ী দিনাজপুরে। ইহার সংগ্রহের তিন ভাগ—প্রথম অধ্যায়ে অধিবাসী পদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উজানি বা বাসী পদ, তৃতীয় অধ্যায়ে সন্ন্যাস পদ। অধিবাসী পদের সংখ্যা ১৯, ইহারাই প্রকৃত ধামালী, ইহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া দুইটি পদ উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

ঘরে হেন শুনি আমরা মুরলের ধুনি।
ওরে কে যাবে জবুনার জলে হয়ে একাকিনী॥
ঘাটের কুলে রয়্হা রাধে দেখে চতুপাশে।
অপরূপ প্রচণ্ডের গাছ কে রোপিল ঘাটে॥
গাছ নয় গছালি নয় সুদায় রস মন।
বিন বায় হালায় গাছ প্রাণ কাইড়ে নয়।
এমন মহন রূপ কে আনিল দেশে।
(ওরে) অপরূপ প্রচণ্ডের গাছ কে রোপিল ঘাটে। (ওগো)
এমন প্রভু দেখি নাই বৃক্ষে বলায় রাশি।
রূপ হেরি ব্রজনারি প্রস্থ পানে চায়।
কঠিন হৃদয় প্রাণ কেন না বাইরায়॥

(২)

আইজ কেনরে সকালে গোবিন্দের বাসী বাজিল রে।
ওরে ঘরে রইতে দিল নারে বাজিলরে॥
যখন তমরা বলায়েন বাসী মন কহচে শুনিয়া আসি
বাসীতে বাজায় কুন বা বনেরে হে সকি॥
যখন তমরা বলায়েন বাসী তখন আমরা রন্ধন আন্ধি।
সিতা খড়ি চুলহায় দিয়া ধুয়ার কুণে কান্দি।
এথে ত বাসের বাসী পিতিলারে খোল।
আঙ্গুলের টিপত বাসী রাধা রাধা বোল শামে রে।
এথে ত বাসের বাসী দেশের মানুষ নয় শাম রে॥
আসে কি না আসে কানু কুন পন্থে রয় শাম রে॥
ধীয়ানের গুপি ধন করতে দিলে মন।
হেন কালে হইরা লইলে রাধার জীবন শাম রে॥

দিনাজপুর হইতে সংগৃহীত এই কানাই-ধামালীর মধ্যে স্থূল আদিরস অবশ্য অনেকটা কম, কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সংগ্রহকারক বিংশ শতাব্দীর ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন এবং গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন, পালাবদ্ধ নয়; আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালার রুচির পরিচয় পাই, এ পালাও যে পরস্পর সুসম্বদ্ধ, পুনরুক্তি বর্জ্জিত, তাহা নয়, বিশেষতঃ একই ভাব পুনঃ পুনঃ ফোটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহা হইলেও বঙ্গের রাজধানী হইতে দূরে এই ধামালী এখনও সমাজ-দেহের অন্তরালে জীবিত রহিয়াছে, ইহা মনে রাখা উচিত।

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় নিজেই উৎসাহী হইয়া রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষদের জন্য রঙ্গপুরের হিন্দু কৃষক-সমাজে প্রচলিত এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেবীসিংহের সমসাময়িক, ইটাকুমারী গ্রামবাস্তব্য রতিরাম দাস-বিরচিত "জাগের গান" সংগ্রহ করিয়াছিলেন; প্রকৃত জাগের গান আদিরস-ঘটিত বলিয়া তাহার অংশ মাত্র স্থানীয় অধিবেশনে পঠিত ও সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।* এই গানটি রঙ্গপুর-শাখা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় ভাগ অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩১৫-এর ২য় ও ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আদিরসের ছাঁচে মানুষ ভগবানকে ঢালিয়া নিয়াছিল, প্রতিদিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে কানাইকে দেখিয়াছে, একান্তই আপনার করিয়া দেখিয়াছে। এই জাগের গানের এক ভাগের নাম কানাই ধামালী। পণ্ডিতরাজের ছাত্র ও বন্ধু গ্রীয়ার্সন সাহেব যখন রঙ্গপুরে ছিলেন, তখন কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর বহু গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও এই জাতীয় গানের সন্ধান পান নাই। কানাই ধামালী হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতে কয়েকটি পালা আছে,—রাধার শাকতোলার এক পালা, কৃষ্ণের মাছ ধরার এক পালা, বঁড়শীতে মাছ ধরার আর এক পালা,—রাসের এক, তা ছাড়া আরও দুই পালা হইতে পণ্ডিতরাজ কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে রাস হইতে কতক অংশ উঠাইয়া দিলাম, ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠ অংশের সহিত তুলনীয়,—

জোনাকতে ভরিয়া গেল সমস্ত পিথিমি।
আকাশেতে তারাগুলা করে ঝিমি ঝিমি॥
সিঙ্গাহারের ফুলে ফুলে ঢাকিল সব বন।
সুবাস পায়া ঘরে থাকির কারো হয় না মন॥
সব ঠাঁই ছড়ায় বাস ফুর ফুরা বায়।
লাখে লাখে ভ্রমরা উড়ে যুতি ফুলের গায়॥
এমন সময় নদীর কূলে বাঁশীতে দিল শান।
গলে মালা চিকণ কালা করে রাধা রাধা গান॥
বাঁশীর সুরে ভাসিয়া গেল আকাশপাতাল মাটি।
জাতি কুল ধরম করম ভাসিল সব মাটি।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার চতুর্থ বর্ষের কার্য্যবিবরণী (ইং ৩০ আগষ্ট ১৯০৮ তারিখের)

অন্যত্র,—

যতেক গোপিনী আছিল তত হৈল কানু।
নাচিতে লাগিল সবে ডগমগ তনু॥
পায়ের নেপুর বাজে হাতের কঙ্কণ।
মধুর বাঁশরী বাজায় মদনমোহন॥
নাচিতে নাচিতে উঠে গানের তরঙ্গ।
গভীর শবদে বাজে রসের মৃদঙ্গ॥
ভুবন ভরিয়া গেল এ রসের গানে।
ভাঙ্গিল শিবের ধ্যান উঠে দেবী সনে॥
পঞ্চমুখে গান গায় ডম্বরু বাজায়।
নাচে শিব ঠ্যাস্ দিয়া ভবানীর গায়॥
যত দেবী যত দেবা এ রাস হেরিয়া।
রথের উপরে সবে পড়ে মুরছিয়া॥
নাচিছে গোপিনীগণ নাচার নাই শেষ।
খুলিল মাথার খোপা আউলাইল কেশ॥

আদি নাই অন্ত নাই কূল কিনার।
এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে উঠে শক্তি কার॥
গণিতে না পারি কত আসিছে কামিনী।
সগ্‌গুলি হইছে নদী যতেক গোপিনী॥
কামের বাতাসে সবার উঠিছে হিল্লোল।
রাসের তরঙ্গে সবার বাড়িছে কল্লোল॥
সকল নারীর শিরা কানাইর সাধা।
আপনি হইছে গঙ্গা তায় গৌরী রাধা॥
শত শত গোপিনী গাঙরে সাঙ্গ করি।
ভাসিয়া ভুবন ধায় গঙ্গা হরি হরি॥
ঝম্প দিয়া পড়ি মিশে সেই কালা জলে।
রতিরাম দাস রাস গায় কুতুহলে॥
কানাই ধামালি পালা এত দূরে সারা।
বৈষ্ণবেতে গায় হরি শাক্তে গাও তারা॥

রঙ্গপুর জেলার যে ধামালী এখানে দেওয়া হইল, তাহাও শিক্ষিত সমাজের জন্য ঘসিয়া মাজিয়া রূপান্তরিত করা হইয়াছে, ইহার রচয়িতাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তা ছাড়া, মোটা জাগের গান এত অশ্লীল যে, কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে গান হয় না, খোলা মাঠে হয়; আমাদের চক্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যে স্থূল আদিরস বিসদৃশ বোধ হয় এবং

যাহাতে কামগন্ধের অত্যুৎকট বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, এই সব মোটা দাগের গানে তাহার ধারা চলিয়া আসিতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গে নরহরি চক্রবর্ত্তীর যে গান আছে,—"রাইকানু রসের আবেশে। বৈসে একাসনে সখীগণ চারি পাশে॥" তাহাও এই সঙ্গে তুলনীয়। সতীশবাবুর অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী হইতে একটি 'ধামালী' এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

বোলে বনমালী শুন গোয়ালিনি
কেন পাতিয়াছ রোল।
পার করি দিব বিকিরে যাইবে
আগে কুরাও মোর বোল॥
সমূহ রমণী নহ একাকিনী
বিবেচনা মতে কবা।
যাহার যেমন আছয়ে পসরা
বুঝিয়া শুঝিয়া লবা॥
শুন্যাছ রমণি কি বলিছি আমি
ইনা কথার কি না ফল।
যমুনা-পাথারে যদি হবে পার
বুঝিয়াছিলে সে ভাল॥
তুমি হে কাণ্ডারী আমরা তো ভারী
দেওয়া নেওয়া ইথে কি।
দেওয়া নেওয়া জান তোমরা দু-জন
মোরা ভার বহিতেছি॥
নায়্যা কিছুই না কর খণ্ডা।
জন জন প্রতি বুঝিলুঁ কহিলুঁ
পাইবে ধরম-গণ্ডা॥
গোপীর বচন শুনি মনে মনে
হাসে দেব বনমালী।
দ্বিজ মাধব কয় রস অতিশয়
রাধা-কানুর ধামালী॥ *

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে এই সব দাগের গান ও ধামালী গানের যোগ আছে, সুতরাং ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নিতান্ত খাপা-ছাড়া ব্যাপার নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনও পালাবদ্ধ ধামালী শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন, কানাই-এর গান।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

---

* অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী, ১৪৪ পৃঃ।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও জাগের গান' সম্বন্ধে আলোচনা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও জাগের গান, নাম দিয়া যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

প্রিয়রঞ্জনবাবু রঙ্গপুর জেলার জাগের গানের কথাই বলিয়াছেন এবং এই গানগুলি যে অধিক দিনের পুরাতন নহে, সে কথাও বলিয়াছেন। পুরাতন গান না পাওয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে তাহার ঐক্য সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা নিরাপদ নহে। প্রিয়রঞ্জনবাবুর উদ্ধৃত গানগুলিকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের যে কোন পদকর্ত্তার পদের অংশ-বিশেষ অথবা তাঁহাদের প্রভাব-মুগ্ধ কোন গ্রাম্য কবির রচনা বলা যাইতে পারে। তবে জাগের গান যে খুব পুরাতন এবং এককালে উত্তরবঙ্গে ইহার বহুল প্রচার ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ধরণের গান বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। রাঢ়ের 'ঝুমুর' গান, আসামের 'কুশল' গান, উত্তর-বঙ্গের 'জাগের' গান, একই ধারা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। মালদহের গম্ভীরা গানেও সর্ব্বপ্রথম হরপার্ব্বতীর বিলাস-লীলারই প্রাধান্য ছিল। যে মূল উৎস হইতে শিবায়নে পার্ব্বতীর বাগ্‌দিনী-লীলা, এবং ঈশানের চাষের গাথা গৃহীত হইয়াছে, গম্ভীরা সেই উৎসেরই একতম ধারা। এই সমস্ত গানের প্রাচীন রূপের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যে যথেষ্ট ঐক্য আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে প্রাচীন 'ঝুমুর' গানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রাচীন 'ঝুমুরের' ধারায় রচিত মঙ্গল-কাব্যের প্রভাব-পুষ্ট একখানি গীতি-কাব্য। রাঢ়ে ঝুমুরই 'ধামালী' নামে পরিচিত। ধামালী শব্দে আদি-রসাশ্রিত রসিকতা; অন্ততঃ রাঢ়ে ইহা এই অর্থেই প্রচলিত। প্রিয়রঞ্জনবাবু যে বলিয়াছেন, 'ধামালী অর্থে সম্পর্ক-বিরুদ্ধ রতি-সঙ্কেত বা তদ্বিষয়ক হাস্য পরিহাস,' ইহাই প্রকৃত অর্থ কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ বলা কি ঠিক? নাতি, ঠাকুরমা, শ্যালী ভগিনীপতির মধ্যে সম্পর্কোচিত যে রসিকতা, রাঢ় দেশে তাহাও ধামালী নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আসাম-অঞ্চলে হাসি-খুসী অর্থে 'রঙ্গ-ধেমালী' বা 'রঙ্গ-ঢেমালী' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন যোগীপাল ভোগীপালের গীত, বিষহরি ও মঙ্গল-চণ্ডীর গান এবং ধর্ম্মের গানের কোন কোন অংশ 'জাগরণ' বা 'জাগর' গান নামে পরিচিত ছিল। হয় ত লোকে রাত্রি জাগিয়া গাহিত ও শুনিত বলিয়া ইহার নাম 'জাগর গান' হইয়াছে। 'জাগর' হইতে 'জাগের' গান হইতে পারে, কিংবা ইহার অন্য কোন অর্থ আছে, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

ঝুমুর অর্থে শ্রীখণ্ডের মহাকবি দামোদর তাঁহার, 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

> 'প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদু।
> একৈব ঝুমরীলোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্‌ঝিতা॥'

প্রায় শৃঙ্গার-বহুল অর্থাৎ কোন কোন গানে আদিরসের বাহুল্য নাও থাকিতে পারে; সুতরাং প্রাচীন বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডী, এবং যোগীপাল ভোগীপালের গানও এই ঝুমুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। ঝুমুর গানে সম্পর্ক পাতাইয়া পরস্পরের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গান প্রচলিত আছে। পরবর্ত্তী কালে ঝুমুর হইতেই

পশ্চিমবঙ্গে কবির গানের উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে রাঢ়ের প্রভাব সর্ব্বজন-স্বীকৃত। আমার মনে হয়, অধুনা রাঢ়ে প্রচলিত এই ঝুমুর গান বা ধামালী গানের মূল উৎস হইতেই 'কুশল গান', 'গম্ভীরা গান' বা 'জাগের গানের' উদ্ভব হইয়াছে। ঝুমুরের আসরে গানের আগেই দলের লোকে নূপুর পায়ে দিয়া, মণ্ডলী রচিয়া কিছুক্ষণ নৃত্য করে। নাচের এই 'ঝুমুর ঝুমুর' শব্দ হইতেই, 'ধামালী' পরবর্ত্তী কালে 'ঝুমুর' নামে পরিচিত হইয়াছে, ইহা অনুমান করিতে পারা যায়। হয়ত ঝুমুর নামে একটি সুরও প্রচলিত ছিল। পদাবলীর মধ্যে পাই,—

'মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ
যুবতিযূথশত গায়ত ঝুমরী'—গোবিন্দ দাস।
(পদকল্পতরু, ১৪৩৪।)

'ঝ্ মরি দাদুরি বোল। ঝ্ লত মদন হিলোল॥'—গোবিন্দ।
(পদকল্পতরু, ১৭৪১।)

'চরণে চরণ বেড়া ত্রিভঙ্গ হইয়া।
ঝুমরী গায়িছে শ্যাম বাঁশরী বাজাঞা॥'—নিমানন্দ দাস।
অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, ৫২৫।

পালাবন্দি কীর্ত্তন গানে যেখানে দুই জন বা ততোধিক কীর্ত্তনীয়া একই আসরে গান করেন, সেখানে অনেক সময় পালার শেষে 'মিলন' গাওয়া হয় না। কারণ, মিলন গাহিলেই পালা শেষ হয়। সুতরাং একই পালা দুই তিন জনে গাহিলে মাঝখানে মিলন-গান রীতিবিরুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে ঝুমুর গাহিয়া গান রাখিতে হয়। এইরূপ ঝুমুর প্রধানতঃ দুই পংক্তির পয়ারে রচিত পদ। 'যুবতিযূথশত গায়ত ঝুমরী', অথবা 'ঝুমরী গায়িছে শ্যাম বাঁশরী বাজাঞা' অর্থে ধামালী গান ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু 'ঝ্ মরি দাদুরি বোল' এখানে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিত একটা সুরেরই আভাস পাই। কীর্ত্তনের শেষে ঝুমুর গানের রীতি হইতেও বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে কৃষ্ণলীলার ঝুমুর ধামালী গানই প্রচলিত ছিল, পরে কীর্ত্তন গানের সৃষ্টি হইয়াছে।

ঝুমুরের মোটামুটী চারিটি ভাগ, (১) 'সখী-সম্বাদ' (বা ব্রজলীলা), (২) 'আগম' (ভবানীবিষয়ক গান), (৩) 'লহর' (শ্লেষ, ব্যঙ্গ ইত্যাদি) এবং (৪) 'খেউড়' (অশ্লীল গান);—এই 'খেড়ড়' শব্দ ঝুমুর বা কবির গানের সাধারণ অর্থেও ব্যবহৃত হইত। যথা,—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে 'ন'দে শান্তিপুর হ'তে খেড়ু আনাইব। নূতন নূতন তানে খেড়ু শুনাইব॥' খেউড়ের এক অংশ আবার 'কাঁচা খেউড়' নামে পরিচিত। অনেকে বলেন, শুক্ল-ধামালী ও কৃষ্ণ-ধামালী—ধামালীর এই দুইটি ভাগ আছে। আমাদের মনে হয়, এ বিভাগ কল্পিত। কৃষ্ণ-ধামালী মানে শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান, কালো ধামালী নহে। কৃষ্ণ-ধামালী নাম শুনিয়া কোন কল্পনা-প্রবণ মৌলিকতাপ্রিয় সাহিত্য-রসিক 'শুক্ল-ধামালী'ও একটা চালাইয়া দিয়াছেন। ইহারা আকরের সন্ধান বা উদাহরণ দেন না।

বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

অষ্টত্রিংশ বার্ষিক

কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে অষ্টত্রিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রারম্ভেই পরিষদের সদস্যবর্গকে একটি গভীর শোক-সংবাদ জ্ঞাপন করিতে হইতেছে। বিগত ১লা অগ্রহায়ণ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে ও ভাষা-বিজ্ঞানে তিনি প্রাণপাত করিয়া যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। তাঁহার প্রদর্শিত পথে গবেষণা ও আলোচনা করিয়া বহু ব্যক্তি বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার খ্যাতি সমগ্র জগতের পণ্ডিত-সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় আমাদের দেশ ও আমাদের ভাষা যে সম্পদ্ ও সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহা আমাদের স্থায়ী গৌরবস্বরূপ। তাঁহার গভীর জ্ঞান আলোচনার মধ্যেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার যে অসীম স্নেহ ও হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল, তাহা পরিষৎ কখনও ভুলিতে পারিবে না। পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি, পরিষদের স্থায়িত্ব ও প্রসার তাঁহার নিত্য ধ্যানের বিষয় ছিল। বহু বৎসর তিনি পরিষদের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং দুর্দ্দিনে ও সুদিনে ইহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অসুস্থতা ও বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও, যখনই পরিষদের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ডাক পড়িয়াছে, তখনই তিনি অকাতরে সে ভার বহন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের হৃদয়ে যে গভীর ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না; যে অভাব হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে না। পরিষৎ চিরদিন তাঁহার স্মৃতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত অন্তরের মধ্যে পূজা করিবে।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে লালগোলার দানবীর মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এবং বর্দ্ধমানের স্বনামখ্যাত মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব্ বাহাদুর, এই দুই জন মাত্র পরিষদের বান্ধব-পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। এ যুগে বাঙ্গালী মাত্রেরই মাতৃভূমি ও মাতৃ-ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য প্রাণে আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগ সজাগ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ধনী ও বিদ্যোৎসাহীর সংখ্যা অল্প নহে। ইহাঁরা 'বান্ধব' শ্রেণীভুক্ত হইলে পরিষদের শক্তি পুষ্ট হইবে এবং পরিষদের কার্য্যের প্রসার পরিবর্দ্ধিত হইবে। বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উন্নতিকল্পে এই সকল সহৃদয় ব্যক্তির সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়।

সদস্য

নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর সদস্য লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত। আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ও শেষে বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

	বর্ষারম্ভে	বর্ষান্তে
(ক) বিশিষ্ট-সদস্য	৯	৮
(খ) আজীবন-সদস্য	৭	১০
(গ) অধ্যাপক-সদস্য	১০	৯
(ঘ) মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ) সাধারণ-সদস্য	৯৬৪	১০০৬
(চ) সহায়ক-সদস্য	১৪	২২
মোট	১০০৪	১০৩৫

(ক) বর্ষারম্ভে ৯ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা হ্রাস হইয়া ৮ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(খ) পূর্ব্বে পরিষদের আজীবন-সদস্য হইতে হইলে এককালীন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দেয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে উক্ত নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আজীবন-সদস্যের দেয় এককালীন ২৫০৲ আড়াই শত টাকা নির্দ্ধারিত হয়। সংস্কৃত নিয়ম প্রচলিত হওয়ার পরে গত ১৩৩৭ বঙ্গাব্দেই দুই জন এবং আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা ও ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয়গণ পরিষদের আজীবন-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১০ হইয়াছে।

(গ) আলোচ্য বর্ষে অন্যতম অধ্যাপক-সদস্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের পরলোকগমনে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা হ্রাস হইয়া ৯ হইয়াছে। বর্ষমধ্যে কোন নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঘ) মৌলভী-সদস্য সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রবর্ত্তনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর কোন সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা—বর্ষারম্ভে ৪০৫ জন সহরবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৩ জন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করেন, ৬ জন মফস্বলে গমন করেন এবং ৮ জনের মৃত্যু হয়। একজন মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসেন, ২৮ জন নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন, এরূপ ৩ জন পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৪২০ হইয়াছে।

মফস্বল—বর্ষারম্ভে ৫৫৯ জন মফস্বলের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন, ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১ জনের নাম বাদ গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ৩২ জন নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন, এরূপ ৪ জন পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলিকাতা হইতে ৬ জন মফস্বলে গিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ৫৮৬ হইয়াছে।

(চ) বর্ষারম্ভে ১৪ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। গত বার্ষিক অধিবেশনে ৮ জন সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে ৫ জন পূর্ব্বে সহায়ক-সদস্য ছিলেন; গত বৎসরে তাঁহাদের স্থিতিকাল ফুরাইয়া যাওয়ায় তাঁহারা পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এ কারণ বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ২২ হইয়াছে।

ছাত্র-সভ্য

আলোচ্য বর্ষে ১৩ জন ছাত্র পরিষদের নূতন ছাত্র-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সকল ছাত্রগণের মধ্যে দুই জন ছাত্রের উপর দুইটি পৃথক্ পাঠাগার হইতে নাট্য-সাহিত্যের সূচী প্রস্তুত করিতে, দুই জনকে উত্তর-কলিকাতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে, এক জনকে বিক্রমপুর অঞ্চলের নৌকা ও জল সম্পর্কীয় শব্দ-তালিকা প্রস্তুত করিতে, এক জনকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের সাহায্যে মৈথিলি ভাষা ও সাহিত্য আলোচনা করিতে এবং এক জনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদি হইতে কার্য্যবিবরণ আলোচনা করিতে দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এক জন ছাত্র ধর্ম্মমঙ্গলের পুথি নকল করিতে ছাত্রাধ্যক্ষকে সাহায্য করিয়াছেন। সকলেই অল্প-বিস্তর কাজ করিতেছেন। তবে এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট হইতে কৃত কার্য্যের লিপিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

পরলোকগত সদস্য

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—

১। মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই।

(খ) অধ্যাপক-সদস্য—

২। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।

(গ) সাধারণ-সদস্য—

৩। ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল।

৪। কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এল, এটর্নি।

৫। কেদারনাথ গুহ বি এল।

৬। ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি এল।

৭। গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ।

৮। মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ্।

৯। নরেন্দ্রনাথ রায় এম এ।

১০। পারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল।
১১। পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়।
১২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ব্যারিষ্টার।
১৩। রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল।
১৪। বরদাপ্রসাদ বসু।
১৫। রায় মনোরঞ্জন মল্লিক বাহাদুর বি এল।
১৬। পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী।
১৭। রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম এ।
১৮। রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর।
১৯। শিবচন্দ্র শীল।
২০। সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু বাহাদুর আই ডি এস, ও বি আই ই।
২১। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ।
২২। সতীশচন্দ্র রায় এম এ।
২৩। সুরেন্দ্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার।

পরলোকগত সাহিত্য-সেবী প্রভৃতি

উপরিলিখিত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্য-সেবী ও শিল্পীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে,—

১। অধ্যাপক এস্ খোদাবক্স এম এ।
২। " কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম এ।
৩। " ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় ডি এস-সি।
৪। " ফণীন্দ্রনাথ বসু এম এ।
৫। " রাজকুমার সেন এম এ।
৬। " হরিহর শাস্ত্রী।
৭। চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইঁহাদের মধ্যে ১, ৪ এবং ৭ সংখ্যক সাহিত্যিকগণ ব্যতীত অপর সকলেই পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ সকল অধিবেশনেই সর্ব্বসাধারণের যোগদান করিবার সুযোগ ছিল।

(ক) সপ্তত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন ১

(খ) মাসিক অধিবেশন ১০

(গ) বার্ষিক স্মৃতি-পূজোপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন ৪

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন ২

মোট ১৭টি

(ক) ৩৭শ বার্ষিক অধিবেশন—৬ই ভাদ্র, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মূর্ত্তি ও চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করেন—(১) ৺স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তি, (২) ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের তৈলচিত্র এবং (৩) ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রঙ্গীন ব্রোমাইড চিত্র।

তৎপরে সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন হয় এবং সপ্তত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত এবং আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয় তালিকা বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার পর আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে পরিষদের জন্মকথা, ক্রমবিস্তৃতি ও অভাব-অভিযোগের বিষয় সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

(খ) মাসিক অধিবেশন

১। প্রথম মাসিক অধিবেশন—৩১এ শ্রাবণ, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবন্ধ—মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-লিখিত 'রত্নাকর-শান্তি' এবং ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়-লিখিত 'রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্য-গ্রন্থাবলী'।

২। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১৩ই ভাদ্র, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রবন্ধ— অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব'।

৩। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২০এ ভাদ্র, রবিবার। সভাপতি— শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধ— রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়-লিখিত 'শূন্যপুরাণ'।

৪। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—৩রা আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। প্রবন্ধ—মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-লিখিত 'পুরুষোত্তম-দেব' এবং 'বৃহস্পতি রায়মুকুট'।

৫। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—১৭ই আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত-জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ। প্রবন্ধ—মহোমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-লিখিত 'রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার।"

৬। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৭এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়। প্রবন্ধ—মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-লিখিত 'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার' এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 'রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী (আলোচনা)'।

৭। সপ্তম মাসিক অধিবেশন—৪ঠা পৌষ, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়-লিখিত 'গোপালদাসের রসকল্পবল্লী' এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'নিবেদন'।

৮। অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৪এ মাঘ, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রবন্ধ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়-লিখিত 'মালাধর বসু (গুণরাজ খান)-লিখিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

৯। নবম মাসিক অধিবেশন—১৫ই ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়। প্রবন্ধ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি' ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস।'

১০। দশম মাসিক অধিবেশন—১৪ই চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। প্রবন্ধ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' (২য় অংশ)।

(গ) বার্ষিক স্মৃতি-পূজা

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা—২৩এ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়। সভাপতি মহাশয় পরিষদের সহিত রামেন্দ্রবাবুর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথার উল্লেখ করিয়া একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়গণ রামেন্দ্রবাবুর ব্যক্তিত্ব, জীবন-কথা ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা—১৪ই আষাঢ়, সোমবার প্রাতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে সমাধি-ক্ষেত্রে কবির এবং কবিপত্নীর স্মৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয়। কবিবরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ডব্লিউ বি এস নিস্, শ্রীমতী সুভাষিণী রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রার্থনায় যোগদান করেন। অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সভার উদ্বোধনে বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ 'কে রচিবে মধুচক্র . . .' শীর্ষক গান করেন। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ডব্লিউ বি এস নিস্, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী ও সভাপতি মহাশয় কবিবরের সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। কবিবরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নিস্ মহাশয় বলেন যে, তিনি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত মাতামহের গৌরবে বিশেষ গৌরবান্বিত। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত

সরকার মহাশয় কবিবরের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' হইতে একটি গান করেন এবং নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ কবিবরের 'মেঘনাদবধের' একাংশ আবৃত্তি করেন।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা, ১৯এ চৈত্র, শুক্রবার। সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার। শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবুর নানা গুণাবলীর উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার পরিষৎ-প্রীতি, পরিষদের সেবা, পরিষদের বলবৃদ্ধিতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা, জেলায় জেলায় পরিষদের শাখা স্থাপন করা, দেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও নানা বিষয়ের আলোচনার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহে নূতন নূতন কর্ম্মী নিয়োগ, সাহিত্যিক গড়িয়া তোলা প্রভৃতি গঠনমূলক কার্য্যের উদ্যম ও আগ্রহের বিষয় আলোচনা করেন।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা, ২৬এ চৈত্র, শুক্রবার। সভাপতি – মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় "বন্দে মাতরম্" গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয় দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যবৃন্দ 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে নির্ব্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাস মহাশয়দ্বয় বক্তৃতা করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'সহজ রচনা-শিক্ষা' নামক প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য লিখিত পুস্তক হইতে অংশ-বিশেষ পাঠ করেন। শেষে বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ একটি গান করেন।

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—৩১এ শ্রাবণ, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, বঙ্গের পদাবলী-সাহিত্যের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাতা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ। সভাপতি মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন করেন এবং শোক ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৺সতীশ বাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ রায় মহাশয় তাঁহার পরলোকগত পিতার সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বিশেষ অধিবেশন—২০এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি—স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর শাস্ত্রী

মহাশয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জোহান ভ্যান ম্যানেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়গণ বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্বালোচনার অন্যতম অগ্রণী ও কর্ণধার, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন ইত্যাদি গুরু বিষয়ে সর্ব্বজনপ্রিয় মনোরম রচনা-পদ্ধতির আদর্শ-প্রবর্ত্তক শাস্ত্রী মহাশয়ের অনন্য-সাধারণ অগাধ পণ্ডিত্য ও নানা গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করেন।

উৎসব ও সংবর্দ্ধনা

(ক) হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা

আলোচ্য বর্ষের ১২ই হইতে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কলিকাতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হয় এবং তদুপলক্ষে 'কুমার সিংহ' হলে সাহিত্যিক প্রদর্শনী হয়। পরিষৎ এই উভয় অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং উক্ত প্রদর্শনীতে চিত্র-শালার দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। তৎপরে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে হিন্দী-সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিনিধিগণকে এবং সভাপতি পণ্ডিত জগন্নাথ-দাস রত্নাকর মহাশয়কে পরিষদ্‌ মন্দিরে এক প্রীতি-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের সঙ্গীত হয় এবং সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন। তৎপরে সম্পাদক অভ্যাগতগণকে সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিলে পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধিগণের উদ্দেশে সংস্কৃতে রচিত এক মানপত্র পাঠ করেন। অতঃপর হাস্যরস-রসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় কৌতুকাবৃত্তি করেন এবং শ্রীযুক্ত মুন্সী আজমীরি সাহেব প্রভৃতি গান করেন।

(খ) ত্রিপুরাধিপতির অভ্যর্থনা

আলোচ্য বর্ষের ১১ই পৌষ তারিখে পরিষদের নিমন্ত্রণে ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চ-শ্রীযুক্ত মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর পরিষদে আগমন করেন। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ত্রিপুরা রাজবংশের পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণপূর্ব্বক সেই বংশের মহনীয়কীর্ত্তি রাজগণের সহিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির অচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে মহারাজ বাহাদুরকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহারাজের উদ্দেশে রচিত তাঁহার এক কবিতা উপহার দেন।

(গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব

আলোচ্য বর্ষের ৮ই শ্রাবণ, শুক্রবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস

উপলক্ষে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিষদ্ মন্দিরে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। উৎসবের উদ্বোধনে পরিষদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় সুমধুর সঙ্গীতে সমাগত সদস্যগণকে আপ্যায়িত করেন। পরে পরিষদের সম্পাদক মহাশয় সমবেত সুধীমণ্ডলীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বাণী পাঠ করেন। তৎপরে তিনি এই উৎসব উপলক্ষে যে সকল হিতৈষী বন্ধু ও সদস্য পরিষৎকে পুস্তক, প্রস্তরমূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুথি, প্রাচীন চিত্র, বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের স্বহস্তলিখিত পত্রাদি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সকল দ্রব্যের সম্পূর্ণ তালিকা উৎসবের বিস্তৃত বিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে। অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সংক্ষেপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সূচনা হইতে ধারাবাহিক ইতিহাস, ইহার আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য এবং আদর্শের পরিচয় দান করেন ও পরিষদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া ইহার উন্নতির জন্য সর্ব্বসাধারণকে মুক্তহস্ত হইতে অনুরোধ করেন। উৎসবান্তে জলযোগের পূর্ব্বে কয়েকটি সুমধুর সঙ্গীত হয়।

(ঘ) রবীন্দ্র জয়ন্তী

আলোচ্য বর্ষে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততিবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে একটি উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি গঠিত হয়। আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই সমিতির সভাপতি এবং পরিষদের সম্পাদক এই সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে পরিষৎ হইতে কবিবরকে মানপত্র দানের ও রবীন্দ্র-জয়ন্তীর প্রদর্শনীতে পরিষদের দ্রব্যাদি প্রেরণের এবং পরিষদ্ মন্দিরে কবিবরকে প্রীতি-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। আলোচ্য বর্ষের ৯ই পৌষ তারিখে টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় এবং টাউন হলের দক্ষিণে বিস্তৃত ক্ষেত্রে কবি-সংবর্দ্ধনা-সভায় চন্দ্রাতপতলে নির্ম্মিত মঞ্চোপরি কবিবর সমাসীন হইলে কলিকাতা পৌর-সভা (কলিকাতা করপোরেশন), রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব-পরিষৎ, হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাঁহাকে যখন মানপত্র দেওয়া হয়, সেই সময় পরিষদের সভাপতি আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় পরিষদের মানপত্র পাঠ করিয়া, উহা কবিবরকে উপহার দেন। এই মানপত্র তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। কবিবর তদুত্তরে অন্যান্য কথা বলিয়া জানাইলেন, এই মানপত্রে "সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গ-ভারতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্তকালকে উজ্জ্বল করিলেন, এই কথা বিনয়নম্র আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম।" তৎপরে ১৩ই পৌষ তারিখে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয়ের প্রদত্ত কবিবরের এক মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষদের সভাপতি মহাশয় পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই দিন অপরাহ্ণে কবিবরের সংবর্দ্ধনার জন্য পরিষদ্ মন্দিরে প্রীতি-সম্মিলন হয়। এই উপলক্ষে পরিষদ্ মন্দির পত্র-পুষ্পে সজ্জিত করা হয় এবং চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু মহাশয়ের পরিকল্পনা ও নির্দ্দেশ অনুসারে শান্তিনিকেতনের

কতিপয় ছাত্রী পরিষদ্ মন্দির আলপনায় চিত্রিত করেন। শান্তি-নিকেতনের ছাত্র ও ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক একটি সঙ্গীত গীত হইলে পর পরিষদের সভাপতি মহাশয় কবিবরের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। কবিবরও তদুত্তরে পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতির কথা জ্ঞাপন করেন। পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার পক্ষে শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একখানি বহুমূল্য মছলন্দ-পাটী কবিবরকে উপহার দেন। এই প্রীতি-সম্মিলন এবং মানপত্র দিবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পরিষদের সাধারণ-তহবিল ব্যতীত কতিপয় হিতৈষী সদস্যের নিকট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

সভাপতি—আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সহকারী সভাপতিগণ—১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ৪। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৬। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ৭। স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ৮। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, ৯। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর " উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

গ্রন্থাধ্যক্ষ — " " সুকুমাররঞ্জন দাশ।

কোষাধ্যক্ষ — " গণপতি সরকার।

ছাত্রাধ্যক্ষ —অধ্যাপক " প্রিয়রঞ্জন সেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয়—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু।

অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গত ১লা অগ্রহায়ণ পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্থলে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পূজার পূর্ব্বেই সম্পাদককে রাউণ্ড টেবেল কন্ফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য লণ্ডনে যাইতে হইয়াছিল। এ কারণ তিনি ৪ মাস কাল অবসর লইয়াছিলেন। তাঁহার অবকাশকালে সহকারী সম্পাদকগণ কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয় সংক্রান্ত, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়ের উপর আয় এবং হিসাবরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির পরিচালনার ভার এবং সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে কেহ কোন অনুসন্ধান করিলে, তাহার যথোচিত উত্তর দেওয়ার ভার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। শাখা-পরিষদ্-গুলির সহিত পত্রব্যবহারও শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবুই করিতেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর পরিষদের আয়-বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের ভার অর্পিত ছিল।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু মহাশয়দ্বয় আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত পরিষদের যাবতীয় হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ভোট-পরীক্ষক ছিলেন। কার্য্যানুরোধে এবং শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরবাবু এবং শ্রীযুক্ত সতীশবাবু ভোট-গণনা কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবু এবং শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ভোট পরীক্ষা করিয়াছেন, সেই জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

(ক) মূল-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্যগণ

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; ২। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ ; ৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ ; ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ; ৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ; ৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী ; ৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; ৮। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; ৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ; ১০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; ১১। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ; ১২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম ; ১৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ ; ১৪। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ; ১৫। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ১৬। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ; ১৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ; ১৮। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু ; ১৯। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ; ২০। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।

(খ) কলিকাতা করপোরেশনের প্রতিনিধি-সভ্যগণ

২১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ; ২২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র

(গ) শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্যগণ

২৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী; ২৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়; ২৫। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; ২৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; ২৭। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়; ২৮। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এগারটি সাধারণ অধিবেশন ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং একবার নথি পাঠাইয়া সমিতির সভ্যগণের মত লইয়া কার্য্য করা হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদিত হইয়াছে।

১। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে মানপত্র প্রদান।

২। পরিষদ্ মন্দিরে কবিবরের সংবর্দ্ধনা।

৩। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রদর্শনীতে, রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে এবং এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনের প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি প্রেরণ।

৪। প্রাচীন প্রত্নসম্পদ্ সংরক্ষণ-বিষয়ক আইনের সংশোধক প্রস্তাব [Ancient Monuments Preservation (Amendment) Bill, 1931] সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য প্রদান।

৫। পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড কোম্পানী পরিষদ্‌কে ছয়টি 'ফায়ার কিং' দান করাতে উক্ত কোম্পানীকে ধন্যবাদ প্রদান।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেকচারার-নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও (খ) রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক-নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।

৭। মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে এবং গ্রন্থাগার-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি-প্রেরণ।

৮। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় কলিকাতার মেয়র এবং শ্রীযুক্ত এস এম ইয়াকুব সাহেব ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হওয়াতে পরিষদের আনন্দ-প্রকাশক পত্র প্রেরণ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টত্রিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ও লেখকের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

(ক) **প্রাচীন সাহিত্য—**

১। গোপালদাসের রসকল্পবল্লী	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী
২। ঐ সম্বন্ধে নিবেদন	শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৩। ধনুর্ব্বেদ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
৪। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫। বৃহস্পতি রায়মুকুট	” ” ”
৬। মালাধর বসু (গুণরাজ খান)-লিখিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন
৭। রত্নাকরশান্তি	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৮। রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী	অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে
৯। ঐ আলোচনা	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০। রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১১। শূন্যপুরাণ	রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১২। হিন্দুমহিলা নাটক	মৌলভী মোজাম্মেল হক্

(খ) **প্রাচীন সংবাদ-সাহিত্য—**

১। দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) **প্রাচীন পুথির বিবরণ—**

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(ঘ) **ভাষা-বিজ্ঞান—**

১। বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

(ঙ) **ইতিহাস—**

১। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আলোচ্য বর্ষের পত্রিকার প্রবন্ধের ইংরেজি সার মর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়াটারলি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ৫৪পৃঃ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ ১৬ পৃষ্ঠা এবং ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ ৪০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়া আলোচ্য বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকার

প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ২৮টি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বিনা মূল্যে দেওয়া হইয়াছিল। পত্রিকা ও কার্য্যবিবরণ-প্রকাশ ছাপাখানা-সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে হইয়াছিল।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। এই গ্রন্থ ফুরাইয়া যাওয়ায় এবং প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যালোচনার জন্য ইহা অপরিহার্য্য বিবেচিত হওয়ায় এই গ্রন্থের একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করা স্থির হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মূলের ৬৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়।

(খ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়—স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা' ফুরাইয়া যাওয়ায় আপাততঃ তদন্তর্গত 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থের পৃথক্ নূতন সংস্করণ ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশ করা হইবে।

(গ) কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সম্পাদনে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। আপাততঃ রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড প্রকাশের আয়োজন হইতেছে।

(ঘ) আলাওলের পদ্মাবতী—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে।

(ঙ) সংবাদপত্রে সে কালের কথা—অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'সমাচারদর্পণ' হইতে সে কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিবে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির কার্য্য এইরূপ অগ্রসর হইয়াছে।—

(ক) চণ্ডীদাসের পদাবলী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের উপর চণ্ডীদাসের পদাবলীর নব সংস্করণ সম্পাদনের ভার অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছেন।

(খ) সিদ্ধান্তশতক (গ্রহ-গণিত)—পূর্ব্ব বৎসরে এই গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষেও ৯৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। অতি সত্বরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা আছে। গ্রন্থসম্পাদক—স্বর্গীয় অধ্যাপক রাজকুমার সেন।

(গ) অনাদিমঙ্গল—আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থের মূল অংশ শেষ হইয়াছে। আশা করা যায়, অল্পদিন মধ্যেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থসম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(ঘ) গৌরপদতরঙ্গিণী (নবসংস্করণ)—বর্ত্তমান বর্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা আছে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

(ঙ) হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন-লেখমালা (দ্বিতীয় খণ্ড)—আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের ১৪৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে এবং মুদ্রণ-কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ও অধ্যাপক ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে।

(চ) প্রাচীন পুথির বিবরণ—এই গ্রন্থের ৩য় ভাগ, ৩য় খণ্ডের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে।

সঙ্কলিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনের জন্য (ক) মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস এবং (খ) রামচরিত্র গ্রন্থের অনুবাদ-কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে।

(ছ) পরিষৎপুথিশালার সংস্কৃত পুথির তালিকার মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিষদের প্রকাশিত সমগ্র গ্রন্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ছাপাখানা-সমিতির তত্ত্বাবধানে গ্রন্থ-প্রকাশের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল।

চিত্রশালা—রমেশভবন

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে শ্রেণীভেদে সেগুলির এবং প্রদাতৃগণের নাম দেওয়া হইল,—

(ক) **প্রস্তরমূর্ত্তি**—

১। হরগৌরী (ভগ্ন)—নদীয়া জেলার অন্তর্গত আমলাগ্রামের সাহা-পরিবারের পক্ষে শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ সাহা এম এ মহাশয়-প্রদত্ত।

২। মূর্ত্তির পার্শ্বদেশ (বীরভূমে প্রাপ্ত)—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

৩। „ „ — কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়।

৪। সমূর্ত্তি দরজার অংশবিশেষ—মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রদত্ত।

(খ) **সিমেণ্ট-নির্ম্মিত**—

১। বিষ্ণুমূর্ত্তি— প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল।

(গ) **মুদ্রা**—

১-২। একটি রৌপ্য এবং একটি তাম্রমুদ্রা—শ্রীযুক্ত প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায়।

৩-৪। দুইটি তাম্রমুদ্রা—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ।

৫-৬। জৌনপুরের সুলতান হুসেন সাহের তাম্রমুদ্রা দুইটি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ।

(ঘ) **ধাতব দ্রব্য—**

১। বলয় ২ টুকরা, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ।
২। পিত্তলনির্ম্মিত নেপালের প্রদীপ— শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

(ঙ) **ইষ্টক—**

১। ত্রিবেণী হইতে সংগৃহীত ২ খানি - কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়।
২। চন্দ্রকোণা ,, ১ ,, শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

(চ) **প্রাচীন চিত্র—**

১। কাষ্ঠাসনে চিত্রিত প্রাচীন চিত্র— শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং ভ্রাতৃগণ।
২। কাচের উপর অঙ্কিত কালীমূর্ত্তি— ,, সুধীরপতি রায়।
৩। প্রাচীন তুলোট কাগজে
১২৬০ সালে অঙ্কিত কল্পবৃক্ষ— ,, মৃগাঙ্কনাথ রায়।

(ছ) **ব্যক্তিগত স্মৃতিচিহ্ন** -

স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার ব্যবহৃত দোয়াত, কলম, পেন্সিল, তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের জন্য প্রাপ্ত মেডেল তিনটি, একটি গজদন্তের আধারসমেত— শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার দত্ত।

(জ) **সাহিত্যিকগণের লিখিত পত্র ও পাণ্ডুলিপি—**

১। স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত পত্র শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।
২। স্বামী সারদানন্দের লিখিত তিনটি ইংরেজি
প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ,, ,,
৩-৪। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত
'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ' ও একখানি পত্র ,, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
৫। পাগল হরনাথের লিখিত তিনখানি পত্র ৺ ব্রজেন্দ্রনাথ বসু।
৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত পত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়।
৭। রমেশচন্দ্র দত্ত ,, ,, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত
৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের পত্র ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই সকল দ্রব্য দানের জন্য পরিষৎ প্রদাতৃগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশ উপহার পাওয়া গিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার পার্শ্বে খাবার জলের কল ও চৌবাচ্চা বসিয়াছে এবং ড্রেনের প্ল্যান মঞ্জুর হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শৌচগৃহের নক্সা মঞ্জুরের জন্য করপোরেশনে প্রেরিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষেও চূণার পাথরের কাজ ও মেঝের পাথর উঠাইয়া পেটেন্ট ষ্টোন দিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। প্রাচীরগুলিতে বালিকাজ ও রং দেওয়া হইয়াছে।

চিত্রশালার দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য শ্রীযুক্ত হরিসাধন কুণ্ডু মহাশয় একটি বৃহৎ শো-কেস্ দান করিয়াছেন। পুথি রক্ষার জন্য একটি বৃহৎ র‍্যাক্ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে (ক) হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রদর্শনীতে, (খ) রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদর্শনীতে এবং (গ) এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা ও পুথিশালার দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

কলিকাতা করপোরেশন চিত্রশালা-পুথিশালা পরিচালনের জন্য আলোচ্য বর্ষে ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ করপোরেশনের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে উপহার-প্রাপ্ত পুথির বাণ্ডিল হইতে ৫৫খানি পুথি বাছিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে সংস্কৃত বিভাগে পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, চিকিৎসা, অভিধান ও বেদভাষ্য সম্বন্ধীয় পুথি আছে; বাঙ্গালা বিভাগে রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, গীতগোবিন্দের অনুবাদ, বৈষ্ণব-চরিত, পদাবলী ও একখানি যোগবিষয়ক পুথি আছে। সংস্কৃতে কয়েকখানি পুথি প্রাচীনতা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি ১৪৫২, ১৪৬৬, ১৪৭৫, ১৫৫৩ শকে লিখিত। এগুলিকে বিশেষভাবে রক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া রামেশ্বর সেন-কৃত "প্রয়োগগোবিন্দ" নামে একখানি চিকিৎসা-সংগ্রহগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যত দূর জানা গিয়াছে, এ পুথিখানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব এবং বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ার যোগ্য। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণদাস-কৃত "জয়দেবপ্রসাদাবলী" এবং চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত "হাহা প্রাণপ্রিয় সখি" ইত্যাদি চণ্ডীদাসের নূতন পদ-সংবলিত ১১১১ সালের কয়েকখানি পত্র উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া একখানি সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিও সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুথিগুলি পাইয়া পরিষদের পুথিশালার গৌরব বর্দ্ধিত হইল।

যে সকল ভদ্র মহোদয় পুথি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন ১০, শ্রীযুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় ১০, ৺সূর্য্যকুমার পাল ৬, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী ৫, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪, শ্রীযুক্ত মানদাচরণ সেন ৩, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস ২, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ২, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২, জনৈক হিতৈষী ২, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ১, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় ১, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিদ্যাভূষণ ১, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১, কুমার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে ১, শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় ১, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ১, মোট ৫৫ খানি। উপরিউক্ত পুথিগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ২৬ এবং সংস্কৃত ২৯ খানা। এগুলি তালিকাভুক্ত হইয়া বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইল ৪৯৫৮। ইহার শ্রেণীবিভাগ এইরূপ,—

বাঙ্গালা	৩০১২
সংস্কৃত	১৬৮১
তিব্বতী	২৪৪

ফার্সী	১২
অসমীয়া	৩
ওড়িয়া	৪
হিন্দী	২
	৪৯৫৮

সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আলোচ্য বর্ষে সংস্কৃত পুথির তালিকা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। উহার পাণ্ডুলিপি মুদ্রণার্থ ছাপাখানায় দেওয়া হইয়াছে। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি" নামে ইহার মুখবন্ধস্বরূপ তাঁহার এক প্রবন্ধ আলোচ্য বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের (৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা) মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্ষমধ্যে ৮ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। এ বৎসরেও কতকগুলি পুথিতে সেগুণকাঠের পাটা লাগাইয়া খেরো বাঁধা হইয়াছে।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য বার্ষিক ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে পুস্তকাদি খরিদ করা হইয়াছে এবং তাহার আয়-ব্যয়-বিবরণ ও মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ যথারীতি করপোরেশনে প্রেরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই ওয়ার্ডের সুযোগ্য কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়দ্বয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ১০১১ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮০৮ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২০৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত নিম্নোক্ত পুস্তক-সংখ্যার মধ্যে পুস্তকাকারে বাঁধা মাসিক পত্রিকা ২৮৩২ খানি আছে।

বর্ষারম্ভে নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক ছিল,—

(ক)	পরিষদের ক্রীত ও সংগৃহীত	২১২৭০
(খ)	বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
(গ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার	২২৬০
(ঘ)	রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার	৭৩২
(ঙ)	সাহিত্য-সভার গ্রন্থাগার	২৫৪০
(চ)	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত পুস্তকাগার	২৫২১
(ছ)	স্বর্গীয় সত্যচরণ মিত্র-প্রদত্ত অন্নপূর্ণা-স্মৃতি পুস্তকাগার	৯১৭
(জ)	স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গ্রন্থাগার	৭৬৪
		৩৪৫৫০

বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তক-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক)	গত বর্ষের শেষে সংগৃহীত	৩৪৫৫০
(খ)	বর্ত্তমান বর্ষে ক্রীত ও উপহারপ্রাপ্ত	১০১১
(গ)	বর্ত্তমান বর্ষে বাঁধান সাময়িক পত্র	১১৫
		৩৫৬৭৬

পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব উপলক্ষে পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী, সাহিত্যিক ও সদস্য-গণ প্রতিষ্ঠা-দিবস স্মরণার্থ ৯৯খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। বর্ষমধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণ-কৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ৫৭খানি, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬খানি, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৩০খানি, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ২১খানি পুস্তক ও ২৬খানি বাঁধান মাসিক পত্র, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রাহা মহাশয় ৩০খানি পুস্তক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অনেকগুলি খণ্ডিত মাসিক পত্রের ফাইল এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয় ১৯৩১ সালের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা উপহার দিয়াছেন।

পরিষদের পরম হিতৈষী সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় ৭৪খানি পুস্তক এবং মোট ২০৫৩খানি মাসিক পত্র ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা উপহার দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক উপহার দিয়াছেন,—

(ক)	বিশ্বভারতীর কর্ম্মকর্ত্তা	১২৯ খানি
(খ)	বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ	১৩৬ "
(গ)	শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ	৬৯ "
(ঘ)	স্মিথ্‌সোনিয়ান ইনষ্টিটিউশন	২০ "
(ঙ)	গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর	১৪ "
(চ)	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার	১৪ "
(ছ)	কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়	২ "

বিভিন্ন বিভাগীয় রাজসরকারের নিকট হইতে নিম্নোক্তসংখ্যক বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকা ও বার্ষিক কার্য্যবিবরণী উপহার পাওয়া গিয়াছে।

(ক)	ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট	১০ খানি
(খ)	বেঙ্গল "	১২ "
(গ)	মাদ্রাজ "	৩ "
(ঘ)	নিজাম "	২ "
(ঙ)	ডাইরেক্টর অব্ ইন্‌ডাষ্ট্রীজ, বেঙ্গল	২ "

এই সকল উপহারের জন্য পরিষদ্, সরকার বাহাদুরের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সমস্ত সাময়িক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে, শ্রেণীভেদে তাহাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। দৈনিক—৫, সাপ্তাহিক—২৯, পাক্ষিক—

৫, মাসিক—৬৩, দ্বৈমাসিক—৪, ত্রৈমাসিক—১৩, মোট—১১৯ খানি। নিম্নোক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রগুলি মূল্য দিয়া ক্রয় করা হইয়াছিল,—দৈনিক—৪খানি, সাপ্তাহিক—১খানি এবং মাসিক ৩খানি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলীর বিনিময়ে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি পরিষদের গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে দিয়াছেন। পরিশিষ্টে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির ৫টি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে পাঠক-গণের প্রয়োজনানুসারে নূতন পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব, সমগ্র সংগৃহীত পুস্তকের কার্ড ইনডেক্স প্রস্তুত করণ, পুস্তক রাখিবার জন্য আলমারী ও র‍্যাক তৈয়ারী এবং ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত পুস্তকের গ্রন্থকার ও বর্ণানুক্রমিক তালিকা ছাপাইবার প্রস্তাব সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। তদনুসারে ইহার পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী হইতেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের বিষয়ানুক্রমিক গ্রন্থকার-তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। সত্বরেই উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে। পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কঠোর পরিশ্রম করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করিয়া পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বর্ষমধ্যে সদস্যগণের বাড়ীতে পাঠার্থ ৪০৬৬বার পুস্তকাদি আদান-প্রদান করা হইয়াছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২৫ জন পাঠক নির্দ্ধারিত সময়ে সংবাদ-পত্র ও পুস্তক-পত্রিকাদি পাঠের জন্য পরিষদ্ মন্দিরে আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু সদস্য প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক এবং পুরাতন সাময়িক পত্রের ফাইল ও খণ্ডিত পত্রিকাগুলি প্রয়োজনানুসারে পাঠ করিয়াছিলেন। গবেষণা কার্য্যের জন্য অনেকেই পরিষদের পাঠাগারে বসিয়া নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাকেন। পরিষদের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত না হইলেও অনেক সাহিত্যিক এবং গবেষণাকারীই পরিষদের পাঠাগারে বসিয়া তাঁহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য পরিষৎ যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। নির্দ্ধারিত ছুটির দিন ও প্রতি বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ যথানিয়মে ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্য পরিষদের পাঠাগার খোলা থাকে। ঐ সকল দিনে প্রত্যহ নিয়মানুসারে বাড়ীতে পাঠার্থ পুস্তকাদি আদান-প্রদানও হইয়াছিল।

গ্রন্থাগারের প্রসার ও উন্নতির সৌকর্য্যার্থ যে সকল সহৃদয় হিতৈষী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি পুস্তকাদি দান করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

স্মৃতি-রক্ষা

১। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তি—

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলের অর্থে পরলোকগত মহাত্মার একটি মূর্ত্তি

সপ্তত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের দিন পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্মৃতি-সমিতির তহবিলে ৬৫।০ উদ্বৃত্ত ছিল। মূর্ত্তিটির মূল্য ১০০৲ নির্দ্ধারিত হওয়াতে জনৈক গুরুদাসভক্ত সদস্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অবশিষ্ট ৩৫৲ দান করেন।

২। নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র—

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় বীরভূমবাসী কতিপয় সহৃদয় সদস্য 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'-সম্পাদক ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই চিত্র সপ্তত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে যথারীতি পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৩। ৺সারদাচরণ মিত্র—

স্বর্গীয় সারদাবাবুর চিত্র পূর্ব্বে পরিষদ্ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চিত্রখানি কোন কারণে সামান্য বিকৃত হওয়াতে চিত্রকর তাহা সংশোধনের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার কিছু দিন পরে চিত্রকরের মৃত্যু হয়; কাজেই চিত্রখানি উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা হয় নাই। এই জন্য মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ সারদাবাবুর একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করেন। পরিষদের সপ্তত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে যথারীতি এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সকল চিত্র ও মূর্ত্তিদাতৃগণকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহাদের পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসরে পরিষৎকে একখানি করিয়া সাহিত্যিকের তৈলচিত্র দান করেন। এই স্মৃতির উদ্দেশে আলোচ্য বর্ষে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং অদ্য তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল, তত্তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাজ হইয়াছে,—

১। কাশীরামদাস স্মৃতি-তহবিল। বর্ষশেষে ৩৯৩।/৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

২। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। বর্ষশেষে ৭৬০॥৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিলে ৫৯৮৶৬ উদ্বৃত্ত আছে।

৪। অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিলে বর্ষশেষে ৩০৮৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

৫। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিলে বর্ষশেষে ২৩৮৬৸/৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

৬। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিলে পূর্ব্বসঞ্চিত ১০০৲ টাকাই উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

৭। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। উদ্বৃত্ত ২৲ টাকা মাত্র।

স্মৃতি-রক্ষা সম্বন্ধে আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি

স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে। (স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল)। স্থির হইয়াছে যে, স্মৃতি-রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইবে,—

(১) স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মূর্ত্তি (Bust) প্রস্তুত করা হইবে।

(২) একটি স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপন করা হইবে, সেই ভাণ্ডারের লভ্য হইতে বর্ষে বর্ষে কিংবা দুই তিন বৎসর অন্তর, যিনি ভারতীয় ইতিহাস (Indology) সম্বন্ধে গবেষণামূলক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বা সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে অভিনন্দনস্বরূপ পদক বা পুরস্কারদ্বারা সম্মানিত করা হইবে।

(৩) যদি যথোপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহ হয়, তবে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বিক্ষিপ্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধসকল স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইবে।

(খ) স্বর্গীয় কৃষি-তত্ত্ববিৎ রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য তাঁহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় এই চিত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

(গ) চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(ঘ) নবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য তাঁহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই চিত্র পাওয়া গিয়াছে এবং অদ্য প্রতিষ্ঠা করা হইল।

এই শেষোক্ত চিত্র দুইখানি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের চিত্র শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর চেষ্টায় ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্তা রমা দেবী ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তাঁহাদের পিতা ৺ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। অদ্য এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

গত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে ১১ই পৌষ তারিখে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মূর্ত্তি (in bas relief) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় এই মূর্ত্তি দান করিয়াছেন। এ জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার সঙ্কল্প বহু দিন হইতে গৃহীত হইয়াছে। অর্থের অভাবে এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই,—

১। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, ২। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ৩। হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, ৪। প্রাণনাথ দত্ত, ৫। চারুচন্দ্র ঘোষ, ৬। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ৭। রায় পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ৮। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, ৯। ললিতচন্দ্র মিত্র, ১০। স্যর আশুতোষ চৌধুরী, ১১। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, ১৪। দামোদর মুখোপাধ্যায়, ১৫। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৬।

চণ্ডীচরণ সেন, ১৭। অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৮। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯। বাণীনাথ নন্দী, ২০। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী, ২১। অমৃতলাল বসু, ২২। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান ও দর্শন-শাখা

	সভাপতি	আহ্বানকারী
(ক)	সাহিত্য-শাখা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
(খ)	ইতিহাস-শাখা— কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়	„ „ হারাণচন্দ্র চাকলাদার
(গ)	বিজ্ঞান-শাখা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(ঘ)	দর্শন-শাখা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	অধ্যাপক „ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অধিবেশন-সংখ্যা—(ক) সাহিত্য-শাখা ৬, (খ) ইতিহাস-শাখা—৩, (গ) বিজ্ঞান-শাখা—২, (ঘ) দর্শন-শাখা—১।

বিজ্ঞান-শাখায় স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে জ্যোতিষ-শাখা বলিয়া বিজ্ঞান-শাখার পৃথক্ শাখা রাখিবার প্রয়োজন নাই।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন শাখা-পরিষৎ স্থাপনের প্রস্তাব হয় নাই। দেশে বিদ্বজ্জন ও বিদ্যোৎসাহীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় নূতন নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রসার বর্দ্ধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্থানীয় সাহিত্যিক অনুষ্ঠানগুলির পরিচালকগণ যদি এ বিষয়ে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে এই কার্য্য সম্ভবপর হইতে পারে। বঙ্গভাষাভাষী মাত্রেরই দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

অধুনা বর্ত্তমান রঙ্গপুর ও মেদিনীপুর শাখা-পরিষদে উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে। ত্রিপুরা এবং বঙ্গের বাহিরে মীরাট, গৌহাটী ও কটক-শাখার কার্য্যকারিতা বিশেষ আশাপ্রদ। রঙ্গপুর-শাখা মূল-পরিষদের অনুকরণে একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহাতে অনেকগুলি মূর্ত্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। রঙ্গপুর-শাখায় যে যে নিদর্শন একাধিক আছে, তাহা তাঁহারা মূল-পরিষদের চিত্রশালায় দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ বিষয়ে পত্রব্যবহার চলিতেছে। মেদিনীপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশনে যে ভাবে সাহিত্যের আলোচনা হয়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাহাকে সাহিত্য-সম্মিলনী নামে অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হয় না। আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে মেদিনীপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশন ও সম্মিলন হইয়াছে। এই অধিবেশনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় মূল-পরিষদ্ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। কটক-শাখা কয়েকটি প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও আলোচনার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই ভাবের কার্য্য যথার্থই প্রশংসার্হ।

শাখা-পরিষদ্গুলির কার্য্যবিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে কোন স্থান হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হয় নাই। দেশের আর্থিক অস্বচ্ছলতাই যে ইহার অন্যতম প্রধান বিঘ্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্মিলনের ১৮শ ও ১৯শ অধিবেশনের (মাজু ও ভবানীপুর) কার্য্যবিবরণ অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিনিধিগণের নিকট বিতরিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডারের অর্থের দ্বারা কোনরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা হয় নাই। বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৫০৭৷৷৹ জমা রহিয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষেও পদক ও পুরস্কার দানের বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

পরিষদ্ মন্দির ও আসবাব প্রভৃতি

(ক) আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার ও পরিষদ্ মন্দিরের চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে বালি কাজ ও রং দেওয়া এবং অংশতঃ পরিষদ্ মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালের বালি ছাড়াইয়া পুনরায় বালি কাজ ও রং দেওয়া হইয়াছে।

(খ) চিত্রশালার জন্য শ্রীযুক্ত হরিসাধন কুণ্ডু মহাশয় একটি বড় শো-কেস (show-case) দান করিয়াছেন। উহা মেরামত করিয়া উহাতে চিত্রশালার দ্রব্যাদি সংরক্ষিত হইয়াছে।

(গ) বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌এর কর্ত্তৃপক্ষ পরিষৎকে ছয়টি অগ্নি-নির্ব্বাপক যন্ত্র (fire-king) দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পরিষদের জন্য এই দান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

(ঘ) শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু মহাশয় একটি বৃহৎ টেবিল দান করিয়াছেন। উহা সম্প্রতি মেরামত করিয়া ব্যবহার করা হইতেছে।

এই সকল দ্রব্য দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট কৃতজ্ঞ।

(ঙ) পুথিশালার জন্য দ্বিতলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরের উত্তর ও পূর্ব্ব-দেওয়াল জুড়িয়া একটি বড় র‍্যাক্ প্রস্তুত হইয়াছে।

পরিষদের সম্পত্তি

সুখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুরোধে পরিষদের যাবতীয় সম্পত্তির একটি তালিকা প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট হইতে পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিলে ১২০০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বঙ্গের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে বিতরণের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকার ২০২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা খরিদ করিয়াছেন; তাহার মূল্য বাবদে ৬৭৪।০ পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় রাজসরকারের এই দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও করপোরেশনের নিকট হইতে পরিষদের পুস্তকালয়ের পুস্তকাদি ক্রয় ও সংরক্ষণের জন্য ৬৫০৲টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের চিত্রশালার পরিরক্ষণ ও কার্য্যপরিচালনার জন্য আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষৎকে ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের ও পরিষদের চিত্রশালা 'রমেশ-ভবনের' ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। উপরোক্ত দান ও ট্যাক্স রেহাই সম্পর্কে করপোরেশনের প্রস্তাবিত সর্ত্তগুলি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সম্যক্ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। করপোরেশনের এই সমস্ত দান ও ট্যাক্স রেহাই পাওয়াতে পরিষদের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের এবং ভিন্ন ভিন্ন তহবিলের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারেও বলিতে হইতেছে যে, পরিষদের ব্যয়ের তুলনায় আয় যথেষ্ট হয় নাই। তজ্জন্য সকল বিভাগের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। বঙ্গীয় রাজসরকারের দান, কলিকাতা করপোরেশনের দান ও বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিলের আয় বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট। পরিষদের অন্যান্য যে সকল কার্য্য এই সকল নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে, সেই সমস্ত কার্য্য কেবলমাত্র সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদার দ্বারা সম্পাদিত হয়। দুঃখের বিষয়, প্রাপ্ত চাঁদা পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যসম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পরিষদের বলবৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র আশানুরূপ প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা অল্পই। যাহা হউক, এই জগদ্ব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের দেয় চাঁদা দানে যে কার্পণ্য করেন নাই, তজ্জন্য পরিষদের পক্ষে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কয়েক দফায় ১০৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ

দান করিয়া এই ভাণ্ডার স্থাপনে পরিষৎকে সাহায্য করেন। তৎপরে কয়েকজন হিতৈষী সদস্য তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ এই তহবিলে দান করেন। আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে এই তহবিলে ১০৯৮০॥০ উদ্বৃত্ত ছিল। বর্ষমধ্যে কোম্পানীর কাগজের সুদ ৩৮২৸০ ও পুস্তক বিক্রয় দ্বারা ৬।০ মোট ৩৮৯৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৯শ অধিবেশনের জন্য সংগৃহীত অর্থ হইতে ১০০৲ এক শত টাকা এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি দান করিয়াছেন। এই জন্য উক্ত সমিতির নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে আলোচ্য বর্ষে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা যজ্ঞেশ্বরী দেবী মহাশয়াকে ১৬০৲ টাকা, ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা পঞ্চাননী দেবী মহাশয়াকে ৮৪৲, স্বর্গীয় পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দেবী মহাশয়াকে ২৪৲ এবং স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মঞ্জুবাঈ তাম্বে মহাশয়াকে ৪০৲ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। বর্ষশেষে এই ভাণ্ডারে ১১১৪৭॥০ উদ্বৃত্ত আছে।

আলোচ্য বর্ষে (ক) ভাওয়ালের স্বর্গীয় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ৩০৲ এবং (খ) স্বর্গীয় অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ের পুত্রের শিক্ষার আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ৪৮৲ এই ভাণ্ডার হইতে দানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ দান

বঙ্গীয় রাজসরকার ও কলিকাতা করপোরেশনের দান এবং সদস্যগণের নিকট নির্দ্দিষ্ট চাঁদা প্রাপ্তি ব্যতীত কতিপয় হিতৈষীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে। পরিশিষ্টে এই সকল দানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল,—

১। এককালীন দান (আজীবন-সদস্যের)।

২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের (ক) বার্ষিক স্মৃতি-পূজার এবং (খ) তাঁহার পত্নীর সমাধি-বেষ্টনী নির্ম্মাণের জন্য দান।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান।

৪। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে দান।

৫। হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা প্রকাশে দান।

৬। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি-রক্ষার জন্য দান।

৭। নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দান।

৮। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দান।

৯। দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত দাস কোম্পানীর পক্ষে শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস মহাশয় কতকগুলি দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য দান করিয়াছেন।

মন্দির ব্যবহার

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির অধিবেশনাদি ও প্রদর্শনীর জন্য পরিষদ্ মন্দিরের দ্বিতলের হল ও রমেশ-ভবনের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল,—

(ক) বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন এবং প্রদর্শনীর জন্য।

(খ) রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির অধিবেশনের জন্য।

এতদ্ব্যতীত কেবলমাত্র আলো ও পাখার খরচ লইয়া অধিবেশনের জন্য নিম্নোক্ত সভা-গুলিকে পরিষদ্ মন্দিরের দ্বিতলের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল,—

(ক) আদর্শ বাণী-মন্দির,

(খ) খেয়ালী সঙ্ঘ,

(গ) গোয়াবাগান ইউনাইটেড ক্লাব,

(ঘ) গৌরীবেড়ে করপোরেশন অবৈতনিক বিদ্যালয়,

(ঙ) শিল্পি-সঙ্ঘ।

উপসংহার

ধীরে ধীরে পরিষৎ তাহার জীবনের অষ্টত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিল। এই প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর দ্বারা স্থাপিত এবং দেশবাসীর সহায়তায় ও যত্নে পুষ্ট। দেশের ও পরিষদের সৌভাগ্যে রামেন্দ্রসুন্দর, ব্যোমকেশ ও হরপ্রসাদের ন্যায় কর্ম্মীর সেবায় পরিষৎ সমৃদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে একনিষ্ঠ সেবকের অভাব নাই। পরিষৎ দেশের গৌরব ও শক্তির নিদর্শন। আশা করি, পূর্ব্বমত দেশবাসীর আন্তরিক সেবা লাভ করিয়া পরিষৎ অধিকতর শক্তিময় ও গৌরবান্বিত হইবে।

কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯।২৬এ আষাঢ়।	কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

(ক) **বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি—** সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্ত সাময়িক পত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে,—

দৈনিক

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। দৈনিক বসুমতী*, ৩। বঙ্গবাণী, ৪। Advance*, ৫। Amrita Bazar Patrika, ৬। Calcutta Evening News (Bengalee), ৭। Liberty*, ৮। Statesman*, ৯। দৈনিক ভগ্নদূত।

সাপ্তাহিক

১। আজকাল, ২। এডুকেশন গেজেট, ৩। খুলনাবাসী, ৪। গৌড়ীয়, ৫। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ৬। ঢাকাপ্রকাশ, ৭। দীপালী, ৮। নবশক্তি, ৯। পল্লীবার্ত্তা, ১০। পল্লীবাসী, ১১। ফরিদপুর হিতৈষিণী, ১২। বঙ্গরত্ন, ১৩। বঙ্গবাসী, ১৪। বসুমতী, ১৫। বীরভূম-বার্ত্তা, ১৬। মেদিনীপুর হিতৈষী, ১৭। মোহাম্মদী, ১৮। রাষ্ট্রবাণী, ১৯। সর্ব্বহারা, ২০। সময়, ২১। সঞ্জীবনী, ২২। স্বরাজ, ২৩। স্বায়ত্ত-শাসন (ঢাকা), ২৪। হিতবাদী, ২৫। হিন্দু, ২৬। Calcutta Gazette, ২৭। Calcutta Municipal Gazette*, ২৮। Indian Messenger, ২৯। Mussalman, ৩০। Navavidhan.

পাক্ষিক

১। তত্ত্বকৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব। ৩। বিজলী, ৪। সম্মিলনী, ৫। স্বায়ত্তশাসন।

মাসিক

১। অর্চ্চনা, ২। আর্য্যগৌরব, ৩। আর্য্যদর্পণ, ৪। আর্থিক উন্নতি, ৫। উপাসনা, ৬। উৎসব, ৭। উদ্বোধন, ৮। কল্যাণ (হিন্দী), ৯। কংসবণিক্ পত্রিকা, ১০। কায়স্থ পত্রিকা ১১। কায়স্থ-সমাজ, ১২। কৃষিসম্পদ্, ১৩। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্র, ১৪। গল্পলহরী, ১৫। গৌড়প্রভা, ১৬। চিকিৎসা প্রকাশ, ১৭। জয়-শ্রী, ১৮। জন্মভূমি, ১৯। জীবনবীমা, ২০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২১। তন্তুবায় সমাচার, ২২। তাম্বুলি পত্রিকা, ২৩। তেলিবান্ধব, ২৪। শ্রীদেশবন্ধু, ২৫। পঞ্চপুষ্প, ২৬। পথ, ২৭। প্রজাপতি, ২৮। প্রবর্ত্তক, ২৯। প্রবাসী, ৩০। বঙ্গলক্ষ্মী, ৩১। বণিক্, ৩২। বিচিত্রা, ৩৩। বৈশ্যশক্তি, ৩৪। ব্রহ্মবাদী, ৩৫। ব্রাহ্মণ সমাজ, ৩৬। ভাণ্ডার, ৩৭। ভারতবর্ষ, ৩৮। ভারতের সাধনা, ৩৯। মাধবী, ৪০। মাসিক বসুমতী, ৪১। মাসিক মোহাম্মদী, ৪২। মাহিষ্য সমাজ, ৪৩। মোদক-হিতৈষিণী, ৪৪। যুবক, ৪৫। যোগীসখা, ৪৬। রামধনু, ৪৭। শনিবারের চিঠি, ৪৮। সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা ৪৯। সদ্গোপ পত্রিকা, ৫০। সুবর্ণ বণিক্ সমাচার, ৫১। সোনার বাংলা, ৫২। সৌরভ, ৫৩। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৪। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৫৫। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ৫৬। American Anthropologist, ৫৭। Journal of Ayurveda, ৫৮। Calcutta Medical Journal, ৫৯। Calcutta Review, ৬০। Commercial India, ৬১।

Indian Medical Record, ৬২। Indian Antiquary, ৬৩। Indian Review*, ৬৪। Industry, ৬৫। Modern Review, ৬৬। Scientific Indian.

দ্বৈমাসিক

১। Indian Journal of Medicine, ২। Bulletin of the Museum of Arts, Boston, ৩। গ্রামের ডাক, ৪। প্রকৃতি।

ত্রৈমাসিক

১। আসাম সাহিত্য-সভার পত্রিকা (অসমীয়া), ২। নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী), ৩। পরিচয়, ৪। প্রতিভা, ৫। রবি, ৬। হোমিওপ্যাথিক পরিচারক, ৭। Quarterly Journal of the Andhra Research, Society, ৮। Benares Hindu University Magazine, ৯। Indian Historical Quarterly, ১০। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১১। Review of Philosophy and Religion, ১২। Rupam, ১৩। Vishva-Bharati Quarterly.

(খ) সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে দান

১। Alle Fonte della feila Religione, Rome, ২। Asiatic Society of Bengal, ৩। School of Oriental Studies, Unversity of London, ৪। Smithsonian Institution, U.S.A., ৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ৭। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ, ৮। কর্ণাটক-সাহিত্য-পরিষৎ, ৯। Imperial Library, ১০। লালগোলা পাবলিক লাইব্রেরী, ১১। বাগবাজার লাইব্রেরী, ১২। চৈতন্য লাইব্রেরী, ১৩। কর্ণওয়ালিস ইউনিয়ান ক্লাব ও লাইব্রেরী, ১৪। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, মেদিনীপুর, ১৫। তালতলা লাইব্রেরী, ১৬। ইউনাইটেড রিডিং রুম ও লাইব্রেরী, ১৭। সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি ও লাইব্রেরী, ১৮। নবদ্বীপ ৭ম এডওয়ার্ড এংলো সংস্কৃত লাইব্রেরী, ১৯। গৌতমী লাইব্রেরী, রাজমহেন্দ্রী, ২০। মাজু পাবলিক লাইব্রেরী, ২১। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, ২২। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, কাশী, ২৩। রামকৃষ্ণ বেদ বিদ্যালয় (গদাধর আশ্রম), ২৪। রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টস্ হোম, ২৫। রামকৃষ্ণ মঠ লাইব্রেরী, বেলুড়, ২৬। রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি ও লাইব্রেরী, রেঙ্গুন, ২৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠ (বিবেকানন্দ মিশন), ২৮। বিবেকানন্দ সোসাইটি।

(গ) শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(১) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—(সভাপতি); শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ, বার এট ল; রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ; মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

---

* চিহ্নিত পত্রিকাগুলি ক্রয় করা হইয়াছিল।

এম এ, ডি লিট্; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল; কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার কবিভূষণ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ; শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ—(আহ্বানকারী)।

(২) ইতিহাস-শাখা

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়—(সভাপতি); রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ; মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ; শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল; ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি; ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বিদ্যার্ণব; ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ ডি; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ; ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট্; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল; শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, সলিসিটর; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ; রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি এ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার—(আহ্বানকারী)।

(৩) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন—(সভাপতি); মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পি-এইচ ডি; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাশ বিদ্যারত্ন এম এ, পি-এইচ ডি; অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল; রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম এ; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্; ডক্টর শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, পি-এইচ ডি; ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি; ডক্টর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্; ডক্টর শ্রীযুক্ত অমেরেশ্বর ঠাকুর এম এ, পি-এইচ ডি; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ; শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম এ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ—(আহ্বানকারী)।

(৪) বিজ্ঞান-শাখা

আচার্য্য স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—(সভাপতি) ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু এম এ, পি এইচ ডি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডি এস্-সি ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস ; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ ; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস-সি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি ; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম এস-সি, এম ডি ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস—(আহ্বানকারী)।

(৫) আয়-ব্যয়-সমিতি

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল ; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ; শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বি এস-সি ; শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত বসু ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বিদ্যার্ণব ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস—(আহ্বানকারী)।

(৬) চিত্রশালা-সমিতি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্ ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল ; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ ; রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি এ ; শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা চিত্রকলারঞ্জন ; শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ ডি—(আহ্বানকারী)।

(৭) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ; শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ; শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ বি এল ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার ; শ্রীযুক্ত বলাইলাল দত্ত বি এ ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত ; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ ; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই ; শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল ; শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি ; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি—(আহ্বানকারী)।

(৮) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস ; শ্রীযুক্ত কিরণ-চন্দ্র দত্ত এম আর এ এস ; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ; শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত ; শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এম এ ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ—(আহ্বানকারী)।

(৯) প্রাচীন মন্দিরাদি-সংরক্ষণ বিষয়ক আইনের সংশোধক প্রস্তাব-আলোচনা-সমিতি

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ ; ডক্‌টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি এইচ ডি।

(১০) হরপ্রসাদ-স্মৃতি-রক্ষণ-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস্ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে সি ভি ও ; ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি এইচ ডি ; ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি ; ডকটর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি ; রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এম এ, পি-এইচ ডি, এম ডি ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস্ ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস ; পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(আহ্বানকারী)।

(১১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ—(আহ্বানকারী)।

(১৩) পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস্ ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস্ ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—(আহ্বানকারী)।

(১৪) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল সি (সম্পাদক)।

শাখা-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন ১, বিশিষ্ট ২, অধ্যাপক ৪, সহায়ক ৭, সাধারণ ৮৫, ছাত্র ২৫, মোট—১২৪।

অধিবেশন-সংখ্যা—বিশেষ ৩ এবং সাধারণ ৭। একটি বিশেষ অধিবেশনে ২৫এ বৈশাখ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসব হয়। তদুপলক্ষে সঙ্গীত, প্রবন্ধ-পাঠ, কবির রচিত কবিতা আবৃত্তি, যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত, কৌতুকাভিনয়, রঙ্গপুরের যুগীর গান, দোতারা বাদনের অনুকরণ ও বালক-বালিকাগণ কর্ত্তৃক 'ডাকঘর' অভিনয় হয়। এই বালক-বালিকাগণকে কবির রচিত কতকগুলি গ্রন্থ এবং স্বর্ণখচিত রৌপ্য-পদক পারিতোষিক দেওয়া হয়।

বিশেষ ও মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা,—

১। কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সত্যার্থী; ২। বঙ্গভাষার গতি- অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, পি-এইচ ডি; ৩। নারী শিক্ষা—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী; ৪। ময়মনসিংহের তরুণ কবি—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ; ৫। স্বামী বেদানন্দ ও মেধসাশ্রম—ঐ; ৬। ধর্ম্মপালের প্রথম তাম্রশাসন- মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ; ৭। শ্রীহট্টের প্রবাদ-বাক্য—ঐ; ৮। দেবতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ; ৯। কাঁটাদুয়ারের সাহ ইস্‌মাইল গাজীর দরবারে প্রাপ্ত শিলালিপির আলোচনা—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হয়।

গ্রন্থাগার—বর্ষশেষে পুস্তক-সংখ্যা—৪১২।

গ্রন্থপ্রকাশ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়ের সম্পাদনে 'কামরূপ শাসনাবলী' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

পদক ও পুরস্কার—বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার জন্য মেদিনীপুর কাঁথি-নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় বি এ, বি টি মহাশয় শাখার

সভাপতি মহাশয়ের প্রতিশ্রুত স্বর্ণ-পদক পাইবেন, স্থির হইয়াছে এবং সঙ্গীতের জন্য শ্রীযুক্ত মায়া দেবী মহাশয়া শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয়ের প্রদত্ত রৌপ্য-পদক পাইয়াছেন।

আয়-ব্যয়—১৩৩৭ বঙ্গাব্দের উদ্বৃত্ত ১৬৫৯৷৵৩, আলোচ্য বর্ষের আয় ৩৯৫৮৴ এবং আলোচ্য বর্ষের ব্যয় ৩৩১৷৶৬; বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ১৭২৩৮৶৯।

পরিষদের কার্য্যালয়—১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ভূমিকম্পের ফলে পরিষদ্ মন্দিরের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পরিষদের ব্যয়ে সংস্কৃত করা হইয়াছে। কিন্তু হল এখনও মেরামত হয় নাই। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত সাহায্য পাওয়া গেলে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে। সভা রেজেষ্টারী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

নদীয়া-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল।

অধিবেশন-সংখ্যা ৫।

আলোচিত

প্রবন্ধাদি—১। বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য; ২। জন্মাষ্টমী—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর; ৩। কড়ি ও কোমল—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য আহূত বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতাদি ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী এম এ, পি আর এস মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ এবং বক্তৃতা ব্যতীত গান, আবৃত্তি, অভিনয় ও নৃত্যাদি হইয়াছিল।

বরিশাল-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশ শর্ম্মা বাহাদুর এম এ, বি এল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যরত্ন।

সদস্য-সংখ্যা—সাধারণ ৫৭ এবং ছাত্র ৫; অধিবেশন-সংখ্যা - ৪।

একটি বিশেষ অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ এবং একটি বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়।

মেদিনীপুর-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল, এম আর এ এস।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা—১১৬।

অধিবেশন-সংখ্যা—৩০।

প্রবন্ধ—শাখা-পরিষদের মাসিক ও সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলি শাখা-পরিষদের মুখ-পত্র "মাধবী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তকালয় ও পাঠাগার—আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ পুস্তকালয়ে পুস্তক-সংখ্যা সর্ব্বসমেত ১৬৫৬। প্রতি মাসে ৩০ খানি মাসিক-পত্র পরিষৎ পাঠাগারে আসিতেছে।

আয়-ব্যয়—আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলে আয় ২৩০৵৫ এবং ব্যয় ২২৫৷৵০, উদ্বৃত্ত ৪৷৴৫।

পরিষদ্ মন্দির—মন্দির-নির্ম্মাণ-তহবিলে ১৬৪৮৷৵২৷৷ সঞ্চিত হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয়—আবৃত্তি, প্রবন্ধ এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতার জন্য এ বৎসর সাতটি পদকের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। ১ম—শশীপ্রভা রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি, ২য়—হরিপ্রিয়া রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দত্ত, ৩য়—জ্ঞানদাময়ী রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত আতঙ্কভঞ্জন কর্ম্মকার, ৪র্থ—কুন্দবতী রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন বসু, ৫ম—বিপদ্‌নাশিনী রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৬ষ্ঠ—গিরিবালা রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং ৭ম একটি বিশেষ রৌপ্য-পদক। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। প্রথম চারিটি আবৃত্তি প্রতি-যোগিতার জন্য, ৫ম ও ৬ষ্ঠটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য এবং ৭মটি ও পুরস্কার দুইটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার জন্য।

গৌহাটী-শাখা

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

অধিবেশন-সংখ্যা—৩।

প্রবন্ধাদি—১। কাজলিকা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাশঙ্কর গুহ; ২। জাতীয়তার ভবিষ্যৎ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার এম এ; ৩। ঔপন্যাসিকের অভিযান (গল্প)—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন; ৪। অর্থনীতির 'অ'—শ্রীযুক্ত সতীভূষণ সেন এম এস্-সি; ৫। বেলুচিস্থান—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন এবং ৬। বিজ্ঞানের চুম্বন আলিঙ্গন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য আহূত বিশেষ অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় 'পণ্ডিত হরপ্রসাদের স্মৃতি-তর্পণ' পাঠ করেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার এম এ—কবি-প্রশস্তি, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম এ—'রবীন্দ্রোক্তি মুক্তামালা', শ্রীযুক্ত কামাখ্যাশঙ্কর গুহ—কবিতা, শ্রীযুক্তা কমলা সেন বি এ 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী,' শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন—'রবীন্দ্রনাথের বসুন্ধরা' এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম এ মহাশয় —'নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধাদি পাঠ করেন এবং বক্তৃতাদি হয়। পরে অন্য দিনে সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং 'শেষরক্ষা' অভিনয় হয়। গৌহাটী প্রবাসী ছাত্র-সম্মিলন এবং গৌহাটী আর্য্য নাট্য-সমাজ এই উৎসবে গৌহাটী-শাখার সহিত যোগদান করেন।

কটক-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু।

ব্যবহর্ত্তাদ্বয়—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি এল।

সদস্য-সংখ্যা—সাধারণ ৫০, আজীবন ৫, ছাত্র ২৫ এবং মহিলা ৫, মোট ৮৫।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাধারণ ৪, ছাত্র শাখা ৩, কার্য্যকরী ৪, মোট ১১।

প্রবন্ধাদি—১। উৎকলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনারায়ণ রায় এম এ, বি এল; ২। নারী শিক্ষার আদর্শ—শ্রীমতী শশীবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ; ৩। বিশ্ব-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন এম এ; ৪। রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস সি আই ই।

সাধারণ সভার মধ্যে একটিতে বঙ্কিম-সম্মিলন উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে নানা প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। দ্বিতীয়টিতে বার্ষিক সাধারণ উৎসব ও সম্মিলন হয়। ঐ উপলক্ষে কবিতা পাঠ, গান ও আবৃত্তি হয়। তৃতীয়টিতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব হয়। এই উপলক্ষে গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা হয় ও অভিনন্দন পঠিত হয়। চতুর্থটিতে শ্রীযুক্ত তরুণরাম ফুকন মহাশয়ের কটক আগমন উপলক্ষে বাঙ্গালা ও উড়িয়া গান ও কবিতা আবৃত্তি হয়।

শাখা-পরিষৎ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিতেছে,—

(ক) উৎকলের বৌদ্ধ বৈষ্ণবগণ, (খ) উৎকলের বাংলা পালা-সাহিত্য, (গ) উৎকলের বাংলা কবি এবং (ঘ) উৎকলে শূন্যবাদ। তন্মধ্যে প্রথম বিষয়ে শাখার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

বারাণসী-শাখা

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে শাখায় কোন সাহিত্য সংক্রান্ত কার্য্য হয় নাই। আগামী বর্ষের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৬টি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। গ্রন্থাগারে ২৮০০ পুস্তক বর্ষশেষে রহিয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যমে শাখার সাবেক দেনা শোধ হইয়া বর্ষশেষে ৪৮৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। সদস্য-সংখ্যা ৩৯। গ্রাহক-সংখ্যা ১৪। আয় ২৭৬।৶৬, ব্যয় ২০৪৸৶৯।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ-তহবিল, স্থায়ী-তহবিল ও গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ
(আয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট আয়
১	চাঁদা	৫২৬৩৲	...	...	৫২৬৩৲
২	প্রবেশিকা	৬০৲	...	...	৬০৲
৩	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৩৩১॥৵৯	...	২৪২।০	৫৭৩৸৵৯
৪	পত্রিকা বিক্রয়	৭১৪॥৵০	...	...	৭১৪॥৵০
৫	বিজ্ঞাপনের আয়	১২৩৲	...	...	১২৩৲
৬	সুদ আদায়	১০৩৸১	২৩১৸০	১১২১৲	১৪৫৬॥১
৭	স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি	২৩১৸০	...	...	২৩১৸০
৮	বার্ষিক সাহায্য প্রাপ্তি	৪৮৫০৲	...	...	৪৮৫০৲
৯	এককালীন দান	২২২৮।৶০	...	১০০৲	২৩২৮।৶০
০	স্মৃতিরক্ষার আয়	৫২৸০	...	৬৫৲	১১৭৸০
১	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২০॥৴০	...	...	২০॥৴০
২	বিবিধ আয়	৫০৸৴০	...	...	৫০৸৴০
৩	হাওলাত আদায়	৫৩০৲	...	১২৲	৫৪২৲
৪	আমানত জমা	১৬৲	...	...	১৬৲
৫	পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব তহবিল	৯৫৲	...	...	৯৫৲
৬	হাওলাত জমা	৮৮৸৵৬	...	১৭৯৶৯	২৬৮৵৩
৭	সংবর্দ্ধনার আয়	১৫৫৲	...	...	১৫৫৲
	মোট আয়	১৪৯১৫।৪	২৩১৸০	১৭১৯।৶৯	১৬৮৬৬॥১০

(ব্যয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট ব্যয়
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ ...	৩২৯৭/০	...	৩৬৪৶৬	৩৬৬১।৬
২	পত্রিকা ও কার্য্যবিবরণ মুদ্রণ	১৫২৩।৶৯	...	...	১৫২৩।৶৯
৩	পুস্তকালয় ...	২৭১৩৸৶৯	...	...	২৭১৩৸৶৯
৪	চিত্রশালা ও পুথিশালা ...	২৫৪২/৩	...	...	২৫৪২/৩
৫	বিবিধ মুদ্রণ ...	১০৫॥৬	...	...	১০৫॥৬
৬	ডাক মাশুল ...	৬১৫৲	...	...	৬১৫৲
৭	পরিষদ্ মন্দির মেরামত	৫৯৸৵০	...	...	৫৯৸৵
৮	জল ড্রেণ ...	৩৬।/৬	...	...	৩৬।/৬
৯	ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখার বিল	১৭৫॥৯	...	...	১৭৫॥৯
১০	,, ,, মেরামত	২০০৲	...	...	২০০৲
১১	,, ,, খরিদ	৫৮৲	...	...	৫৮৲
১২	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া ...	১২৲	...	...	১২৲
১৩	,, পোষাক ...	৩৭॥০	...	...	৩৭॥০
১৪	দপ্তর সরঞ্জামী ...	৬৯৸০	...	...	৬৯৸০
১৫	আসবাব মেরামত ...	২০॥৶৩	...	...	২০॥৶৩
১৬	গাড়ী ভাড়া ...	৯২৸৵০	...	...	৯২৸৵০
১৭	স্মৃতিরক্ষার খরচ ...	৫৭৵৯	...	১৫৩৸/০	২১০৸৶৯
১৮	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ ...	২৪॥/৬	...	...	২৪॥/৬
১৯	বেতন (সাধারণ) ...	২১৮১।৩	...	...	২১৮১।৩
২০	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া	৩৯৪৻৯	...	...	৩৯৪৻৯
২১	বিবিধ ব্যয় ...	১১১৶০	...	...	১১১৶০
২২	সংবর্দ্ধনার ব্যয় ...	৩১৪৸/৯	...	...	৩১৪৸/৯
২৩	আমানত শোধ ...	৩৲	...	...	৩৲
২৪	পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব...	১৪১৻৬	...	...	১৪১৻৬
২৫	হাওলাত দাদন ...	২৯৪৶৯	...	২৫৲	৩১৯৶৯
২৬	হাওলাত শোধ ...	...	...	৪৫৫৲	৪৫৫৲
২৭	সাহায্য দান	১২০৲	...	...	১২০৲
২৮	স্থায়ী তহবিলের দান ...	...	২৩১৸০	...	২৩১৸০
২৯	হরপ্রসাদ-বর্দ্ধাপন-সমিতি	৫০০৲	...	...	৫০০৲
৩০	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	...	...	৩০৯৲	৩০৯৲
	মোট ব্যয়	১৫৭০১৵০	২৩১৸০	১৩০৭৻৬	১৭২৩৯৸৵৬

কৈফিয়ৎ—১৩৩৮

		গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	বর্ত্তমান বর্ষের মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়		
							কোম্পানী কাগজ মজুত	ডাকঘরে, ব্যাঙ্কে এবং কার্য্যালয়ে মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
১	সাধারণ তহবিল	৪৮০১৶৪	১৪৯১৫।৪	১৯৭১৬৷৶৮	১৫৭০১৶০	৪০১৫৷৴৮	...	৪০১৫৷৴৮	...
২	স্থায়ী তহবিল	৯৬৩৫৷৶৯	২৩১৸০	৯৮৬৭৶৯	২৩১৸০	৯৬৩৫৷৶৯	৫৬৩৫৲	।৶৯	৪০০০৲
৩	গচ্ছিত তহবিল	৩০৬৫৪৷৶০	১৭১৯৷৶৯	৩২৩৭৩৸৶৯	১৩০৭৬	৩১০৬৬৸৶৩	২৯৩৬৫৲	১৭০১৸৶৩	...
	মোট	৪৫০৯১৴১	১৬৮৬৬৷৷১	৬১৯৫৭৷৷৴২	১৭২৩৯৸৶৬	৪৪৭১৭৷৷৶৮	৩৫০০০৲	৫৭১৭৷৷৶৮	৪০০০৲

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীদুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ
সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি
১৭-৩-৩৯

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি
২৬-৩-১৩৩৯

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
হিসাব-পরীক্ষক।

লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৩৮

আয়—		ব্যয়—	
১। গ্রন্থাবলী বিক্রয়—	১৮৪৸৶৯	১। ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ, কালিকামঙ্গল ও অনাদিমঙ্গল মুদ্রণের ব্যয়	১৬৬৸৶৬
২। কোম্পানী কাগজের সুদ—	৪৫৫৲	২। বেতনাদি	১৯৭।০
৩। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত—	১৭৯৶৯	৩। সাধারণ তহবিলের হাওলাত মধ্যে শোধ—	৪৫৫৲
	৮১৯৶৬		৮১৯৶৬

—o—

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের

(ক) হাওলাত দাদনের হিসাব

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের হাওলাত দান—	১০১১।৴১॥
১৩৩৮ " " "	৩১৯৶৯
	১৩৩০॥১০॥
বাদ—১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত আদায়—	৫৪২৲
	৭৮৮॥১০॥

(খ) আমানত জমার হিসাব

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আমানত জমা	৩৪৩৲
১৩৩৮ " " "	১৬৲
	৩৫৯৲
বাদ—১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আমানত শোধ	৩৲
	৩৫৬৲

জায়	
১। লালগোলা তহবিল—	৩৩৮॥৵১০॥
২। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দরুণ চণ্ডীদাসের পদাবলী	১৬০৸৵০
৩। নিবারণচন্দ্র সুর—	১০৬৲
৪। পরিষদের কর্ম্মচারী—	১৩০৲
৫। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের হিসাবে—	১৩৲
৬। কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন—	৪০৲
	৭৮৮॥১০॥

জায়	
১। জমাদার এবং চাঁদা আদায়কারিগণের জমা—	২৫০৲
২। প্রবেষ্টাইন এণ্ড কোং—	৫০৲
৩। মাইকেল মধুসূদনের পত্নীর সমাধি-বেষ্টনী বাবদ—	১৫৲
৪। ছাত্রসভ্যগণের জমা—	২৪৲
৫। চণ্ডীদাসের পদাবলীর অগ্রিম মূল্য—	১২৲
৬। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ	৩৲
৭। পুস্তক বিক্রয়ের জন্য	২৲
	৩৫৬৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৩৮

আয়		ব্যয়	
১। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক দান	১২০০৲	পদকল্পতরু, প্রাচীন পুথির বিবরণ, অনাদি-মঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল, হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা ১ম খণ্ড ও সিদ্ধান্ত-শতক (গ্রহ-গণিত) প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়—	
২। পরিষদের সাধারণ-তহবিল হইতে প্রাপ্তি—	২৪৬১।৬	১। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত	৬০৲
৩। সুদ— ৪৫৫৲		২। কাগজ খরিদ	২৩৬।৵৯
৪। গ্রন্থ-বিক্রয় ৫৭৩৸৵৯		৩। মুদ্রণ	২৬৩৫৸৬
৫। বিবিধ ১৪৩২।৵৯		৪। সম্পাদন	৩৬৲
	৩৬৬১।৬	৫। বাঁধাই	৭১॥৵৬
		৬। ছবি	২৯।৬
		৭। বেতন, ডাকমাশুল ও গাড়ীভাড়া, ইত্যাদি	৫৯২।৩
			৩৬৬১ ৬

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বিশেষ বিশেষ দান

(ক) এককালীন দান (আজীবন-সদস্য-পদ গ্রহণের জন্য)—৭৫০৲

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—	২৫০৲
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা—	২৫০৲
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা—	২৫০৲
	৭৫০৲

(খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজার সাহায্য—৪৫৲

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৲
ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা	৪৲
রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	২৲
স্বর্গীয় কুমারকৃষ্ণ দত্ত	২৲
রায় শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর	২৲
কুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র লাহা	২৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	২৲
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার	২৲
ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা	২৲
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি	২৲
„ „ গিরিজাপ্রসন্ন সেন	২৲
শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১৲
অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	১৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲
„ „ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৲
রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ	১৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু	১৲
রায় শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু	১৲
„ „ বটবিহারী বসু	১৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস	১৲
কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা	১৲
শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা	১৲
„ বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
	৪৫৲

(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের পত্নীর সমাধিবেষ্টনীর জন্য দান—১০৲

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত—১০৲

(ঘ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান—৯৫৲

স্তর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১০৲
মাননীয় স্তর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ ৫৲
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় . ৫৲
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি . ৫৲
মাননীয় বিচারপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত
দ্বারকানাথ মিত্র ... . ৫৲
শ্রীযুক্ত এ. এন. চৌধুরী ৫৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৫৲
" যতীন্দ্রনাথ বসু ... ৫৲
" কিরণচন্দ্র দত্ত ... . ৫৲
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৲
" গণপতি সরকার ... . ৫৲
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ... . ৪৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় ২৲
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় . ২৲
" কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় . ২৲
" মৃগাঙ্কনাথ রায় ... . ২৲
" পুলিনবিহারী দত্ত ... .. ২৲
" উপেন্দ্রনাথ সেন ... .. ২৲
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর ২৲
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত ২৲
প্রমথনাথ রায় চৌধুরী -
রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ১৲
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় ১
ডক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲
কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ... ১৲
শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ১৲
" কৃষ্ণচন্দ্র দাস ... ... ১৲
" অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ১৲
" করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৲
" ভুজেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ... ... ১৲
" মন্মথনাথ সেন ... ... ১৲
" বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ... ... ১৲
" অজিত ঘোষ ... ... ১৲
" নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১৲
" দক্ষিণারঞ্জন গুপ্ত ... ... ১৲

(ঙ) রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে দান—১৫৫৲

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ২৫৲
রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ব্রহ্মচারী বাহ ২৫৲
স্তর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২০৲
ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা ২০৲
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ১০৲
স্তর শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল ১০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৲
মাননীয় বিচারপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত
দ্বারকানাথ মিত্র ... ৫৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ...
কুমার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ রায় ৫৲
কুমার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র লাহা ৫৲
কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা ৫৲
কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন .. ৫৲
শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় .. ৪৲
" দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় . ২৲
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি . ২৲
শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় . ২৲

১৫৫৲

(চ) হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা গ্রন্থমুদ্রণে সাহায্য—১২২৮৸৶০

নাম	টাকা
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ...	৩৩০৲
,, ,, বিমলাচরণ লাহা ...	৩২৩৸৶০
রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ...	৫০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৫০৲
,, যতীন্দ্রনাথ বসু ...	৫০৲
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ...	৫০৲
,, গণপতি সরকার ...	৫০৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	৫০৲
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা ...	৫০৲
স্বর্গীয় রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর ...	২৫৲
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ...	২৫৲
,, বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	২৫৲
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৫৲
শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ...	১৫৲
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ...	১৫৲
স্বর্গীয় রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ...	১০৲
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় ...	১০৲
,, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ...	১০৲
,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	১০৲
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত ...	১০৲
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ...	১০৲
রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর ...	৫৲
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ...	৫৲
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ...	৫৲
,, দুর্গামোহন কাব্য-সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ	৫৲
,, অজিত ঘোষ ...	৫৲
,, চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ...	৫৲
,, অনাথনাথ ঘোষ ...	৫৲
	১২২৮৸৶০

(ছ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতিরক্ষণ—৩০৲

নাম	টাকা
শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়—	২০৲
,, যতীন্দ্রনাথ বসু—	১০৲
	৩০৲

(ঞ) নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দান—৪২৸৹

নাম		টাকা
রায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর	...	১০৲
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর		২৲
ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়		২৲
শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়	...	২৲
„ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	...	২৲
রামপুরহাট স্কুলের শিক্ষকগণ	...	২৲
শ্রীযুক্ত যুগলবিহারী মাকড়	...	১৲
„ কৃষ্ণদাস মজুমদার	...	১৲
„ শিবরতন মিত্র	...	১৲
„ সজনীকান্ত দাস		১৲
„ বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৲
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সেন	...	১৲
শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	১৲
„ দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৲
„ পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৲
„ সত্যকিঙ্কর রায়	...	১৲
„ ভোলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	...	১৲
„ ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়	...	॥৹
„ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	॥৹
„ দম্ভেশ্বর রায়	...	॥৹
„ গিরিজাভূষণ সিংহ	...	॥৹
শ্রীযুক্ত বিজয় ভদ্র	...	॥৹
„ জলদবরণ দাস	...	॥৹
„ মুকুন্দবিহারী সাহা	...	॥৹
„ জ্ঞানানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	॥৹
„ জগদীশচন্দ্র ঘোষ	...	॥৹
„ নিত্যপ্রসন্ন চৌধুরী	...	॥৹
„ দোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়	...	॥৹
„ পার্ব্বতীচরণ সিংহ	...	॥৹
„ গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	...	॥৹
„ পঞ্চানন নন্দী	...	॥৹
„ নীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	॥৹
„ যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	॥৹
„ কুমুদপ্রসন্ন রায়	...	॥৹
„ অক্ষয়ভূষণ দত্ত	...	॥৹
মৌলভী আবদুল কাদের	...	॥৹
„ মদশ্বর হোসেন	...	॥৹
রামপুরহাট নূতন স্কুল	...	॥৹
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায়	...	।৹
„ ধ্বজাধারী মুখোপাধ্যায়	...	।৹
„ বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	...	।৹
„ নীলাঙ্গীবরণ চট্টোপাধ্যায়	...	।৹
„ মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	।৹
		৪২৸৹

(ঝ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দান—৩৫৲

জনৈক গুরুদাস-সেবক—৩৫৲

(ঞ) দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান—১০০৲

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন উনবিংশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতি—১০০৲

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা ...	৫৩০০৲
২।	প্রবেশিকা ...	৭৫৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয় ...	২৭৫৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয় ...	১৩০৲
৬।	সাধারণ, স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের সুদ আদায়	১৪৫৬৲
৭।	বার্ষিক সাহায্য ...	৪৭৩০৲
৮।	এককালীন দান ...	৫০০৲
৯।	স্মৃতি-রক্ষার আয় ...	১০০৲
১০।	বিবিধ আয় ...	২৫০৲
১১।	হাওলাত আদায় ...	৪০০৲
১২।	সংবর্দ্ধনার ও উৎসবের আয়	৫০৲
১৩।	পদক ও পুরস্কার ...	৫০৲
১৪।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ...	১০০৲
১৫।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ...	৪০১৫৲
	মোট	১৭৯৩১৲

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ ...	৩২৪০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ ...	১২৫০৲
৩।	পুস্তকালয় ...	২৪৮০৲
৪।	চিত্রশালা ও পুথিশালা ...	৩৪০০৲
৫।	বিবিধ মুদ্রণ ...	৭৫৲
৬।	ডাকমাশুল ...	৬০০৲
৭।	মন্দির মেরামত ও প্রাচীর পাইখানা ...	৩০০৲
৮।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখা	৩২৫৲
৯।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া ...	২৪৲
১০।	ভৃত্যদিগের পোষাকাদি ...	১০৲
১১।	দপ্তর সরঞ্জামী ...	৫০৲
১২।	আসবাব (নূতন ও মেরামত)	৫০৲
১৩।	গাড়ী ভাড়া ...	৭৫৲
১৪।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ...	১০০৲
১৫।	স্মৃতি-রক্ষার ব্যয় ...	১০০৲
১৬।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৫০৲
১৭।	পদক ও পুরস্কার ...	৫০৲
১৮।	বেতন ...	২১৫০৲
১৯।	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া ...	৩৫০৲
২০।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৩৬৫৲
২১।	বিবিধ ব্যয় ...	১০০৲
২২।	সংবর্দ্ধনা ও পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব ...	৫০৲
২৩।	সাহায্য ...	৭০৲
২৪।	আমানত জমা ও গচ্ছিত তহবিলের ফেরত ...	৮২৫৲
		১৬০৮৯৲

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি ২৬।৩।৩৯

শ্রীদুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ
সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি
১৭-৩-৩৯

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৮

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট	বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: কোং কাগজ মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: ডাকঘরে, ব্যাঙ্কে এবং কার্য্যালয়ে মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: সাধারণ তহবিলে হাওলাত
১	সাধারণ স্থায়ী তহবিল	৯৬৩৫।৵৯	২৩১৸০	৯৮৬৭৵৯	২৩১৸০	৯৬৩৫।৵৯	৫৬৩৫৲	।৵৯	৪০০০৲
২	লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল	১৩০০০৲	৮১৯৶৬	১৩৮১৯৶৬	৮১৯৶৬	১৩০০০৲	১৩০০০৲	...	...
৩	বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল	১১৬৫।৬	৫৪।৵০	১২১৯৷৵৬	...	১২১৯৷৵৬	১০০০৲	২১৯৷৵৬	...
৪	ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-তহবিল	১৪৪৫৸০	৬৩৸০	১৫০৯৷০	...	১৫০৯৷০	১২৭৫৲	২৩৪৷০	...
৫	মহাভারত আদিপর্ব্ব তহবিল	৩৩৷৵০	...	৩৩৷৵০	...	৩৩৷৵০	...	৩৩৷৵০	...
৬	সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিল	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...
৭	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	১০৯৮০৷০	৫০১৲	১১৪৮১৷০	৩৩৪৲	১১১৪৭৷০	১০৭০০৲	৪৪৭৷০	...
৮	কাশীরামদাস স্মৃতি-তহবিল	৩৭৫৸/৩	১৭৷০	৩৯৩।/৩	...	৩৯৩।/৩	৩৫০৲	৪৩।/৩	...
৯	মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি-বার্ষিকী-তহবিল	৩৮।৶৬	৪৫৲	৮৩।৶৬	২৩৷/০	৫৯৸৵৬	...	৫৯৸৵৬	...
১০	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৭২৬৸৵০	৩৩৷৵৩	৭৬০৷৩	...	৭৬০৷৩	৬৪০৲	১২০৷৩	...
১১	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৬৫।০	৩৫৲	১০০।০	১০০।০	...	...	...	...
১২	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	২২৮০৷/৯	১০৬।০	২৩৮৬৸/৯	...	২৩৮৬৸/৯	২১২৫৲	২৬১৸/৯	...
১৩	অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল	২৯৪।০	১৩৸০	৩০৮৲	...	৩০৮৲	২৭৫৲	৩৩৲	...
১৪	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	...
১৫	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি-তহবিল	২৲	৩০৲	৩২৲	৩০৲	২৲	...	২৲	...
১৬	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি তহবিল	১৲	...	১৲	...	১৲	...	১৲	...
		৪০২৮৯৸/৯	১৯৫১৶৯	৪২২৪১/৬	১৫৩৮৸৬	৪০৭০২।/০	৩৫০০০৲	১৭০২।/০	৪০০০৲

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।
১১-৩-১৩৩৯

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি
২৬-৩-১৩৩৯

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
আয়ব্যয় পরীক্ষক।

পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসন*

উত্তরবঙ্গে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বাদলগাছী থানার এলাকায় পাহাড়পুর নামক একটি স্থান আছে। ই. বি. রেলওয়ের সান্তাহার জংকসন হইয়া প্রায় ১৫।১৬ মাইল উত্তরে জামালগঞ্জ নামক ষ্টেশনে নামিয়া এই স্থানে যাওয়ার পথ আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই অবগত আছেন যে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই পাহাড়পুর নামক স্থানে ছোট পাহাড়ের ন্যায় একটি স্তূপ বিদ্যমান ছিল। এই অতিপ্রাচীন জঙ্গলময় স্তূপের অন্তঃস্থলে যে পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল—এরূপ উক্তি প্রাচীন প্রত্ন-রত্নান্বেষণকারী কোন কোন মনীষী ও বিশেষজ্ঞ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। শতাধিক বর্ষের পূর্ব্বেও যে এই স্থানটির নাম 'গোয়ালভিটার পাহাড়' বলিয়া পরিচিত ছিল, বুকানন্ হ্যামিল্টন্ সাহেব ইংরেজী ১৮০৭ সনে এই স্তূপ পরিদর্শন সময়ে ইহা জানিয়াছিলেন। প্রায় কুড়ি বৎসর অতীত হইল রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতম সুযোগ্য সভ্য শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয় এই পাহাড়পুরের স্তূপের চতুর্দ্দিকৃস্থিত ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টক প্রাচীরের একটি কোণে লিপি-সংবলিত 'দশবলগর্ভ' নামক কোন বৌদ্ধের দত্ত একটি শিলাস্তম্ভাংশ পাইয়াছিলেন। সেই লিপিটি আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দের অক্ষরে উৎকীর্ণ ছিল। তৎপরে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অন্যান্য সভ্যগণও প্রত্নতত্ত্বনিদর্শন ও প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাদন আবিষ্কার করার লোভে অনেক বার পাহাড়পুরে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে যতগুলি স্তূপ এযাবৎ পুরাতত্ত্ববিদ্গণের সন্ধানের মধ্যে আসিয়াছে, তন্মধ্যে পাহাড়পুরের স্তূপই সর্ব্বোচ্চ বলিয়া স্বীকৃত। স্তূপটির উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুট ছিল। সকলেই অবগত আছেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত গভর্মেণ্টের প্রত্নবিভাগের অন্যোন্য-সহায়তায় বাঙ্গালার এই উচ্চ স্তূপের খনন কার্য্য আরব্ধ হয়, এবং তাহার ফলে ইং ১৯২৬—২৭ সনে এই স্তূপের ভিতরে একটি বিপুলায়তন গুপ্তযুগের হিন্দু দেব-মন্দির আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে এবং তন্মধ্যে প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে সমস্ত নিদর্শন ও অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে, আলোচ্য তাম্রশাসনখানিও তাহার অন্যতম। এই মূল্যবান্ উপাদানের আবিষ্কর্ত্তা সরকারী প্রত্ন-বিভাগের সুবিখ্যাত 'আযুক্তক' বা উচ্চ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত এম.এ. মহাশয়। সম্প্রতি তিনি এই লিপিখানির পাঠোদ্ধার করিয়া সরকারী প্রাচীন-লেখ-সঙ্কলন-গ্রন্থে[১] একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই লেখের বিশেষত্ব ও বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস-সঙ্কলনে ইহার মূল্য নির্ণয়ের সময় অসিয়াছে।

শাসনখানির ফোটোগ্রাফ ও দীক্ষিত মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া আমরা সেই

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বাঙ্গালা এসোসিয়েশনের অধিবেশনে পঠিত।

(১) *Epigraphia Indica, vol. XX, No. 5, p. 59 ff.* দীক্ষিত মহাশয়ের অনুমতি-ক্রমে আমরা তাম্রফলক-লিপির চিত্রখানি প্রবন্ধে সংযোজিত করিয়াছি।

কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। গুপ্তযুগের যে হিন্দু দেব-মন্দির, খনন-কার্য্যের ফলে তৎকালের নানারূপ নিদর্শন সহ, পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানেই পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল-নরপালগণের রাজ্যসময়েরও অনেক লিপি-সংবলিত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নবিভাগের মনীষীরা মনে করেন যে, এই প্রাচীন গুপ্তযুগের হিন্দু দেব-মন্দিরের সহিত যবদ্বীপের দেব-মন্দিরগুলির সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা আরও মনে করেন যে, এই মন্দির স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ পাহাড়পুরের এই স্থানেই একটি 'চতুর্ম্মুখ সর্ব্বতোভদ্র' জৈন-মন্দির এই স্তূপের অত্যুচ্চশিখরে অবস্থিত ছিল। এই প্রকার মতের পোষকতায় তাঁহারা এই তাম্রশাসনে জৈন শ্রমণাচার্য্য গুহনন্দি-প্রতিষ্ঠিত বিহারের উল্লেখের কথা উদ্ধৃত করেন। খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দে গুপ্তসম্রাট্ দিগের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় এবং তৎসমসময়ে ও কিছু পরবর্ত্তীকালে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির ফলে, খুব সম্ভবতঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে বিদ্যমান জৈন-মন্দিরটিকে হিন্দু দেব-মন্দিরে পরিণত করিয়া বর্দ্ধিতায়তন করা হয়। পরে তাহাই আবার বৌদ্ধ বিহার বলিয়া পরিচিত হয়। সেই বিহারই বাঙ্গালার পাল-রাজাদের যুগে 'সোমপুর বিহার' আখ্যা লাভ করিয়া থাকিবে।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ নভেম্বর তারিখে পাহাড়পুরের স্তুপ খননের সময়ে আবিষ্কৃত মন্দিরের দ্বিতীয় তলায় প্রদক্ষিণ-পথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই তাম্রশাসন-খানি পাওয়া যায়। দীক্ষিত মহাশয় মনে করেন যে, ইহা মন্দিরের উচ্চতর স্তর হইতে গলিত ইষ্টক ও মৃত্তিকা সহ সম্ভবতঃ এই দ্বিতল ভূমিতে গড়াইয়া পড়িয়াছিল। শাসন-খানিতে উৎকীর্ণ লিপিটি একরূপ সমগ্রভাবেই পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্তিকালে ইহার উপর সবুজবর্ণের ধাতু-মল সংলগ্ন ছিল, পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা পরিষ্কার করাতে, ইহাতে ক্ষোদিত অক্ষর সমূহ স্পষ্টতররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। খনন-কার্য্যে ব্যাপৃত কর্ম্মকরগণের অজ্ঞানজাত প্রমাদে তাম্রফলকের ঊর্দ্ধদিকের দক্ষিণ কোণটি একটু কাটিয়া যাওয়ায়, প্রথম পৃষ্ঠার শেষে তিন চারি পঙ্ক্তিতে ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অগ্রভাগের কয়েক পঙ্ক্তিতে কয়েকটি অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে। বামদিকের প্রান্তভাগ স্থানে স্থানে খসিয়া পড়ায়, সেখানেও কতকগুলি অক্ষর লোপ পাইয়াছে। তথাপি ইতিপূর্ব্বে উত্তরবঙ্গেই আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে ধানাইদহ তাম্রলিপির এবং সেই নরপতি, বুধগুপ্ত ও ভানু(?)গুপ্তের আমলের দামোদরপুর তাম্রপট্ট-পঞ্চকের পাঠের সহায়তায়, আলোচ্য শাসনের পাঠোদ্ধার কার্য্য যে সুকর হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। তাম্রফলকখানি চতুষ্কোণ এবং ইহা দৈর্ঘ্যে ৭।০ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৪॥০ ইঞ্চ। ইহার ওজন ২৯ তোলামাত্র। দুই একটি সামান্য স্থান ব্যতীত দীক্ষিত মহাশয়ের পাঠে কাহারও কোন প্রকার অনাস্থার হেতু নাই। এই শাসনের লিপিটি পঞ্চম শতাব্দের উত্তর-ভারতীয় অক্ষরে (সংক্ষিপ্ত নাম 'গুপ্তাক্ষর') উৎকীর্ণ। আমাদের আবিষ্কৃত গুপ্তসম্রাট্ বুধগুপ্তের রাজ্যসময়ের দামোদরপুরের তৃতীয় ও চতুর্থ তাম্রশাসনের[২] অক্ষরের সহিত আলোচ্য শাসনের অক্ষরের সৌসাদৃশ্য স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। উপরি উল্লিখিত ধানাইদহ-লিপিতে কোন কোন অক্ষরের সহিত ব্যবহৃত 'আ'-কার চিহ্নগুলি লক্ষ্য করিয়া গুপ্তযুগের অক্ষর

(২) *Epigraphia Indica, vol. XV, pp. 138-39 plates.*

বিশেষের সহিত সেরূপ চিহ্ন ব্যবহারের স্বতন্ত্র একটি ধরণ দেখিয়া প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন অক্ষর-তত্ত্বের যে একটি তথ্য নূতন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম[৩], তাহা লইয়া আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার একটি বাদ-প্রতিবাদ সমুত্থিত হইয়াছিল এবং তাহা লইয়া সেকালের 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকায় লেখালেখিও চলিয়াছিল। তথ্যটি ছিল এই যে, গ, ণ, থ, ধ প্রভৃতি কতকগুলি অক্ষরের সহিত সংযোজিত 'আ'-কার চিহ্নটি অক্ষরগুলির উপরিভাগে ব্যবহৃত না হইয়া উহাদের নীচের নিজ বাম কোণে অঙ্কুশাকারে প্রদত্ত হইত। দামোদরপুর-লিপিগুলিতেও আমরা 'আ'কার-যোগের এই বিশেষত্ব দেখাইয়া দিয়া নিজ মতটি পরিপুষ্ট করিয়াছিলাম। আবার এখন এই নবাবিষ্কৃত পাহাড়পুর-লিপিতেও সেই রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি। অধিকন্তু, এই লিপিতে ব, র ও স-এতেও তদ্রূপ 'আ'-কার-সংযোগ দৃষ্ট হয়। লিপির অক্ষর-বিন্যাস সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষিত হইতেছে। 'র'-সংযোগে পূর্ব্বস্থিত ক-কার ও পরস্থিত ক, ণ, দ, ম, য-কার দ্বিত্ব লাভ করিয়াছে (যথা, বিক্ক্রয়ো॰ পং ৫ ও ১২ ; ॰ক্ক্রমেণা॰ পং ৫ ও ১৭ ; ॰অর্ক্ক॰ পং ২০ ; ॰অনুবর্ণ্ণ্য পং ৩ ; ॰নির্দ্দিষ্ট॰ পং ১৮ ; শর্ম্মা পং ৪, আর্য্য॰ পং ১)। বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণ-পার্থক্য বড় একটা-মানিতেন না, পঞ্চম শতাব্দের এই লিপিতে অনেক স্থলে বর্গীয় ব-স্থানে (যথা, ॰বাহ্য পং ৪ ও ১১ ; ॰বহুভির্॰ পং ২৩) অন্তঃস্থ ব-এর প্রয়োগই তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লিপিতে অবগ্রহ-চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না (যথা ॰বিক্রয়োঽনুবৃত্তস্॰ পং ৫ ও ১২, প্রার্থ্য (য়ে)-তে ত্র পং ১৬ অধ্যর্দ্ধোক্ষয়নীবী॰ পং ১৯; দাতব্যোক্ষয়নীবী॰ পং ২০)। ইহাতে সংখ্যাবাচক চিহ্নের মধ্যে ১০০, ৫০, ৯, ৭, ৪ ও ১ সংখ্যার চিহ্ন ব্যবহৃত আছে (পং ১৯, ২০ ও ২১ দ্রষ্টব্য)। লিপিশেষে উল্লিখিত ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক পাঁচটি ব্যতীত তাম্রলিপিটি সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে রচিত। ইহা হইতে ৫ম শতাব্দের সংস্কৃত গদ্য রচনার নমুনার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মূল পাঠে কখন কখন প্রাকৃত ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়, যথা—অরহতাং (পং ১৩), রামিয়া (পং ১৭), এবং কৃষ্ণাহিনঃ (পং ২৫)। স্থানের দেশীয় নামগুলিকেও সংস্কৃতাকার দেওয়া হইয়াছে, দেখা যায়। লিপিতে সর্ব্বসমেত ২৫ পঙ্‌ক্তি লেখা আছে, প্রথম পৃষ্ঠায় ১২ ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৩ পঙ্‌ক্তি। বিংশ পঙ্‌ক্তিতে লিপিকাল-বিজ্ঞাপক বর্ষের সংখ্যা ১৫৯ সংবৎ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা যে গুপ্ত সংবৎ তাহা দামোদরপুর ও ধানাইদহের লিপিগুলির সহিত অক্ষর ও সন তারিখ-সংখ্যার তুলনা করিলেই সহজে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এই দলিলখানি ১৫৯ গুপ্তাব্দে, অথবা ৪৭৮–৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল,—অর্থাৎ ইহার বর্ত্তমান বয়স ১৪৫৩ চৌদ্দ শত তিপ্পান্ন বৎসর।

এই তাম্রপট্টখানি কোন রাজকীয় দানলিপি নহে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এযাবৎ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসনগুলির অধিকাংশই রাজগণের দান-পত্র। কিন্তু পূর্ব্বকালে ধর্ম্মকর্ম্মার্থে রাজ-সম্পাদিত ব্রহ্মদায় ও দেবদায়ের উদ্দেশ্যে দান-লিপি ব্যতীত অন্যান্যরূপ লেখও সম্পাদিত হইত। অনেক দিন পূর্ব্বে আমরা এক

---

(৩) 'সাহিত্য' পত্রিকা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

প্রবন্ধে[৪] প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসন-গুলির মধ্যে অনেকগুলি সেকালের দানোদ্দেশ্যে ক্রীত ভূমির বিক্রয়-বিষয়ক লেখ। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে[৫] নানারূপ রাজকীয় শাসন ও লেখ সম্পাদনের বিধি উল্লিখিত পাওয়া যায়। পৌর ও জানপদগণের স্বকীয় ব্যবহারের জন্যও বিক্রয়-লেখ প্রভৃতি নামে পরিচিত লেখাদির বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে। ইতিপূর্ব্বে ধানাইদহের লিপিখানি ও দামোদর-পুরের লিপি পাঁচখানি, উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত এই ছয়খানি এবং পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের আমলের লিপি চারিখানিও এই প্রকার ভূমি-বিক্রয় লেখ। এইগুলির 'দানার্থক ভূমিবিক্রয়শাসন' নাম অধিকতর সঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বসাকল্যে এযাবৎ আমরা বাঙ্গালা দেশে এগারখানি সাধারণ দানশাসন-বিলক্ষণ প্রায় সমজাতীয় বিক্রয়-লেখ আবিষ্কৃত পাইলাম। রাজকীয় সাধারণ দান-পত্রের যেরূপ রচনা পদ্ধতি, এইগুলির রচনা ও বর্ণনা তদ্রূপ নহে। এগুলির মুসাবিদাও স্বতন্ত্র। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খ্রীষ্টাব্দের এই লিপিগুলির মুসাবিদার প্রতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর দলিলের পাঠে বা বিবরণে সাধারণতঃ ছয়টি বিভিন্ন ভাগ বা সন্দর্ভ লক্ষিত হয়। প্রথম ভাগে কোন্ রাজার শাসন সময়ে কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানীয় শাসনবিভাগের অধিকরণে কোন্ রাজ-কর্ম্মচারীর মধ্যস্থতায় ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, তদ্বিষয়ক বিজ্ঞাপন থাকে। এই ভাগেই কখন কখন লিপিকালও লিখিত থাকে। দ্বিতীয় ভাগে প্রার্থয়িতার ভূমিক্রয়ের উদ্দেশ্য এবং বিষয়-বিশেষে প্রচলিত মূল্য-বিশেষের নির্দ্দেশ ও সেই হারে অর্থ আদায় করিয়া ভূমি বিক্রয়ের উপযোগিতা প্রদর্শন। তৃতীয় ভাগে সরকারী শাসনবিভাগের পুস্তপালগণ কর্ত্তৃক বিক্রেতব্য ভূমির স্বত্বাবধারণ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ ও বিক্রয়ের অনুমোদন। চতুর্থ ভাগে সেই পুস্তপালগণের অবধারণাক্রমে, প্রচলিত হারে মূল্যের বিনিময়ে, সীমানির্দ্দেশ পূর্ব্বক তত্তদ্দেশে প্রচলিত নলাদি দ্বারা বিক্রেয় ভূমির পরিচ্ছেদ করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রদান। পঞ্চম ভাগে ক্রেতা যে পুণ্য কর্ম্মের নিমিত্ত মূল্য দিয়া রাজাধিকরণ হইতে ভূমি খরিদ করিয়া ব্রাহ্মণ বা দেবতাকে ইহা দান করিলেন, তদ্বিষয়ক উল্লেখ। সর্ব্বশেষে ষষ্ঠভাগে এই ভাবে ক্রীত হইয়া প্রদত্ত ভূমির অনাক্ষেপ সহকারে প্রতিপালনের জন্য পরবর্ত্তী সংব্যবহারীদিগের স্মরণার্থ ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক সমূহের উদাহরণ ও লিপি-পরিসমাপ্তি কখন কখনও এই শেষভাগেও লিপিকাল-বিজ্ঞাপক বৎসর, মাস ও দিনের পরিচয় প্রদত্ত থাকে। শাসন-সরকারের অনুমোদনক্রমে লেখ নির্ম্মিত ও বিহিত হইয়াছে, ইহা বিজ্ঞাপিত হওয়ার জন্য যেন অনেক সময় রাজকীয় অধিকরণের বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুদ্রা বা শিলমোহর দ্বারা লেখগুলি চিহ্নিত থাকিত। সেগুলি যেন মনে হয় আধুনিক রেজিষ্ট্রেরী করা পাকা দলিলের মর্য্যাদার ন্যায় মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকিত।

(৪) Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee Volumes, Orientalia, Part 2, pp. 475 ff.

(৫) ক্রয়লেখ্যের একটি পরিচয় শুক্রনীতিতে (২।৩০৭) এইরূপ প্রদত্ত আছে,—"গৃহক্ষেত্রাদিকং ক্রীত্বা তুল্যমূল্যপ্রমাণযুক্। পত্রং কারয়তে যত্তু ক্রয়লেখ্যং তদুচ্যতে॥"

পাহাড়পুরের তাম্রশাসন (গুপ্ত) সংবৎ ১৫৯

প্রথম পৃষ্ঠা

এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা হইতে সংগৃহীত

যথাপ্রাপ্ত মাপ।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

১৬

১৮

২২

২২

এইখানে আমরা পাহাড়পুর-লিপিখানির পাঠ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। তৎপরে ইহার একটি বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া, উপসংহারে লিপিবদ্ধ কয়েকটি তথ্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

লিপি পাঠ

[প্রথম পৃষ্ঠা]

১। স্বস্তি [॥*] পুণ্ড্র [বর্দ্ধ] নাদাযুক্তকা[৬] আর্য্য-নগর-শ্রেষ্ঠি-পুরোগঞ্চা-ধিষ্ঠানাধিকরণম্ দক্ষিণাংশক-বীথেয়-নাগিরট্ট-

২। -মণ্ডলিক-পলাশাট্ট-পার্শ্বিক-বট-গোহালী-জম্বুদেব-প্রাবেশ্য-পৃষ্ঠিম-পোত্তক ঘোষাট-পুঞ্জক-মূল-নাগিরট্ট-প্রাবেশ্য-

৩। -নিত্বগোহালীষু ব্রাহ্মণোত্তরান্মহত্তরাদি-কুটুম্বিনঃ কুশলমনুবর্ণ্যানু-বোধয়ন্তি [।*] বিজ্ঞাপয়ত্যস্মান্ব্রাহ্মণ-নাথ-

৪। শর্ম্মা এতদ্ভার্য্যা রামী চ যুষ্মাকমিহাধিষ্ঠানাধিকরণেদ্বি-দীনারিক্য-কুল্যবাপেন শশ্বৎ-কালোপভোগ্যাক্ষয়নীবী-সমুদয়-বা (বা) হ্যা-

৫। প্রতিকর-খিল-ক্ষেত্র-বাস্ত বিক্রয়োনুবৃত্তস্তদর্হথানেনৈব-ক্রমেণাবয়োস্সকাশাদ্দী-নারত্রয়মুপসঙ্গৃহ্যাবয়ো [স*] স্বপুণ্যাপ্যা-

৬। য়নায় বটগোহাল্যাম (মে) বাস্যাস্কাশিক-পঞ্চস্ত প-নিকায়িক-নির্গ্রন্থ-শ্রমণাচার্য্য-গুহনন্দি-শিষ্য-প্রশিষ্যাধিষ্ঠিত-বিহারে

৭। ভগবতামর্হতাং গন্ধ-ধূপ-সুমনো-দীপাদ্যর্থস্তল-বাটক-নিমিত্তঞ্চ অ[ত*] এব বট-গোহালীতো বাস্ত-দ্রোণবাপমধ্যর্দ্ধঞ্চ-

৮। ম্কুদেব-প্রাবেশ্য-পৃষ্ঠিম [৭] -পোত্তকেৎ(কাৎ) ক্ষেত্র [৮] -দ্রোণবাপ-চতুষ্টয়ং ঘোষাটপুঞ্জাদ্দ্রোণবাপচতুষ্টয়ং মূল-নাগিরট্ট-

৯। প্রাবেশ্য-নিত্ব-গোহালীতঃ অর্দ্ধত্রিক-দ্রোণবাপানিত্যেবমধ্যর্দ্ধং ক্ষেত্র-কুল্যবাপম-ক্ষয়নীব্যা দাতুমি[ত্য]ত্র] যতঃ প্রথম-

১০। পুস্তপাল-দিবাকরনন্দি - পুস্তপাল-ধৃতিবিষ্ণু-বিরোচন-রামদাস-হরিদাস-শশি-নন্দিষু (?)[৯] প্রথমনু (?) .... [না] মবধারণ-

১১। য়াবধৃতমস্ত্যস্মদধিষ্ঠানাধিকরণে দ্বিদীনারীক্য-কুল্যবাপেন শশ্বৎকালোপ-ভোগ্যাক্ষয়নীবী-সমু[দয় বা (বা)] হ্যা প্রতিকর-

১২। [খিল*]-ক্ষেত্র-বাস্ত-বিক্রয়োনুবৃত্তস্তদ্যদ্যুষ্মাং (ন্) ব্রাহ্মণ-নাথ-শর্ম্মা এতদ্ভার্য্যা রামী চ পলাশাট্ট-পার্শ্বিক-বট-[১০] গোহালীস্থ (?)-য়—

---

(৬) দীক্ষিত মহাশয়ের '"যুক্তক' পাঠ মূলানুগত নহে।

(৭) দীক্ষিত মহাশয়ের সংশোধিত 'পোত্তকে' পাঠ অসঙ্গত প্রতিভাত হয়। শব্দটি পঞ্চম্যন্ত পাঠ করিতে হইবে।

(৮) দীক্ষিত মহাশয়ের 'ক্ষেত্রং' পাঠ মূলানুগত বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

(৯) এস্থলে কতকগুলি অক্ষর নষ্ট হওয়ায় পাঠ সংশয়পূর্ণ।

(১০) এস্থলের পাঠও নিঃসংশয় নহে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

১৩। ………………ক-পঞ্চস্তূপ-কুল-নিকায়িক-আচার্য্য[১১]—নিগ্রর্ন্থ-গুহনন্দি-শিষ্য-প্রশিষ্যাধিষ্ঠিত-সদ্বিহারে[১২] অরহ(র্হ)তাং গন্ধ-[ধূপ]। দ্যুপযোগায়

১৪। [তল-ব*]াটক-নিমিত্তঞ্চ তত্রৈব বটগোহাল্যাং বাস্তুদ্রোণবাপমধ্যর্দ্ধং ক্ষেত্রঞ্চমূক্দেব-প্রাবেশ্য-পৃষ্ঠিম-পোত্তকে দ্রোণবাপচতুষ্টয়ং

১৫। ঘোষাটক[১৩] পুঞ্জন্দে্া (ঞ্জে দ্রো) ণ-বাপচতুষ্টয়ং মূল-নাগিরট্টে প্রাবেশ্য-নিত্বগোহালীতো দ্রোণবাপদ্বয়মাঢ় বা [প-দ্ব]য়াধিকমিত্যে বম-

১৬। ধ্যর্দ্ধং ক্ষেত্রকুল্যবাপম্প্রার্থ্য(য়ে)তেত্র ন কশ্চিদ্বিরোধঃ গুণস্তু যৎ পরমভট্টারক-পাদানামর্থোপচয়ো ধর্ম্মষড্ভাগাপ্যায়-

১৭। নঞ্চ ভবতি তদেবংক্রিয়তামিত্যনেনাবধারণাক্রমেণাস্মাদ্ব্রাহ্মণ-নাথ-শর্ম্মত এতদ্ভার্য্যা-রামিয়া (ম্যা) শ্চ[১৪] দীনার-ত্র-

১৮। য়মায়ীকৃত্যৈতাভ্যাং বিজ্ঞাপিতক[১৫]-ক্রমোপযোগায়োপরিনির্দ্দিষ্ট-গ্রাম-গোহালিকেষু তল-বাটক-বাস্তুনা সহ ক্ষেত্র[১৬]

১৯। -কুল্যবাপ (পঃ) অধ্যর্দ্ধোক্ষয়নীবীধর্ম্মেণ দত্তঃ কু ১ দ্রো ৪ [। *] তদ্যুষ্মাভিঃ স্বকর্ম্মণাবিরোধিস্থানে ষট্ক-নডৈ (লৈ) রপ-

২০। বিঞ্ছ্য দাতব্যোক্ষয়নীবীধর্ম্মেণ চ শশ্বদাচন্দ্রার্কতারককালমনুপালয়িতব্য ইতি সম্ ১০০ ৫০ ৯

২১। মাঘ দি ৭ (।*) উক্তঞ্চ ভগবতা ব্যাসেন [।*] স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্ [।*]

২২। স বিষ্ঠয়াং[১৭] ক্রিমিভূর্ত্বা পিতৃভিস্সহ পচ্যতে [॥ ১ ॥ *] ষষ্টি-বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ [। *]

২৩। আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ [॥ ২ ॥ *] রাজভির্ব্ব(র্ব্ব) হুভির্দ্দত্তা দীয়তে চ পুনঃ পুনঃ [। *] যস্য যস্য

২৪। যদা ভূমি ত (স্ত)স্য তদা ফলম্ [॥ ৩ ॥ *] পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির [। *] মহীং মহীমতাং[১৮] শ্রেষ্ঠ

(১১) সদ্বিহারা•নিকায়িকাচার্য্য•রূপ পাঠ বিধেয় ছিল।

(১২) দীক্ষিত মহাশয় পাঠটি সম্যক্ লক্ষ্য করেন নাই। এখানে প্রাকৃত প্রভাব-দৃষ্ট হয়।

(১৩) দীক্ষিত মহাশয়ের পাঠ •পুঞ্জান্দে্াণ• মূলানুগত নহে। পুঞ্জ শব্দে এ-কার চিহ্ন স্পষ্ট না থাকিলেও লেখক পরবর্ত্তী •ন্দে্াণ• শব্দ হইতে একটি ন-কার কাটিয়া দিয়াছিলেন।

(১৪) এখানেও 'রাম্যাঃ' স্থলে 'রামিয়াঃ' পাঠ প্রাকৃত ভাষার প্রভাবযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

(১৫) দীক্ষিত মহাশয় 'বিজ্ঞাপিত' শব্দের পর 'ক'-কারটি লক্ষ্য করেন নাই।

(১৬) দীক্ষিত মহাশয়ের 'ক্ষেত্রং' পাঠ এস্থলে নির্ভুল নহে।

(১৭) দীক্ষিত মহাশয়ের 'কৃমি' পাঠ মূলানুগত নহে। সংস্কৃতিভাষায় 'ক্রিমি' 'কৃমি' উভয় শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৮) দীক্ষিত মহাশয়ের 'মতিমতাং' বলিয়া পাঠসংশোধন অসঙ্গত বোধ হয়। মূলে 'মহীমতাং' পাঠ আছে, তাহা অশুদ্ধ পাঠ নহে।

২৫। দানাচ্ছ্রেয়োহনুপালনং (ম্) [॥ ৪ ॥ *] বিন্ধ্যাটবীষনস্তয়সু[১৯] শুষ্ককোটর বাসিন [ঃ। *][২০] কৃষ্ণাহিনো (হয়ো) হি জায়ন্তে দেবদায়ং হরন্তি যে [॥ ৫ ॥ *]

অনুবাদ

স্বস্তি ॥ পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে আযুক্তকগণ (উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ) ও আর্য্য নগরশ্রেষ্ঠি-প্রধান অধিষ্ঠানের (নগরের) অধিকরণ (শাসন-পরিষৎ) দক্ষিণাংশক বীথীতে নাগিরট্ট-মণ্ডলে পলাশাট্ট পার্শ্বে অবস্থিত বটগোহালী, জম্বুদেব-প্রাবেশ্য পৃষ্ঠিম-পোত্তক, ঘোষাটপুঞ্জক ও মূলনাগরিট্ট-প্রাবেশ্য নিত্বগোহালী (এই চারিটি গ্রামের)—ব্রাহ্মণোত্তর মহত্তরাদি (গ্রামবৃদ্ধ বা গ্রামের মাতব্বরাদি) কুটুম্বিগণকে (গৃহস্বামীদিগকে) কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া (এই আদেশ) জানাইয়া দিতেছেন,—

"ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা ও তদীয় ভার্য্যা রামী আমাদিগকে এইরূপে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন—'আপনাদের এই অধিষ্ঠানের অধিকরণে প্রতিকুল্যবাপ দুই (স্বুবর্ণ) দীনারের মূল্যে চিরকালভোগ্য করিয়া অক্ষয়-নীবীরূপে (রাজার) সমুদয়-বাহ্য (বা আয়বহির্ভূত) ও সর্ব্বপ্রকার করমুক্তভাবে খিল, ক্ষেত্র ও বাস্তুভূমির বিক্রয়-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। অতএব, সেই নিয়মানুসারে আমাদের (স্ত্রী-পুরুষের) নিকট হইতে তিন দীনার মূল্যস্বরূপ লইয়া, আমাদের স্বপুণ্যবৃদ্ধির জন্য এই বটগোহালী (গ্রামেই) অবস্থিত কাশীর 'পঞ্চ-স্তূপ-নিকায়'-শাখার নির্গ্রন্থ (জৈন) শ্রমণাচার্য্য গুহনন্দীর শিষ্য-প্রশিষ্যগণদ্বারা অধিষ্ঠিত বিহারে ভগবান্ অর্হদ্‌গণের গন্ধ, ধূপ, পুষ্প, দীপাদির জন্য ও তল-বাটের নিমিত্ত, এই বটগোহালী (গ্রাম) হইতে দেড়-দ্রোণবাপ পরিমিত বাস্তুভূমি, জম্বুদেব-প্রাবেশ্য পৃষ্ঠিম-পোত্তক (গ্রাম) হইতে চারি-দ্রোণবাপ-পরিমিত ক্ষেত্রভূমি, ঘোষাটপুঞ্জ (গ্রাম) হইতে চারি-দ্রোণবাপ-পরিমিত (ক্ষেত্র)-ভূমি ও মূলনাগিরট্ট-প্রাবেশ্য নিত্বগোহালী (গ্রাম) হইতে আড়াই-দ্রোণবাপ-পরিমিত (ক্ষেত্র)-ভূমি, (সর্ব্বসাকল্যে) দেড়ক্ষেত্র-কুল্যবাপ ভূমি অক্ষয়-নীবীরূপে আমাদিগকে দিতে আজ্ঞা হয়।'

এ-সম্বন্ধে যখন প্রথম পুস্তপাল দিবাকরনন্দী ও অন্যান্য (নিম্নস্থ) পুস্তপাল ধৃতিবিষ্ণু, বিরোচন, রামদাস, হরিদাস, শশিনন্দি প্রভৃতির অবধারণানুসারে অবধৃত (স্থিরীকৃত) হইয়াছে যে, আমাদের অধিষ্ঠানাধিকরণে শশ্বৎকালভোগ্য, অক্ষয়নীবী, সমুদয়—বাহ্য, অপ্রতিকর (অকিঞ্চিৎ-প্রগ্রাহ্য) খিল ক্ষেত্র ও বাস্তুভূমি প্রতিকুল্যবাপ দুই দীনার মূল্যে বিক্রীত হওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং ব্রাহ্মণ নাথ-শর্ম্মা ও তদীয় ভার্য্যা রামী যে পলাশট্ট পার্শ্বিক বটগোহালীগ্রামে স্থিত, (কাশীর) 'পঞ্চস্তূপ-কুলের নিকায়িক আচার্য্য নির্গ্রন্থ (জৈন) গুহনন্দীর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দ্বারা অধিষ্ঠিত-সদ্-(জৈন) বিহারে অর্হদ্‌গণের গন্ধধূপাদির উপযোগ জন্য ও তলবাটক-নিমিত্ত সেই বটগোহালীতেই দেড়-দ্রোণবাপ-পরিমিত বাস্তুভূমি, জম্বুদেব-প্রাবেশ্য পৃষ্ঠিম পোত্তকে চারি-দ্রোণবাপ-পরিমিত ক্ষেত্রভূমি,

(১৯) 'দীক্ষিত মহাশয়ের 'অনযুস্থ' পাঠরূপে সংশোধন অপ্রয়োজনীয়।
(২০) মূলপাঠে প্রাকৃত ভাষার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

ঘোষাটপুঞ্জে চারি-দ্রোণবাপ-পরিমিত ক্ষেত্রভূমি ও মূলনাগিরট্ট-প্রাবেশ্য নিত্বগোহালীতে আঢ়বাপদ্বয়াধিক দ্রোণবাপদ্বয়-পরিমিত ক্ষেত্রভূমি, এই প্রকারে সর্ব্বসমেত দেড়-ক্ষেত্রকুল্যবাপ পরিমিত ভূমি আমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাতে কোনরূপ বিরোধ (বা দোষ) নাই, বরং ইহাতে এই গুণ আছে যে, পরমভট্টারকপাদের (অর্থাৎ শাসক মহারাজাধিরাজের (কিছু) অর্থোপচয় ও ধর্ম্মষড়্ভাগের লাভও হইবে,—অতএব, এইরূপ (ভূমি-বিক্রয়) কার্য্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(পুস্তপালগণের) এই অবধারণাক্রমেই এই ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা ও তদীয় ভার্য্যা রামীর নিকট হইতে তিন দীনার (রাজার) আয় করিয়া বিজ্ঞাপিতক্রমে উপযোগের (বা ব্যবহারের) নিমিত্ত উপরি-নির্দ্দিষ্ট গ্রাম-গোহালিক সমূহে তলবাটক-বাস্ত সহ দেড় ক্ষেত্র-কুল্যবাপ-পরিমিত ভূমি অক্ষয়-নীবীধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে দত্ত হইল। কু(ল্যবাপ) ১ দ্রো(ণ) ৪।

অতএব, আপনারা নিজ কর্ম্মদ্বারা অবিরোধি-স্থানে (বিক্রীত ভূমি অন্যান্য ভূমি হইতে) ছয় (ছয়) নলদ্বারা (মাপিয়া) পৃথক্ করিয়া দিউন এবং অক্ষয়-নীবীধর্ম্মের স্মরণ রাখিয়া চিরকাল চন্দ্র-সূর্য্য-তারক-সমকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুপালন করুন। ইতি সং (বৎ) ১০০, ৫০,৯ (= ১৫৯), মাঘ [মাসের] ৭ দি [ন]।

ভগবান ব্যাসও (এ-সম্বন্ধে) এইরূপ বলিয়াছেন,—

(১) ভূমি স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই পিতৃগণ সহ বিষ্ঠায় কৃমিরূপে পচিতে থাকিবেন ॥

(২) ভূমিদানকারী ষাইট হাজার বৎসর স্বর্গে বাস করেন, এবং (ভূমির) আক্ষেপকারী ও (সেই কার্য্যের) অনুমোদনকারী তত বৎসর পর্য্যন্তই নরকে বাস করেন ॥

(৩) (পূর্ব্ববর্ত্তী) বহুসংখ্যক রাজা ভূমি দান করিয়াছেন ও (এখনও) অনেক রাজা পুনঃ পুনঃ ভূমি দান করিয়া থাকেন,—(কিন্তু) যিনি যিনি যখন ভূমির অধিপতি থাকেন, তিনি তিনিই সেই (দান নিমিত্তক) ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

(৪) হে যুধিষ্ঠির! দ্বিজাতিগণকে পূর্ব্বে যে মহী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে; যে-হেতু, হে ভূম্যধিকারিগণের শ্রেষ্ঠ! দান করা অপেক্ষায় দানের অনুপালন অধিক শ্রেয়োদায়ক হইয়া থাকে ॥

(৫) যাহারা দেবদায় (দেবোত্তর সম্পত্তি) হরণ করে, তাহারা, কিন্তু জলশূন্য বিন্ধ্যাটবীস্থলে শুষ্ককোটরবাসী কৃষ্ণসর্পরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই তাম্রপট্টখানি ক্রেতার দানোদ্দেশ্যে সম্পাদিত ভূমিবিক্রয়ের দলিল এবং ইহা প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত ভূমি-বিক্রয়-প্রথার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। লিপিমর্ম্ম হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, গুপ্তসংবৎ ১৫৯ বর্ষে (৪৭৮—৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) ৭ই মাঘ তারিখে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির রাজধানীতে যে আযুক্তকগণ ও নগর-শ্রেষ্ঠি-পুরোগ অধিষ্ঠানাধিকরণ রাজ-শাসন পরিচালন করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা ও তদীয় ভার্য্যা রামী বটগোহালীগ্রামে অবস্থিত কাশীর পঞ্চস্তূপ (বা তৎকুল) নিকায়-শাখার নির্গ্রন্থ (জৈন) শ্রমণাচার্য্য গুহনন্দীর শিষ্য-প্রশিষ্যগণদ্বারা অধিষ্ঠিত

বিহারে ভগবান্ অর্হদ্গণের (জৈনতীর্থঙ্করদিগের) গন্ধ, ধূপ, পুষ্প, দীপাদি-পূজোপকরণ ও তলবাটের জন্য দেড়কুল্যবাপ-পরিমিত বাস্তু ও ক্ষেত্রভূমি অক্ষয়নীবীরূপে প্রতিকুল্যবাপ দুই দীনার মূল্য হারে সরকার হইতে খরিদ করিয়া লইয়া দান করিবার অভিপ্রায়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তৎপর সেই উচ্চ রাজকর্মচারিগণ বিক্রেতব্য গ্রাম-সম্পর্কিত ব্রাহ্মণোত্তর মহত্তরাদি গৃহপতিদিগকে নাথশর্ম্মা ও রামীর এই অভ্যর্থনার বিষয় জানাইয়া আদেশ করিতেছেন যে, সরকারী প্রধান পুস্তপাল দিবাকরনন্দী ও অন্যান্য নিম্নস্থ পুস্তপালগণের (government record-keepers) অনুসন্ধান ও অবধারণাক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তাহাদের নিকট হইতে তৎপ্রদেশে প্রচলিত হারে মূল্য লইয়া তিন দীনার মুদ্রার বিনিময়ে প্রার্থিত দেড়কুল্যবাপ-ভূমি বিক্রয় করার ব্যবস্থাতে সরকারপক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। সেই উচ্চ রাজকর্মচারীরা আরও আদেশ করিলেন যে, প্রচলিত নলদ্বারা মাপিয়া তাঁহারা যেন প্রার্থিত ভূমি অন্যান্য ভূমি হইতে পৃথগ্‌ভাবে চিহ্নিত করিয়া নাথশর্ম্মা ও তাহার ভার্য্যা রামীকে প্রদান করেন।

এখন দেখা যাউক, এই লিপি-মর্ম্ম হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার কি কি ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, (দিনাজপুর জেলার) দামোদরপুরে গুপ্তযুগের তাম্রশাসন পাঁচখানি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্য ঐতিহাসিকগণ কেহই বলিতে পারিতেন না, বাঙ্গালার কোন দেশবিভাগ উত্তরাপথের সার্ব্বভৌম সম্রাট্ গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের শাসনাধীন ছিল কি না। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা সেই লিপিগুলির যথাসম্ভব পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রথমতঃ এরূপ ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলাম যে, অন্ততঃ ১২৪ গুপ্তাব্দ হইতে ২২৪ গুপ্তাব্দ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ৪৪৩-৪৪ হইতে ৫৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) এক শত বৎসর পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে নিজ প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত রাখিয়া, গুপ্তসম্রাট্ প্রথম-কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, দ্বিতীয়-কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত এবং সম্ভবতঃ ভানু (?)গুপ্ত সেকালের উত্তরবঙ্গ প্রদেশ শাসন করিতেন। তখন এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তঃপাতী অনেকগুলি বিষয় বা জেলা বর্ত্তমান ছিল। ৫ম হইতে ৯ম খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি বিষয়ের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে খাদাপার বা খাটাপার, কোটিবর্ষ, মহান্তাপ্রকাশ, স্থালীকট প্রভৃতির নাম সুবিদিত। উপরি উল্লিখিত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের অধীন ও তাহাদের দ্বারাই নিযুক্ত বিষয়-পতিগণ (আযুক্তকগণ) তত্তৎ-বিষয়ের অধিষ্ঠানে (জেলানগরে) অবস্থিত অধিকরণ বা পরিষদের (Council or board of administration) সাহায্যে রাজকার্য্যের 'সংব্যবহার' বা পরিচালন করিতেন। অন্যান্য তাম্রশাসনে আমরা পাইয়াছি যে, এই অধিকরণগুলিতে নগরশ্রেষ্ঠী প্রথম-সার্থবাহ, প্রথম-কুলিক ও প্রথম-কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত চারিজন সভ্যও থাকিতেন। ইহা হইতে এইরূপ প্রতীত হয় যে, বিষয়-পতিগণের শাসন-পরিষদের এই সভ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে যিনি নগরশ্রেষ্ঠী বলিয়া অভিহিত, তিনি সম্ভবতঃ নগরের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ সেখানে থাকিতেন; যিনি প্রথম-সার্থবাহ নামে পরিচিত, তিনি সেখানের বণিকগণের প্রতিনিধি; যিনি প্রথম-কুলিক সংজ্ঞায়

পরিজ্ঞাত, তিনি কারুশিল্পীদিগের প্রতিনিধি; এবং যিনি প্রথম-কায়স্থ (অন্যত্র 'জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ' সংজ্ঞক) তিনি হয়, শ্রেষ্ঠ করণিক বা লেখকরূপে (অথবা 'সর্ব্বাধিকারী' Chief Secretary-রূপে) সেখানে কার্য্য করিতেন। আলোচ্য শাসনে অধিকরণটি কেবল 'আর্য্য-নগরশ্রেষ্ঠি-পুরোগ বলিয়া বর্ণিত পাওয়া যাইতেছে। কেন যে বুধগুপ্তের রাজ্যের এইভাগে শাসন-পরিষৎ এইরূপ একজন সভ্য লইয়া গঠিত হইয়া থাকিবে, তাহা বলা যায় না। একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলা উচিত যে, সংস্কৃত-সাহিত্যের মৃচ্ছকটিক নামক প্রকরণের ব্যবহার-সংজ্ঞক অঙ্কে বিচারক (অধিকরণিক) শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ-সংজ্ঞক দুই ব্যক্তিকে সভ্যরূপে সঙ্গে লইয়া চারুদত্তের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, দামোদরপুরে আবিষ্কৃত সম্রাট্ বুধগুপ্ত ও ভানু (?)গুপ্তের আমলের দুইখানি তাম্রশাসনে "কোটিবর্ষ-বিষয়াধিষ্ঠানাধিকরণস্য" এই লিপি সংবলিত মুদ্রা বা শিল সংলগ্ন ছিল, অর্থাৎ তাম্রশাসনদ্বয় কোটিবর্ষ জেল অধিষ্ঠান (নগর)-স্থিত অধিকরণের মুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল। 'পরমদৈবত-পরম-ভট্টারক-মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্তের তাম্রশাসন ও মুদ্রাদিতে যে সমস্ত সন তারিখের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি ১৫৭ গুপ্তাব্দ হইতে ১৭৫ গুপ্তাব্দের (অর্থাৎ ৪৭৬ হইতে ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের) ভিতর পড়ে। পাহাড়পুর শাসনের সংবৎ ১৫৯, সুতরাং ইহা যে গুপ্তসংবৎ এবং ৪৭৮-৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অভিন্ন, তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। কাজেই ইহাতে উল্লিখিত আযুক্তকগণ ও অধিকরণটি সম্রাট্ বুধগুপ্তের পাদ-পরিগৃহীত। ইহাতে যে (১৬ পঙ্ক্তিতে), 'পরমভট্টারক'পদের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তিনি স্বয়ং গুপ্তসম্রাট্ বুধগুপ্তই হইবেন। বহুকাল পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ এরূপ ধারণা পোষণ করিতেন যে, বুধগুপ্ত কেবল মালব প্রদেশের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিপত্তি বড় ক্ষীণ ছিল। উত্তরবঙ্গের তাম্রলিপিগুলির আবিষ্কার ও ব্যাখ্যার ফলে, সেই আংশিক সত্য দূরীভূত হইয়াছে এবং আমরা এই পূর্ণ সত্য জানিয়াছি যে, সম্রাট্ বুধগুপ্ত উত্তর ভারতে একদিকে মালব ও অপর দিকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত একচ্ছত্রাধিপত্য ভোগ করিয়াছিলেন।

সেকালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিষয়ে বা জেলাতে প্রচলিত ভূমি-বিক্রয়-প্রথা বিভিন্ন রকমের ছিল। কোনও বিষয়ে ভূমি প্রতিকুল্যবাপ দুই দীনার মূল্যে, আবার কোথায়ও তিন দীনার দরে ["অনুবৃত্তত্রিদীনারিক্য-কুল্যবাপ-বিক্রয়মর্য্যাদা"] বিক্রীত হইত। পূর্ব্ববঙ্গের (ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত) এই শাসনের কিছু পরবর্ত্তী সময়ের যে কয়েকখানি ভূমি-বিক্রয়-লেখের উল্লেখ পূর্ব্বে একবার করিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই অঞ্চলে প্রতিকুল্যবাপ ভূমি চারি দীনার মূল্যে ['চতুর্দ্দীনারিক্য-কুল্যবাপেন'] বিক্রীত হইত। আলোচ্য শাসনে মূল্যের হার দুই দীনার বলিয়া উল্লিখিত।

প্রাচীন ভারতে 'কুল্য,' 'দ্রোণ,' 'আঢ়ক' প্রভৃতি শব্দ শস্যাদি পরিমাপের মান বলিয়া অর্থশাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত পাওয়া যায়। পরে, ক্ষেত্রাদি ভূমি মাপিবার জন্যও এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত অনেকগুলি প্রাচীন লিপিতে আমরা কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ প্রভৃতি শব্দ ভূমির পরিমাণ-বাচক বলিয়া ব্যবহৃত দেখিতে পাইয়াছি। আলোচ্য শাসনে আঢ়-বাপ বলিয়াও একটি শব্দ পাওয়া গেল। তবে কি

বুঝিতে হইবে যে, এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ ততখানি, যতখানিতে এককুল্য পরিমিত বীজ বপন করা চলিত ? সেইরূপ হয়ত এক দ্রোণ বা আঢ়-পরিমিত বীজ যতখানি ভূমিতে বপন করা চলিত, ততখানি ভূমি এক দ্রোণ-বাপ বা এক আঢ়-বাপ ভূমি। এই শাসন হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আট দ্রোণবাপে এক কুল্যবাপ ভূমি পরিমিত হয়, কারণ ইহাতে ১২ দ্রোণবাপে দেড়কুল্য বাপ ভূমি বলিয়া মোট পরিমাণ সূচিত হইয়াছে। আবার ৪ আঢ়-বাপে এক দ্রোণ-বাপ পরিমিত হয়। প্রাচীন কালে গ্রামের ব্যক্তিবিশেষের হাতের মাপ প্রমাণরূপে ধরিয়া আট-নয়-হাতী নল দ্বারা ["অষ্টক-নবক-নলাভ্যাম্"] ভূমি মাপের প্রথার উল্লেখ তাম্রশাসনাদিতে পাওয়া গিয়াছে। এই শাসনে ছয় হাতী নলের ব্যবহার কথা ["ষট্‌ক"-নলেন] লিখিত আছে। এখনও বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে অনেকস্থানে নলদ্বারা ভূমি মাপিবার রীতি রক্ষিত রহিয়াছে।

দীনার-শব্দটি সম্পূর্ণভাবে আমাদের দেশীয় শব্দ নহে। ভারতবর্ষে অতিপ্রাচীনকালে (মৌর্য্যযুগাদিতে) সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। পরবর্ত্তী কুষাণ-রাজগণের রাজ্যসময়ে সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে[২১] 'পণ' ও 'মাষ' নামে যে মুদ্রার উল্লেখ আছে, তাহা যথাক্রমে রূপ্য-রূপ ও তাম্র-রূপ অর্থাৎ রূপার টাকা (রূপেয়া) ও তামার টাকা বলিয়া প্রচলিত ছিল। এই সব মুদ্রা প্রস্তুত করাইতেন লক্ষণাধ্যক্ষ-নামক রাজকর্ম্মচারী ও পণযাত্রার (বা currency) ব্যবস্থা করিতেন যে রাজকর্ম্মচারী, তাঁহার নাম ছিল 'রূপ-দর্শক'। নারদ ও বৃহস্পতির স্মৃতিতে সোনার মোহরের 'সুবর্ণ' ও 'দীনার' এই দুই নামই দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের রাজগণের মুদ্রাও এই দুইনামেই পরিচিত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। সেই যুগে যে ভারতবর্ষের সহিত রোমসাম্রাজ্যের বাণিজ্য ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ভাবে বর্ত্তমান ছিল, ঐতিহাসিকমাত্রই তাহা অবগত আছেন। রোমের স্বর্ণ মুদ্রার নাম ছিল দেনারিউস বা দীনারিউস (denarius)। ভারতীয়গণ সেই নামানুসারে এই দেশে প্রচলিত সুবর্ণ নামক সুবর্ণমুদ্রার অন্যতর নাম রাখিলেন দীনার। তাঁহারা প্রতীচ্য শব্দটিকে সংস্কৃত শব্দ করিয়া লইলেন।

অন্যান্য প্রাচীনলিপির ন্যায় এই লিপিতেও আমরা তিন প্রকার ভূমির নাম পাইতেছি ; যথা—খিল, ক্ষেত্র ও বাস্তুভূমি। যে ভূমির অপর নাম 'অপ্রহত' অর্থাৎ যাহাতে হলকর্ষণ করা হয় নাই, সুতরাং যাহা সাধারণত পতিত জমি বলিয়া জ্ঞাত, তাহাই 'খিল'ভূমি। কর্ষণযোগ্য ভূমি 'ক্ষেত্র'ভূমি ও গৃহনির্ম্মাণাদিদ্বারা বাসের যোগ্য ভূমির নাম 'বাস্তু'ভূমি। 'অক্ষয়নীবী'রূপে ভূমি বিক্রয় ও দানের অর্থ কি ? তাহাও একটু বিবেচ্য। সংস্কৃত ভাষায় 'নীবী' শব্দের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারে যাহা মূলধন বা মূলদ্রব্য সেরূপ অর্থও পরিদৃষ্ট হয়। কোন ভূমি বা ধন যদি কেহ অক্ষয়-নীবী-রূপে প্রদান করেন, তাহা হইলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, ক্রেতা বা প্রতিগ্রহীতা মূলের নাশসাধন না করিয়া ইহাকে চিরস্থায়ী দায় মনে করিয়া ইহার আয় দ্বারা উদ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এরূপ সর্ত্ত থাকিলে তিনি মূলধন নষ্ট করিতে

(২১) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় অধিকরণ, ১২শ অধ্যায়।

পারিবেন না অথবা প্রদত্ত বা বিক্রীত ভূমি হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না—এই প্রথাই 'অক্ষয়-নীবী-ধর্ম্ম' অনুসারে দান-বিক্রয়-প্রথা।

বটগোহালী গ্রামে যে জৈনবিহারের অর্হদ্‌গণের পূজাদির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা সস্ত্রীক রাজসরকার হইতে ভূমি খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বিহারটি লিপিকালের অর্থাৎ ৫৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব সময় হইতেই সেখানে বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। সম্ভবতঃ, জৈন শ্রমণাচার্য্য গুহনন্দীই সর্ব্বপ্রথম ইহা স্থাপিত করেন এবং লিপি-সময় সময়ে ইহা তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্যগণদ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল। উত্তরভারতে যে সকল ঐতিহাসিক যুগেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম অপ্রতিহতভাবে সেবিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের সময়েও বৌদ্ধদিগের সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রন্থ (জৈন) ও আজীবিক সম্প্রদায়ের লোকও পরস্পর অবিরোধে ও অবিদ্বেষে স্ব স্ব ধর্ম্মের সাধন করিতেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গুপ্তনরপতিগণ 'পরমভাগবত' ও 'পরমদৈবত' বলিয়া প্রাচীন লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছেন। অথচ তাঁহাদের রাজ্যসময়ে অনেক নরপতি ও প্রজাজন জৈন ও বৌদ্ধবিহারাদির সুবিধার জন্য ভূমি ও অর্থ দান করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের পালরাজগণ ধর্ম্মহিসাবে 'পরম-সৌগত' ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি কোনরূপ ধর্ম্মবিদ্বেষ পোষণ করিতেন না, বরং কোন কোন নরপতি রাজ্যশাসন কার্য্যের অনুরোধে ব্রাহ্মণজাতীয় মন্ত্রি নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এমন কি, তাঁহাদের আচার-নিয়মের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। নাথশর্ম্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন; তথাপি জৈনবিহারের প্রয়োজনে ভূমি খরিদ করিয়া তাহা দান করিয়াছিলেন। কি অদ্ভুত পরধর্ম্মসহনশীলতা সে কালের ভারতবর্ষীয় জনগণের মনে স্থান পাইত! সকল ধর্ম্মাবলম্বীরাই একসমাজে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিত। বটগোহালী-নামক স্থানটিই হয়ত পরে গোয়ালভিটা-নামে পরিচিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এই জৈনবিহারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রমণাচার্য্য গুহনন্দীকে তাম্রশাসনে আমরা কাশিক বলিয়া আখ্যাত পাইতেছি। তবে কি তিনি কাশী হইতে উত্তরবঙ্গে আসিয়া এই বটগোহালী-গ্রামে প্রথমতঃ এই বিহার স্থাপিত করেন? তদীয় অপর বিশেষণ 'পঞ্চ-স্তূপ (বা পঞ্চস্তূপ-কুল)-নিকায়ী বলিয়া শাসনে উল্লিখিত হইয়াছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে 'পঞ্চনিকায়ী'-শব্দের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং ইহার অর্থ যিনি 'দীর্ঘ-নিকায়াদি' পঞ্চ নিকায়শাস্ত্রে পারঙ্গম। কিন্তু এখানে 'পঞ্চ' ও 'নিকায়ী' এই দুই শব্দের মাঝখানে একত্র 'স্তূপ' ও অন্যত্র 'স্তূপকুল'-শব্দ প্রযুক্ত থাকায়, দীক্ষিত মহাশয় মনে করেন যে, এখানে 'নিকায়'-'শব্দটিকে' জৈন আচার্য্যগণের কোন শাখা 'অর্থে' প্রযুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং সেই শাখার নিবাস সম্ভবতঃ পঞ্চস্তূপ-নামক কোন স্থানবিশেষে সম্বদ্ধ ছিল। এইরূপ মনে করিয়া তিনি আচার্য্য গুহনন্দীকে 'পঞ্চস্তূপ' বা 'পঞ্চস্তূপকুলে'র শাখা হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, বাঙ্গালাদেশে যে এই গুপ্তযুগে জৈনাচার্য্যগণের প্রকৃষ্ট প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই লিপিকালের প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসর পরে যখন চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াঙ্ আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পরিভ্রমণ

করিবার সময়ে সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখিয়া তন্মধ্যে দিগম্বর নিগ্রন্থদের সংখ্যাধিক্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সে কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।[২২] এমন কি, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দে দিগম্বর জৈনাচার্য্যদিগের মধ্যে যশোনন্দী, জয়নন্দী, কুমারনন্দী প্রভৃতি জৈনাচার্য্যগণের নামতালিকাও পাওয়া যায়। মোট কথা, পুণ্ড্রবর্দ্ধনও প্রাচীনকালে জৈনাচার্য্যগণের একটি প্রাধান কেন্দ্র ছিল। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিমা-গৃহে রক্ষিত উত্তরবঙ্গের মান্দাইল-নামক স্থান হইতে সংগৃহীত একটি জৈনতীর্থঙ্করের মূর্ত্তিও এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আমরা এই লিপিতে সরকারী নথিপত্রে নিবন্ধ-পুস্তক-রক্ষাকারী পুস্তপালগণের মধ্যে কয়েকটি নাম পাইয়াছি,—যথা দিবাকরনন্দী, ধৃতিবিষ্ণু, বিরোচন, রামদাস, হরিদাস শশিনন্দি প্রভৃতি। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীদের ডাক-নাম কেমন ছিল তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসুদিগের দৃষ্টি এই নাম কয়েকটিতে আকর্ষণ করা যাইতে পারে। বুধগুপ্তের সময়ের উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত অপর দুইখানি লিপিতেও আমরা পুস্তপালগণের নামের মধ্যে পত্রদাস, বিষ্ণুদত্ত, বিজয়নন্দী, স্থাণুনন্দী প্রভৃতি নাম পাইয়াছি। আবার পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় অধিষ্ঠিত ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দের লিপিগুলিতেও শুচি পালিত, প্রিয় দত্ত, বিহিত ঘোষ, জনার্দ্দন কুণ্ড প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। দত্ত, নন্দী, পালিত, ঘোষ, কুণ্ড প্রভৃতি কুল বা গোত্রনামের সৃষ্টি কি বাঙ্গালাদেশে এত পূর্ব্বকালেই হইয়াছিল? এই গোত্রনামগুলির ব্যবহার অনেকেরই একটু বিস্ময় উৎপাদন করিবে, মনে হয়।

ব্রহ্মদায় বা দেবদায়-বিষয়ক লেখের সম্পাদন সময়ে সরকারী নগর-শাসনপরিষৎ ও আযুক্তকগণ বিক্রীত ও প্রদত্ত গ্রামগুলির গ্রামমহত্তর ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে কেন উপস্থিত রাখিয়া তাঁহাদিগকে বিক্রয় বা দানের কথা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন—ইহাও একটি আলোচ্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। অর্থশাস্ত্রাদিতে লিখিত আছে যে, কোন লেখ সম্পাদন সময়ে ও সীমাদির বিবাদনির্ণয়কালে গ্রামবৃদ্ধদিগকে সম্মুখে রাখিতে হইত। এখানে দেখিতেছি, বিক্রীত ভূমিতে অধিকার ছিল মহারাজাধিরাজের, অথচ, তাঁহার উচ্চকর্ম্মচারিগণ বিজ্ঞাপন করিতেছেন ব্রাহ্মণাদি মহত্তর ও কুটুম্বিগণকে। এই বিক্রয়মূলে রাজার স্বত্ব বিক্রীত ভূমিতে রহিত হইল এবং দলিল-সম্পাদন কাল হইতে তিনি আর সেই ভূমি হইতে কোনরূপ 'সমুদয়' (আয়) বা করাদির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না—ইহারই অবগতির জন্য তাঁহাদিগের তথায় উপস্থিতি ঘটাইতে হইত কি? অথবা প্রদত্ত ভূমি রাজকীয় হইলেও, মূলে সব ভূমিতেই প্রজাবর্গের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হইত—ইহারই অভ্যুপগমের নিমিত্ত মহত্তরাদির উপস্থিতি দলিল-সম্পাদন সময়ে দরকার বোধ হইত কি? এই সব প্রশ্নের সমাধান দুরূহ এবং এস্থলে ইহা ইষ্ট বলিয়া মনে হয় না। বিক্রয় কালের পরে প্রদত্ত ভূমিজাত আয়-প্রত্যায় প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণ বা দেবাদির জন্যই সংগৃহীত হইবে, রাজকোষের জন্য নহে, ইহাই এইরূপ শাসনের বিধান।

(২২) Watters—On Yuan Chwang—Vol. II p. 184

এই যুগের বাঙ্গালাদেশের ধর্ম্ম, সমাজ, বাণিজ্য, কথিতভাষা, সংস্কৃত-রচনায় গৌড়ীরীতির প্রয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের জন্যও এইরূপ তাম্রশাসনের ন্যায় ঐতিহাসিক উপদানসমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচনার প্রয়োজন আরও বহুকাল পর্য্যন্ত অনুভূত হইবে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

দেশীয় সামযিক পত্রের ইতিহাস

১৮৩৫–১৮৫৭

(৩)

সত্যপ্রদীপ

'সত্যপ্রদীপ' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ; প্রতি শনিবার 'শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীমেরিডিথ টৌন্সেণ্ড সাহেবকর্ত্তৃক প্রকাশিত' হইত। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ছয় টাকা। সত্যপ্রদীপের প্রথম সংখ্যা ১৮৫০, ৪ মে শনিবার (১২৫৭, ২৩ বৈশাখ) তারিখে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় সত্যপ্রদীপ-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল,—

"এইক্ষণে অন্যূন সপ্তদশ পত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে ইহার মধ্যে কএক পত্রের তিন চারি শতপর্য্যন্ত গ্রাহক সত্তাই সম্বাদপত্র পাঠ করণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত লালসার প্রমাণ। ইদানীং বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞজনগণ স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ স্বীয় ভাষায় সপ্তদশ পত্র প্রকাশ করিতেছেন অতএব বিদেশীয় লোকেরদের এতৎ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করণের কি প্রয়োজন কেহ যদি অসন্তুষ্ট হইয়া এইমত আপত্তি করেন তবে উত্তর এই। কোন দেশীয় লোক কিঞ্চিৎ সভ্যতাবিশিষ্ট হইলে তাঁহারা অবশ্য সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন ক্রমে সভ্যতার বর্দ্ধনানুসারে পত্রের উত্তমতাবৃদ্ধি হয়। এদেশীয় লোকেরদের মধ্যে ক্রমে২ সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে তথাপি যে২ পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তিন চারি পত্র ভিন্ন অন্যান্য পত্রবিষয়ে সভ্যজনগণ নানা দোষার্পণ করেন। প্রথম এই। কোন২ সম্পাদক মহাশয় কোন স্থানে কোন সম্বাদ শ্রুত হইলে তাহার সত্যাসত্যতা নির্ণয়ার্থে উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়া অথবা তদ্রূপ অনুসন্ধান করণাক্ষম হইয়া সহসা তাহা প্রকাশ করেন। ফলতঃ কোন২ সময়ে সদাচারি সভ্য বিশিষ্ট লোকেরদের নামে অনুপযুক্তরূপে দোষার্পণ ও নানাপ্রকার গ্লানি হয়। দ্বিতীয় এই। কএক সম্বাদপত্রে অত্যন্ত অনুপযুক্ত শব্দাদি ব্যবহারপ্রযুক্ত সভ্য লোকেরা প্রায় তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারেন না। ফলতঃ এতদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত মহাশয়েরদের ঐ সকল পত্র পাঠ করাতে তাঁহারদের নীতিবৃদ্ধি না হইয়া অসভ্যতা বর্দ্ধন হইতেছে। এইক্ষণে আমরা দেশবিদেশীয় সত্যসম্বাদ অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদের মনঃসন্তোষ করণাভিপ্রায়ে সত্যপ্রদীপনামক এই সম্বাদপত্র প্রকাশ করিতেছি। কোন অন্যায়াচরণের বিশ্বাস্য সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তদাচারের দোষ প্রকাশ করণে কোনক্রমে শৈথিল্য করিব না পরন্তু ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিও করিব না। ফলতঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদের সৎজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা সত্যপ্রদীপের প্রধান অভিপ্রায়।···পদার্থ ও শিল্প প্রভৃতি বিদ্যা

সম্পর্কীয় নানারূপ প্রস্তাব বিদ্যার্থি মহাশয়েরদের সন্তোষার্থে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব তন্মধ্যে যেং কথা সহজে বোধগম্য নহে ব্যাখ্যার্থে তাহার প্রতিবিম্ব কথনং প্রকাশ হইবেক।"

সত্যপ্রদীপ এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া 'সমাচার দর্পণ' পুনঃ প্রকাশ করা হয়। এ সম্বন্ধে সত্যপ্রদীপে লেখা হইয়াছিল,—

"সমাচার দর্পণ। ঐ সুপ্রসিদ্ধ নাম কে না শুনিয়াছেন। ১৮১৮ সালের ২৩ মে দিবসে শুভলগ্নে ভারতবর্ষে জন্ম লইয়া দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত রাজা প্রজা ইতর বিশেষ সর্ব্ব শ্রেণীর মঙ্গলার্থী ও সদুপকারী হইয়া ১৮৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখে নিধনগত হন।...পাঠক ও গ্রাহক মহাশয়েরদের আনুকূল্যক্রমে সত্যপ্রদীপের এক বৎসর অবসান হইলে তৎপরিবর্ত্তে সমাচার দর্পণ পুনঃ প্রকাশ করিব।... সমাচার দর্পণ আগামি মে মাসের ৩ তারিখ শনিবারে প্রকাশিত হইবেক।"*

'সত্যপ্রদীপ' পত্রের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৫১ সনের ২৬এ এপ্রিল তারিখে।

'সত্যপ্রদীপ'-এর ফাইল।—

কলিকাতা, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—সম্পূর্ণ ফাইল।

সংবাদ বৰ্দ্ধমান

১৮৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১২৫৭) বর্দ্ধমান হইতে 'সংবাদ বর্দ্ধমান' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা বর্দ্ধমান-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রচারিত হইত। ১২৫৭ সালের ১১ই আশ্বিন (শুক্রবার) তারিখে 'সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' লিখিয়াছিলেন :—

"সংবাদ বর্দ্ধমান।—গত সোমবার সন্ধ্যার সময় আমরা সংবাদ বর্দ্ধমান পত্র প্রাপ্তহইয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলাম সম্পাদক মহাশয় বহু বাহুল্য ব্যয়ে নূতন অক্ষর ও উত্তম নক্‌সা ও প্রেস প্রভৃতি আনিয়া পত্রকে উৎকৃষ্ট রচনায় রচিত করিয়া গ্রাহকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।"†

সংবাদ সুধাংশু

১৮৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ সুধাংশু' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রধানতঃ খ্রীষ্ট-তত্ত্বই স্থান পাইত। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশ,—

"আমরা সংবাদ সুধাংশু নামক নূতন প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর আহ্লাদিত হইলাম,...সম্পাদক মহাশয় পত্রের [মাসিক] মূল্য চারি আনামাত্র অবধারিত করিয়াছেন।"‡

* সত্যপ্রদীপ—৪৮ সংখ্যা, ১৮৫১ সন ২৯ মার্চ্চ (১২৫৭, ১৭ চৈত্র), পৃ. ৩৭৭।
† ১৮৫০, ৫ অক্টোবর (২০ আশ্বিন ১২৫৭) তারিখের 'সত্যপ্রদীপ' পত্রে উদ্ধৃত।
‡ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়—১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫০ (২৬ ভাদ্র ১২৫৭)।

'সংবাদ সুধাংশু' পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অনুষ্ঠানীয় প্রস্তাবের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমরা পরম পরাৎপর জগৎকর্ত্তার নাম স্মরণ করত অদ্যাবধি সংবাদ সুধাংশু নামে সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রকাশারম্ভ করিলাম। আমারদের বাসনা এই যে সর্ব্ব বিষয়ে জগদীশ্বরের মহিমা বিস্তার এবং স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বর্দ্ধন হয় সুতরাং এই নব পত্রিকাকে পরমেশ্বরের মহিমা বিস্তারের এবং স্বদেশের মঙ্গল বর্দ্ধনের উপযোগিনী করাই আমারদের আভপ্রেত। এই অভিপ্রায়ানুসারে আমরা সর্ব্বদা সত্য স্থাপন পূর্ব্বক তত্ত্ব নিরূপণ এবং মিথ্যার উন্মূলন করিতে যত্ন করিব, অপর মাৎসর্য্য পরিহার পুরঃসর যাহা যথার্থ তাহাই লিপিবদ্ধ করিব, পাঠকবর্গের বিড়ম্বনার্থ অলীক বচনেতে [?] লেখনী নিযুক্ত করিব না। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শাসন প্রায় কাহার অগোচর নাই, অনেকেই তদ্ধর্ম্মের উপদেশ এবং রীতিনীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব অধিক কি লিখিব সেই নীত্যনুযায়ি সরলতাচরণ করাই আমারদের প্রতিজ্ঞা। এই পত্রিকা আপাততঃ ছয় প্রকরণে বিভক্ত হইবে। ১ সম্পাদকীয় উক্তি। ২ প্রেরিত পত্র। ৩ নূতন২ গ্রন্থের বিবরণ। ৪ সাহিত্যাদি প্রকরণ। ৫ অতীত সপ্তাহের সমাচার। ৬ আগামি সপ্তাহের পঞ্জিকা। কিন্তু আমাদের এমত প্রতিজ্ঞা নহে যে প্রত্যেক পত্রেই উল্লেখিত প্রকরণ সকল নিয়ত থাকিবে কেননা প্রেরিত পত্র অথবা নূতন২ গ্রন্থের বিবরণ নিত্য নয় তাহা নৈমিত্তিক মাত্র কেহ পত্র না পাঠাইলে অথবা নূতন গ্রন্থ রচনা না করিলে ঐ দুই প্রকরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অপর সাহিত্যাদি প্রকরণে জ্ঞানের কথাও থাকিবে অর্থাৎ তাহাতে পুরাবৃত্ত পদার্থতত্ত্বপ্রভৃতি বিবিধবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত অথবা অনুবাদিত হইবে।"*

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি এগার মাস চলিবার পর ১৮৫১ সনের ২রা আগষ্ট তারিখে বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা অতিশয় আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে আমারদিগের অভিনব সাপ্তাহিক সহযোগি সংবাদ সুধাংশু প্রকাশক মহাশয় স্বীয় পত্র রহিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি যে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন তাহা আমরা নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

'সংবাদ সুধাংশু

শনিবার ১৮ শ্রাবণ ১২৫৮।

সম্প্রতি সংবাদ সুধাংশু স্থগিত হইল, এক্ষণে আর প্রকাশিত হইবে না। আমরা ছয় মাস পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,

* ১৮৫০, ১৩ই সেপ্টেম্বরের 'সত্যপ্রদীপ' পত্রে উদ্ধৃত।

সে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া একাদশ মাস কার্য্য পাঠকবর্গের সেবা করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাবধি তৎকর্ম্মে অবসর প্রার্থনা করিতে হইল।' "*

প্রচলিত সাময়িক পত্রের তালিকা—১৮৫১, এপ্রিল

১৮৫১ সনের ১৪ই এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বরানুকম্পায় এবং গ্রাহকবর্গ ও বন্ধু বান্ধব মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদপত্র সম্পাদক মহোদয় গণের আনুকূল্যে ক্রমে মাসিক সাপ্তাহিক হইয়া পরে দৈনিক হইয়াছে…।+

আমরা এ স্থলে সংবাদ পত্রের ও অন্যান্য যন্ত্রালয়ের তালিকা পাঠকবর্গের গোচর নিমিত্ত নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যদিও কিয়দ্দিন গত হইল রেবেরণ্ড লাং সাহেব যন্ত্রালয় সকলের তালিকা ইংরেজী ভাষায় প্রকটিত করিয়াছেন তথাপি আমরা যন্ত্রালয়ের তালিকা এ স্থলে প্রকাশ করণ নিরর্থক বোধ করি না যেহেতু মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা অহরহই বৃদ্ধি হইতেছে অপর বাঙ্গালা যন্ত্র সকল কোথায় কত আছে ও তাহার সবিশেষ বিবরণ অস্মদাদির সুবিদিত আছে অতএব এই তালিকায় পাঠকবর্গ অবশ্যই কিঞ্চিৎ অধিক জানিতে পারিবেন।

	সংবাদ পত্রের নাম	সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষের নাম	নিবাস ও মাসিক মূল্য	
প্রাত্যহিক।—	সংবাদ প্রভাকর	শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা	১
	" পূর্ণচন্দ্রোদয়	" অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য	আমড়াতলা	১
দিনান্তরিক।—	সংবাদ ভাস্কর	" গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	শোভাবাজার	১
	" রসসাগর	" রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	চোরবাগান	॥০
অর্দ্ধ সাপ্তাহিক।—	সমাচার চন্দ্রিকা	" রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আড়পুলি	১
	সংবাদ রসরাজ	" গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	শোভাবাজার	॥০
	" সজ্জনরঞ্জন	" গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	পাথুরিয়াঘাটা	।০
	বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	" বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান	॥০
সাপ্তাহিক।—	সংবাদ সাধুরঞ্জন	" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা	।০
	" সুধাংশু	" কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	শিমুলিয়া	।০
	গবর্ণমেণ্ট গেজিট	" জান মার্সমন সাহেব	শ্রীরামপুর	১
	সত্যপ্রদীপ	" টৌনসেণ্ড সাহেব	শ্রীরামপুর	॥০
	সংবাদ বর্দ্ধমান	" কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান	॥০
	" বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়		ঐ	॥০
	রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ	" গুরুচরণ শর্ম্ম রায়	রঙ্গপুর	॥০

* সংবাদ প্রভাকর—৫ই আগষ্ট ১৮৫১ (২১ শ্রাবণ ১২৫৮)।

১৩২৪ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (২য় সংখ্যা, পৃ. ৯২) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন :—"সুধাংশু—কৃষ্ণমোহন বসু-সম্পাদিত খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা (১৮৫০) ; কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংবাদ-সুধাংশু নহে। কারণ, তাহার প্রকাশাব্দ ১৮৫২।" এখানে সুশীলবাবু ঠিক-মত সংবাদ দিতে পারেন নাই। 'সুধাংশু' ও 'সংবাদ সুধাংশু' নামে দুইখানি স্বতন্ত্র কাগজ ছিল না।

+ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন যে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ১২৪৮-৫১ সাল পর্য্যন্ত "সপ্তাহে বারত্রয়িক" প্রকাশিত হইত ('জন্মভূমি,'—কার্ত্তিক ১৩০৪, পৃ. ৩২৮)। তাঁহার কথার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের ইতিহাসে (১৩৩৮, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৮৪) আমিও এইরূপ লিখিয়াছিলাম। কিন্তু উপরিউদ্ধৃত অংশ-পাঠে এখন জানা যাইতেছে যে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' মাসিক হইতে সাপ্তাহিক এবং শেষে দৈনিকে পরিণত হয়,—'বারত্রয়িক' হইবার কোন উল্লেখই নাই।

অর্দ্ধ মাসিক।-	নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা	শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন	পাথুরিয়াঘাটা	।•
মাসিক।—	তত্ত্ববোধিনী	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	যোড়াসাঁকো	১
	কৌস্তুভকিরণ	রাজনারায়ণ মিত্র	শোভাবাজার	১
	উপদেশক	পাদ্রি জে, তামস সাহেব	বাহির রাস্তা	৵•
	সত্যার্ণব	পাদ্রি জে, লং সাহেব	মৃজাপুর	/১•
	সর্ব্বশুভকরী	মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	বহুবাজার	।•

[শ্রীযুত পদ্মনাথ দেব শর্ম্মা তাঁহার 'আসামের পত্র-পত্রিকা' প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৫) বাংলা সংবাদপত্রের যে-তালিকা অসমীয় ভাষার 'অরুণোদয়' পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের এই তালিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত]

তিরোধান প্রাপ্ত।

সাপ্তাহিক।—	সংবাদ কৌমুদী	...	রাজা রামমোহন রায়
	„ তিমির নাশক	...	কৃষ্ণমোহন দাস
	„ সুধাকর	...	প্রেমচাঁদ রায়
	„ রত্নাকর	...	ব্রজমোহন সিংহ
	„ রত্নাবলী	...	জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক
	„ সারসংগ্রহ	...	বেণীমাধব দে
	„ রত্নাবলী	...	মহেশচন্দ্র পাল
	„ অনুবাদিকা	...	প্রসন্নকুমার ঠাকুর
	সমাচার দর্পণ	...	জান মার্সমন সাহেব
	„	...	ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়
	মহাজন দর্পণ	...	জয়কালী বসু
	„ সভরাজেন্দ্র	...	মৌলবী আলিমোল্লা
	সংবাদ সুধাসিন্ধু	...	কালীশঙ্কর দত্ত
	„ গুণাকর	...	গিরীশচন্দ্র বসু
	„ মৃত্যুঞ্জয়ী	...	পার্ব্বতীচরণ দাস
	„ দিবাকর	...	গঙ্গানারায়ণ বসু
	„ নিশাকর	...	নীলকমল দাস
	„ মুক্তাবলী	...	কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য
	জ্ঞানান্বেষণ	...	রসিককৃষ্ণ মল্লিক
	সংবাদ সৌদামিনী	...	কৃষ্ণহরি বসু
	বঙ্গদূত	...	ভোলানাথ সেন
	জ্ঞানাঞ্জন	...	চৈতন্যচরণ অধিকারি
	বেঙ্গাল স্পেক্টেটর	...	রামগোপাল ঘোষ
	ভক্তিসূচক	...	রামনিধি দাস
	পাষণ্ডপীড়ন	...	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
	আক্কেল গুড়ুম	...	ব্রজনাথ বন্ধু
	সংবাদ রাজরাণী	...	গঙ্গানারায়ণ বসু
	„ কাব্যরত্নাকর	...	ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
	সমাচার জ্ঞানদর্পণ	...	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য
	বারাণসী চন্দ্রোদয়	...	ঐ
	„ ভৈরবদণ্ড	...	ঐ
	সংবাদ ভারতবন্ধু	...	শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
	„ মনোরঞ্জন	...	গোপালচন্দ্র দে
	„ সুজনরঞ্জন	...	হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়
	„ দিগ্বিজয়	...	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
	„ জগদুদ্দীপক ভাস্কর	...	মৌলবী বজরআলি
	„ মুরশিদাবাদ পত্রিকা	...	রাজা কৃষ্ণনাথ রায়

	সংবাদ রত্নবর্ষণ	...	মাধবচন্দ্র ঘোষ
	জ্ঞানদীপিকা	...	ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়
	জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা	...	গঙ্গানারায়ণ বসু
	অরুণোদয়	...	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
	,, রসমুদ্গার	...	গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	,, জ্ঞানরত্নাকর	...	বিশ্বম্ভর কর
	,, ভৃঙ্গদূত	...	নীলকমল দাস
	,, কৌস্তুভ	...	মহেশচন্দ্র ঘোষ
	,, সুজনবন্ধু	...	নবীনচন্দ্র দে
অর্দ্ধ মাসিক।—	দুর্জ্জনদমন মহানবমী	...	ঠাকুরদাস বসু
মাসিক।—	হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়	...	হরিনারায়ণ গোস্বামী
	শাস্ত্র প্রকাশ	...	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার
	বিদ্যাদর্শন	...	অক্ষয়কুমার দত্ত
	সত্যসঞ্চারিণী	...	শ্যামাচরণ বসু
	জগদ্বন্ধু পত্রিকা	...	সীতানাথ ঘোষ
	বিজ্ঞানসেবধি	...	গঙ্গাচরণ সেন
	জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ	...	রসিককৃষ্ণ মল্লিক
	জ্ঞানোদয়	...	রামচন্দ্র মিত্র
	রসরত্নাকর	...	
	দূরবীক্ষণিকা	...	

পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কন যন্ত্র।

শব্দকল্পদ্রুম	রাজা রাধাকান্ত দেব	শোভাবাজার
রোমেনাইজিং	,, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর	ঐ
বিদ্যাকল্পদ্রুম	কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	শিমুল্যা
জ্ঞানরত্নাকর	রাধামাধব শীল	বটতলা
জ্ঞানোল্লাস	লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র	আহিরিটোলা
বিদ্ধ্যবাসিনী	বিপ্রদাস মালাকার	শিমুল্যা
সুধাসিন্ধু	রামকানাই দাস	ঐ
ক্ষীরোদসাগর	রামধন ভকত	বড়বাজার
তিমিরারি	হরিনারায়ণ গোস্বামী	পাথুরেঘাটা
শরদিন্দু		শোভাবাজার
সুধাধার	রাজকিশোর দে	আহিরিটোলা
কমলাসন	গুরুচরণ ধর	ঐ
সারসংগ্রহ	কালীনাথ ঘটক	বটতলা
জ্ঞানকৌমুদী	রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ঐ
বিধুমুকুর	রাধারমণ বসু	নিমতলা
মুদ্রিয়ার	প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	বহুবাজার
চন্দ্রোদয়	রামচন্দ্র কর্ম্মকার	শ্রীরামপুর
জ্ঞানরত্নাকর		চুঁচুড়া
নিস্তারিণী	বনমালি প্রামাণিক	শিমুল্যা
শাস্ত্রপ্রকাশ	গোবিন্দচন্দ্র দে	বটতলা
এঙ্গলোইণ্ডিয়ান	সেরাজ জমাদার	ফৌজদারী বালাখানা

['তিরোধান প্রাপ্ত' সংবাদপত্রগুলির এবং 'মুদ্রাঙ্কন যন্ত্রের' তালিকা ১৮৫১, ২২এ এপ্রিল তারিখের ইংলিশম্যান' পত্রে অনূদিত হয়, এবং 'ইংলিশম্যান' হইতে আবার ১৮৫১, ১লা মে তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়]

কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা

১৮৫১ সনের ১লা জুন তারিখে বারাণসীধাম হইতে 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে জানা যায়:—

"আমরা সাতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাঙ্গালা বর্ত্তমান শকের [১৭৭৩] ১৯ জ্যৈষ্ঠ দিবসে শ্রীশ্রী৺বারাণসীস্থ বাগোবাহার নামক প্রস্তরের যন্ত্র হইতে বাবু কাশীদাস মিত্র কর্ত্তৃক 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' নাম্নী এক অভিনব পাক্ষিক পত্রী প্রকটিতা হইয়াছে, ইহার মাসিক মূল্য ৷৹ মাত্র।"*

১৮৫৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে "বাঙ্গালা পত্র হইতে নীত" বিভাগে এই অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছিল:—

"কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা। আমরা পরমাহ্লাদের সহিত কাশীবার্ত্তা দৃষ্টে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদিগের বিজ্ঞ প্রবীণ কাশী মুক্তি ভূমিস্থ সহযোগি মহাশয় পাক্ষিকী পত্রিকা সাপ্তাহিক করিতে স্থির করিয়া আগামি জানুয়ারি মাসাবধি প্রতি ইংরাজী মাসের ১।৮।১৫।২২ বাসরে প্রকাশারম্ভ করিবেন তাহাতে বিজ্ঞবর যেরূপ পরিপাটি করিয়া পাত্রীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন তদনুসারে তাঁহার অবশ্যই শ্রমের আধিক্যতা হইবেক, কিন্তু দেশহিতৈষি স্বভাবপ্রযুক্ত পত্রের পূর্ব্ব যেরূপ মাসিক ৷৹ আনা বা বার্ষীক ৫ টাকা মূল্যাবধারিত ছিল তাহাতেই পত্র বিবৃত করিবেন, সুতরাং ধন্যবাদের ভাজন হইলেন। এবঞ্চ আমরা কাশীপতির নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি যেরূপ শ্রীযুত বাবু কাশীদাসের প্রতি অনুকূল আছেন তদ্রূপ অনুকম্পায় কাশী বাবুর মানস সফল করেন। এবং অত্র দেশীয় মহাশয়েরা তদীয় ক্রীয়মান পত্র সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণে আগ্রহ হউন। শং।"†

ইহার কিছুদিন পরেই 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রের প্রচার রহিত হয়। কিন্তু ১৮৫৮ সনে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১২৬৩ সালের ২৭এ মাঘ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে প্রকাশ:—

"কাশীবার্ত্তা পত্র পুনর্ব্বার প্রকটিত হইয়া অতি উত্তমরূপে নিষ্পাদিত হইতেছে,…।"‡

'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম:—১ম হইতে ১৫শ সংখ্যা (পাক্ষিক)।

* সংবাদ প্রভাকর, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ (১২ জুন ১৮৫১)।

† সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫২ (১২ পৌষ ১২৫৯)।

কাশীদাস মিত্র একখানি উর্দ্দু সাপ্তাহিক পত্রও কাশী হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫২, ২১এ জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ:—

"কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা সম্পাদক বাবু কাশীদাস মিত্র কাশীযন্ত্রে কাশীধামে উর্দ্দু ভাষায় পারস্ত অক্ষরে 'আফতাবিহিন্দ' নামে এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকটন করিয়াছেন।"

‡ "সাহিত্য-প্রসঙ্গ" হরিহর শাস্ত্রী।—বঙ্গসাহিত্য, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড।

শাস্ত্রী-মহাশয় লিখিয়াছিলেন:—"কাশী হইতে 'কাশীবার্ত্তা-প্রকাশিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইত। ইহার ঠিক প্রকাশকাল জানিতে পারি নাই।"

সংবাদ জ্ঞানোদয়

'সংবাদ জ্ঞানোদয়' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ১৮৫১ সনের ৭ই জুন (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮) ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৫১, ১১ই জুন (২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮) 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা গত দিবসীয় প্রভাকরে সংবাদ জ্ঞানোদয় নামক এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের কেবল নামোল্লেখ করিয়াছিলাম, অদ্য পাঠকগণের গোচর করিতেছি, যে বাবু চন্দ্রশিখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎপত্রের সম্পাদকীয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ১২৫৮ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ শনিশ্চরবাসরে ইহার জন্ম হইয়াছে, পরে যথানিয়মে প্রতি শনিবারে প্রকটিত হইবেক, এই পত্রের মাসিক বেতন ॥০, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা।"

অল্পদিন পরেই 'সংবাদ জ্ঞানোদয়' বন্ধ হইয়া যায়। পর বৎসর (১৮৫২ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"ভাদ্র, ১২৫৯।...জ্ঞানোদয় নামক পত্র পুনঃপ্রকাশ হয়।"*

এবারও কিছুদিন পরে, সেই বৎসরেই কাগজখানির প্রচার রহিত হইয়া ১৮৫৫ সনের ১৩ই জানুয়ারি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"মাঘ, ১২৬১। শ্রীযুত বাবু হরিহর চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান মাঘ মাসের প্রথম দিবসাবধি 'জ্ঞানোদয়' নামক মৃত পত্রকে সংখ্যাবিশিষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ করিয়াছেন।"†

'বিদ্যারত্ন', 'সাম্যদণ্ড মার্ত্তণ্ড'

এই দুইখানি কাগজের প্রথমখানি সম্পাদন করিতেন তারাচাঁদ শিকদার, এবং দ্বিতীয়খানি যুগলকিশোর শুক্র [সুকুল]। দুইখানি কাগজই অতি অল্প দিন জীবিত ছিল, কিন্তু ইহাদের সঠিক প্রকাশকাল এখনও জানিতে পারি নাই। ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন,—

"আমরা [গত বর্ষে প্রকাশিত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাসে] মৃত পত্রের সংখ্যা প্রকাশের স্থানে দুইটি পত্রের নাম উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছিলাম, অর্থাৎ তারাচাঁদ শিকদার মহাশয়ের প্রণীত 'বিদ্যারত্ন' যাহা অতিঅল্প দিবসমাত্র জীবিত ছিল, এবং বাবু যুগলকিশোর শুক্র মহাশয়ের প্রকাশিত 'সাম্যদণ্ড মার্ত্তণ্ড' নামক পত্র যাহা অধিক কাল পাঠকদিগের দৃষ্টিপথে বিচরণ করে নাই।"

সাময়িক পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি—১৮৫২, ১২ এপ্রিল

১৮৫২ সনের ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৫৯) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

* "১২৫৯ সালের সাম্বৎসরিক ঘটনার বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩)।

† "১২৬১ সালের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬২।

চলিত সংবাদ পত্রের ও তদধ্যক্ষদিগের নাম ধাম এবং মূল্য।

প্রাত্যহিক।—	সংবাদ প্রভাকর	শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা	১
	„ পূর্ণচন্দ্রোদয়	„ অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য	আমড়াতলা	১
দিনান্তরিক।—	সংবাদ ভাস্কর	শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	শোভাবাজার	১
	„ রসসাগর	„ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	খিদিরপুর	॥০
অর্দ্ধ সাপ্তাহিক।—	সমাচার চন্দ্রিকা	„ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কাশীপুর	১
	সংবাদ রসরাজ	„ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	শোভাবাজার	॥০
	বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	„ বিশ্বেশ্বর বন্দ্যো	বর্দ্ধমান	॥০
সাপ্তাহিক।—	গবর্ণমেণ্ট গেজেট	„ জে, সি, মার্শমান	শ্রীরামপুর	১
	* সমাচার দর্পণ	„ টৌনসেণ্ড সাহেব	ঐ	১
	সংবাদ সাধুরঞ্জন	„ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	শিমুল্যা	।০
	„ জ্ঞানোদয়	„ চন্দ্রশেখর মুখো	বহুবাজার	॥০
	„ বর্দ্ধমান	„ কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান	॥০
	বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়	—	ঐ	॥০
	রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ	„ দিগাম্বর [নীলাম্বর] মুখোপাধ্যায়	রঙ্গপুর	॥০
অর্দ্ধমাসিক।—	নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা	শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন	পাথুরিয়াঘাটা	।০
	জ্ঞানদর্শন	— —		।০
মাসিক।—	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	„ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	যোড়াসাঁকো	১
	উপদেশক	„ পাদ্রি তামস সাহেব	বাহিররাস্তা	৶০
	সত্যার্ণব	„ জে, লং, সাহেব	মৃজাপুর	⁄১০
	* বিবিধার্থ সংগ্রহ	„ রাজেন্দ্রলাল মিত্র	শুঁড়া	৶০
	* জ্ঞানারুণোদয়	„ রামচন্দ্র কর্ম্মকার	শ্রীরামপুর	।০

গত বৎসরের মধ্যে নিম্নের লিখিত কয়েক খান সংবাদ পত্র প্রকাশ রহিত হয়।

সর্ব্বশুভকরী	শ্রীযুত মতীলাল চট্টোপাধ্যায়	বহুবাজার
সত্যপ্রদীপ	„ টৌনসেণ্ড সাহেব	শ্রীরামপুর
সংবাদ সুধাংশু	„ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	হেদুয়া
„ সজ্জনরঞ্জন	„ গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	পাথুরিয়াঘাটা
কৌস্তুভ কিরণ	„ রাজনারায়ণ মিত্র	শোভাবাজার

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র ন্যায় ১৮৫২, ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৫৯) তারিখের সংবাদ প্রভাকরেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তে'র সঙ্গে 'তৎকাল-প্রচলিত' ও '১২৫৮ সালে তিরোধানপ্রাপ্ত' সাময়িক পত্রের দুইটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকর' সংগ্রহ করিতে না পারিলেও গুপ্ত-কবির রচনার ইংরেজী অনুবাদ আমার হস্তগত হইয়াছে। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তটি ১৮৫২, ৮ই মে তারিখের 'ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারি ক্রনিক্ল', এবং তালিকা দুইটি ১৮৫২, ১৫ই এপ্রিল তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা এণ্ড ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রে অনূদিত হয়।

---

* গত বৎসরের মধ্যে * এই চিহ্নিত কয়েক খান পত্র প্রকাশ হয়।

১৮৫২, ১২ই এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি তৎকাল-প্রচলিত সাময়িক পত্রের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র উপরিউদ্ধৃত তালিকার মিল আছে, কেবল 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' ও 'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' এই দুইখানির নাম 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র তালিকায় বাদ পড়িয়াছে।

'১২৫৮ সালে তিরোধানপ্রাপ্ত' যে-সকল সাময়িক পত্রের উল্লেখ গুপ্ত-কবি করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 'জ্ঞানদর্শন' ও 'বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়' পত্রের নাম 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশিত 'তিরোধানপ্রাপ্ত' কাগজগুলির তালিকায় স্থান না পাইয়া ভুলক্রমে 'তৎকাল-প্রচলিত' সাময়িক পত্রের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

গুপ্ত-কবি লিখিয়াছেন, "১২৫৮ সালে ৭ খানি নূতন কাগজের জন্ম হয়; তাহাদের মধ্যে একখানির মৃত্যু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছিল।" এই সাতখানি কাগজ বোধ হয়,—'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ,' 'জ্ঞানারুণোদয়,' 'সমাচার দর্পণ,' 'কাশী-বার্ত্তা প্রকাশিকা,' 'সংবাদ জ্ঞানোদয়,' 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' ও 'জ্ঞানদর্শন'।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র তালিকায় মাত্র চারিখানি কাগজকে তারকা-চিহ্নিত করিয়া নূতন কাগজ বলা হইয়াছে।

সংবাদ বিভাকর

১৮৫২ সনের ১৫ই জুন (৩ আষাঢ় ১২৫৯, মঙ্গলবার) 'সংবাদ বিভাকর' নামে একখানি অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—মনোমোহন বসু; ইনি কবি ও নাট্যকার হিসাবে পরবর্ত্তীকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫২, ১৭ই জুন তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন:—

"আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠকবর্গের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে গত পরশ্বাবধি শ্রীযুত বাবু মনোমোহন বসু কোং কর্ত্তৃক 'সংবাদ বিভাকর' নামক অর্দ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র অর্দ্ধ মুদ্রা মাসিক মূল্যে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে নবীন সম্পাদকদিগের অভিপ্রায় এবং পত্রের রচনা উত্তম হইয়াছে...।"

পর বৎসরেই কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ:—

"১২৬০, বৈশাখ। 'সংবাদ বিভাকর' বিভাকরসুত সদনে গমন করেন।"*

সংবাদ শশধর

'সংবাদ শশধর' নামে সাপ্তাহিক পত্রখানি ১৮৫২ সনের ৬ই জুলাই প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার অনুষ্ঠানপত্র 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"...অস্মদাদি 'সংবাদ শশধর' নামক সাপ্তাহিক এক অভিনব পত্র সন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ষষ্ঠ দিবসাবধি বা সন ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ২৪ আষাঢ় মঙ্গলবারাবধি প্রতি মঙ্গল বাসরে শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে প্রকাশ করণে উদ্যোগ করিয়াছি তৎপত্রে ইংরাজী প্রসিদ্ধ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা' অর্থাৎ বিবিধ সদ্বিদ্যা

* "বাৎসরিক সংবাদ প্রভাকরের ক্রোড়পত্র"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬১ (১৮৫৪, ১৩ এপ্রিল)।

মুক্তাবলি আবলি ক্রমে মূল ইংরাজী ও তদর্থ সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ সহ সমস্ত দেশ বিদেশীয় সংবাদ ও সম্পাদকীয় উক্তি ও আইন নজীর প্রভৃতি সমস্ত উপকারক বিষয় সময়ে২ সুদৃশ্য সুদীর্ঘ কাগজে অত্যল্প মূল্যে প্রকাশ করিব…। শ্রীকালীদাস মৈত্র। তথা শ্রীহরচন্দ্র কর্ম্মকার। চন্দ্রোদয় যন্ত্রাধ্যক্ষ সম্পাদক।"*

১২৫৯ সালেই এই সাপ্তাহিক পত্রখানির অস্তিত্ব লোপ পায়। ১৮৫৩ সনের ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন :—

"গত বৎসর কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 'শশধর' নামে শ্রীরামপুরে যে এক বারোইয়ারী পত্র হয়, সেই শশধর একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন।"

বিশ্ববিলোকন

১২৫৯ সালে (১৮৫২ সনে ?) 'বিশ্ববিলোকন' প্রকাশিত হয়। ইহা খুব সম্ভব সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১২৫৯ সালেই কাগজখানি অদৃশ্য হয়। ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন :—

"গত বৎসর যেমন কয়েক খানি পত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি আবার কয়েক খানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে।…'বিশ্ব বিলোকন' নামে একখানা চারিইয়ারী পত্র হইয়াছিল, ঐ বিশ্ব বিলোকন কিছুদিন বিশ্ব বিলোকন করিতে করিতেই দৃশ্য পথের অতীত হইলেন।"

সমাচার পত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি—১৮৫৩, ১২ এপ্রিল

১৮৫৩ সনের ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' তৎকাল-প্রচলিত এবং তৎপূর্ব্বে মৃত সাময়িক পত্রের দুইটি তালিকা প্রকাশিত হয়।

মৃত পত্রের নাম

১৮৫৩ সনের ১২ই এপ্রিল তারিখের পূর্ব্বে মৃত সাময়িক পত্রের একটি তালিকা এখানে দিতেছি। এই প্রবন্ধের ১৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায়, ১৮৫১ সনের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে তিরোধান-প্রাপ্ত সাময়িক পত্রের একটি তালিকা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। সেইগুলির পুনরুল্লেখ না করিয়া, 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে বাকী মৃত পত্রগুলির নাম এখানে উল্লেখ করিব। এখানে একটি কথা বলা দরকার। 'সংবাদ প্রভাকর' বা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশিত মৃত পত্রের তালিকায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট'-এর উল্লেখ নাই।—

৫৪। সর্ব্বরসতরঙ্গিনী, ৫৫। দিনমণি, ৫৬। সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা, ৫৭। আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ, ৫৮। জ্ঞানদর্পণ, ৫৯। সজ্জনরঞ্জন, ৬০। সুধাংশু, ৬১। কৌস্তুভ-কিরণ, ৬২। সত্যপ্রদীপ, ৬৩। সর্ব্বশুভকরী, ৬৪। হিন্দু বন্ধু, ৬৫। বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, ৬৬। জ্ঞানচন্দ্রোদয়, ৬৭। বিদ্যারত্ন, ৬৮। সাম্যদণ্ড মার্ত্তণ্ড, ৬৯। সমাচার দর্পণ [৩য় পর্য্যায়], ৭০। জ্ঞানারুণোদয়, ৭১। সংবাদ শশধর, ৭২। সাগর, ৭৩। পুরাতন চন্দ্রিকা। ৭৪। বিশ্ববিলোকন, ৭৫। মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ, ৭৬। জ্ঞানোদয় [২য় পর্য্যায়]

---

* সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ৬ মে ১৮৫২ (২৫ বৈশাখ ১২৫৯)।

জীবিত পত্রের নাম

১৮৫৩ সনের ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' তৎকাল-প্রচলিত সাময়িক পত্রের এই তালিকাটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

সংবাদ প্রভাকর	...	দৈনিক	...	সংবাদ পত্র
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	...	দৈনিক	...	সংবাদ পত্র
সংবাদ ভাস্কর	...	বারত্রয়িক	...	সংবাদ পত্র
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	মাসিক	...	ধর্ম্ম পত্র
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা	...	পাক্ষিক	...	ধর্ম্ম পত্র
গবর্ণমেণ্ট গেজেট	...	সাপ্তাহিক	...	আইন পত্র
সংবাদ সাধুরঞ্জন	...	সাপ্তাহিক	...	সংবাদ পত্র
রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ	...	সাপ্তাহিক	...	ঐ
বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	...	সাপ্তাহিক	...	ঐ
সংবাদ বর্দ্ধমান	...	সাপ্তাহিক	...	ঐ
সম্বাদ জ্ঞানোদয়	...	সাপ্তাহিক	...	ঐ
কাশী বার্ত্তা প্রকাশিকা	...	সাপ্তাহিক	...	ঐ
সংবাদ রসসাগর	...	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক	...	ঐ
সংবাদ দিবাকর	...	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক	...	ঐ
নূতন সমাচার চন্দ্রিকা	...	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক	...	ঐ
উপদেশক	...	মাসিক	...	ধর্ম্মপুস্তক
সত্যার্ণব	...	মাসিক	...	ঐ
বিবিধার্থ সংগ্রহ	...	মাসিক	...	নানা বিষয়ক
ধর্ম্মরাজ	...	মাসিক	...	নানা বিষয়ক

পাষণ্ড দলন

১৮৫৩ সনের শেষাশেষি 'পাষণ্ডদলন' প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ,—

"অগ্রহায়ণ, ১২৬০। ... 'পাষণ্ড দলন' নামে একখানি অর্দ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র কয়েক বার প্রকাশ হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করে।"*

পাক্ষিক ও মাসিক পত্র

দূরবীক্ষণিকা

১৮৫০, জুন (?) মাসে 'দূরবীক্ষণিকা' নামে মাসিক পত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

"আষাঢ়, ১২৫৭।...দূরবীক্ষণিকা নাম্নী এক মাসিক পত্রিকা প্রকটিতা হয়।"†

শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত সাপ্তাহিক 'সত্যপ্রদীপে' ১৮৫০, ৬ই জুলাই (২৩ আষাঢ় ১২৫৭) তারিখে দূরবীক্ষণিকা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল,—

"দূরবীক্ষণিকা পত্র। খিদিরপুর নিবাসি শ্রীযুত দ্বারকানাথ মজুমদার মহাশয় উক্ত নামাঙ্কিত এক পত্রিকা আমারদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্র এদেশীয় বিদ্যানুরাগি কতিপয় মহাশয়কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে এবং তাঁহারা তৎপ্রকাশের

---

* "সন ১২৬০ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬১ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৪)।

† "সন ১২৫৭ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ২ বৈশাখ, ১২৫৮ (১৩ এপ্রিল ১৮৫১)।

এই অভিপ্রায় লিখিয়াছেন। এই পত্র 'নানাপ্রকার বিদ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ হইবেক, অর্থাৎ ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রত্নাকর, রসায়ন এবং পদার্থ প্রভৃতি নানা প্রকার বিদ্যা ইহার অঙ্গীভূত হইবেক। প্রাপ্তিমত অনেক দেশের—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের—প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস প্রকাশ করা যাইবেক। কেবল নিয়মিত বিদ্যা মাত্র প্রচার দ্বারা দেশের সম্পূর্ণ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, এজন্য উপস্থিতমতে রাজ-সংক্রান্ত নানা প্রকার বিষয়েরও আন্দোলন করিতে হইবেক। যখন পত্রিকাকে "দূরবীক্ষণিকা" নামে প্রণীত করিয়াছি, তখন দূরকে জ্ঞাপন করা আমারদিগের তাৎপর্য্য হইয়াছে; অতএব ভারতবর্ষাদি প্রাচীন সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজনিয়ম এবং অবস্থার বিবরণ করিতেও যত্ন করিব।'...

দূরবীক্ষণিকার প্রথম সংখ্যাতে সম্পাদক মহাশয়েরা বিদ্যার ক্রমশঃ ইতিহাস বিষয়ে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে অতিপূর্ব্ব কালে যে কবি ও জ্যোতির্বেত্তা ও গ্রন্থরচক প্রভৃতি ছিলেন তাঁহারদের কার্য্য বিষয়ে লিখিয়াছেন। পরে সূর্য্যগ্রহের বিষয়ে জ্যোতির্বেত্তারা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সার সংক্ষেপ লিখিয়াছেন।"

সত্যার্ণব

'সত্যার্ণব' একখানি মাসিকপত্র। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৫০ সনের জুলাই মাসে। এই সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল,—

"আমরা সঙ্কল্প করিলাম যে অদ্যাবধি মাসের 'সত্যার্ণব' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিব। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসভার কএক জন যাজক এই পত্রের অধ্যক্ষতা করিবেন।"

'সত্যার্ণব' সম্পাদন করিতেন পাদরি লং। "এই পুস্তক শ্রীযুত রেবরণ্ড জে লাং সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় কয়েক জন বাঙ্গালি ভদ্র মনুষ্য তাঁহার সাহায্য করেন" (সমাচার চন্দ্রিকা, ৩১ আষাঢ় ১২৫৮)। কাগজখানি কয়েক বর্ষ চলিয়াছিল।

'সত্যার্ণব'-এর ফাইল—

কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি :—১৮৫০-৫২
কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—১৮৫০ জুলাই—১৮৫২ জুন।

সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা

১২৫৬ সালের ফাল্গুন মাসে কলিকাতা "ঠনঠনীয়ার ৺রামচন্দ্র চন্দ্রের ৫৮ সংখ্যক ভবনে" 'সর্ব্বশুভকরী সভা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার সভ্যগণ ১২৫৭ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট ১৮৫০) 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

"অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেবাতিরিচ্যতে।"

প্রথম সংখ্যার গোড়াতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমরা কএক জন বন্ধু একমতাবলম্বী হইয়া গত ফাল্গুন মাসে সর্ব্বশুভকরী নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি। সভাসংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে; বহু কালাবধি আমাদিগের দেশে কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্ব্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবেক। কিন্তু এই সঙ্কল্পিত অসাধ্যসাধন বিষয়ে সর্ব্বশুভকরী কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন তাহা জগদীশ্বর জানেন। আমরা এই যে দুঃসাধ্য মহৎ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবার মানস করিয়াছি পত্রিকা প্রচার তৎসমাধানের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে এই পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভিলাম। এবং ইহাকে সভার প্রতিরূপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদীয় সর্ব্বশুভকরী নাম দ্বারাই ইহার নামকরণ করিলাম।

কি প্রাচীন কি নব্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরি স্বীকার করা উচিত যে কৌলীন্যব্যবস্থা, বিধবাবিবাহপ্রতিশেধ, অল্পবয়সে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতি বিষম অশেষদোষাকর কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদায় নিরাকৃত হইলে এতদ্দেশের অনেক দুরবস্থা মোচন ও মঙ্গল লাভ হইতে পারে। উল্লিখিত বিষয় সমূহ দ্বারা কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা প্রায় সকল লোকেরি হৃদয়ঙ্গম আছে। এবং এই পত্রিকাতেও ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় সবিস্তর প্রকটিত করা যাইবেক...।"

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' প্রতি সংখ্যার পরিমাণ ১০ পৃষ্ঠা। ইহার মাসিক চাঁদা সম্বন্ধে পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় সম্পাদকের 'বিজ্ঞাপনে' আছে :—

"এই পত্রিকার মূল্যের বিষয়ে সর্ব্বশুভকরী সভা কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিয়া গ্রাহক মহাশয়দিগকে জানাইতেছেন, তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া মাসিক।০ চারি আনার অন্যূন যে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিবেন পত্র দ্বারা তাহা সম্পাদকের বিদিত করিবেন। এবং তাঁহাদিগের সেই দান সর্ব্বশুভকরী সভা সাতিশয় আদর পূর্ব্বক প্রতিগ্রহণ করিবেন।"

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'য় সম্পাদক বলিয়া মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম থাকিত। ইহার প্রতি সংখ্যার কলেবর একটি করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধে পূর্ণ হইত। রচনায় লেখকের নাম থাকিত না। প্রথম সংখ্যায় "বাল্যবিবাহের দোষ" এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন শকাব্দাঃ ১৭৭২) "স্ত্রীশিক্ষা"* নামে দুইটি প্রবন্ধ আছে। প্রথমটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, এবং দ্বিতীয়টি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচনা বলিয়া শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার সহোদর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"হিন্দু কালেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণ ঐক্য হইয়া সর্ব্বশুভকরী নামক মাসিক সম্বাদপত্রিকা প্রকাশ করেন, উক্ত সম্বাদপত্রের অধ্যক্ষ বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি

* এই 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ ১৮৫০, ১৯এ অক্টোবর তারিখের 'সত্যপ্রদীপ' পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে।

[বিদ্যাসাগরকে] অনুরোধ করিয়া বলেন, আমাদের এই নূতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত তাহা আপনি স্বয়ং লিখিয়া দিন। প্রথম কাগজে আপনার রচনা প্রকাশ হইলে কাগজের গৌরব হইবে, সকলে সমাদরপূর্ব্বক কাগজ দেখিবে। উঁহাদের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ বাল্য বিবাহের দোষ কি, তাহা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার লিখিত এ কারণ তৎকালীন কৃতবিদ্যলোক মাত্রেই সমাদরপূর্ব্বক সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা পাঠ করেন। পর মাসে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন।" (বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, পৃ. ৮২-৩)।

আমরা এই দুইটি প্রবন্ধেরই অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাল্যবিবাহের দোষ।—...কত বয়সে মনুষ্যদিগের মৃত্যু ঘটনার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মনুষ্যের জন্ম কাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিতা মাতাদিগের তন্নিমিত্ত আশঙ্কার লাঘবও হইতে পারে। যেহেতু অস্মদ্দেশে বিধবা-বেদনের বিধি দৃঢ়তর রূপ প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্য যে প্রকার দুঃসহ দুঃখ সহন করিতে হয় তাহা কাহার না অনুভব গোচর আছে? বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জন শূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতি বিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিম্বা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায় তথাপি নির্দ্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডূষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না। অতএব যদি কোন বালিকা অনাথা হইয়া এইরূপ দারুণ দুরবস্থায় পতিতা হয়, যাহা বাল্য বিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে, তবে বিবেচনা কর তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে? যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্ব্বাহ করণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গী বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি এই রূপ কত শত হতভাগা কুমারী উপবাস শর্ব্বরীতে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষামোদরী শুষ্কতালু ম্লানমুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তথাপি কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার তদৃশ শোচনীয়াবস্থাতে করুণা দর্শাইয়া নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সাহস করিতে চাহেন না। আর ঐ অভাগিনীগণেরও এমত সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে যে যদি প্রাণবায়ুর প্রয়াণ হইয়া যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি জলবিন্দু মাত্র গলাধঃকরণ করিতে চায় না। অতএব যে সময়ে লালন পালন শরীর সংস্কারাদি দ্বারা পিতা মাতার সন্তানদিগকে পরিরক্ষণ করা উচিত তৎকালে পরিণয় দ্বারা পরগৃহে বিসর্জ্জন দিয়া এতাদৃশ অসীম দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায্য কর্ম্ম। আর ভদ্রকুলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞান বশতঃ কখন কখন সতীত্ব ধর্ম্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি বিগর্হিত পাপ কার্য্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্পবয়সে যে বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দ্দয় ও নৃশংসের কর্ম্ম।"

"স্ত্রীশিক্ষা।—...স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস, ব্যবহার ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত করেন ইহা কেবল অবহুজ্ঞতা ও অদূরদর্শিত্ব নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। কারণ আমরা অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণেরা নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী গুরু সন্নিধানে পাঠানুশীলনের প্রত্যূহ দর্শন করিয়া জনস্থানস্থিত ভগবান্ অগস্ত্য ঋষির পুণ্যাশ্রমে পাঠার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মবিদ্বান্ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিতেছেন। বিদর্ভরাজনন্দিনী গুণবতী রুক্মিণী শিশুপালের সহিত পাণিগ্রহণরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়া স্বহস্তে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়া দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। উদয়নাচার্য্যের নন্দিনী সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শিনী লীলাবতী শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় প্রস্তাবে স্বভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্য্যের বিচারকালে মধ্যস্থতাবলম্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ

ও স্ত্রীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আছেন, কর্ণাটরাজমহিষী ও মহাকবি কালিদাসপত্নী এবং বাভটদুহিতা অতিশয় পণ্ডিতা ছিলেন। আর বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী নামে এক ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরন্তনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমত পণ্ডিতা হইয়াছিলেন যে তাঁহার নিবদ্ধ বচন সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি আপত্তিকারক মহাশয়েরাও ঐ খনার অনেক বচন অবগত আছেন এবং তদনুসারে বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিন ও লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কিছুকাল হইল হটী বিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসীক্ষেত্রে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া আরো কতকগুলি পণ্ডিতা বনিতার নাম উল্লেখ করিতে পারি কেবল পাঠকবর্গেরা বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া বিরত রহিলাম।"

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম দুই সংখ্যা প্রকাশের পর সর্ব্বশুভকরী সভায় গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। 'সভার বীজস্বরূপ বাবু তারকনাথ দত্তের সহিত সভাগণ অকৌশল করিলেন।' তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশে বহু বিলম্ব দেখিয়া ১৮৫১ সনের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখের 'সত্যপ্রদীপ' পত্রে একখানি প্রেরিতপত্র প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংখ্যা ১৮৫১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। পরবর্ত্তী ৩রা মার্চ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পাঠে এই সংখ্যার বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায় :—

"সর্ব্বশুভকরী পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় মাংসাহারের বিরুদ্ধে যে এক সুদীর্ঘ ও যুক্তিসিদ্ধ প্রকাশ হইয়াছিল…।"

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় পরবর্ত্তী এপ্রেল মাসে। ১৮৫১, ২৬এ এপ্রেল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"আমরা গত দিবস বৈকালে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র চতুর্থ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহা কেবল মদ্য এবং মাদকদ্রব্যে পরিপূরিত হইয়াছে।"

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র আর কোন সংখ্যা প্রকাশের সংবাদ পাই নাই। ১৮৫১ সনেই কাগজখানির প্রচার রহিত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে আবার উহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে একখণ্ড 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' আছে; তাহা "১ম খণ্ড। ৩য় সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৬২। ইং আগষ্ট ১৮৫৫।'

১৮৫৬ সনের ১১ই আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আর এক খণ্ড 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র পরিচয় পাইতেছি। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছেন :—

"'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী মাসিক পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর পরমানন্দ লাভ করিলাম, ঐ পত্রের রচনা অতি উত্তম এবং তাহাতে উত্তম উত্তম প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইতেছে, প্রার্থনা করি এই 'সর্ব্বশুভকরী' সর্ব্ব শুভকরী হইয়া চিরস্থায়িনী হউক, আমরা পাঠকগণের গোচরার্থ উক্ত পত্র হইতে প্রথম প্রবন্ধটি নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

'সম্পাদকীয় কার্য্য।

দেশ কাল ব্যবহার অনুসারে বর্ত্তমান সময়ে কোন কার্য্য যথার্থ রূপে সম্পাদন করা অতীব কঠিন, যেহেতু অধিকাংশ লোকই খোসামোদের বশ, খোসামোদ না করিতে পারিলে জন সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া সুকঠিন। তন্মধ্যে

সম্পাদকীয় কার্য্য যে কি পর্য্যন্ত গুরুতর তাহা প্রায় সকল সম্পাদকই জানেন, পক্ষপাত শূন্য না হইলে উক্ত কার্য্য প্রকৃত রূপে নির্ব্বাহ হয় না. কিন্তু যদি সাধারণের মনোরঞ্জন দ্বারা শুদ্ধ ধনোপার্জ্জন করা লক্ষ্য হয়, কিম্বা জন সমাজে শুদ্ধ প্রতিষ্ঠা পাইবার আশা থাকে, তাহা হইলে সম্পাদকদিগের স্ব স্ব পদ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিতে হয়, তাঁহাদিগের গুপ্ত দোষ ব্যক্ত করা দূরের কথা, তাহার পরিবর্ত্তে অতিরিক্ত গুণ ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের প্রিয় হওয়া যায় না, আর তাঁহাদিগের অপ্রিয় হইলে, সেই আশা দুরাশা মাত্র হয়. বোধ হয় অনেক ধনি লোকেরা আপন আপন দোষ অপ্রকাশিত রাখিবার নিমিত্ত ও সাধারণে যশস্বী হইবার অভিপ্রায়ে সম্পাদক দিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে কোন কোন সম্পাদক অন্যায় পরবশ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা কি ফল উৎপন্ন হয় ? কেবল কুপথগামী মন্দব্যক্তিদিগকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক সাধারণকে প্রবঞ্চনা করা হয়, এরূপ কার্য্য দ্বারা লোকের হিতসাধন না হইয়া, অহিতেরই সম্ভাবনা হয়। যাহাদিগের লিখন ও পঠন কেবল ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, কিন্তু যাঁহারা পক্ষপাত রহিত ও সাধারণের হিতেচ্ছু তাঁহারা যে স্বপদ রক্ষা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিবেন. তাহা সহজ ব্যাপার নহে। আমরা পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি লোকের কুৎসা কিম্বা গ্লানি করিব না, কিন্তু কখন কোন স্থানে যদি কোন বিষয়ে যথার্থ বর্ণনা করিতে হইলে কাহারও কোন দোষ ব্যক্ত হয় কিম্বা ধনি লোকের খোসামোদার্থে মিথ্যা প্রবন্ধ সকল পত্রারূঢ় না হয়, তাহাতে বোধ করি দেশহিতৈষী বিজ্ঞ মহাশয়েরা আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তোষেরই চিহ্ন প্রদর্শন করিবেন।"

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার :—প্রথম বর্ষের প্রথম দুই সংখ্যা।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—"১ম খণ্ড। ৩য় সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৬২। ইং আগষ্ট ১৮৫৫।"

জ্ঞানদর্শন

১৮৫১ সনের ১৪ই মে 'জ্ঞানদর্শন' নামে পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ১৮ই মে (৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

"জ্ঞানদর্শন নামক পাক্ষিক পত্র প্রকাশের যে অনুষ্ঠান হইতেছিল বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমাবধি তাহা কার্য্যতঃ সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জ্ঞানদর্শনের প্রথম সংখ্যা ক্ষুদ্রপুস্তকাকারে মুদ্রিত করণানন্তর তৎসম্পাদক মহোদয় কর্ত্তৃক এক খণ্ড অস্মৎ সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, আমরা তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম পত্র বাস্তবিক জ্ঞানদর্শনই বটে অর্থাৎ স্বদেশের হিত বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে যাহাতে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে এমতঽ প্রস্তাব দ্বারাই উক্ত পত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে…।"

১৮৫১ সনের ২৯এ মার্চ্চ তারিখের 'সত্যপ্রদীপে' 'জ্ঞানদর্শন' পত্রের "অনুষ্ঠান পত্র" প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে এই পাক্ষিক পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যায় :—

"সংবাদ পত্রের সংখ্যা বাহুল্য হইলেও তাহার গ্রাহকও বহুতর ইহাতেই পত্র ও গ্রন্থ পাঠ বিষয়ে দেশস্থ লোকদিগের ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই অবকাশে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনার্থ আমারদিগের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। যদিও এই ভাষার অনেক উৎকর্ষ হইয়াছে তথাপি তৎসাধনের চেষ্টা যে একেবারে শেষ হইয়াছে এমত নহে এখনও ইহাতে নানাবিধ জ্ঞানজনক প্রস্তাব রচিত হইবার অপেক্ষা আছে ফলতঃ যদবধি আপামর সাধারণ লোকমধ্যে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ না হয় তদবধি দেশের যথার্থ উপকার সম্ভাবনা নাই অতএব স্বদেশের উপকার করা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া আমরা 'জ্ঞানদর্শন' নামে এক নূতন পাক্ষিকী পত্রিকা প্রচার করিতে মানস করিলাম এবং তদ্বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন করিতে স্বীকৃত হইলাম। পত্রিকাকে আপাততঃ তিন খণ্ডে বিভক্ত করিব প্রথম খণ্ডে উপস্থিত বিষয়ে আপনারদিগের মত ব্যক্ত করিব। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেরিত পত্রাদি প্রকাশ হইবেক ও তৃতীয় খণ্ডে বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক প্রস্তাব প্রকটিত করা যাইবেক। এই শেষোক্ত প্রকরণে উত্তম উত্তম জ্ঞানজনক কথা রচিত অথবা অনুবাদিত হইবে। অন্যান্য সম্পাদকদিগের ন্যায় এই পত্রিকাতে সাপ্তাহিক সমাচার প্রকটিত করিব না যেহেতু অন্যান্য অনেক পত্রে সমাচার লিখিত হয়। স্বদেশের মঙ্গল বর্দ্ধন করাই আমারদের উদ্দেশ্য অতএব যে যে বিষয় দ্বারা আমারদের এই মনোভিলাষ পূর্ণ হয় তাহাই আমারদের কর্ত্তব্য। আমরা অকারণে কাহারো নামে গ্লানি করিব না। সদসৎ কর্ম্মের বিচার করিব কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার প্রতি কটূক্তি করিব না। জাতি ও বর্ণ ভেদ বিবেচনা না করিয়া সমভাবে সকলের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিব। অধিক কি কহিব সত্যই পরম পদার্থ সেই সত্য প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় ইহাই আমারদের ইচ্ছা।...শ্রীশ্রীপতি মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক। সাং পাথুরিয়াঘাটা মৃত শিবচরণ ঠাকুরের বাটী।"

'জ্ঞানদর্শন' এক সংখ্যা মাত্র বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা

১৮৫১ সনের ১লা জুন তারিখে বারাণসীধাম হইতে 'কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রথমে পাক্ষিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। এই কাগজখানির বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

মেদিনীপুর এবং হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ

১৮৫১ সনের জুলাই মাসে [?] কতিপয় ইংরেজ ও দেশীয় লোকের পরিচালনে মেদিনীপুর হইতে 'মেদিনীপুর এবং হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' প্রথম প্রচারিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

"বিদ্যাকল্পদ্রুম যন্ত্রালয় হইতে সংপ্রতি 'মেদিনীপুর এবং হিজলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ভূষিত এক অভিনব পত্র প্রকটিত হইতেছে, আমরা তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করি নাই, এজন্য সম্পাদক মহাশয়দিগের নাম এবং আর আর বিবরণ জানিতে পারিলাম না, ঐ পত্রের তাৎপর্য্য এবং অভিপ্রায় উত্তম বটে,...।" *

কাগজখানি অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল। পাদরী লঙের মতে "এই সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন মেদিনীপুর জেলার কালেক্টর এইচ. ভি. বেলী।" †

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ

১৮৫১ সনের শেষার্দ্ধে (কার্ত্তিক ১২৫৮) 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' প্রথম প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার প্রথম সম্পাদক। বাংলায় ইহাই বোধ হয় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' প্রচারের উদ্দেশ্য, এবং তাহাতে কি ধরণের বিষয় স্থান পাইত, তাহা ১৮৫১, ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলে জানা যাইবে :—

"পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিক পত্র।—বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে উপরোক্ত নামক এক নূতন মাসিক পত্র আগামি আশ্বিন মাসাবধি প্রকটিত হইবেক। যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমৎ সৎ ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় 'পেনি মেগজিন' নামক পত্রের অনুবর্ত্তিত এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধার্থে অবিরত সম্যক্ চেষ্টা করা যাইবেক। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক। এই পত্রের প্রতি সংখ্যার পরিমাণ ১৬ পৃষ্ঠা, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা নিরূপণ করা গিয়াছে,...। শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক। শুঁড়া ২ শ্রাবণ, শকাব্দাঃ ১৭৭৩।"

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' ৭ম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রথম ছয় পর্ব্ব সম্পাদন করেন—রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কিন্তু কাগজখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন পর্ব্বের প্রকাশকাল দিতেছি :—

১ম পর্ব্ব ১৭৭৩ শক, কার্ত্তিক...১৭৭৪ শক, আশ্বিন।

২য় পর্ব্ব ১৭৭৪ শক, পৌষ ... ১৭৭৫ শক, অগ্রহায়ণ।

* সংবাদ প্রভাকর, ১৭ শ্রাবণ ১২৫৮ (১ আগষ্ট ১৮৫১)।

† Long's *Returns relating to Publications in the Bengali Language, in 1857* (Selections from the Records of the Bengal Government, No. xxxii—1859), p. xlii.

৩য় পর্ব্ব ১৭৭৫ শক, চৈত্র ... ১৭৭৬ শক, ফাল্গুন।
৪র্থ পর্ব্ব ১৭৭৯ শক, বৈশাখ—চৈত্র
৫ম পর্ব্ব ১৭৮০ শক, বৈশাখ—চৈত্র
৬ষ্ঠ পর্ব্ব ১৭৮১ শক, বৈশাখ—চৈত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র দ্বিতীয় সম্পাদক। ১৮৬১ সনের ২৭এ মে (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৮) তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

"বিজ্ঞাপন।—ইংলণ্ডীয় বিচিত্র চিত্রযুক্ত পুরাবৃত্ত ইতিহাস শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্র এতাবৎকাল গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে অনুবাদক সমাজের অধীনে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে বর্ত্তমান সন ১২৬৮ শাল হইতে অনুবাদক সমাজ তৎপত্রের সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে অর্পণ করিয়াছেন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা বিবিধার্থ বিষয়ক পত্রাদি ও নিজ নিজ পূর্ব্ব দেয় ও বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের শিরোনামায় যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে প্রেরণ করিবেন।

পূর্ব্বে বিবিধার্থ সংগ্রহের অগ্রিম ও মাসিক মূল্যের বিলে তৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বাক্ষর করিতেন, বর্ত্তমান সন ১২৬৮ শাল হইতে সম্পাদকের অনুমত্যানুসারে তৎ প্রতিনিধি স্বরূপে আমি স্বাক্ষর করিব। শ্রীমধুসূদন মুখোপোধ্যায়। বিবিধার্থ সংগ্রহের সহকারী সম্পাদক।"

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৭ম পর্ব্ব—১৭৮৩ শক,* বৈশাখ-অগ্রহায়ণ—সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবারও সংখ্যাগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এই পর্ব্বের বৈশাখ সংখ্যা জুন মাসে বাহির হয় বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ ১৮৬১, ১৭ই জুন (৪ আষাঢ় ১২৬৮) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই সংখ্যার সমালোচনা দেখিতেছি।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
কলিকাতা, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী
কলিকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি

জ্ঞানারুণোদয়

১৮৫২ সনের জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১২৫৮) শ্রীরামপুর হইতে কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"জ্ঞানারুণোদয় নামক এক মাসিক পুস্তকের প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, উক্ত পুস্তক শ্রীরামপুরের জ্ঞানোদয় যন্ত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে প্রকটিত হইয়াছে,...' মাসিক মূল্য ।০ আনা...। শ্রীরামপুরের মধ্যে এতদ্দেশীয় মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকাশ্য পত্র প্রকাশের সূত্র এই প্রথম হইল।"

* ৭ম পর্ব্বের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভুলক্রমে "১৭৮২ শক" মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ এই তারিখ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছেন। ('মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ', পৃ. ৫৮)

এই মাসিক পত্রের 'আদ্য প্রস্তাব'টি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সাধারণের সুগোচরার্থে জ্ঞানারুণোদয়ে সময়ে সময়ে যে২ বিষয় প্রকটন হইবেক তাহার নির্ঘণ্ট।

প্রথমতঃ পুরাণাদির মূল ও তদ্ভাষা। দ্বিতীয়তঃ এতদ্দেশীয় লোকের পূর্ব্বাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আচার ব্যবহারাদি। তৃতীয়তঃ পূর্ব্ব ক্ষত্রিয় ও জবন এবং আধুনিক রাজনীতি প্রভৃতি অপরাপর দেশীয় ইতিহাসাদি। চতুর্থতঃ বিবিধ বিদ্যা প্রসঙ্গ এবং দেশোপকার সূচক নানা মত সুনীতি প্রস্তাব, উত্তম২ জগদ্বৃত্তান্ত, ও স্বদেশীয় এবং ভিন্ন দেশীয় বার্ত্তাবলি।"*

পর বৎসর (১২৫৯ সাল) 'জ্ঞানারুণোদয়ে'র প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৪ সনের ১৩ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২৬১) ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৮৫৪, ২৭এ মার্চ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত ইহার অনুষ্ঠানপত্রে পাইতেছি,—"শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক তথা শ্রীকেশবচন্দ্র কর্ম্মকার। যন্ত্রাধ্যক্ষ ও সম্পাদক।"

'জ্ঞানারুণোদয়' পত্রের পুনঃপ্রকাশ সম্বন্ধে ১৮৫৪, ২৪এ এপ্রিল (১২ বৈশাখ ১২৬১) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীরামপুরের জ্ঞানারুণোদয় পত্র বিনাশের গ্রাসে পতিত হইয়া বর্ত্তমান মাসের প্রথম দিবসাবধি পুনর্ব্বার প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, ঐ পত্রের লেখা উত্তম হয় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের পাঠোপযোগী না হওয়াতে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না, এই কারণেই একবার বন্ধ হইয়াছিল, এবারে আবার কি হয় বলা যায় না, আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি এই অরুণ গগন বিরাজিত অরুণের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হউক।"

'জ্ঞানারুণোদয়' পত্রের ফাইল।—

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :—প্রথম বর্ষের ২য়, ৪র্থ—৮ম সংখ্যা। দ্বিতীয় সংখ্যাখানির উপর তারিখ দেখিতেছি—২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ (১৭ ফাল্গুন ১২৫৮)।

ধর্ম্মরাজ

১৮৫৩ সনের গোড়ার দিকে (ফাল্গুন ১২৫৯) 'ধর্ম্মরাজ' নামে একখানি মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—তারকনাথ দত্ত।

'ধর্ম্মরাজ' পত্রে কি ধরণের লেখা প্রকাশিত হইত তাহা ১৮৫৪ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি (২৮ মাঘ ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠে জানা যাইবে :—

"কলিকাতা নগরে ধর্ম্মরাজ নামে এক মাসিক পুস্তক প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রথম খণ্ডাবধি সপ্তম খণ্ড পর্য্যন্ত আমারদিগের নিকট আসিয়াছে উক্ত গ্রন্থে মনু সংহিতা, স্বভাব ও ধর্ম্ম বিষয়াদি ঘটিত নানা প্রস্তাব লিখিত হয়, শ্রীযুক্ত বাবু তারক চন্দ্র দত্ত

* ১৮৫২, ৭ই ফেব্রুয়ারি (২৬ মাঘ ১২৫৮) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' উদ্ধৃত।

ঐ গ্রন্থের সম্পাদকীয় কর্ম্ম করেন, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিপক্ষেই অধিক লেখেন ইহাতে হিন্দু মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারেন অতএব আমরা অনুরোধ করি এতদ্দেশীয় লোকেরা তারক বাবুর সহায়তা করুন, ধর্ম্মরাজ পাঠে অনেক বিষয়ে দিগ্‌দর্শন হইবে।

'ধর্ম্মরাজ' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম হইতে ১২শ সংখ্যা। প্রথম সংখ্যার তারিখ—"ফাল্গুন ১২৫৯"। ১২শ সংখ্যার তারিখ "মাঘ ১২৬১" আবার এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "13th Feb. 1855, ২ ফাল্গুন সন ১২৬১।"

বিদ্যাদর্পণ

১৮৫৩ সনের এপ্রিল (?) 'বিদ্যাদর্পণ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন,—

"বৈশাখ, ১২৬০।... প্রিয়মাধব বসু ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'বিদ্যাদর্পণ' নামে পুস্তকাকারে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।"*

সুলভ পত্রিকা

১৮৫৩ সনের জুলাই-আগষ্ট মাসে দ্বারকানাথ রায়ের সম্পাদকত্বে 'সুলভ পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"শ্রাবণ, ১২৬০।... 'সুলভ পত্রিকা' নাম্নী এক মাসিক পত্রিকা এতন্নগরে প্রকটিত হইয়াছে তাহার মূল্য /১০ ছয় পয়সা।"†

কয়েক সংখ্যার পর, সম্পাদকের ঔদাস্য ও শৈথিল্যে কাগজখানি অনিয়মে প্রকাশিত হইতে থাকে; ফলে লালবিহারী দে নূতন সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৫৪, ২৭এ নবেম্বর (১৩ অগ্রহায়ণ ১২৬১) গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

"কলিকাতা নিউপ্রেস নামক যন্ত্রালয় হইতে কতিপয় মাসাবধি সুলভ পত্রিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইয়া বহু সংখ্যক গ্রাহকবর্গের মনোরঞ্জন করিতেছিল, পরন্তু কয়েক মাসাবধি তদীয় সম্পাদক শ্রীযুত দ্বারকানাথ রায় মহাশয় সম্পাদকীয় কর্ম্মে অত্যন্ত ঔদাস্য ও শৈথিল্য করাতে কিয়দ্দিবস ঐ পত্রিকা যথা নিয়মে প্রকটিত হয় নাই, অধুনা উক্ত যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয়েরা রায় মহাশয়কে ঐ কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান পূর্ব্বক শ্রীযুত লালবিহারী দে মহাশয়কে সম্পাদকীয় ভারার্পণ করিয়াছেন, দে মহাশয় বিনা-বেতনে ঐ গুরুতর ভার সহ্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন,...।

অপিচ শ্রুত হইল পদচ্যুত সম্পাদক সুলভ-পত্রিকা আখ্যাতে অপর এক পত্র প্রচারিত করিতে মানস করিয়াছেন, কিন্তু এক নামে দুই পত্র প্রকাশ কিরূপে

* "১২৬০ সালের বৈশাখ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১জ্যৈষ্ঠ ১২৬০ (১৩ মে ১৮৫৩)।

† "১২৬০ সালের শ্রাবণ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ ভাদ্র ১২৬০ (১৬ আগষ্ট ১৮৫৩)।

হইতে পারে আমরা তাহা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, দেখা যাউক কোন্ পক্ষ জয়যুক্ত হয়েন।"*

'সুলভ পত্রিকা'র ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা (১৮৫৩)।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—২য় খণ্ড, ৭ম সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৬২)

ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা

১৮৫৩ সনের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে 'ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"কার্ত্তিক, ১২৬০। 'ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ হয়।"†

পত্রিকাখানি অল্পদিন পরেই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫৪ সনের এপ্রিল মাসে ইহা পুনরায় প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪, ১৬ই মে (৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১) 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"জাগুলিয়া হিতৈষি সভার পত্রিকা পুনর্ব্বার গত বৈশাখ মাসাবধি প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহা প্রাপ্তানন্তর পাঠ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, পত্রের পরিমাণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় তিন ফারমা…। জাগুলিয়া গ্রামের ভদ্র বংশোদ্ভব যুবকগণ সামান্য ও অলিকামোদে কাল ক্ষেপণ না করিয়া এইরূপ সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক তদধীনে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে সৎ সন্দর্ভ সকল প্রকাশ করাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব ·।"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* সংবাদ প্রভাকর—২৭ নবেম্বর ১৮৫৪ (১৩ অগ্রহায়ণ ১২৬১)।

† "সন ১২৬০ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬১ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৪)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি *

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একখানি পুথির সন্ধান পাইয়াছিলেন, এবং ১৩১৮ বঙ্গাব্দে ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে ইহার প্রাচীনত্ব লইয়া বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার বাক্‌বিতণ্ডার উদ্ভব হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, ইহা চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছিল; লিপিবিদ্যাবিশারদগণও উক্ত পুথির প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ভাবের দিক্ দিয়া বিচার করিয়াও অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, রাধাকৃষ্ণ-লীলার চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণা লইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বিতীয় পুথি পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া অনেকে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছিলেন। এখন আশা করা যায় যে, এই নূতন আবিষ্কারের ফলে তাঁহাদের সেই সন্দেহ দূরীভূত হইবে।

পুথিপ্রাপ্তির বিবরণ।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচ হাজার পুথি পরীক্ষিত হইয়া তালিকাভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তিনটি আলমারীপূর্ণ অগুছান পুথি ও পাতড়া রহিয়াছে। এই সকল পুথি খুঁজিতে খুঁজিতে আমি গত ৮ই আশ্বিন শনিবার দিন বড়ু-চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদসংবলিত দুইখানি পুথি প্রাপ্ত হই। পুথি দুইখানি পাইবার পরেই শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমিয় সেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করি এবং সংবাদ পাইয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদনে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আগমন করেন ও প্রত্যেক পদটি পাঠ করিয়া আলোচনা করেন। চণ্ডীদাস-সমস্যার আলোচনায় এই আবিষ্কারের মূল্যবত্তা ইঁহারা সকলেই স্বীকার করেন, এবং পরিষৎ হইতে এই আবিষ্কার সাধারণের গোচরে আনিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু ও হরেকৃষ্ণবাবু কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধ লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হই।

পুথির পরিচয়।—দুইখানি পুথি আমার হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানি প্রাচীনতর, অন্যখানি তদপেক্ষা আধুনিক।

ফুলস্কেপ কাগজের অর্দ্ধখণ্ড দুই ভাঁজ করিয়া মধ্যস্থলে সূতা দিয়া সেলাই করিয়া লইলে যেরূপ লিখিবার খাতা প্রস্তুত হয়, উভয় পুথিই সেই ভাবে বাঁধা রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রাচীনতর পুথিখানি ১৩ পত্রসমন্বিত, কিন্তু মধ্যে যে একখানি পত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। অতএব

---

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই আশ্বিন তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

দেখা যাইতেছে যে, অর্দ্ধ ফুলস্‌কেপ আকারের সাত খণ্ড কাগজ লইয়া একটি খাতা প্রস্তুত করিলে যেরূপ হয়, আমরা সেইরূপ একখানি পুথি পাইতেছি মাত্র। পত্র-সংখ্যা যে আরও বেশী ছিল, পুথিখানি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পুথির কাগজ তুলোট; প্রত্যেক পত্র আকারে ৮½"×৬" ইঞ্চি। অনেকগুলি পত্র ছিন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। দ্বিতীয় পুথির এক পত্রে লিখিত আছে—"সন ১২৫৫ সাল, মাহ আসাড়, ৩১ আসাড়, এক প্রহর রাত্রি থাকিতে জন্ম জেষ্ঠ কন্যা লক্ষ্মীমনি, রাসী নাম জসদা" এবং তাহারই পার্শ্বে—"সন ১২৫৪ সাল, মাহ কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে বিজয়া একাদশী সমএ পিতাঠাকুরের শ্রীশ্রী৺গঙ্গাপ্রাপ্তি।" পুথি দুইখানিই হিন্দুর ঘরেই ছিল—অন্ততঃ দ্বিতীয় পুথির সম্বন্ধে এ কথা বেশ জোর করিয়া বলা চলে; অথচ একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, উভয় পুথিরই পদগুলি মুসলমানী কায়দায় দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লিখিত আছে, অর্থাৎ ডাহিনের পত্রে যে পদটি আরম্ভ হইয়াছে, সেটী বাম পত্রে শেষ হইয়াছে। এই ভাবে ৫৬টি পদ লিখিত আছে। অন্যান্য পত্রে এক একটি গান একই পত্রে শেষ হইয়াছে বলিয়া লিখিবার রীতির বিশেষত্ব ধরা পড়ে না। আমরা এই মুসলমানী রীতি অনুযায়ী পুথিখানা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে পাঠ করিয়া গানগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রথম পুথির সমগ্র পদগুলিই দ্বিতীয় পুথিতে পাওয়া যাইতেছে; ইহাতে বুঝা যায় যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথিখানি প্রাচীনতর পুথির নকল মাত্র, কিন্তু তথাপি তাহাদের প্রত্যেকের কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে। পুথিগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়—এই পুথিদ্বয় কোন গায়কের বাড়ীতে রক্ষিত ছিল। নানা প্রকার রাগ-রাগিণী ও সুরতালের ব্যাখ্যা এই পুথিগুলিতে পাওয়া যায়, আর ঐ সকল সুরতালের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া লেখক এক একটি পদ বা গান উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং "লঘু" "গুরু" "কলা" ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম পুথিতে কেবল মাত্র রাগ-রাগিণীর নাম, এবং "নারদকৃত অষ্টাদশ তালের প্রমাণ"স্বরূপ সংস্কৃত শ্লোকের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পুথিখানির প্রথমাংশে আছে—প্রথম পুথির ন্যায় রাগ-রাগিণী ও তালের ব্যাখ্যাসমন্বিত গানগুলি, আর শেষের অংশে কেবল বাজনার বোল লিখিত আছে, যথা—"গন্ধল তালের বাজনা" ইত্যাদি। ইহা হইতে এবং পুথির কাগজ পরীক্ষা করিয়া এইরূপ অনুমান করা যায় যে, প্রথম পুথিখানি যে ব্যক্তির লিখিত, দ্বিতীয় পুথিখানি তাহারই কোন বংশধরের কৃত অনুলিপি।

প্রথম পুথিতে কোন তারিখ নাই, কিন্তু দ্বিতীয় পুথির এক পত্রের শিরোভাগে ১২৩৭ সাল লিখিত আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ পুথি ১০২ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। প্রথম পুথিখানি যে এই ১০২ বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন, অন্ততঃ এখন হইতে দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই পুথিতে পদ বা গান আছে ১৬টি, তন্মধ্যে ১৪টি প্রায় পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, অপর দুইটি খণ্ডিত। ইহাদের মধ্যে ১০টি পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বহিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্ট ৬টি বোধ হয় নূতন পদ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শ পুথিখানিও খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল; বোধ হয়, এই নূতন পদগুলি—যে যে অংশ পাওয়া যায় নাই,

তাহার মধ্যে ছিল। উপরে যে "নারদকৃত অষ্টাদশ তালের" কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, এই পুথিতে ১৮টি গান ছিল। তন্মধ্যে আমরা ১৬টির নমুনা পাইতেছি, অবশিষ্ট দুইটির সন্ধান মিলিতেছে না। এই পুথির যে সকল পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের ভাষাগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাকৃতগন্ধী শব্দগুলি অনেকটা আধুনিকতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া এই পুথির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'আহ্মি, তুহ্মি, আহ্মার, তোহ্মার' প্রভৃতি শব্দ এই পুথিতে 'আমি, তুমি, আমার, তোমার' ইত্যাদি আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছে। 'কাহ্ন' স্থলে 'কানু', 'কেহ্নে' স্থলে 'কেন' ইত্যাদিতেও আধুনিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের পদগুলির প্রাচীনতম রূপ নির্দ্ধারণ করিতে এই পুথিখানিকেও একখানি বিশ্বাসযোগ্য আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

পহিড়া রাগ ও রূপক তালের পদাবলীর দৃষ্টান্তস্বরূপ যে পদটি এই পুথির মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের সহিত তাহা মিলাইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একাধিক পুথি বর্ত্তমান ছিল। এই পদটির প্রথম ছয় চরণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বহিতে পাওয়া যায়; তাহাতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক চরণের পরেই "আল রাধা" এই ধুয়াটি রহিয়াছে, অথচ পরবর্ত্তী পদাংশে এই ধুয়াটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু সম্প্রতিপ্রাপ্ত পুথির পদটিতে সর্ব্বত্রই এই ধুয়া পাওয়া যাইতেছে। আবার, গানটির প্রথম ছয় চরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায় যে, প্রথমে দীর্ঘত্রিপদীর চারি চরণ, পরে লঘু পয়ারের দুই চরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া গানটির ছন্দ রচনা করা হইয়াছে। পুথিতে শেষ পর্য্যন্ত এই ছন্দের ধারাই গানটিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ছয় চরণের পরেই দীর্ঘ ত্রিপদীতে গানটি শেষ হইয়াছে, এবং তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ধুয়াও নাই। ইহাতে, বুঝা যায় যে, আমাদের প্রাপ্ত পুথির পাঠই খাঁটি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যে পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন ছন্দে রচিত দুইটি গানের সমবায়ে গঠিত। ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথির আদর্শ পুথিতেও এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের আলোচ্য পুথির আদর্শ পুথিতে গানটি স্বরূপেই বর্ত্তমান ছিল। এইরূপ বিচারে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, সেই প্রাচীন কালেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একাধিক পুথি বর্ত্তমান ছিল, এবং তাহাতে পাঠবৈষম্যও সংঘটিত হইয়াছিল। একখানি গ্রন্থ বহু দিন ব্যাপিয়া বিভিন্ন লোকের মধ্যে প্রচলিত না থাকিলে তাহাতে এইরূপ পারবর্ত্তনের সৃষ্টি হইতে পারে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অতি প্রাচীনত্ব ইহাতে ধরা পড়ে। আর একটি পদের বিচারেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। দশকুশী তালের দৃষ্টান্তস্বরূপ যে পদটি আলোচ্য পুথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম আট পঙ্ক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে নাই, অথচ পরবর্ত্তী অংশ একটি সম্পূর্ণ পদরূপে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে স্থান পাইয়াছে। এই পদটি বহু দিন যাবৎ প্রচলিত না থাকিলে ইহার আরম্ভ এই ভাবে লোপ পাইত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদগুলি অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ দেশে প্রচলিত ছিল।

ইহা যে কত প্রাচীন, তাহারও একটা ধারণা করা যাইতে পারে। আলোচ্য পুথির কতকগুলি পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে (তদনুসারে মুদ্রিত পুস্তকে) পাওয়া যাইতেছে। তুলনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক শব্দগত সাদৃশ্য রক্ষিত হইয়াছে। 'আতত, সমত, বারহ, খেড়া' প্রভৃতি শব্দ একইরূপে উভয় স্থানে পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদিপুথিতেও শব্দগুলি এই রূপেই বর্ত্তমান ছিল। আমাদের ভাষায় এইরূপ প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। চরিতামৃত ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভাষার সহিত আমরা পরিচিত আছি। তাহাতেও এত প্রাকৃতগন্ধী শব্দের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয় না। অতএব ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচিত হইয়াছিল, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। এই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল। 'আহ্মি, তুহ্মি' ইত্যাদি স্থানে 'আমি, তুমি' ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহা আধুনিকতার নিদর্শন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শব্দ যে তৎসম সংস্কৃত রূপেও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহারও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "আবথা" আলোচ্য পুথিতে "আবস্তা"য় পরিণত হইয়াছে, ইহা "অবস্থা" ও "আবথা"র মধ্যবর্ত্তী রূপ। তার পর পুথিতে আছে,—

ইহ পথে আমি মাত্র হারাইনু বুদ্ধি।
অনাথি গুয়ালি মোরে রক্ষা কর বিধী ॥

এই "বুদ্ধি" শব্দটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "বুধী" এই রূপে পাওয়া যায়, এবং ইহার সহিত পরবর্ত্তী চরণের "বিধী"র মিলও বেশ হয়; অতএব আদিপুথিতে যে "বুধী" ছিল, এই ধারণাই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পুথিতে তৎসম "বুদ্ধি" একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব এই পুথির পদ আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতেছি যে, এক দিকে যেমন প্রাচীন ভাষা আধুনিকতায় পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যও সংঘটিত হইতেছিল। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা এই উভয় প্রক্রিয়ায় প্রাকৃত রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া, ক্রমে ক্রমে আধুনিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে, ইহাই ভাষাবিদ্‌গণের অভিমত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদগুলি অতি প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল, অথচ অধুনা এই পদগুলি যে বৈষ্ণবসমাজে আর প্রচলিত নাই, তাহার কারণ এই যে, চৈতন্য-পরবর্ত্তী রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ভাবধারা ও বর্ণনা-প্রণালীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাবধারা বা বর্ণনা-প্রণালীর মিল নাই। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসমাজে আদৃত হয় নাই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়চা এবং রসকদম্ব প্রভৃতি গ্রন্থও বৈষ্ণবগণ আজও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। এই সকল গ্রন্থ জাল, কি খাঁটি, আমি সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু যে কারণে বৈষ্ণবসমাজে ইহারা

আদৃত হয় নাই, সেইরূপ কারণেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরিত্যক্ত হইয়াছিল; আজিও ইহাকে জাল প্রতিপন্ন করিতে অনেকে উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতেছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পুথি বেশী পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া ইহা যে প্রাচীন নয়, এরূপ ধারণা করিবার কোনই কারণ নাই।

এই পুথির মধ্যে অনেকগুলি তালের নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়, যথা—আলুটী, জমক, দশকোশী, কুন্দশেখর, ঝম্পক, অপূর্ব্ব, হরগৌরী, বিষম, একতালি, ধরণ, চুটখিলা ইত্যাদি, এবং ইহাতে নারদকৃত একখানি তালের বহিরও উল্লেখ আছে।

ভক্তিরত্নাকরের (বহরমপুর সংস্করণ) ৩৩৮ পৃষ্ঠায় সঙ্গীত-প্রকরণে নারদসংহিতা নামক গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভক্তিরত্নাকরের ৩৪৮ পৃষ্ঠায় যে 'কূটতাল''-এর উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই বোধ হয়, চুটখিলার উৎপত্তি। রাগকল্পদ্রুমের তালাধ্যায় প্রকরণে একতাল, ঝম্পতালের নাম পাওয়া যায় (বাঙ্গালা, পরিষৎ সংস্করণ ৩৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। বিশ্ব-কোষের তালপ্রকরণে ঝম্পতাল, বিষমতালের মাত্রাদি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শব্দ-কল্পদ্রুমের তালপ্রকরণে জগঝম্প, কবি (কুন্দ ?) শেখর, দশকোষী, বিষমসমুদ্র, রূপক, ছুটকা (চুটখিলা ?) প্রভৃতি তালের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য পুথির লেখক নারদকৃত গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উদ্ধৃত বচনগুলির সন্ধান দিতে পারিলাম না।

নিম্নে প্রাচীনতর পুথির অনুলিপি প্রকাশিত হইল।

(১ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

[ ]

ভরসা

[ ] মুদ্র তালের পদাবলি।

ধরনি ধামিল ধুলি [ ] ধনি গো শ্যাম রুচিরি।
মাহ ভাদর বরিখে জলধর নয়নে গলএ নিরি ॥
ওহে ২ নাগ[র] বিরহ সাগর পার করহ মুরারি।
কুযুমসর ২ দেহ জর ২ মুরচি পড়ল [ ] রি ॥

এবং ইহার গান অষ্টকলা।

উপতাল সসীসিখর ॥ [ন]ন্দের নন্দন কানু যুন ॥
শুন কানু মোর [বো] ল ॥ পা[ল]ন কর [ ] ল ॥
দধি দুগ্ধ নষ্ট কা[ ]য় ॥

(পরবর্ত্তী অংশ বিশেষ অস্পষ্ট।)

(২য় পৃষ্ঠা)

মোথুরা নগরে জাব। কংশেরে জগান [ ] ॥
তিলেক বিলম্ব হএ। চারূ পাশে দূত ধাএ ॥
[তো]মা ধরি লয়্যা জাবে। বিসম জন্ত্রনা পাবে ॥
বা[সুলী] বন্দিয়্যা আশে। গাইল বড় চণ্ডীদাশে ॥

ইহার গান ২৩ তেইষ কলা।

উপতাল বিরক্রম ॥
বিলশই রাধাকানু। রশে অন[মত] তনু ॥
লঘু ধ্রূত শ্রতগুরু। তাল একু মেলিস [ ] ॥
(পরবর্ত্তী অংশ অস্পষ্ট।)

(২য় পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

বিশম সন্ধি—৫৪ চুয়াম্ন কলা
রূপক—৮৫ পঁচাশী কলা
অপূর্ব্ব কলা—৮১ একাশী কলা
হরগৌরী—১৪ চোদ্দ কলা
ঝম্পক—৮১ একাশী কলা
জমক—১৬ শোল কলা
দশকশী—৬৫ পঃশট্টিকলা
কুন্দশেখর—১২ বার কলা
জ্যোতি—
(পরবর্ত্তী পত্রাংশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।)

(২য় পৃষ্ঠা)

একতালস্ত ধরনং ঢুটখিলাগন্ধল [ ] বিসয়ঃ
জম্ভকাশ্চৈব শটপদি পযুজনংস্তরং বি [ ] বিশম সন্ধি।
রূপকং প্রেমবন্ধনং তথো অপূর্ব্বকলিকাশ্চৈবঃ
হরগৌরিচ ঝম্পকং জমকং দশকশীশ্চ কুন্দশেখর-
মেবচ জতুর্দাহ দাশগিতং চাউজিঞ্চ বিশর্জ্জনং এতে
তালা প্রকি [ ] ॥ গুরুরেকমপি নিশ্চিতং তত অর্দ্ধ
দ্রুতমি [ ]। তত অজ লঘুর্ব্বশ্চন্ধেপ্লুতমাত্রাতৃভিঃ।
(পরবর্ত্তী পত্রাংশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।)

(৩য় পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

আলুটী তালের প্রমান ॥ জদি চাগুকলাতোপী স্থইনিতস্মাৎ পদে ২। আলুটী নাম তাল স্যাৎ ॥ তদা সর্ব্বমনোহর ॥ এবং শ্রীনারদকৃত অষ্টাদশ তালের প্রমাণ সম্পূর্ণ ॥

জমকতালের প্রমান। গুরুদ্বয়ং লঘুত্রয়ং তথোপ্লুতগুরুলঘুঃ চরণে ২ জ্ঞেয়ং। [ত]াল জমক ভবেৎ ॥

দশকোশী তালের প্রমান। দ্রুতং দ্বয়ং লঘুদ্বয়ং [...] স তাল দশকুশীঞ্চ ভবেৎ।

(২য় পৃষ্ঠা)

কুন্দশেখর তালের প্রমান। গুরুর্দ্দয়ং লঘুপ্লুত গুততোগুরুঃ প্লুতগুরুলঘুঃ চরনে ২ [ ] স তাল কুন্দশেখর ॥

ঝম্পক তালের প্রমান। গুরু স্যাদাদিমধ্যান্তে স তাল ঝম্পক স্মৃত।

অপূর্ব্ব তালের প্রমান জদি চা[শু] কলাতোপী কলাঙ্কিকং বিলক্ষতে। পদে ২ তদতাল স্বাদপুর্ব্বকলাভবৎ।

হরগৌরিতালের প্রমান। দ্রুতং দ্বয়ং লঘুশ্চৈব গুরুলঘুযুগং জদা [হরগৌরি] তাল স্যাৎ দ্বিতিয়ং প্লুতমিশৃস্যাৎ।

(৪র্থ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

ঝম্পক তালের প্রমান। গুরুপ্লুত ভবেৎ মতুঃ সে তাল ঝম্পকস্তথা।

বিসম তালের প্রমান। চোতুদ্রতালিচ লোঘুর্ভবেৎ বিসম স্থানকে।

জমক তালের প্রমান। দ্রুতর্দ্দয়ং লঘু জত্র চরনে ২ ভবেৎ। তথা জমক [ ]। মামোহং তাল শর্ব্ববিমোহনং।

ভ্রমরসট্‌পদীতাল। দ্রুতর্দ্দয়ং লঘুপ্লুত সে তাল সট্‌পদী [স্তথা]।

(২য় পৃষ্ঠা)

বিসম সন্ধির প্রমান। আদৌ চান্তে লঘুর্দ্দয়ং গুরুমদ্ধে জদা ভবেৎ। তদাশমশন্ধি-শাতালো ভবতি স্বর্ম্মত॥

একতালির প্রমান। প্রতিক্ষরে বিরামশ্চেতঃ সর্ব্বতালাদিসম্ভবঃ। একতালো স কথিতো দেবৈবাদ্য উদাহৃতঃ।

ধরণের প্রমাণ। জোতি তাল জথা ইত্যাদি।

(৫ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

চোটুখিলার প্রমান। দ্রুতত্রিমাস্তিকঃ সন্তুদেবতস্যাৎ পদে ২। আদিমধ্যবসানেচ চুটুখিলা সমুচ্যতে।

গন্ধলের প্রমান। দ্রুতত্রয়ং লঘুশ্চেত [ ] গন্ধলনামিনি।

বাগশ্রী। আলুটী [তালের পদা]বলী॥

আমি দেব শ্রীহরি। মথো[রাতে] অবতরি॥
আমি সে সৃজিলা [ ] আমারে জুড়শী মান॥

(২য় পৃষ্ঠা)

আলিঙ্গন দেহ রাধে। না করহ রসবাদে॥
আমার গমন হতে। তেঞি আশীয়্যাছ পথে॥
কেন ধনি ভুল তুমি। তোমা লাগ্যা দানি আমি॥
আমার বরন কেশে। তেঞি ধরিয়্যাছ বেশে॥
শ্যামের বচন শুনি। মান গেল বিনোদিনির॥
বশীল তরুর ছাএ। ঘন কানু মুখ চাএ॥
ধনি কহে বড়াইকে। তোমরা সে জায় বিকে॥
বড়াই শেবানুশরে। গোপি লয়্যা গেলা দূরে॥
তরুমূলে রাধাশ্যাম। দেখিতে সে অনুপাম॥
রঙ্গভরে মনসুখে। চু[ম্বন করয়ে] মুখে॥

রতির [* আবেশে]। রাধা অঙ্গ শে পরশে ॥
[ ] ঘাম তাএ। [ ] মুখ তুহুঁ চাহে ॥
পবন শে মন্দ বহে। যমুনা [ ] ॥
কোকিলি লোলিত স্বর। ফুকরএ মধুকর ॥
[ ]। [ ] রাধা [ ] গুণ গাএ ॥
বাষুলি বন্দিয়া [ ]। গাইল বড় চণ্ডিদাশে ॥

ইতি সমাপ্ত ॥*

(৬ষ্ঠ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

রাগিনী মঙ্গল। কুন্দুশেখের তালের পদাবলি।

চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি।
মালতির মালা তাহে বেড়া সারি ২ ॥
অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে।
সুরঙ্গ শিন্দুরবিন্দু তাহার মাঝারে ॥
বদন শরত চাঁন্দ যুধা হাসী ঝরে।
দশনকিরন কত বিজুরি সঞ্চরে ॥
হৃদএ মুকুতার হার অমূল্য রতন।
কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন ॥
হেন শে জৌবন রাধা সব আল পাট।
জৌবন [গোড়িলে] তনু হইবেক নাট ॥
না ছুঞি জৌবন রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বাঁড়ু চণ্ডীদাস বাষুলির গন ॥*

ইহার গান লঘু ২ দুই কলা গুরু সদগুরু ১০ দশ কলা এবং সকলে বার কলা।

(৬ষ্ঠ পত্র, ২য় পৃষ্ঠা)

রাগিনি ভিম্পনাশী। ইতি দশকশীতালের পদাবলি।

শুনিঞা না শুন রাধে সুজন গুয়ালি।
অলাহ পশরা তোর বিচারিয়া বলি ॥
এই মতে নিতি জাহ মোথুরার হাটে।
বহু দিন খুজীয়্যা পাইলু দানঘাটে ॥
কার বোলে আন পথে জাহ দধি লয়্যা।
বহু ধন পায়্যাছ রাধে দানি ভাণ্ডাইয়্যা ॥

---

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায় না। রাধাশ্যামের প্রসঙ্গ দেখিয়া মনে হয়, ইহা পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে

এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে নাই।

আশুহ যুন্দরি বশু লেখা করি দান।
ইহ নহে হের দেখ পাঞ্জি পরমান॥
শাশুড়ি ননদি[১] মোর ঘরে দুরুবারে।
লোক[২] দুলে[৩] আব[৪] ঘর নই[৫] শতন্তরে॥
শ্রীফল সুভদ্র[৬] কুচ শেহ[৭] মোর বৈরি।
বলহ[৮] বড়াই ইবে[৯] কোন বুদ্ধি[১০] করি॥
প্রান লয়্যা[১১] খেড়া হইল[১২] আগে[১৩] হে বড়াই[১৪]।
স্বামির নিজ ধন খুজন্তি কানাঞি[১৫]॥
হার কঙ্কন[১৬] মোর কাঁচলিতে[১৭] দেই[১৮] টান।
হেন কেহোছাল[১৯] মারে লহেত[২০] পরান॥
চুম্বন[* *]রে[২১] চাহে বদনকমলে।
আলিঙ্গন চাহে কানাঞি[২২] বিরহের[* *][২৩]॥
কাঁহাকো[২৪] বুলিএ রতি না[* *][২৫] বড়াই।
হেন বিপরিত কথা কহিন্তি[২৬] কানাঞি॥
মোরে[২৭] শেহ [* *][২৮] বড়াই করু[২৯] কোন বুদ্ধি[৩০]।
শুনিঞা[৩১] বা কি বলিবে শ্বামি[৩২] গুননিধি॥

(৭ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

অমুল্য[৩৩] রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাগএ[৩৪] যুরতি দান অস্থানে[৩৫] দেই হাথে[৩৫]॥
নিশদ ২ বড়াই শ্রীমধুসোদনে[৩৬]।
গাইল বাঁড়ু চণ্ডীদাস বাযুলিগনে[৩৭]॥

ইহার[৩৮] গান লঘু ১৮ আঠার কলা পরে গুরু সদ্‌গুরু এবং ৬৫ পঁসষ্টী-কলা[৩৮]।

রাগিনি পাহিড়া[১]। ৬। জমককতালের পদাবলি[১]।

মুখ[২] কমলে অতি[৩] শোভা করে
খঞ্জন নয়ন দুই।
ভোঁঞি[৪] কালসাঁপে[৫] যুগল তাহাতে[৬]
শোভএ নিচল হই[৭]॥

* "শাশুড়ি ননদি" হইতে আরম্ভ করিয়া গানের শেষাংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রকার পাঠান্তর লক্ষিত হয়,—

১। ননন্দ, ২। কোণ, ৩। ছলেঁ, ৪। জাইবোঁ, ৫। নহোঁ, ৬। সদৃশ, ৭। সেহো, ৮। বোলহ, ৯। এবেঁ, ১০। বুধী, ১১। লআঁ, ১২। ভৈল, ১৩। আগ, ১৪। বরায়ি, ১৫। কানাঞিঁ, ১৬। কাঙ্কন, ১৭। কাঞ্চুলীতে, ১৮। দেএ, ১৯। কহোছাল, ২০। লএ, ২১। দিবারেঁ, ২২। কাহ্নাঞি, ২৩। জরে, ২৪। কাহাকে, ২৫। জাণো, ২৬। কহন্তি, ২৭। মোএঁ, ২৮। শিশুমতী, ২৯। করোঁ, ৩০। বুধী, ৩১। শুনিআঁ, ৩২। সামী, ৩৩। অমুল, ৩৪। মাঙ্গে, ৩৫-৩৫। সান দেই মাথে, ৩৬। ° সূদন, ৩৭। ° গণ' ৩৮-৩৮। বাদ।

* এই গানটি কৃষ্ণকীর্ত্তনের ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পাঠ-বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়।—

১-১। পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ ২। মথ, ৩। আতি, ৪। ভ্রুহি, ৫। শাপ, ৬। তাহাত, ৭। হোই,

লঘু[৮] ২ কলা[৮]।

আন জো[৯] দেখে   রাজ প[দ] পাএ
নানা উপভোগে রহে[১০]।
আছু রাজপদ   দুর বড়াই[১১]
জিবন [* *][১২] সন্দেহে ॥
হাথ অড়[১৩] করি[১৪]   ভকতি করু[১৫]
জিউ দান দেহ বড়াই।
বল[১৬] রাধারে   মান[১৭] যুরতি
তবে[১৮] সে[১৮] জিএ কানাঞি ॥
মানিক জিনিঞা[১৯]   দশন যুতি[২০]
গিএ সতেশ্বরি[২১] হারে।
কর কমল   বাহু মুনাল[২২]
হেমগট[২৩] পয়ভারে[২৪] ॥

(৭ম পত্র, ২য় পৃষ্ঠা)

নাভি তার নদ   ঘাট শ্রীবলি[২৫]
ঘন ঘজ[২৬] পুলিনে।
উচিত তাহাত   কলহংশ শম[২৭]
রহে[২৮] কনকের সনে[২৮] ॥
রাধা[২৯] নেতম্ব[২৯]   মণ্ডল আড়ন
রশাবতি[৩০] কি পানে[৩০]।
অতি[৩১] অদ্ভুত[৩১]   বিনি ঘাএ হানি
আকুল[৩২] কৈল্য পরানে[৩৩] ॥
উরু যুগে[৩৪] শোভে   রাম কদলি
স্থল[৩৪] কমল চরনে।
রাজ হংশ   জিনিঞা[৩৫] অতি[৩৬]
রাধার মন্দ[৩৭] গমনে ॥

৮-৮। বাদ, ৯। যদি, ১০। নহে, ১১। বড়ারি, ১২। মোর, ১৩। যোড়, ১৪। করিয়াঁ, ১৫। করোঁ, ১৬। বোল, ১৭। মাসু, ১৮-১৮। তবেঁসি, ১৯। জিণিআঁ, ২০। দুতী, ২১। সাতেসরী, ২২। মৃণাল, ২৩। ঘট, ২৪। পয়োভারে, ২৫। ত্রিবলী, ২৬। জঘন, ২৭। বাদ, ২৮-২৮। সমরএ কনক রসনে, ২৯-২৯। রাধার নিতম্ব, ৩০-৩০। রোমাবলী কিরিপানে, ৩১-৩১। আতি আদভুত, ৩২। বিফল, ৩৩। ইহার পরে আছে—

ভিতরে অনঙ্গ;   আনল জলে
বাহিরে কেহো নাহিঁ জাণে।
এহাত আন্ধার   নাহিঁক নিস্তার
কহিলোঁ তোর চরণে ॥

৩৪। যুগ, ৩৫। থল, ৩৬-৩৬। জিণিআঁ আতি, ৩৭। মন্থর, ।

প্রথিবিত আম্মি[৩৮] অবতার কৈসু[৩৯]

তো[৪০] রশবতির[৪০] আশে।

বাষুলি চরনে[৪১] বন্দিয়্যা[৪২] গাইল জে[৪২]

বাঁড়ু[৪৩] চণ্ডীদাশে ॥

ইহার[৪৪] গান এবং ১৬ শোল কলা[৪৪]।

রাগিনি[১] ধানশী। ইতি ঝম্পক তালের পদাবলি[১]।

আউ থাকিতে[২] কানাঞি[৩] ম[* *][৪] ইচ্ছসি।

সাপের মুখেতে কেন[৫] আঙ্গুল দিশী[৬] ॥

চুন বিহ[নে] জেন[৭] তাম্বুল তিঁতা[৮]।

অলপ বএশে তেন[৯] বিরহের চিন্তা ॥

লাজ নাঞিখ[১০] কানাঞি[১১] বদনে তুহাঁর[১২]।

পাশে আশিতে[১৩] কেন[১৪] চাহশী আমার[১৫] ॥

(৮ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

মজুরিয়্যা হয়া কেন[১৬] এত বড় রঙ্গ।

অলপ হইয়্যা[১৭] চাহ বড়র[১৮] সঙ্গ ॥

হাথে[১৯] ২ চাহ[২০] তুমি[২১] আকাশের চাঁন্দ।

লোকে[২২] উপহাসো[২২] করে[২৩] দেখি[২৪] তুহুঁ[২৪] ছান্দ ॥

উত্তম জাতি তুমি[২৫] নন্দের[২৬] বালা।

পুরূশ হইয়্যা[২৭] তুমি[২৮] জান[২৯] এত কলা[২৯] ॥

সকল লোকের মাঝে না বাশহ[৩০] লাজ।

না বহশী ভার তুহুঁ[৩১] শিঞানের[৩১] কাজ ॥

মাকড়ের হাথে[৩২] জেন[৩২] ঝুনা নারিকল।

আমাকে[৩৩] দেখিয়্যা[৩৪] তেন না হয়্য[৩৫] বিকল ॥

সঙ্গে আ[সি]বে জবে[৩৬] লয়্যা[৩৭] দধিভারে।

গাইল বাঁড়ু[৩৮] চণ্ডীদাস বাষুলির[৩৯] বরে ॥

এবং[৪০] ইহার গান লঘু ৯ নয় কলা গুরূশদ্গুরূ

এবং ৮১ একাসি কলা[৪০]।

৩৮। আম্মো, ৩৯। কৈল, ৪০-৪০। তা স্বরতীর, ৪১। চরণ, ৪২-৪২। শিরে বন্দিআঁ, ৪৩। গাইল বড়ু, ৪৪-৪৪। বাদ।

* এই গানটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ১৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠান্তর নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—

১-১। মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ ২। থাকিতেঁ, ৩। কাহ্নাঞি, ৪। মরণ, ৫। কেহ্নে, ৬। দেসী, ৭। যেহ্ন, ৮। তিতা, ৯। তেহ্ন, ১০। নাহিঁ, ১১। কাহ্নাঞি, ১২। তোহোর, ১৩। আসিতেঁ, ১৪। কেহ্নে, ১৫। মোর, ১৬। কেহ্নে, ১৭। হআঁ, ১৮। বড়ার, ১৯। হাথেঁ, ২০। চাহা, ২১। কাহ্নাঞি, ২২-২২। এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ছাড় রহিয়াছে। ২৩। করসি, ২৪-২৪। তোএঁ, ২৫। তোহ্মে, ২৬। নান্দের, ২৭। হআঁ, ২৮। তোহ্মে, ২৯-২৯। ছাড় রহিয়াছে। ৩০। বাসসি, ৩১-৩১। বোলসি আন, ৩২-৩২। ছাড় রহিয়াছে। ৩৩। আহ্মাক, ৩৪। দেখিআঁ, ৩৫। হব, ৩৬। যবেঁ, ৩৭। লঅ, ৩৮। বড়ু, ৩৯। বাসলী, ৪০-৪০। বাদ।

(৯ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

[একটি নূতন পদ]

রাগ বশন্ত। রাগিনি পঠমঞ্জরি।
ইতি হরগৌরি তালের পদাবলি।
হরিহর একু দেহ বিদিত সংসারে।
জানিহ শে অতি সত্য কহিল তোমারে ॥
মোর সে কালিয়্যা তনু তছু গোরা অঙ্গ।
জানি বিধী আনি নিধী মিলাঅল সঙ্গ ॥
হের আস্ত বিনোদিনি পরিহর লাজ।
না ষুনিলে মোর বোল হইব অকাজ ॥
হরিহর নাম মোর গোরি অঙ্গ ধরি।
বিশ্বম্ভর নাম মোর বিশ পান করি ॥
ত্রিপদগামিনি গঙ্গা ধরি নিজ কাএ।
গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব্ব লোকে গাএ ॥
নারির সম্ভোগে রাধা জদি পাপ হএ।
শ্রীশঙ্কুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে ॥
চাতুরালি পরিহর মোরে দেহ দান।
বাষুলি বন্দিয়্যা বাঁড়ু চণ্ডীদাসে গান ॥
এবং ইহার গান ১৪ চোদ্দ কলা।

(৯ম পত্র, ২য় পৃষ্ঠা)

রাগ[১] বাড়ারি। ৬। ইতি অপূর্ব্ব কলা তালের পদাবলি[১]।
তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে স্থির[২]।
প্রান জেন[৩] ফাটি[৪] জাএ বুকে[৫] মালে[৬] তির[৭] ॥
জে[৮]। লঘুকলা। পরে গুরু[৮] ॥
জার প্রান ফাটে[৯] বুক[১০] ধরিতে না পারে।
গলাতে[১১] পাথর বান্ধি দএ[১২] পশী মরে ॥ জে।
তুমি[১৩] গঙ্গা[১৪] বারানশী শ্বরূপেশী জান।
তুমি[১৫] মোর শব তীর্থ[১৬] তুমি[১৭] পূন্য স্থান ॥ জে।
জি[১৮] বোল বলিতে[১৯] কান[২০] না বাশশী লাজ।
তুমার[২১] মাউলানি আমি[২২] ষুন দেবরাজ ॥ জে।
হইএ আমি[২৩] দেবরাজ তুমি[২৪] মোর রানি।

এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠায় আছে। পাঠান্তর নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—

১-১। মালব রাগঃ॥ রূপকং॥ লগনী॥ ২। থীর, ৩। যেহ্ন, ৪। ফুটি, ৫। বুক, ৬। মেলে, ৭। তীর, ৮-৮। বাদ, ৯। ফুটে, ১০। বুকে, ১১। গলাত, ১২। দহে, ১৩। তোহ্মে, ১৪। গাঙ্গ, ১৫। তোহ্মে ১৬। তীথ, ১৭। তোহ্মে, ১৮। এ, ১৯। বুলিতেঁ, ২০। কাহ্ন, ২১। তোহ্মার, ২২। আহ্মে, ২৩। আহ্মে, ২৪। তোহ্মে

মিছাই সম্বন্ধ পাত কিশের[২৫] মাউলানি ॥ জে।
ই বোল[২৬] বলিতে[২৭] তোর মনে বড় সুখ।
পর ঘরে[২৮] পৈশে জেন[২৯] তোর[৩০] পাটা বুক ॥ জে।
ভাল বোল বলিলেত[৩১] চন্দ্রাবলি রানি।
আমার[৩২] মনের কথা কহিলে[৩৩] আপনি[৩৪] ॥ জে।
বিরহে পুড়িয়্যা[৩৫] কান[৩৬] আকুল[৩৭] বিকল।
জোরুয়া[৩৮] দেখিয়্যা[৩৯] জেন[৪০] রুচুক[৪১] অম্বল[৪২] ॥ জে।
জাইবার বাসনা তুই[৪৩] ছাড়হ গুয়ালি।
গাইল বোঁড়ু[৪৪] চণ্ডীদাশ বন্দিয়্যা[৪৫] বাষুলি ॥ জে[৪৬]।
এবং[৪৭] ইহার গান লঘুগুরু শদ্‌গুরুঃ এবং ৮১ একাশী কলা[৪৭]।

(১০ম পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

রাগ[১] পাহিড়া। ৬। ইতি রূপকতালের পদাবলি[১]।

আগো[২] রাধে[২]

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর[৩] তোহেঁ[৪] দেব মুরারি মোহে[৫]
তোর মোর উচিত শে নহে[৬]।

আগো রাধে

তোমাতে[৭] মজিল মন ভালে জানে দেবগন[৮]
ইথে কি[৯] বিচারহ[১০] শন্দেহে[১১] ॥

আগো রাধে

না পরিহর সুন্দর কানাঞি।
শব কলা সম্পূর্নিত[১২] রাই[১৩] ॥*

আগো রাধে

আইলু মুঞী বড় আশে না করহ নৈরাশে
শুন ধনি আমার বচনে।

আগো রাধে

দেবের দেবতা আমি জানিঞা না জান তুমি
ফিরি চাহ নিরখি বদনে ॥

২৫। ভাগিনা, ২৬। এ বোল, ২৭। বুলিতেঁ, ২৮। ঘর, ২৯। যেহ্ন, ৩০। চোর, ৩১। বুলিলি তোঁ, ৩২। আহ্মার, ৩৩। কহিলেঁ, ৩৪। আপুনি, ৩৫। পুড়িআঁ, ৩৬। কাহ্ন, ৩৭। হাকল, ৩৮। জরুআ, ৩৯। দেখিআঁ, ৪০। যেহ্ন, ৪১। রুচক, ৪২। আম্বল, ৪৩। তোহ্মে, ৪৪। বড়ু, ৪৫। বন্দিআঁ, ৪৬। বাদ, সর্ব্বত্র, ৪৭-৪৭। বাদ।

* এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ৭০ পৃষ্ঠার একটি পদে পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী অংশ সম্পূর্ণ নূতন। পাঠান্তর নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—

১-১। রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ ২-২। আল রাধা, সর্ব্বত্র, ৩। সুন্দরি, ৪। তোএঁ, ৫। মোঁএ, ৬। সেনেহা, ৭। তোহ্মাতে, ৮। দেবাগণ, ৯। কিছু, ১০। নাহিঁক, ১১। সন্দেহা, ১২। সংপুনী তোঁ, ১৩। রাহী ॥ ধ্রু ॥

আগো রাধে

তোর রূপে মোর মন মজে।
জৌবন রাখহ কোন কাজে ॥

আগো রাধে

জগতের জগন্নাথে সেহ আমি রাজপথে
তোমার লাগিয়া হনু দানি।

আগো রাধে

পশরা নামাঞা রাথ শোশে যুখাঞাছে মুখ
আশ পুরি হের আস্থা ধনি ॥

আগো রাধে

তনু [দ]হে বিরহের জরে।
আলিঙ্গন দেহত আমারে ॥

আগো রাধে

আঁখি ঠারে অনুসারে ধনি কহে বড়াইরে
ঘরে কি বলিব দুরুবারে।

আগো রাধে

এই খানে রশে রশে কহে বডু চণ্ডীদাশে

(১০ম পত্র, ২য় পৃষ্ঠা)

গাইল জে বাষুলির বরে ॥

এবং ইহার গান ৮৫ পঁচাশি কলা।

* রাগ[১] যুই। ৬। ইতি বিশমশদ্ধিতালের পদাবলি[১]।

শোহে[২] জবে[৩] জান[৪] কানাঞি[৫] ঘাটে মহাদানি।
বড়াইকো[৬] ছাড়ি কেন[৭] হইব[৮] একাকিনি ॥
কেন শব শখিগনে[৯] আগে[১০] কৈলে[১১] পার।
কাল হইয়া[১২] গেল মোর[১৩] জৌবনের[১৪] ভার ॥
লঘু[১৫] ১২ কলা। পরে গুরু[১৫] ॥
কি কহিল[১৬] বিবহিল[১৭] বিধি জমুনার ঘাটে।
কেন মন কৈলু[১৮] জাতে[১৯] মাথুরার[২০] হাটে ॥
আবস্তা[২১] করিল মোকে[২২] শেই[২৩] জগন্নাথে।
পূনরূপী[২৪] ঠেকিলাম[২৫] তাহার হাথে ॥

---

* এই গানটি কৃষ্ণকীর্ত্তনের ১৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠান্তর নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—
১-১। কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥ ২। সোঅ, ৩। যবে, ৪। জাণো, ৫। কাহাঞি, ৬। বড়ায়িক, ৭। কেহে, সর্ব্বত্র, ৮। হৈবোঁ, ৯। সখিজন, ১০। আগু, ১১। কৈলেঁা, ১২। হর্যা, ১৩। মোরে, ১৪। যৌবন, ১৫-১৫। বাদ, ১৬। ভৈল, ১৭। কি ভৈল, ১৮। কৈলেঁা, ১৯। জাইতেঁ, ২০। মথুরার, ২১। আবথা, ২২। মোর, ২৩। যে, ২৪। পুনরপি, ২৫। পড়িলাহোঁ।

ইহ[২৬] পথে আমি[২৭] মাত্র[২৮] হারাইনু[২৯] বুদ্ধি[৩০]।
অনাথি গুয়ালি মোকে[৩১] রক্ষা কর[৩]
পূর্ব্বে[৩৩] জনম[৩৪] মোর[৩৫] করমের ফলে।
জনম[৩৬] লভিলু[৩৭] আমি[৩৮] গুয়ালার কুলে॥
তেঞি[৩৯] শে[৩৯] দধি বিকে জাঙ[৪০] মোথুরার হাটে।
দুর্জ্জন কানাঞি[৪১] যুন[৪২][হ পা]ট বাটে[৪২]॥
করজোর[৪৩] করি বলি[৪৩] যুন দামোদর।
জাইব[৪৪] বড়াই[৪৪] সঙ্গে ঝাঁট পাব কর॥
এড়িয়া[৪৫] জায়ে[৪৫] কানাঞি[৪৬] মোরে[৪৬] শব শখিগন[৪৭]
গাইল বোড়ু[৪৮] চণ্ডীদাশ বাযুলির[৪৯]গন॥
লঘু[৫০]গুরু মেদ্গুরু এবং ইহার গান ৫৪ চুয়ান্ন কলা[৫০]।

(১১শ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

[একটি নূতন পদ]

রাগীনি যুই। ইতি ভ্রমর শটপ্পদির পদাবলি।

বল করিতে চাহুঁ তোরে।
ঐ জে নাহি নাহি বলু বড়াই ডরে॥
হান একু শুতিম যুব বানে।[১]
তে কারনে দগদে পরানে॥
না মারহ বিরহ আনলে।
মুখ তুলি চাহত সকালে॥
এই তোর তিরছ নয়ানে।
খর হানিলি মোর প্রানে॥
একবার দেহ জিউ দানে।
তোমা বিনু না রহে পরানে॥
জিবন জোবন কত কালে।
অকারনে করহ জঞ্জালে॥
আইলু মুঞি বড় প্রতিআশে।
গাইল জে বোঁড়ু চণ্ডীদাশে॥
এবং ইহার গান ৪২ ব্যালিশ কলা।

২৬। এহা, ২৭। আসি, ২৮। মোএঁ, ২৯। হারায়িলোঁ, ৩০। বুধী, ৩১। মোক, ৩২। কর, ৩৩। পুরুব, ৩৪। জরমে, ৩৫। কৈল, ৩৬। জরম, ৩৭। লভিলুঁ, ৩৮। আহ্মে, ৩৯-৩৯। তেঁসি, ৪০। জায়িতেঁ, ৪১। কাহ্নাঞিঁ, ৪২-৪২। শুন এবেঁ পাড়ে বাটে, ৪৩-৪৩। কর যোড়ী বোলোঁ এবে, ৪৪-৪৪। জাইবোঁ বড়ায়ির, ৪৫-৪৫। এড়ি যাএ, ৪৬-৪৬। মোকে কাহ্নাঞি, ৪৭। সখিজন, ৪৮। বড়ু, ৪৯। বাসলী, ৫০-৫০। বাদ।

১। 'হানএ কুশুমিত যুববানে', এই পাঠ ধরিলে পরবর্ত্তী চরণের সঙ্গে অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হয়। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, লিপিকরের ভুলে "কুশুমিত" স্থানে "কুশুতিম" হইয়াছে।

(১২শ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

* রাগীনি[১] ধানশী ॥ ৬ ॥ ইতি জদ্দকাঠের তালের পদাবলি[১]

কি[২] আলো রাধে। হাঁকুলি একলা[২] ॥

কেন[৩] দান না দিবে[৪] কেন[৫] জাবে[৬] হাটে।

কেন[৭] নাগোরি[৮] রাধা ছাড়ি দিব[৯] বাটে ॥

সব কুতুহাটে[১০] রাধা মোর মহাদান।

হয়[১১] নয়[১২] দেখ রাধা পাঁজি[১৩] পরমান ॥

লঘু[১৪] চোদ্দ কলা। পরে গুরু[১৪] ॥

বারহ বরিকে[১৫] দান দিবে[১৬] জে[১৬] গুয়ালি[১৭]।

তোর পর[১৮] জোবনে মোহিল বনমালি ॥

স্বর্গে[১৯] রাখু[২০] মর্ত্তে রাখ[২১] তলে পাঁহু[২২] শুধি।

তাহাত টেটনি রাধা কি করিবি বুদ্ধি[২৩] ॥

এ তিন ভুবনে রাধা মোর মহাদানে।

তাকে[২৪] ভাঙ্গি[২৫] জাএ রাধা কাহার পরানে।

জশোদার পো[২৬] আমি[২৭] হাথে ধরি বাঁশি।

তোমাকে[২৮] দেখিলু[২৯] রাধা অধিক রূপশি ॥

তে কারণে রাধা মোর তোতে গেল মন।

ছাড়ি দিলু[৩০] দান ধর আমার[৩১] বচন ॥

এ[৩২]ভয় না ধরিবেত পাশে বিন্দাবন[৩২]।

বলে ধরি তোক[৩৩] তবে[৩৪] দিব[৩৫] আলিঙ্গন ॥

ইহা[৩৬] বুঝি দেহ রাধা সরেষ[৩৭] বচন।

গাইল বোঁড়ু[৩৮] চণ্ডিদাশ বাষুলির[৩৯] গণ ॥

এবং[৪০] ইহার গান ৭১ এখাত্তোরি কলা[৪০]।

(১২শ পত্র, ২য় পৃষ্ঠা)

* রাগ ধানশী[১]। ৬১। বিশমতালের পদাবলি[১]। ৬১।

কি[২] আগো বড়াই মৈ জে। হাঁকুলি একলা[২]।

গুরুপত্নি তারাক হরিল শশোধরে[৩]।

অত্যাপী[৪] অপজশ হএ[৫] তার পরচারে[৬] ॥

* এই গানটি কৃষ্ণকীর্ত্তনের ৪৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠান্তর নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১-১। পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ২-২। বাদ, ৩। কেহ্নে, ৪। দিবেঁ তোঁ, ৫। কেহ্নে, ৬। জাইবোঁ, ৭। কেহ্নে, ৮। নাগরি, ৯। দিবোঁ, ১০। কুতঘাটে, ১১। হএ, ১২। নহে, ১৩। পাঞ্জী, ১৪-১৪। বাদ, ১৫। বরিষের ১৬-১৬। দিবেহেঁ ১৭। গোআলী, ১৮। রূপ, ১৯। সগ্গে, ২০। রাখোঁ, ২১। রাখোঁ, ২২। পাওঁ, ২৩। বুধী, ২৪। তাক, ২৫। ভাঁগি, ২৬। পোঅ, ২৭। আহ্মে, ২৮। তোহ্মাক, ২৯। দেখিল, ৩০। দিলোঁ, ৩১। আহ্মার, ৩২-৩২। এভোঁ যবেঁ না ধরিবেঁ আহ্মার বচন। ৩৩। তোকে, ৩৪। তবেঁ, ৩৫। দিবোঁ, ৩৬। এহা, ৩৭। সরস, ৩৮। বড়ু, ৩৯। বাসলী, ৪০-৪০। বাদ।

* এই গানটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৬৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে যে পাঠান্তর লক্ষিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

১-১। রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ ২-২। বাদ, ৩। শশধরে, ৪। অদ্যাপিহো, ৫। বাদ, ৬। পরচরে।

কপটে আহিলাক রমিল শরবরে৮।
শহস্রেক যে ভৈলা৯ ত্মার কলেবরে ॥
লঘু১০ ১৪ কলা। ৬। পরে গুরু১০ ॥
হেন অভুত১১ কথা যুনলো১২ বড়াই১৩।
পর দারে শাপ নাঞী১৪ ব০ন্তী১৫ কানাঞী১৬ ॥
শুন্দ অপযুন্দ আছিলা দুই ভাই।
তিলত্তমা১৭ হেতু মজিলা ঠাঞি২০
সুম্ভনিসম্ভ২১ দুই অযুর২২ আছিলা।
পার্ব্বতি২৩ কারনে দুই ভাই২৪ জন মোহিলা২৪ ॥
চোদ্দ২৫ যুগ আছীল২৬ লঙ্কার রাবন।
তেঁহু২৭ শে মজীলা২৮ মায়া২৯ শিতার কারন ॥
ইহা৩০ জানি কানাঞিক নিসদ বড়াই৩১।
কেন৩২ হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাঞি৩৩ ॥
বলহ৩৪ বড়াই৩৫ কানু৩৬ মনে পরিভাঁউ।
আপনাকে৩৭ চিনিঞা আপন ঘরে জাঙ৩৭ ॥
আমা৩৮ শনে কানাঞি৩৯ তেজ৩৯ পরিহাস।
বাযুলি৪০ বন্দিয়া গাইল বোঁড়৪০ চণ্ডীদাশ ॥
এব৪১ ইহার গান ৭১ এখাত্তারি কলা৪১ ॥

(১৩শ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)

* রাগ ধানশী ॥ ৬১ ॥ ইতি গন্ধলতালের [পদ]াবলী১।
কি২ আগো বড়াই [*]জে। ৬১। হাঁকুলি একলা২ ॥
চাঁপা কুড়ি৩ দেখিতে৪ রূপশে।
তাহে নাঞি৫ গন্ধের পরশে ॥
বিকশীলে৬ জগমোন৭ মোহে৭।
নারির৮ জৌবন হেন হয়ে৮ ॥
লঘু৯ বার কলা। পরে গুরু৯ ॥

৭। আহল্যাক, ৮। সুরবরে, ৯। ভৈল, ১০-১০। বাদ, ১১। অদভুত, ১২। শুনলো, ১৩। বড়ায়ি, ১৪। নাহিঁ, ১৫। বোলন্ত, ১৬। কাহ্নাঞি, ১৭। তিলোত্তমা, ১৮ মযিলা, ১৯। এক, ২০। ঠাঁই, ২১। সুম্ভ নিসুম্ভ, ২২। আসুর, ২৩। পার্ব্বতির, ২৪-২৪। জন মৈলা, ২৫। চৌদ্দ চৌ, ২৬। আয়ু, ২৭। তেহোঁ, ২৮। মজিআঁ, ২৯। গেল, ৩০। এহা, ৩১। বড়ায়ি, ৩২। কেহ্নে, ৩৩। ঠাঁই, ৩৪। বোলহ, ৩৫। বড়ায়ি, ৩৬। কাহ্নু, ৩৭-৩৭। আপনে আপনা চিহ্নিআঁ ঘর জাউ, ৩৮। আহ্মা, ৩৯-৩৯। হেন তেজু, ৪০-৪০। বাসলী শিরে বন্দী গাইল, ৪১-৪১। বাদ।

* এই গানটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে যে পাঠান্তর লক্ষিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। ধানুষীরাগঃ। একতালী, ২-২। আল বড়ায়ি, ৩। কুঁঢ়ী, ৪। দেখিতেঁ, ৫। নাহিঁ, ৬। বিকাসিলেঁ, ৭-৭। মোহে মুনি মণে, ৮-৮। হেন সব নারীর যৌবনে, ৯-৯। বাদ।

কাহ্ন[10] মোরে আলিঙ্গন মাগে।
নাঞি জানি ষুরতির ভাবে[10] ॥
অনেক কড়ির পশরা।
হাট জাতে[11] [* * * *][12] মথুরা ॥
রাজা কংসে করিল[13] গোহারি[14]।
তবে[15] কাহ্ন [* * * * *][15] ॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাও[16]।
দানের ষুধি নাঞি[17] [* *][17] ॥
[*]বে[18] রাজা ধনে(র কা)তর।
চাহে জমে[19] দুধে দিব[20] কর ॥
[স]খি সাত পাঁচ করি শঙ্গে।
মোথুরাকে[21] জাউ[22] বিকে রঙ্গে[23] ॥
কেন[24] কান[25] হেন পড়িহাশে।
গাইল বোঁড়ু[26] চণ্ডীদাশে ॥
এব[27] ইহার গান ৬২ বাশট্টি কলা[27] ॥

(১৩শ পত্র, ২য় পৃষ্ঠা)

* রাগীনি[*]রি ॥ চুটখিলার পদাবলি[1] ॥ ৬১ ॥
পরাশর নামে ঋ[* *]াছিলা বিশাল।
তিন ভুবনে জানি তপুশ্যা[2] জাহার ॥
জল মাঝে মিনকন্যা করিল গমন।
তাথে[3] উপজিলা বেদব্যাশ তপোধন ॥
তোমার[4] বচন রাধে[5] শবই আতত।
পর দারে পাপ নাঞি[6] মুনির শমত ॥
পঞ্চ[7] পাণ্ডবের ভৈল্যা[8] কুন্তি জননি।
পঞ্চ[9] পতি জার ভৈল্যা[10] শব লোকে[11] জানি ॥
রম্ভা আদি বেউশ্যাক[12] রমন্তি [* *]শে[13]।
হেন শব কন্যা কেন[14] ষুরপুরে বৈশে[15] ॥

১০-১০। কি না মোক ভৈল এত কালে, মহাদানী ভৈগেল গোকুলে ॥ ধ্রু ॥ ১১। জাইতেঁ, ১২। না পাইলোঁ, ১৩। করিবোঁ, ১৪। গোআরী, ১৫-১৫। তবেঁ কাহ্ন লআঁ যাবোঁ ধরী। ১৬। জাওঁ, ১৭-১৭। নাহিঁ পাও, ১৮। এবেঁ, ১৯। যবেঁ, ২০। দিবোঁ, ২১। মথুরাক, ২২। জাওঁ, ২৩। সঙ্গে, ২৪। কেহ্নে, ২৫। কাহ্ন, ২৬। বড়ু, ২৭-২৭। বাদ।

* এই গানটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৬৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে যে পাঠ-বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। রামগিরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥ ২। তপস্যা, ৩। তাত, ৪। তোহ্মার, ৫। রাধা, ৬। নাহিঁ, ৭। পাঞ্চ, ৮। ভৈলা, ৯। পাঞ্চ, ১০। ভৈল, ১১। লোকেঁ, ১২। বেশ্যাক, ১৩। ত্রিদশে, ১৪। কেন, ১৫। বশে।

ত্রিপদ গামি [* * *][১৬] হর[১৭] শিরে ধরে।
হেন গঙ্গার[১৮] মিলন[১৮] খান্তন না [* * *][১৯] ॥
নারির সম্ভোগে রাধে জদি পাপ বশে।
এ তিন [* * * * *][২০] সে গঙ্গা পরশে ॥
নিজ পর নারি দোশ নাইক[২১] শংশারে।
জত শতিপনা[২২] শব মিছা জান তারে ॥
ইহা জানি একমনে [*]র[২৩] মোর আশে।
বাযুলি শীরে বন্দিয়্যা[২৪] গাইল বোড়ু[২৫] চণ্ডীদাশে
ইহার[২৬] গান ৬৩ তেশট্টি কলা[২৬] ॥

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

১৬। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা, ১৭। হরে, ১৮-১৮। গঙ্গা রমিল, ১৯। নাম নরে, ২০। ভুবনে কেহে, ২১। নাহিক, ২২। সতীপণ ২৩। পুর, ২৪। বন্দী, ২৫। বাদ, ২৬-২৬। বাদ।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি"
প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস-সম্পর্কিত সমস্যাটীকে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা বলা যাইতে পারে। এই সমস্যার সমাধানের প্রয়াস মাত্র কিছু কাল ধরিয়া চলিতেছে। চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত অনেকগুলি পদ, বঙ্গীয় জনসমাজে কীর্ত্তনিয়াগণের মুখে মুখে এবং পুথিতে ও পরে ছাপার বইয়ে প্রচলিত আছে; এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ঐতিহাসিক গ্রন্থে ও কবিতায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে উল্লেখ, ও কতকগুলি গাল-গল্প;—এতাবৎ এইগুলিই আমাদের একমাত্র উপজীব্য হইয়া আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে তাহার মাতৃভাষার সাহিত্যকে উপেক্ষা ও অনাদরই করিয়াছে। পরে উনবিংশ শতকের অষ্টম ও নবম দশকে যখন মাতৃভাষার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালী সচেতন হইতে আরম্ভ করিল, তখন হাতের কাছে প্রাচীন সাহিত্য বলিয়া সে যাহা পাইল, তাহাই নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিল। প্রমাণপঞ্জী-সংবলিত ইতিহাসের অভাবে প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে গাল-গল্প যাহা প্রচলিত ছিল, তাহাই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে,—ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল-নিবৃত্তির অন্য উপায় না পাইয়া ইতিহাসের আসনে বাঙ্গালী লোক-প্রবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মাতৃভাষার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার যে ধারা এখনও চলিতেছে, তাহা হইতেছে কেবলমাত্র পরিচয়-সংস্থাপনেরই ধারা; রীতিমত সমালোচনা-মূলক অনুশীলনের ধারা বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে এখনও পূর্ণভাবে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অবশ্য এ বিষয়ে অল্প-স্বল্প প্রয়াস দেখা যায় বটে, কিন্তু একথা বলিতেই হয় যে, সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া থাকে মুখ্যতঃ হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়াই, মস্তিষ্কের সাধনার দ্বারা নহে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে—জ্ঞানের পথে বস্তুটীকে স্বরূপে বুঝিলে, তবে তাহার রসাস্বাদন সার্থকতা লাভ করে, আস্বাদন একদেশদর্শী না হইয়া, প্রাকৃতজনোচিত না হইয়া পূর্ণতর হয়, বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত হয়, মধুরতর হয়। ইহার আর একটী দিক্‌ও আছে। জাতির অন্তর্নিহিত ভাবধারার উৎস ও তাহার প্রসার ও পরিণতির গতিভঙ্গী বুঝিতে হইলে,—এক কথায়, জাতির প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে হইলে, সাহিত্যকেও ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমরা এত দিন ধরিয়া যে সমস্ত ভাবজগৎ গড়িয়া তুলিয়াছি, কল্পনা ও ভাব দ্বারা যে সমস্ত দেবতাকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাদের উপর ইতিহাসের রূঢ় আলোক পাত করিবার চেষ্টা আমাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠে, ভাবের দেবতাকে আমরা মোহের আলো-আঁধারির মধ্যেই রাখিয়া তৃপ্ত হই।

বাঙ্গালীর সাহিত্য-জগতে এইরূপ একাধিক ভাবের দেবতা মূর্ত্ত হইয়া বিরাজ

করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণব কবি ও সাধকগণ অন্যতম। বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি কবি হিসাবে চণ্ডীদাস আজকাল বাঙ্গালী মাত্রেরই অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ইহার উপর তাঁহার পদাবলীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্য তো আছেই। কীর্ত্তনের সভায় আমরা তাঁহার পদের গান শুনিয়া আকুল হই, এবং নিভৃতে বা বান্ধব-গোষ্ঠীতে পাঠ করিয়া পুলকিত হই। রসবাদ ভিন্ন অন্য প্রকারের বিচার-বিশ্লেষণের কথা আমাদের মনে উদিত হয় না। মিথিলার শ্রেষ্ঠতম কবি বিদ্যাপতিকে আমরা বাঙ্গালী করিয়া লইয়াছি, তাঁহার মাতৃভাষা মৈথিলকে, যাহাতে সহজে বুঝিতে পারি তজ্জন্য তাহাকে বিকৃত করিয়া আমরা "ব্রজবুলী" ভাষার সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাঁহার নামে প্রচলিত পদ ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণবের আকুতিরূপে শ্রদ্ধার সহিত আমরা গাহিয়াছি ও পাঠ করিয়াছি। এইরূপে পরম আনন্দে আমাদের বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা চলিতেছিল। চণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির পদ বলিয়া যখনি যাহা পাইয়াছি, তখনি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া তদ্দ্বারা আমরা ইঁহাদের পদাবলীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি। বিদ্যাপতি যে মিথিলার অধিবাসী ছিলেন, সে কথা তো আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বহুপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৮২ সালে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাপতির মৈথিল পরিচয় বাঙ্গালী পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন; এবং ইংরেজ পণ্ডিত গ্রিয়ার্সন সাহেব মৈথিল বিদ্যাপতির মূল রূপটী কতকগুলি অবিকৃত মৈথিল পদ-সংগ্রহও প্রকাশ করিয়া আমাদের নিকটে আনয়ন করেন, ও এইরূপে বিদ্যাপতি-আলোচনার পথ সহজ করিয়া দেন। তদনন্তর শ্রীযুত নগেন্দ্র-নাথ গুপ্ত মহাশয় বিকৃত বিদ্যাপতিকে মূল মৈথিলে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস লইয়া বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত পদসমূহের বিরাট সংগ্রহ ১৩১৬ সালে প্রকাশ করেন। বিগত কুড়ি বৎসরের অধিককাল ধরিয়া এই পদসংগ্রহ বিদ্যাপতির প্রামাণিক পদসংগ্রহ বলিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত জনসমাজের সমক্ষে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এখানে তাঁহার পদ্ধতি বিশেষভাবে একদেশদর্শী হইয়াছিল,—বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত "ব্রজবুলী" ভাষার প্রকৃতি ঠিকমত ধরিতে না পারিয়া গোবিন্দদাস, কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি (ছোট বিদ্যাপতি) নামে খ্যাত বাঙ্গালী বিদ্যাপতি, রায়শেখর, চম্পতিপতি-প্রমুখ যে সমস্ত বাঙ্গালী ও উড়িয়া কবি মিথিলার বাহিরে বসিয়া কৃত্রিমভাষা ব্রজবুলীতে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতাগুলিকে-ও সম্ভাব্য মূল-মৈথিলে আনয়ন করিবার অনাবশ্যক চেষ্টা তাঁহার "বিদ্যাপতি-পদাবলী" গ্রন্থের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু তাঁহার তৎকালোপযোগী বিদ্যাপতির পদাবলীর ভূমিকায় এবং স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাপতি-রচিত কীর্ত্তিলতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণের ভূমিকায় যখন বিদ্যাপতির প্রকৃত রূপ আমাদের দেখাইলেন—যে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ানুমোদিত ভক্ত বৈষ্ণব সাধক ছিলেন না, তিনি সহজিয়াগণের আদর্শ-মত পরকীয়া নায়িকা লইয়া সাধনা করিতেন না,—তিনি স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার রচিত পদে রাধাকৃষ্ণ প্রেমিকা ও প্রেমিক যুগলের প্রতীক মাত্র,—তখন বঙ্গীয় সাহিত্যিক-গগনে ইহার প্রতিবাদে বিশেষ গুঞ্জন উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; যদি কিছু উঠিয়া থাকে, তাহা এখন শূন্যে বিলীন হইয়াছে,—নগেন্দ্রবাবুর ও শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তি-তর্কানুমোদিত সিদ্ধান্ত এখন তাঁহাদের বিদ্যাপতি-পদাবলী ও কীর্ত্তিলতার

অমূল্য ভূমিকাদ্বয়ে লুক্কায়িত—আমরা এখনও বিদ্যাপতি ও লছিমার সহজ সাধনের গল্পকে আধুনিকতার রসে ফেলিয়া আমাদের পক্ষে আরও উপভোগ্য করিয়া লইয়াছি !

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে প্রশ্নাবলী বাঙ্গালা পদ-সাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত মুষ্টিমেয় অনুসন্ধিৎসুর মনে কিছু কাল হইল উদিত হইয়াছে, সেই প্রশ্নাবলীর সংবাদ মাসিক পত্রের নানা প্রবন্ধের সাহায্যে সাধারণ পাঠকগণের নিকটও কথঞ্চিৎ পহুঁছিয়াছে ; এই সকল প্রবন্ধ প্রায়ই উচ্ছ্বাসময়, কখনও জ্বালাময়, কোন স্থলে উদ্ভট অথবা চমকপ্রদ, এবং কচিৎ বা সত্যানুসন্ধিৎসার আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদ-সমষ্টি শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, সেই চণ্ডীদাসেরই রচিত, এবং ব্রাহ্মণজাতীয়, সাধক কবি চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর প্রেমের ভিতর দিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছিলেন ও তাঁহার পদ রচনা করিয়াছিলেন—এই কথা চণ্ডীদাস-সাহিত্যের বাস্তব বা অবিসংবাদিত কথা যে নহে ; চণ্ডীদাসের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা যে বিশেষ রহস্যাবৃত, এবং তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমরা যথার্থ সংবাদ যে কিছুই জানি না,—এইরূপ বোধ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইবার অবকাশ পাইল ১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথির আবিষ্কার ও ১৩২৩ সালে তাঁহার চির-প্রশংসনীয় সম্পাদকতায় ইহার প্রকাশের দ্বারা। 'ছাতনায় চণ্ডীদাস'-বাদের প্রচার দ্বারা অনুসন্ধিৎসু সমাজে যতটা না চমক লাগিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক চমক লাগিয়াছিল, এবং চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অন্ধতমিস্রার দুর্ভেদ্যতা তদপেক্ষা অনেক অধিক আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম, এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রকাশের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রকাশের পরে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে পারে (অথবা চণ্ডীদাস-সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলে), এরূপ উল্লেখযোগ্য নূতন তথ্য—'হা হা প্রাণপ্রিয় সখী কি না হৈল মোরে' শীর্ষক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত অসম্পূর্ণ পদের চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটী পূর্ণ রূপের শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আবিষ্কার ব্যতীত, আর কিছু এতাবৎ বাহির হয় নাই। তৎপরে চণ্ডীদাস সম্পর্কে প্রধান লক্ষণীয় আবিষ্কার, যাহা চণ্ডীদাস সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতেছে মণীন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের আধুনিক পুথি দুইখানির আবিষ্কার। ইতিপূর্ব্বে অবশ্য কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কতকগুলি সুপরিচিত পদ যেগুলিকে আমরা চণ্ডীদাসেরই বলিয়া জানি, সেগুলি প্রাচীন পুথিতে সর্ব্বত্র চণ্ডীদাসের ভণিতায় মিলে না,—অন্য কবির ভণিতায় মিলে ; ইহা হইতে প্রচলিত চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদাবলীর পাঠে কত যে গোলমাল আছে, কীর্ত্তনিয়াদের মুখে ও প্রাচীন পুথিতেও যে চণ্ডীদাসের গানের ধারা ঠিকমত রক্ষিত হয় নাই, তাহা বুঝা যায়।

কবি চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক, তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু নিশ্চিত তথ্য আমরা জানি ; তিনি কত পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, কোথায় বা তাঁহার বাস ছিল, তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি না। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বেকার কবির রচিত হইলে, প্রচলিত চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদের ভাষা অন্ততঃ পক্ষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের কিংবা তৎপূর্ব্বের ভাষা হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। কিন্তু প্রচলিত পদসমূহের ভাষায় দুই চারিটী প্রাচীন শব্দ বা রূপ ভিন্ন সাধারণতঃ প্রাচীনতার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অবশ্য পরবর্ত্তীকালে পুরুষানুক্রমে গায়ক ও লেখকের অজ্ঞাতসারে প্রাচীন ভাষা আধুনিক হইয়া যাওয়ায় এইরূপটী ঘটিয়া থাকিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানি বাহির হওয়ায়, আমরা ইহাতে যে ভাষা পাই, তাহা (মুসলমান-পূর্ব্বযুগের বৌদ্ধ চর্য্যাপদ ব্যতীত) এতাবৎ-প্রাপ্ত সমগ্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা হইতেও প্রাচীনতর। একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে, যে এই ভাষা নিঃসন্দেহরূপে পঞ্চদশ শতকের, এমন কি ইহা তৎপূর্ব্ব যুগেরও (চতুর্দ্দশ শতকেরও) ভাষা হইতে পারে। পুথিখানি বিশেষ প্রাচীন —ইহার অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া লিপিতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার লিখন-কাল চতুর্দ্দশ শতকের প্রথমার্দ্ধের বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া, এবং স্বর্গীয় রাখালবাবুর একটী অনবধানতা সংশোধন করিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক লিপিবিৎ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় পুথি লেখার কাল সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাদের নিকটে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে বইখানিকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের কোনও সময়ে লিখিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলেও, পুথির লিখন-কাল ধরিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (বৌদ্ধচর্য্যাপদ বাদে) বাঙ্গালা ভাষার সব চেয়ে প্রাচীন পুথি ; এবং পুথিতে যে বইখানি মিলিতেছে, সেখানি আরও পূর্ব্বে রচিত হওয়া খুবই সম্ভব। কতকগুলি প্রমাণযোগে আমাদের দৃঢ়নিশ্চয়তা দাঁড়াইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বইখানির মূল পুথি এখন অপ্রাপ্য, সেখানি আরও প্রাচীন ছিল, এবং তাহার অল্পাধিক পরে এই পুথিখানি অনুলিখিত।

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে অনুলিখিত (কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে রচিত) এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ হইতে আমরা কবির পরিচয় স্বরূপ মাত্র এই কয়টী কথা জানিতে পারি,—(১) কবির নাম চণ্ডীদাস ; (২) অনন্ত তাঁহার অন্য একটী নাম ; (৪) বড়ু তাঁহার উপাধি ; ও (৩) তিনি 'বাসলী' দেবীর গণ বা সেবক বা উপাসক ছিলেন। হয় ত তাঁহার ব্যক্তিগত নাম 'অনন্ত'ই ছিল, 'বড়ু চণ্ডীদাস' কবির ব্যক্তিগত নাম না হইয়া উপাধি হইতে পারে। মন্দিরের সেবাইতগণ বড়ু নামে পরিচিত হইতেন ; উড়িষ্যায় এই প্রথার নিদর্শন এখনও বিদ্যমান—ভুবনেশ্বর মন্দিরের সেবাইত ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'গরাবড়ু' উপাধির ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, ইহাদের কাজ দেবতার জন্য ঘড়ায় করিয়া জল আনা। 'চণ্ডীদাস' নামটী তাঁহার উপাস্য দেবতার পরিচায়ক উপনাম হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবের সহিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর সাধারণ পদের ভাষা, বিষয় ও ভাবের নানা অসামঞ্জস্য দেখা যায়। ভাষাগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিষয়-বস্তু-গত পার্থক্য অনেক আছে ; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণলীলার যে আখ্যান পাই, কতকগুলি খুঁটিনাটী বিষয়ে পদাবলীর বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত সেই আখ্যানের মিল নাই। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণেও তদ্রূপ)। ইহাতে শ্রীরাধার সখীদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু কাহারও নাম বলা হয় নাই। বড়ায়ি বা বৃদ্ধা ধাত্রীরূপা রাধার তত্ত্বাবধায়িকা, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলায় একমাত্র দূতী ও পরামর্শদাত্রী ; রাধার পিতার নাম

'সাগর গোআল' ও মাতার নাম 'পদুমা' বা 'কালিনী'। ভাবগত বৈষম্যের মধ্যে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রীরাধা প্রথমটা বড়ায়ির বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী হন নাই—রাধাকে আকর্ষণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যতই চেষ্টা করিতেছেন, রাধা ততই শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখান করিতেছেন, রাধাকে বশে আনিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বড়ায়ির সহায়তায় নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু অবশেষে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রমে অনুরাগযুক্তা হইয়া উঠিলেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন দৃষ্টে বুঝা যায় যে, ইহার অবলম্বিত কৃষ্ণলীলা-কথা ও কৃষ্ণরাধা-বাদ চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের—অন্ততঃ ইহার ধারা যে অনেকটা স্বতন্ত্র, সেকথা স্বীকার করিতে হয়। মনে হয়, এই ধারা শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেকার ; এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের রচনা, ইহাই আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইতেছে। এই কাব্যের অলঙ্কারের ধারা প্রাচীন-পন্থী ; চণ্ডীদাসের নামে প্রচলতি পদাবলীর অলঙ্কারের ধারায় কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণি-প্রমুখ বৈষ্ণব অলঙ্কার-গ্রন্থের ছায়া বা ছাপ আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তাহা আদৌ নাই। যাহা হউক, এই সব বিষয়ের যথা-সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের রচনা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না ; এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসই যে আদি চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস—যাঁহার পদ সপরিকর শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করিতেন—ইহা একেবারে স্থির-নিশ্চয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেছে বাঙ্গালার আদি কবি চণ্ডীদাসের অবিসংবাদিত ভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণযোগ্য একমাত্র গ্রন্থ। এবং এই কারণে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ-সমূহের মধ্যে কোন্‌গুলি আদি অর্থাৎ চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের বড়ু চণ্ডীদাসের, তাহা বিচার করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সাহায্য নানা দিক্ হইতে লইতে হইবে, এই যাচাই বা কষিয়া লওয়ার কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে কষটি-পাথর হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন লইয়াই এ ক্ষেত্রে একটু আলোচনা করিব—চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার দেশ ও কাল লইয়া, উপস্থিত প্রসঙ্গের পক্ষে কিঞ্চিৎ অবান্তর আলোচনা এখন করিব না। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাঙ্গালা দেশে বঙ্গভাষায় এত বড় একটা বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্য গড়িয়া উঠা সম্ভব হইল, শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও পূর্ব্বেকার কত বৈষ্ণব কবির লেখা রক্ষিত হইল, তাঁহার তিরোধানের পরে কত নবীন বৈষ্ণব কবি পদ ও অন্য কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী হইতে জানিতে পারি যে, তিনি তাঁহার সাধনার অঙ্গ বা সহায়ক স্বরূপে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং রামানন্দ রায়ের পদ বা গান ব্যবহার করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের সম্মুখে গীত এইরূপ দুই একটি পদ আংশিক ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে পদকারের নাম দেওয়া হয় নাই ; কিন্তু শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এইরূপ একটি পদাংশের পূর্ণ রূপটি পাইয়াছেন, এবং এটীতে চণ্ডীদাসেরই ভণিতা আছে। যে ভাগ্যবান্ কবির পদ শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট এত প্রিয় ছিল, তাঁহার রচনা যে বৈষ্ণবেরা শিরোধার্য্য করিয়া রাখিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। চণ্ডীদাসের পদ খেতুরীর মহোৎসবে (১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে) গীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ 'প্রেম-বিলাস' গ্রন্থে পাওয়া যায়—

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রেমবিলাসের এই দুই পংক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন,—

'সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত।
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত॥'

কিন্তু এই সম্পর্কে দুইটী রহস্যময় ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে—[১] শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কোনও সংবাদ এতাবৎ বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ রাখেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের পুথি ১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়া পর্য্যন্ত, অন্ততঃ সাড়ে তিনশত বৎসর ধরিয়া, এই গ্রন্থখানি অনাদৃত ও অবশেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শত শত পদমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে গৃহীত একটী মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহার রচনা বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে আলোচনার বস্তু, তাঁহার লেখা এই সুবৃহৎ পুস্তকখানি বৈষ্ণব সমাজে এরূপ অভাবনীয়রূপে অপ্রচারের কারণ অনুসন্ধেয়। [২] দ্বিতীয় কথাটী এই—কেবল যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অপ্রচলিত হইয়াছে তাহা নহে, বৈষ্ণবপদের প্রাচীনতম সংগ্রহকারদের মধ্যে চণ্ডীদাস অনপেক্ষিত ভাবে অনাদৃত বা উপেক্ষিত হইয়াছেন—শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় দেড় শত বৎসর পর পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ পাদ পর্য্যন্ত, যতগুলি পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেগুলির একটীতেও চণ্ডীদাসের একটীও পদ ধরা হয় নাই; এমন কি অষ্টাদশ শতকের 'সঙ্কীর্ত্তনামৃত' নামক একখানি পদ-সংগ্রহগ্রন্থে চণ্ডীদাসের কোনও পদ নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতক হইতে যত এদিকে আসা যায়, অর্ব্বাচীন পদ-সংগ্রহগ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ মিলিতেছে, ও দেখা যায় ক্রমশঃ এইরূপ পদের সংখ্যা বাড়িতেছে,—ইহাও একটী দুর্ভেদ্য রহস্য।

প্রথম কথাটীর সঙ্গে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লোপের বা অপ্রচলনের কথার সঙ্গে মণীন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক পুথি দুইখানির আবিষ্কার অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত; এই আবিষ্কার সমস্যাটীকে যেমন গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি একদিকে ইহার দ্বারা একটু আলোক-পাতেরও সম্ভাবনা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যে, বঙ্গভাষার সাহিত্যে এতদিন ধরিয়া অনালোচিত ছিল, মরিয়াছিল; বসন্তবাবুর আবিষ্কার ও প্রকাশের দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার পুনরুদ্ধার ও পুনর্জীবন ঘটিল—আমরা ইহাই স্থির করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি—না, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্প্রদায়-নিবদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজে অপ্রচলিত বা মৃত হইয়া গেলেও, বাঙ্গালাদেশের বৈষ্ণবকেন্দ্রসমূহের লোকেরা ইহার কথা ভুলিয়া গেলেও, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তো এই সাড়ে তিন শত বৎসর বা তদধিক কাল ধরিয়া একেবারে মরিয়া ছিল না—এখন হইতে একশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাহার কিছু কিছু পদ, অন্ততঃ বিশেষ কোনও গায়ন-সমাজে প্রচলিত ছিল, গীত হইত, আলোচিত হইত, এবং এই পদগুলির নকলও হইত। তবে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ গ্রহণ করিলেন না কেন? তাঁহারা গ্রহণ করিলে এই পুস্তক এ ভাবে লুপ্ত হইত না। অথচ চণ্ডীদাসের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি শ্রদ্ধার তো ইয়ত্তা নাই। এবং এতাবৎ, যেন কতকটা বৈষ্ণব সমাজের অন্তরালে, কাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদ রক্ষিত হইয়া ছিল? এই সকল

প্রশ্নের উত্তর কি? উপস্থিত যে উত্তর আমাদের মনে উদিত হইতেছে, তাহা সুধীজন-সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানি আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে ইহা একখানি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কাব্য; পর পর ইহার অন্তর্গত জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, বাণখণ্ড (মুদ্রিত পুস্তকে আছে 'বালখণ্ড'), বংশীখণ্ড, রাধাবিরহ অবলম্বন করিয়া যে রাধাকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নায়ক-নায়িকার (বিশেষতঃ নায়িকার) চরিত্রের একটা সুসঙ্গত বিকাশ দেখা যায়। এই কাব্যখানির সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরের মধ্যে অনেকেরই পরিচয় ছিল বলিয়া অনুমান হয়। চণ্ডীদাস যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদি লীলা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের সামসময়িক শ্রীসনাতন গোস্বামী জানিতেন; শ্রীসনাতন তাঁহার কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের "বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী" নামক টীকায় ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন—'কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিতদানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।" (এই উক্তি ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার উদ্ধৃত হইয়াছে, এসম্বন্ধে স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 'পদকল্পতরু'র পঞ্চম খণ্ডের ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই যে 'শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি প্রকার'-এর উল্লেখ করিতেছেন, এগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণিত বস্তুরই উল্লেখ বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের-ও চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত (অন্য পদের ন্যায়) পরিচয় থাকা অসম্ভব নহে—তিনি মালাধর বসুর (গুণরাজ খানের) শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ন্যায় তাঁহার সময়ে প্রচলিত বাঙ্গালা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুস্তকের সহিত পরিচিত ছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিয়ন্তা, চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি জানিতেন; অথচ দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিময় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য উপেক্ষিত হইল। এরূপ অনুমান করা হইয়াছে, যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এই আদি (ও একমাত্র) পুথি বিষ্ণুপুরের রাজাদের গ্রন্থাগারে গিয়াছিল, এবং সেখান হইতে ইহার উদ্ধার না হওয়ায় বৈষ্ণবসমাজে কালক্রমে ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু এ মত গ্রহণযোগ্য নহে,—পুথিখানি যে, বিষ্ণুপুর রাজাদের গ্রন্থশালায় ছিল, তাহা হইতে পারে,—কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের পুথি দুইখানির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১২৫৫ পর্য্যন্ত অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গে (বাঁকুড়ায়?) ইহার পদ গীত হইত। এই সম্পর্কে একটী বিষয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছেন—যে দান ও নৌকাখণ্ডের কথা চণ্ডীদাসের বিশিষ্ট রচনারূপে শ্রীসনাতন গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দান ও নৌকাখণ্ডের চণ্ডীদাসের রচিত পালা বা পদ প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে (পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতিতে) জ্ঞাতসারে উদ্ধৃত হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন, বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়ে) নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের অবস্থান কালে গদাধর দাসের বাটীতে নিত্যানন্দের সমক্ষে মাধব ঘোষের দানখণ্ডের গান ও গোপীভাবে গদাধরের নৃত্যের বর্ণনা আছে। (শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এই স্থানটীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন)। এই দানখণ্ড চণ্ডীদাসের কি না,

তাহার কোনও উল্লেখ নাই। বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, এই দানখণ্ডের শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল লীলাই বিশেষভাবে গায়ক, নর্ত্তক ও শ্রোতাদের আকৃষ্ট করিয়াছিল।

আমাদের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রচলনের কারণই ইহার এই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড এবং তদনুরূপ আর কতকগুলি অংশ। শ্রীকৃষ্ণলীলার যে আখ্যানগুলি বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাসাহিত্যে প্রচলিত আছে, সেগুলি মোটামুটি ভাবে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ইত্যাদির অনুসারী হইলেও, এমন কতকগুলি অন্য আখ্যান ভাষায় বিদ্যমান ছিল ও রহিয়াছে, যেগুলির মূল সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া যাইতেছে না। দান ও নৌকাখণ্ড, এইরূপ পুরাণ-বহির্ভূত আখ্যানগুলির মধ্যে অন্যতম। রাধা অন্য সাধারণ গোপকন্যা ও গোপবধূর ন্যায় উহাদেরই সহিত মথুরা-নগরীর হাটে দুগ্ধ-দধি-ঘৃত বিক্রয় করিতে যাইতেন; রাধা-মিলন-লোলুপ কৃষ্ণ পথে ইঁহাদের সঙ্গে নানা ছলে বাক্যালাপ করিতেন—কখনও বা দান বা শুল্ক আদায়কারী সাজিয়া শুল্ক চাহিতেন, কখনও বা নৌকাবাহী হইয়া ইঁহাদের নদী পার হওন কালে রাধার সহিত মিলিতেন। রাধা হাটে দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই প্রকার আখ্যান গ্রহণ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী বাঙ্গালী পদকর্ত্তাদের মধ্যেও এই আখ্যান বিদ্যমান দেখা যায়। তবে ইঁহাদের পদে বিক্রয়-কার্য্য মুখ্য নহে, বিক্রয়ার্থ গমন একটা উপলক্ষ্য মাত্র। হিন্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাই; ভক্তশ্রেষ্ঠ সূরদাস, যিনি খুব সম্ভব শ্রীচৈতন্যদেবের সামসময়িক ছিলেন, তিনিও এই হাটে দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ের কথা তাঁহার সূরসাগরের পদাবলী মধ্যে গাহিয়াছেন; অন্য হিন্দীকাব্যেও এই কথাই পাই। এই আখ্যান যে শ্রীকৃষ্ণলীলা কথার প্রাচীন ধারাগত একটী আখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; এই প্রাচীন ধারায়, রাধা আদৌ রাজ-কন্যা নহেন—তিনি একজন 'বড়ার বধূ, বড়ুয়ার ঝী' সাধারণ সম্পৎশালী গোপের কন্যা মাত্র, অন্য গোপ-কন্যা বা গোপ-বধূর ন্যায় ঘী, দই, দুধের কেঁড়ে ও ভাঁড় মাথায় করিয়া রাজ-পথ দিয়া হাটে লইয়া যাওয়া ও হাটের মধ্যে পসরা সাজাইয়া বসা তাঁহার নিকট লজ্জার কথা নহে। এই প্রাচীন ধারা মতে, রাধা সাধারণ গোপী মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগই তাঁহাকে ধন্যা ও গৌরবান্বিতা করিয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তাঁহার স্বভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পত্তন হইল, এবং এই সম্প্রদায়ে রাধার স্থান হইল অতি উচ্চে; রাধা আর এক সাধারণ 'সাগর গোআল'-এর কন্যা নহেন, তিনি 'বৃষভানু' বা 'বৃকভানু' রাজার নন্দিনী; তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাজ-কন্যার বিশেষতঃ কৃষ্ণ-প্রিয়ার পক্ষে মথুরার হাটে সাধারণ পণ্য-বিক্রেত্রীর ন্যায় গমন করা অশোভন, অসঙ্গত, লাঘবতা-পূর্ণ; রাধার দধি-দুগ্ধাদি বহন করিয়া শুদ্ধান্তঃপুরের বাহিরে আগমনের এই উদ্দেশ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। কিন্তু এই সুপরিচিত প্রাচীন ধারাটীকে পরবর্ত্তী কালের পদ-কর্ত্তৃগণ একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই—ইহা অবলম্বন করিয়া রায়শেখর, যদুনন্দন, জগন্নাথ-দাস প্রভৃতি কবিগণ পদ রচনা করিয়াছেন। অথচ দানখণ্ডাদি অনুরূপ লীলা পুরাণে বর্ণিত না থাকিলেও লোক-প্রসিদ্ধ, সেইগুলিকে বর্জ্জন করিলে লীলার অঙ্গহানি করা হয়। তখন

তাঁহারা অন্য কুলস্ত্রী ও কুলকন্যাগণের সহিত রাধার দধি-দুগ্ধের পসরা লইয়া বাহিরে আসাকে, অন্য উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, যাহাতে শ্রীরাধার রাজকুমারী ও কৃষ্ণপ্রিয়া গৌরব ক্ষুণ্ণ না হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী 'দানকেলিকৌমুদী' নামে বিশেষ করিয়া একখানি ভাণিকা লিখেন, ইহাতে দানলীলা বর্ণিত আছে। দানকেলি-কৌমুদীতে সখীগণ-পরিবৃত শ্রীরাধা, রক্তবর্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত কুণ্ডলাকার বীড়া মাথায় রাখিয়া, তদুপরি হৈয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্যোঘৃতপূর্ণ স্বর্ণঘট স্থাপন করিয়া যাইতেছেন—মথুরার হাটে বিক্রয়ের জন্য নহে, বৃন্দাবনে গোবিন্দকুণ্ডের তটবর্ত্তী যজ্ঞমণ্ডপে গর্গমুনির জামাতা ভাগুরি-মুনি, কারারুদ্ধ বসুদেবের প্রতিনিধিরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মঙ্গলার্থ যজ্ঞ করিতেছেন—এই যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় ঘৃতাদি গোপবধূ ও গোপকন্যারাই আনয়ন করিতেছেন, এই অনুষ্ঠানে এইরূপ সহায়তা করিয়া তাঁহারা নানা মণিভূষণ প্রাপ্ত হইবেন, এবং নিজ নিজ মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিবেন। এই আখ্যানের মূল কোথায়, কোন পুরাণে, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ আখ্যানে শ্রীরাধার প্রতি অমর্য্যাদা কিছুই হয় নাই, অথচ সখাদিগের সহিত আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রাধার পথরোধ পূর্ব্বক দান প্রার্থনা ও তদানুষঙ্গিক লীলার প্রকটনে কোনও বাধা নাই। চণ্ডীদাসাদি কর্ত্তৃক বর্ণিত দানলীলা লোক-প্রচলিত হইলেও ভক্ত বৈষ্ণবগণের সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণীয় ছিল না। গোস্বামিগণ ভাগুরি মুনির যজ্ঞে ঘৃত আহরণের উপাখ্যানকে স্বীকার করিয়া, শ্রীরাধার হাটে গিয়া দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ের আখ্যানকে স্পষ্টতঃ বর্জ্জন করিলেন। 'দানকেলিকৌমুদী' ১৪১৬ শকে (অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত হইয়াছিল ;—তখনই ভাগুরি মুনির যজ্ঞের কথা, হাটে বিক্রয়ের কথার প্রতিপক্ষ-রূপে সুশিক্ষিত ও শিষ্ট সমাজে গৃহীত হয় ; শ্রীরূপ গোস্বামী পরে এই পুস্তক তাঁহার বৃন্দাবনে অবস্থান কালে তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ রাধাকুণ্ড-নিবাসী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উপহার প্রদান করেন।

এইরূপে গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক হট্টকথা স্থলে যজ্ঞকথা সমীচীনতর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের বৈষ্ণবসমাজে উপেক্ষার ইহাই অন্যতম কারণ বলিয়া আমরা অনুমান করি। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ প্রায় চারিশত পৃষ্ঠার গ্রন্থ, ইহার মধ্যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ভারখণ্ডার্গত ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, এবং বাণখণ্ডে সখীগণ-পরিবৃতা শ্রীরাধার দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিবার জন্য মথুরার হাটে যাইবার কথার বহু উল্লেখ আছে। এই সমস্ত অংশ সাকল্যে পুস্তকের অর্দ্ধেক ব্যাপিয়া। এতদ্ভিন্ন অন্যত্রও, যথা বংশীখণ্ডে, রাধাবিরহখণ্ডে, শ্রীরাধার হাটে গিয়া দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ের উল্লেখ আছে। সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের মধ্যে হয় তো অনেক ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট এই বস্তুটী, ক্ষীরভাণ্ডে ক্ষার-প্রক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং তজ্জন্য সমস্ত কাব্যটীর আস্বাদন তাঁহারা বর্জ্জন করিলেন—বইখানি শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইল।

হাটে গিয়া শ্রীরাধা কর্ত্তৃক দ্রব্য বিক্রয়ের লোকপ্রসিদ্ধ কথা, মনে হয় বৈষ্ণব সমাজ হইতে ত্যাজ্য করিবার জন্য একটু বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল, একটী সজ্ঞান প্রচেষ্টা বোধ হয় ইহার মূলে ছিল, এবং ষোড়শ শতকের মধ্য-ভাগ হইতে বোধ হয় এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চলে। ইহার একটী প্রতিধ্বনি আমরা শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামিগণের প্রায় দুইশত

বৎসর পরে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের পদামৃতসমুদ্রের টীকায়ও পাইতেছি। পদামৃতসমুদ্রে 'দানলীলা' শীর্ষক পর্য্যায়ের ষোলটী পদের মধ্যে চণ্ডীদাসের নামের একটীও পদ নাই; এবং যদুনন্দনের ভণিতাযুক্ত তৃতীয় পদে স্পষ্ট আছে—'গোবর্দ্ধনপাশে, আমরা হরিষে, করিয়ে যজ্ঞের কাম। যে গোপযুবতী, ঘৃত দিবে তথি, ইষ্টবর পাবে দান॥' ইত্যাদি। এই পদের সংস্কৃত টীকায় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন—'ততঃ শ্রীমত্যা অনুরাগজনিতবিরহতাপং শময়ন্তী কাচিৎ, "সুন্দরি শুনহ আজুক কথা" ইত্যাদিনাভিসারানন্দকারণকথামাহ।...এতেন দধ্যাদিবিক্রয়হেতুকদানলীলাং কেচিদনভিজ্ঞা যদ্বদন্তি, তন্নিরস্তম্।' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার বড়ু চণ্ডীদাস অতএব এই মতানুসারে 'অনভিজ্ঞ' পর্য্যায়েই পড়িলেন।

গোস্বামী প্রভুগণের পরবর্ত্তী যে সকল কবি দানলীলার পদ লিখিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ু চণ্ডীদাসের মত রাধাকে মথুরার হাটে পাঠাইয়া পসরা সাজাইয়া বসাইয়া দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করান নাই,—তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিবার জন্য শ্রীরাধা দধি-দুগ্ধ বিক্রয়ের ছল-মাত্র করিয়া বাটীর বাহির হইতেন। 'দান-ছলে ভেটিব কানাই'—এইরূপে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং দোষের হয় নাই। এ বিষয়ে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে আদিম-যুগের অর্থাৎ চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগেরই রচনা বলিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও চণ্ডীদাস-পদাবলী আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ রচনা রাধাবিরহ অবলম্বন করিয়া; চণ্ডীদাসের ভাবের গভীরতা ও তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রসমাধুর্য্য এই বিরহের পদেই আমরা পূর্ণরূপে পাই—পূর্ব্বরাগ বা দানলীলা, বা অন্য বিষয়ে চণ্ডীদাসের অন্তরের পরিচয় আমরা ততটা পাই না। এ বিষয়টীও লক্ষণীয় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আস্বাদিত চণ্ডীদাস-রচিত 'হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে' ইত্যাদি পদটীও রাধাবিরহ-বিষয়ক।

সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত স্বর্গীয় নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস-পদাবলীতে ৮৫০-এর উপর পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। এই সাড়ে আটশত পদ ভিন্ন আরও কয়েক শত চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদ আছে। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বেকার 'বড়ু চণ্ডীদাস'-কে পাইতেছি; ইনিই হইতেছেন আদি চণ্ডীদাস; আবার খুব সম্ভব ষোড়শ শতকের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন, এমন আর এক চণ্ডীদাসকেও পাইতেছি—ইনি হইতেছেন 'দীন চণ্ডীদাস'; দীন চণ্ডীদাস একাই বহু শত পদ রচিয়া গিয়াছেন—সহস্রের উপর পদ ইঁহার একারই হইবে। প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীতে যে পদগুলি আমাদের নিকটে বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে হইতেছে, সেগুলির প্রায় সবগুলিই বিরহের পদ।

পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিরোধী দধি-দুগ্ধাদি বিক্রয়ের জন্য রাধার মথুরা গমন প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের বাহুল্য হেতু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্প্রদায়-বদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজে অগ্রাহ্য হইল, এই অনুমান অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধাবিরহ-বিষয়ক কতকগুলি পদ বৈষ্ণবসমাজে সাদরে গৃহীত হইল। তবে এরূপ পদ ছিল সংখ্যায় অত্যল্প। কিন্তু তাহাতেই চন্দনের রীতিতে চর্চ্চার বা আস্বাদনের বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদাসের

গৌরব সমধিক প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সকল প্রাচীন পদসংগ্রহে সংগ্রহকারের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত হওয়ায়, বোধ হয়, এগুলি গ্রহণ করিবার তাদৃশ আবশ্যকতা ছিল না। যেমন প্রাচীন সংগ্রহ পুস্তক 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে চণ্ডীদাসের কোনও পদ নাই। ইহার কারণ আমাদের নিকট এই বলিয়া বোধ হয় যে, এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাধনার পদ্ধতি হিসাবে সঙ্কলিত হইয়াছিল, এবং ইহাতে মাথুর-বিরহের কোনও প্রসঙ্গ আসে নাই,—এবং এই জন্যই যে পদ লইয়া চণ্ডীদাসের গৌরব, সেই বিরহের পদ ইহাতে স্থান পায় নাই। সুতরাং প্রাচীন সংগ্রহ-পুস্তকে চণ্ডীদাসের পদ না থাকায়, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত তাবৎ পদেরই অর্ব্বাচীনত্ব সূচিত হয় না। তবে ইহাও সম্ভব যে, পরবর্ত্তী কালে দীন চণ্ডীদাসের প্রচুর পদের প্রকাশে শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের বড়ু চণ্ডীদাসের স্মৃতি ও তাঁহার পদের প্রতি আকর্ষণ, বোধ হয়, নূতন করিয়া জাগরিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদের গ্রহণ বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অবহিত হন; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের চর্চ্চা না থাকায় 'দীন' চণ্ডীদাস 'বড়ু'তে মিশিয়া গেলেন,—সহজিয়াগণের প্রভাবে চণ্ডীদাস, 'বাসলীগণ' বড়ু চণ্ডীদাস, সহজিয়া সাধক হইয়া উঠিলেন, সহজিয়াদের রাগাত্মিক পদ তাঁহার নামের সহিত সংযুক্ত হইল—তাঁহার পরকীয়া শক্তিরূপে রামী রজকিনীর গল্পও উদ্ভূত হইল; নানা ধারার বারি-সম্পাত মিলিত হইয়া গত দুই আড়াই শত বৎসরে পদাবলীর চণ্ডীদাসে যে বিশাল গীতি-প্রবাহের সৃষ্টি করিল, তাহাতেই বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার অল্প কয়েকটী রাধাবিরহের পদ লইয়া তলাইয়া গিয়াছেন। সহজিয়াদের রাগাত্মিক পদ ও তাহাদের কল্পিত রামী-ঘটিত উপাখ্যান তাঁহার ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে, এবং 'দীন' চণ্ডীদাস তাঁহার বিরাট-কলেবর পদভার দ্বারা বড়ুকে আরও অন্তরালে ফেলিয়াছেন, নিজেও কিন্তু গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় বড়ুর সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। অন্য কবির রচনাও গায়ক ও সংগ্রাহকের অজ্ঞতা হেতু 'চণ্ডীদাস' ভণিতা পাইয়া সমস্যাটীর জটিলতা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এইরূপে বহিষ্কৃত বা অনাদৃত হইল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ঘটিলেও, এই অনাদর যে সর্ব্বত্র ঘটে নাই, তাহার প্রমাণ অনপেক্ষিত ভাবে মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত পুথি দুইটী হইতে পাইতেছি। বড়ু চণ্ডীদাস যখন জীবিত ছিলেন, তখন, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে আমাদের পরিচিত বাঙ্গালা কীর্ত্তনের রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে, তখনকার দিনে জনসমাজে প্রচলিত সঙ্গীতের আধারের উপরেই যে কীর্ত্তনের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎপূর্ব্বে উত্তর ভারতে যে নানারূপ লোকগীত প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে ঝুমর, ঝুমরী বা ঝুমুর একটী প্রধান। ঝুমুরের একটী লক্ষণ 'সঙ্গীত-দামোদর' ধরিয়া দিয়াছেন—'প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীক-মধুরা মৃদু। একৈব ঝুমরির্লোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা॥' অর্থাৎ 'ঝুমরি বা ঝুমুর গানে প্রায় শৃঙ্গার রসের বাহুল্য থাকিবে; তাহা মধুজাত সুরার ন্যায় মধুর, এবং মৃদু হইবে, তাহাতে বর্ণাদির অর্থাৎ ছন্দাদির বাঁধাধরা নিয়ম থাকিবে না।' অধুনা রাঢ়ে ঝুমুর বিশেষ প্রচলিত, এবং তাহা বাস্তবিকই শৃঙ্গার-বহুল, অশ্লীল; নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রীর কথা কাটাকাটি ইহার একটী প্রধান অঙ্গ। এইরূপ কথা কাটাকাটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একটী বৈশিষ্ট্য

এবং ঝুমুরের এই লক্ষণ শ্রীরূপ গোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী'তেও রাধাকৃষ্ণ ও তাঁহাদের সখীও সখাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরে পাওয়া যাইতেছে।

ঝুমুরে নাচের বিশেষ স্থান ছিল ও আছে ; এবং নাম হইতেই বোধ হয়, ঝুমুর মূলতঃ নৃত্যাত্মকই ছিল। এখনও পশ্চিমের ঠুমরী (ঠুংরী) গানে যে অংশ গীত হইবার সময় নাচ দেখাইতে হয়, তাহাকে 'ঝুমর' বলে। ৩৮শ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মূলে ঝুমুরের গানই ছিল। ঝুমুরের গান কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত সঙ্গীতানুষ্ঠান হইতে পারে নাই—ইহা কীর্ত্তন, চণ্ডীর গান, রামায়ণ গান, মনসার গান প্রভৃতি কতকগুলি শিষ্টজনানুমোদিত সঙ্গীত-বিনোদের বা সঙ্গীত-মূলক পূজাপাঠের শ্রেণীতে উঠিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পরে কীর্ত্তনের সৃষ্টির ফলে, এবং রামায়ণাদি গানের মত বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ইহার সহিত সুদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত হইতে না পারায়, ইহা প্রাকৃত জনের আমোদে পর্য্যবসিত হইল। বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত না হওয়ায়, অনুমান হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ঝুমুরের গান বা তজ্জাতীয় অন্য গানের পালা রূপেই বাঁকুড়ার ও সম্ভবতঃ অন্যত্র কোনও ক্রমে টিঁকিয়া রহিল। ঝুমুর গানের গায়কেরা সর্ব্বজননমস্য বৈষ্ণব কীর্ত্তনিয়া নহে। কোনও কীর্ত্তনিয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এই সমস্ত পদ গাহেন না। তবে কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য প্রকারের সঙ্গীত অনুষ্ঠানে ইহাদের প্রয়োগ হইত, এরূপ ধরা যাইতে পারে। কীর্ত্তনের ক্রমবর্দ্ধনশীল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অপ্রচলন হইয়া গিয়াছে। মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত দ্বিতীয় পুথিতে প্রদত্ত বাজনার বোল হইতে অনুমান হয়, ইহা কোনও ঝুমুরের বা অন্য গানের দলের গায়েন বা বায়েনের ব্যবহারের পুথি ছিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অপসারণের এবং গান বাজনার পুথিতে ইহার কতকগুলি পদের অবস্থানের কারণ ইহাই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবুর প্রাপ্ত এই দুইখানি পুথি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব প্রমাণ বিষয়েও যথেষ্ট সহায়তা হইল ; এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে গাঢ় অন্ধকারের একদেশ আলোকিত করিবার পক্ষে একটী উপযোগী সাধন আমাদের হস্ত-গত হইল। পদ-সাহিত্য ও চণ্ডীদাসের পদে যাঁহাদের অনুরাগ, তাঁহারা সকলেই এই পুথি দুইটীর প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ*

এই প্রবন্ধে আমরা ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে প্রচলিত কয়েকটি সিন্নী+ ও মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠানের কথা আলোচনা করিব। নিজের চক্ষু-কর্ণকে সর্ব্বদা সতর্ক রাখিয়া নিভৃত পল্লীর নিরক্ষর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে যে-ভাষায় যেরূপ শুনিয়াছি, যেভাবে দেখিয়াছি, এখানে যথাসম্ভব তাহারই বর্ণনা দিব। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের চিন্তা-চেষ্টার ছবি এইগুলির মধ্যে প্রতিফলিত আছে সত্য; আবার ইহাও সত্য যে, সেইসব জেলার, এমন কি ময়মনসিংহেরও বহুস্থানের কথা-কাজের সঙ্গে এইগুলির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই; একই কথা নানা জনে নানা ভাবে বলিয়া থাকে; একই অনুষ্ঠান নানা জনে নানা নামে, নানা ভাবে করিয়া থাকে, ব্যাপকভাবে সকলের যথাযথ আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ইহাদের ভিতর হইতে পুরাকালের ইতিহাস, বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য অনেক কিছুই আবিষ্কার করা যায়; অনেক কিছুরই খাঁটি আদি রূপ পাওয়া যায়। কারণ, আমরা সেই অন্তঃপুরের কথাই বলিতেছি, যে-অন্তঃপুর জগতের বিচিত্র প্রগতির সঙ্গে পা ফেলিয়া চলে না;—বহুপুরুষের চিরাচরিত কথা-কাজ হৃদ্‌পিণ্ডের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাদের অন্তঃপুরটা তত বদ্‌লায়নি, সদরটা যত বদ্‌লিয়েছে। মানুষ মরে যায়, জাতিকে জাতি লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু তাদের ইচ্ছা এবং চেষ্টার প্রবাহ তাদের পরেও বর্ত্তমান থেকে কাজ করতে থাকে। মাটীর তলায়, জঙ্গলে, অন্তঃপুরে এমন কতকগুলি নিদর্শন থেকে যায়,—যারা মারে তাদেরই মুখ দিয়ে যারা মরে তাদের ইতিহাস বলাবার জন্য।"

অন্তঃপুরের যে-দিক্‌টা আজ আমাদের কাছে ধরা পড়িতেছে, তাহাতেও কত লুপ্ত জাতির কত লুপ্ত ইতিহাসের আভাস আমরা পাই! শ্রদ্ধাবান্ চিন্তাশীলদিগের শেষ মীমাংসার জন্য আজ আমরা আমাদের সংগৃহীত কতকগুলি উপকরণ দিয়াই মাত্র ক্ষান্ত হইব;—নিজেরা ইহাদের উপর রং ফলাইব না। তবে উপকরণগুলি সংগ্রহ করিতে যে-ধারণা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে সরল অন্তঃকরণে বলিব।

আমাদের মনে হয়—পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান-সাধুপুরুষ বা পীরদের শিষ্ট প্রভাবই এত লোককে ধর্ম্মান্তরগ্রহণে সোৎসাহিত করিয়াছিল। ময়মনসিংহে এমন পল্লী খুব কমই দেখা যায়, যেপল্লীতে কোন না কোন পীরের উদ্দেশে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।
+ 'শিরনী' কথাটিই ময়মনসিংহে 'সিন্নী' উচ্চারিত হয়।

হিন্দু-মুসলমান উভয়ে ভক্তি-অর্ঘ্য না দিতেছে; এমন কোন দরগা সেদিকে নাই, যে-দরগার পার্শ্ব দিয়া গমন করিবার সময়, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সেলাম না করিতেছে। মুসলমান সাধুপুরুষেরা একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু জনসাধারণের একান্ত ভক্তি-প্রীতির আচার-অনুষ্ঠানগুলি সমূলে বিনষ্ট করেন নাই। তাঁহারা হয়ত বুঝিয়াছিলেন, সেই বিরাট্-জনসঙ্ঘের চিত্ত জয় করিতে হইলে, তাহাদের হৃদয়ের 'খোরাক' মারিলে চলিবে না; বরং সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে আরও নূতন কিছু দিতে হইবে। তাই দেখিতে পাই, মুসলমান যখন ভারতের সম্রাট্,—মুসলমান যখন বাঙ্গালার রাজা, শৌর্য্যে বীর্য্যে যখন তাঁহারা অতুলনীয়, তখনও লোকসাধারণ তাহাদের পূর্ব্বযুগের আচার-অনুষ্ঠান, লৌকিক বিশ্বাস ইত্যাদি পরিত্যাগ করে নাই; যেখানে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, সেখানে তাহারই অনুরূপ তৈয়ারী করিয়া লইয়া হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুরাতনই অনেক সময়ে নূতন নামে, নূতন বেশে দেখা দিয়াছে; আবার নূতন আসিয়া পুরাতনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

আমাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনৈক গৃহস্থ বা কৃষক বলিয়াছিলেন, "বাপজান্, আপ্নাতে আমাতে ফারাক্ কোথাও নাই, আপনিও যেই আল্লার বান্দা, আমিও সেই আল্লার বান্দা। আপ্নাদেরও যা' আছে, আমাদেরও তাই আছে। আপনাদের যেমন 'কার্ত্তিক', আমাদেরও তেমনি 'মনাই';—আপ্নাদের 'আগুনপানি', আমাদের 'মাদার খোয়াজ';—আসলে সবেই সেই আল্লার বান্দা,—বুঝবার ভুলে যা' মারামারি।"

এই মনোবৃত্তির পরিচয় আমি ময়মনসিংহের শত শত অতি সাধারণ নিরক্ষর মুসলমান বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নিকট পাইয়াছি। তবে বিরোধ কোথায়? বিরোধ ধর্ম্মের উচ্চতম স্তরেও নাই, নিম্নতম স্তরেও নাই। বিরোধ যাহা,—তাহা এই মধ্যের স্তরগুলিতে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে।

সত্যকে অস্বীকার না করিলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতীয়-হিন্দু মুসলমান হইয়াও, তাহাদের চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানের অনেকখানি লইয়াই ইস্লাম-পতাকাতলে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মের প্রভূত বিস্তার সময়ে একদিকে যেমন মুসলমান-পীর-ফকিরের অনেককে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের দেবদেবী ও লোকসাধারণের চিন্তা-চেষ্টার ছাপে রূপান্তরিত হইতে হইয়াছিল, তেমনি আবার অনেক হিন্দুর দেবতা মুসলমানভাবে সংস্কারিত হইয়াছিল। সকল দেশে সকল ধর্ম্মের প্রসারকালেই এইরূপ হইয়া থাকে। ইউরোপেও খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে এইরূপ আপোষ করিতে হইয়াছে; আফ্রিকায়, তুর্কীস্থানে, ঈরানে ইস্লাম দেশীয় ধর্ম্মও মনোভাব অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর বর্ণিত বিষয়-গুলিতে এই 'অদলবদলের' আভাসটুকুই আমরা পাইব।

[ক] সন্তান বা সন্তানের মঙ্গলকামনায় পূর্ব্বে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত, এবং এখনও যেগুলির একেবারে লোপ হইয়া যায় নাই, তাহার কয়েকটির দৃষ্টান্ত,—

[১] বরকরের চিড়া খাওয়া

সংগ্রহ-বৃত্তান্ত

হিন্দুরা যে অনুষ্ঠানকে 'বরকুমারের ব্রত' বলেন, মুসলমানেরা প্রায় অনুরূপ অনুষ্ঠানকেই 'বরকরের চিড়া খাওয়া' বলে। একজন ৬০ বৎসরের মুসলমান বৃদ্ধার নিকট শুনিয়া ইহার কথা ও নিয়ম লিখিত হইল। আজ পর্য্যন্ত অনেক বন্ধ্যা নারী সন্তান কামনায় 'বরকরের চিড়া' খাইয়া থাকেন।

নিয়ম ও উদ্দেশ্য

"যদি আমার কিংবা অমুকের একটি সন্তান হয়, তাহা হইলে আমি কিংবা অমুকে 'বরকরের চিড়া' খাইব বা খাইবে।" এই মানত করিতে হয়।

উঠানে একটু জায়গা লেপিয়া, কলার একটি আগপাতে মানতকারিণী যে পরিমাণ চিড়া খাইতে পারিবেন, সেই পরিমাণ চিড়া, কলা ও দুধ একত্র দিয়া বরকরের উদ্দেশে সেলাম করেন এবং কথা বলেন। পরে আবার সেলাম করিয়া উঠানে বসিয়াই সমস্ত চিড়া খাইয়া ফেলিতে হয়। কেহ কেহ একমুষ্টি চিড়া ও দুর্ব্বা উচ্ছিষ্ট পাতা সহ জলে বিসর্জ্জন দেয়। সেদিন আর কিছু খাইতে নাই। বারমাসে এইরূপে ১২ দিন 'বরকরের চিড়া' খাইতে হয়।

কথা

এক রাজা; রাজা যদি তে[১] তার সয়সন্তান হ'য় না। এক দিন পাড়াত্তেই[২] তা'র এক জেফৎ[৩] আইছে;—আইলে তা'র জ্ঞাতি গুষ্টীয়ে কি ক'ল্লো,—না, তারে ডাক না দিয়াই খাইতো গেলো গা। রাজা ভারী দুঃখিৎ হ'ইলো, হ'ইয়া নিজে নিজেই হেই নিমন্তন্নের বাড়ীৎ গিয়া উঠ্‌লো।

তারে দেক্‌খিয়াই হগলে[৪] যে খাইতো বইছিল্‌,—বেয়াহেই[৫] কইয়া উঠ্‌লো—আঃ আটকুরুইয়াডার মুখ দেহ্‌লাম—খাওয়াডা জানি কি রহম হ'য়। নেঃ, এরে নিয়া বাইর বাড়ীৎ খাওয়ন দে।

রাজা এইতা হুন্‌নিয়া আর হেইহান' বইলো না—ঘর' আইয়া খিল দিয়া পর্‌রিয়া রইলো। এক দিন, দুই দিন, তিন যায়—না, আর উডে না। এমুন সম (য়) আল্লাতাল্লার কাছে একটা আওয়াজ হ'ইলো। তাইন্ তহন্ ধিয়ানে জানলাইন্,—রাজা ত এই রহম পুতের লাগ্‌গিয়া ম'রতো পর্‌ছে। এমনেই তাইন্ তান্ দুই বান্দারে ডাক দিয়া কইলাইন—"ওরে বরকর, তুই তর্ ভ'াইরে লইয়া যা, রাজাত' এই রহম পুতের লাগ্‌গিয়া ম'রতো পর্‌ছে। তরা শীগ্‌গির গিয়া এই ফলডা দুই রাণীরে দে, খাইলেই গর্ভ হ'ইবো।"

তানা[৬] কি কল্লাইন্‌,—না, দুই মুছাপিরের বেশ ধ'র্‌রিয়া আইয়া রাজারে ডাক দিলাইন্। এক ডাক, দুই ডাক, তিন ডাহের মাথাৎ রাজা বাইর হ'ইয়া আইলো।

—কি রাজা, তুমারে অত' দুঃখিৎ দেখ্‌তাছি কেরে; তুমার কি হ'ইছে?

---

১ বিশেষ কোনও অর্থ নাই, কথার জোর বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। ২ পাড়া হইতেই। ৩ নিমন্ত্রণ। ৪ সকলে। ৫ সকলেই। ৬ তাঁহারা।

রাজায় আর শব্দ করে না। কতক্ষণ থাক্‌কিয়া কইলো,—ছায়বান গো, আমি বড় দুঃখিৎ। এই ধন দৌলত বেয়াহেই আমার মিছা। দেক্‌খুয়াইন,[৭] দুই দুইডা সাদি কল্লাম এই পুতের লাগ্‌গিয়া,—তেও আর বরাতে দিলো না।

—নেও, দুঃখিৎ হ'ইও না; বরাতে আন্‌নিয়া থাহ্‌লে পাইবাই। তে এক কাম কর্‌বা—আমরা মুছাপিরের কথা রাখ্‌বা। এই ফলডা নিয়া দুই রাণীরে খাওয়াইবা, আর তা'রারে মাস মাস 'বরকরের চিড়া' খাওনের কথা কইবা। দেখ্‌বা সন্তান হ'ইবো।

তানা তহন (তখন) কি রহমে বরকরের চিড়া খাওন লাগে, কইয়া দিলাইন; দিয়াই আচম্বিৎ (সহসা) নাই হ'ইয়া গেলাইন!

দুই রাণী কথা মত ফল খাইলো,—না, মাস মাস 'বরকরের চিড়া'ও খায়। গর্ভে'র লক্ষণ পূরা দেহা দিলো। দশ মাস দশ দিনে সুন্দর দুই ছাইলা হ'ইলো। ছাইলা না দেক্‌খিয়া তা'রার আর আনন্দের সীমা নাই। অহন কা'র ভাইগ্যে যে পুত পাইছে,—হেইডা আর খিয়াল নাই। ছইড[৮] গেলো, মাস্‌কি গেলো,—না, অহন মুহ' ভাত দিবো, তেও আর বরকরের কথা মন' করে না।

বরকরে আর তান ভাইয়ে আলাপ করুইন্‌,—দেক্‌ছরে, যা'র ভাইগ্যে পুত পাইলো তা'রই নামগন্ধ নাই। আইচ্ছা, লও যাই, কাছে গিয়া দেহি, কি করে।

তানা ফির্‌রিয়াবার (আবার) হেই দুই মুছাপিরের বেশ ধর্‌রিয়া আইয়া খাওয়ন চাইলাইন। দাস্‌সীয়ে কি ক'ল্লো—না কতগুলাই পুড়া ভা'ত বেন্থন[৯] নিয়া তানারে দিলো।

ছুডু ভাই যে, হে ভারী গুয়ার (গুণ্ডা) আছিল্‌—হেত' রাগ্‌গিয়া আগুন,—এর তরিপৎ[১০] আইচ্ছা কর্‌রিয়া দিবো।

বরকরে কইন, না থাউক, যাই দিছে লও খাইয়া যাইগা।

বরকরে খাইলাইন্‌; ছুডু ভাইয়ে আর খাইলাইন না,—না খাইয়া দেউড়ীর বারাৎ ভাতে বেন্থনে কুপ্‌পিয়া[১১] থইলাইন্‌। হেই সম'ই হেইহান্‌তে একটা ডালুমগাছ হ'ইলো।

তানা তহন ছেরা দুইলার (ছেলে দুইটির) আত্ম্যা (আত্মা) লইয়া গিয়া কদম গাছ' উট্‌ঠিয়া বইয়া রইলাইন, আর বাঁশী বাজাইতে থাহ্‌লাইন।

ছেরাইনের মুহ' ভা'ত (অন্নপ্রাশন); রাজবাড়ীৎ গান বাজ্‌নার সীমা নাই। মামায় আইয়া মুশুইর (মশারী) তুলা দিছে,—দেহে যে ছেরাইন দু ম'র্‌রিয়া রইছে।

কিরে—কিরে—কি হ'ইলো?—রাজবাড়ীৎ কান্দা-কাডীর রুল[১২] পর্‌রিয়া গেছে। রান্নীয়ে কান্দে, রাজায় কান্দে,—হায় কেরে এমুন হ'ইলো;—তুমরা কে

৭ দেখুন। ৮ সন্তান জন্মিলে ষষ্ঠ দিবসে যাহা করা হয়। ৯ ব্যঞ্জন। ১০ শাস্তি। ১১ পুতিয়া। ১২ উচ্চশব্দ।

কারে কি কইছ'? দাস্সীয়ে তহন্ কইলো,—তুই মুছাপির আইয়া ভা'ত চাইছিল্,—তে চাইড্ডা ১৩ পুড়া ভাত দিচ্লাম।

—এইত্ত চাইরদিকে খুজাখুজি পরুরিয়া গেলো, কই গেলো—কই গেলো। দেহে যে, দেউরীর বারাৎ এক ডালুম গাছ হ'ইয়া রইছে;—না আর' খুজদাছে খুজদাছে,—এক কদম গাছ' গিয়া তানারে পাইলো। পাইয়াই হ'াত' পাও ধর্রিয়া তানারে নামাইয়া আন্লো। ছুডু ভাইয়ের রাগ আর কিছুতেই যায় না; তাইন্ কইন্,—না, আমরা এর কিছুই জানিনা। হেযে বরকরে বেয়াক১৪ কথা কইলাইন, দেখ্গা, চিড়ার ধান যে ভিজাইছিল্ তা'র মইধ্যে গাছ জালাইছে, আর বিলাইয়ে নিয়া মাছের কাডা থইছে;—হেইতা দুধ দিয়া ধইয়া চিড়া কুট্টিয়া আমার ভুগ দেউক;—তেই পুত পাইবো।

রাণীরা গিয়া দেহে হাচাইছু, উঘারের১৫ তলে চিড়ার ধানে গাছ জালাইছে,—বিলাইয়ে নিয়া কাডা থইছে। তহন তারা তড়াতড়ি বেয়াক ক'ল্লো—বরকরের সিন্নী দিলো, পুতেরাও বাচ্চিয়া উঠলো। বরকরের কেরামৎ চাইর্দিগে জাহির হ'ইলো। *

[২] বিন্নাতলে বারান্

প্রত্যেক শুভ কর্ম্মের পূর্ব্বে,—বিবাহে, সীমোন্তোন্নয়নে, জাতকাশৌচ-অন্তদিবসে হিন্দুরা শেওড়া গাছের তলায় বনদুর্গাকে ভাত-ব্যঞ্জনের কিংবা খৈ-চিড়া-গুঁড়ার ভোগ দিয়া থাকেন।

নিয়ম

ময়মনসিংহের অনেক গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে পূর্ব্বে সাতমাসের+ গর্ভবতী স্ত্রীলোককে খৈ, চিড়া, গুঁড়া, ঝাঁই (পোড়াচাউল), ঠিক্রী (পোড়ামাটী) এই সব দিয়া, কিংবা মোরগাদি পাক করিয়া ভাত-ব্যঞ্জন দিয়া বিন্নাতলে (কাশ জাতীয় ঘাস) কলার আগপাতে করিয়া ভোগ দিতে দেখা যাইত। এখনও গোপনে অনেকে ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় ইহা করিয়া থাকেন। শনি মঙ্গলবার এই কার্য্যে প্রশস্ত।

বিন্নাগাছের প্রাধান্য বিষয়ে একজন মুসলমান বৃদ্ধা এই আখ্যানটি বলিলেন,—

"এক গিরস্তের বউ ঘর্তে বাইর্ হ'ওনের সম(য়) বরাবরি (প্রত্যহ) এককলস জল একটা বিন্নাগাছ' ঢাল্লিয়া দিতো। একদিন বিন্নাগাছে জিগাইলো—তুমি যে আমারে অত' ঠাণ্ডা রাখ্তাছ'—তুমি আমার কাছে কি চাও? হে কইলো'—আমি মানুষ ম'ল্লে পরে তা'র দেহডার কি দশা হ'য়, এইডা দেখতাম্ চাই।

---

১৩ অন্ন। ১৪ সমস্ত। ১৫ মাচা।

* ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের আলোচনার জন্য শ্রুত ভাষার রূপ আমি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করি নাই।

+ Jaffur Shureef তাঁহার Qanoon-e-'Islam গ্রন্থে 'Sutwasa'র কথা বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন। তখন গর্ভিনীকে নূতন বস্ত্র দেওয়া হয়;—সর্ব্বদা আনন্দে স্ফূর্ত্তিতে রাখা হয়। তখন পুত্রসন্তান জন্মিবে কি কন্যাসন্তান জন্মিবে, ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

বিন্নাগাছে কইলো—তুমার শশুর ম'রবো,—হেই সম' তা'র শিয়রের (শিরের) কাছে বইয়া দেক্‌খিও—তা'র নাক দিয়া একটা কালা পুত্‌লা বাইর্‌ হ'ইবো, আর তার কপাল' লাইখাইবো,—আর হে দুজহ' যাইবো।

আর এক বাড়ীত দেখ্‌বা অমুক ম'রবো, তা'র মুখ দিয়া একটা সুনার পুত্‌লা বাইর্‌ হ'ইবো ; হ'ইয়া তার মুহ' এক চুমা দিবো, আর এক চুমা কপাল' দিবো ;—হে ভেস্তে যাইবো।—এইতা কেউড্‌াইন্‌ কইও না।

ঘর' আইয়া বউয়ে কান্তাছে, হউরীয়ে জিগাইলো—কি বউ কান্তাছ' কেরে ? হে আর কিছুই কয় না ; হেযে তান একান্ত গালি গালাজে বেয়াক কইলো।—কইতেই তা'র (বধূর) ভেস্তের রথ আইয়া হাজির্‌!—হে ভেস্তে গেলো গা। বিন্নাগাছের কেরামতেও ভেস্তে যাওন্‌ যায়।"

[৩] মনাইপীরের সিন্নী

সংগ্রহ-বৃত্তান্ত

ময়মনসিংহে একসময়ে মনাইপীরের খুব প্রতিপত্তি ছিল। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারই মনাইপীরের সিন্নী দিতেন। ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ শিক্ষিতদের কড়াশাসনে ও তীব্র নিন্দা-চর্চ্চায় মুসলমান গৃহিণীরা আর সিন্নী দিতে সাহসী হন না। অনেকের 'মানত সিন্নী' অদেওয়া অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। মানতকারিণীরা সময়ে সময়ে ভীতি-বিহ্বল চিত্তে পীরের উদ্দেশ্যে সেলাম জানান ; কেন না, মানত সিন্নী না দিলে 'গোনা' (অন্যায়) হইবার আশঙ্কা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে নশিরুজিয়াল পরগণায় মনাইপীরের সিন্নী যেরূপে অনুষ্ঠিত হইত, ও তাঁহার সম্বন্ধে লোকের ধারণা যেরূপ ছিল, তাহার বিবরণ এখানে একজন ৬০ বৎসরের মুসলমান বৃদ্ধার মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম।

পীরের পরিচয় ও সিন্নীর উদ্দেশ্য

হিন্দুদের যেমন 'কার্ত্তিক', মুসলমানদের তেমনি 'মনাই'। 'মনাই' এবং 'পুনাই'[১৬] ভাইবোন্‌। হিন্দুরা নিয়াছে 'পুনাই,' আর মুসলমানে নিয়াছে 'মনাই'। মনাই সন্তানের পীর—তাঁহার ইচ্ছায় সন্তান জন্মগ্রহণ করে,—মৃত শিশুও প্রাণ পায়। অনেকে তাঁহাকে 'পাগলা মনাই' বলিয়া থাকেন। তাঁহার খেয়ালের উপরই সন্তানের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করে। লোকে মানত করে,—"যদি 'নিফলা গাছ' ফলে, আমার কিংবা অমুকের সন্তান হ'য়, তাহাহইলে মনাইপীরের 'দরগা' তুলিব।"

নিয়ম

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে ফাল্গুন মাসের ২০শে তারিখে এবং পূর্ব্বতীরে ১৯শে তারিখে মনাইপীরের সিন্নী হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে এক বাড়ীতে কিংবা দুই বাড়ীতে একজন

১৬ মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে হিন্দুরা ভাত-ব্যঞ্জন, পিঠা-পায়স রাঁধিয়া, উঠানে পুকুর খুঁড়িয়া, আলপনা দিয়া, 'বড়ই বিন্না' পুতিয়া পূর্ণিমা ঠাকুরাণীর ব্রত করেন। ভাত-ব্যঞ্জনাদির আগপাতাটি ঐ পুকুরে রাখা হয় ; পূর্ণিমা ঠাকুরাণীকে সকলে 'মাইয়া পুনাই' বলিয়া থাকেন। বড়ই বিন্না—কুলগাছ ও কাশজাতীয় ঘাস।

কিংবা দুইজন উদ্যোগী হইয়া সিন্নীর ব্যবস্থা করেন। অবস্থানুযায়ী প্রত্যেক বৎসর এক এক পরিবারের সিন্নীর পালা আসে। সিন্নীর ৬।৭ দিন পূর্ব্বে 'কর্ম্মস্থানী'[১৭] অন্যান্যের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ স্বরূপ পান-সুপারি পাঠান। যাঁহারা পান-সুপারি গ্রহণ করেন, তাঁহারা আসিয়া একত্র ঐ বাড়ীতে নিজেদের সিন্নী দিয়া থাকেন। যদি সামাজিক কোন গণ্ডগোল থাকে কিংবা কেহ সিন্নীর ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে পান-সুপারি ফেরত আসে।

উঠানে মস্তবড় একটি চালাঘর বাঁধা হয়; মধ্যস্থলে মাটীর উচ্চ বেদি, তাহার চারি কোণে চারিটি আগা সমেত বাঁশের কঞ্চি; ইহাদের সঙ্গে নূতন কাপড়ের চাঁদোয়া ঝুলান থাকে; বেদীতে একটি কিংবা মানতমত ততোধিক 'পুরল্' বা জলঘট বসান হয়। যে স্বামী-স্ত্রীর[১৮] সন্তান হয় নাই, তাঁহারা কাপড়ে কাপড়ে গিঁট দিয়া, সিঁদুর, বাতি ও ধান দূর্ব্বা সমেত একটি কুলা মাথায় করিয়া 'পুরল্' ভরিতে যান। সঙ্গে সঙ্গে বহু স্ত্রীলোক 'পুরল-ভরার গান' গাহিয়া চলেন। গানের দুই একটি ছত্র এখানে দেওয়া গেল,—

"মনাই, তুমি পুরল্ পাইলা কই?
কুমার বাড়ীত্ (বাড়ীতে) কর্ম্মস্থানীরে থইয়া পুরল্ আন্ছি।
মনাই, তুমি কুলা পাইলা কই?
হ'দি[১৯] বাড়ীত কর্ম্মস্থানীরে থইয়া কুলা আন্ছি।" ইত্যাদি

এইরূপে ঘট ভরিয়া লইয়া বেদীতে রাখা হয়। ঘটের মুখে একটি সরিষার তৈলের বাতি সারারাত্রি জ্বলে। তাহার উভয় পার্শ্বে যাঁহার বাড়ীতে সিন্নী হয়, তাঁহার চারিটি করিয়া আটটি হাঁড়ি বা মাটির ঘট এবং অন্যান্যের দুই চারিটি করিয়া হাঁড়ি 'পুলিপিঠায়' পূর্ণ থাকে। প্রত্যেক সিন্নীকারিণীরই হাঁড়ির মুখে অন্ততঃ একটি করিয়া বাতি দিতে হয়। প্রত্যেকটি ঘট পিটুলি ও বিবিধ লতাপাতার রস দিয়া আঁকা হয়। কেহ লতাপাতা আঁকেন, কেহ বা রং দিয়া লেপিয়া রাখেন। পুরলের এক সারিতে শরায় করিয়া মিষ্টান্ন ও পোলাও থাকে; মোরগ খাসী 'জবাই' করা হয়। চাঁদোয়াতে সবরীকলা বা মর্ত্তমান কলা ও চিনি রাখা হয়।

সন্তান কামনায় যিনি নূতন সিন্নী দেন, তিনি একটি বাতি মাথায় লইয়া পীরকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।[২০] ইহাকে 'বাডা লওয়া' বলে। যে পর্য্যন্ত উহা আপনা-আপনি মাথা হইতে না পড়ে সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এই সময় বৃদ্ধারা গান করেন,—

"রান্ধিয়া বাড়িয়া রে ছেরি (বালিকা)
শ্বশুরের আগে খাইচ্‌লে (খাইয়াছিলে),
ও ছেরি, তর্ (তোর্) বাডা কেন্ পড়ে না?

[১৭] যাঁহার বাড়ীতে সিন্নী হয় তাঁহাকে সকলে 'কর্ম্মস্থানী' বলে।
[১৮] কোথাও কুমারীরা নূতন কাপড় পরিয়া জলঘট ভরে, কোথাও বা সন্তানবতীরাও ভরিয়া থাকেন।
[১৯] যাহারা বাঁশের জিনিষপত্র তৈয়ারী করে, হিন্দুদের সেই সম্প্রদায়।
[২০] হিন্দুদের মধ্যেও কার্ত্তিক ব্রতে প্রথম ব্রতিনীকে এইরূপে প্রদীপ মাথায় লইতে হয়।

বান্ধিয়া বাড়িয়া রে ছেরি, সোয়ামীর আগে খাইচ্লে,
ও ছেরি তব্ বাডা কেন পড়ে না ?"

* * *

অন্য একটি গানের নমুনা,—

"আইলাইন মনাই সারি সারি,
বইলাইন আঙ্গিনা ছান্দিয়া (জুড়িয়া)।

* * *

ওরে হ'দি ভ'াই, কুলা দিবা জুড়া জুড়া (জোড়া),
আউলিয়া (পাগলা) মনাইর বিয়া।[২১]
ওরে বারই ভ'াই, পান দিবা গাদীর গাদী
আউলিয়া মনাইর বিয়া।"

* * *

সারা রাত্রি এইরূপে মেয়েদের গান হয়। তারপর মোল্লা আসিয়া 'ফতুয়া' পড়েন। সিন্নীতে যদি কোনও অন্যায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাঁহার বাড়ীতে সিন্নী, তিনি 'ভাণ' (হাত ও মাথা ঝুলাইয়া দোষ স্বীকার ও ক্ষমা ভিক্ষা) করেন।

শেষ রাত্রিতে মেয়েছেলেরা পিঠা ও পোলাও খাইয়া থাকে। সূর্য্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাঁড়ি নিয়া বাড়ীতে চলিয়া যান।

মেয়েলী আচার

এই সঙ্গে কতকগুলি মেয়েলী আচারও অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি ছেলেপিলে কানাকড়ি ঝন্ঝন্ করিয়া ধান কিনিতে আসে ; বৃদ্ধারাও তাহাদের চতুরতা বুঝিতে পারিয়া 'কাঠা' (মাপিবার একরূপ বাঁশ বা বেতের পাত্র) উল্টা করিয়া মাপিয়া দেন। ছোট ছোট ছেলেরা লাঙ্গল টানে,—বৃদ্ধারা ধান বুনিবার ভাণ করেন[২২] ইত্যাদি।

[৪] একাচোরার বেরি (বলয়)

নিয়ম

হিন্দুদের মধ্যে একাচোরার ব্রত আছে। জাতকাশৌচান্তদিবসে কিংবা অন্নপ্রাশনে তাহা করা হয়। অনেককে একাচোরার নামে সন্তানের এক পায় একটি লোহার বলয় বা সূতার দড়ি বাঁধিয়া রাখিতে দেখা যায়। শিশুর বয়স আঠার মাস উত্তীর্ণ

২১ অনেকেই বলেন, মনাই অবিবাহিত,—হিন্দুর কার্ত্তিকও অবিবাহিত। এক মুসলমান বৃদ্ধা বলিলেন,—কার্ত্তিক 'উহাবালীকে' বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। অর্দ্ধপথে গিয়া তাঁহার মুকুটের কথা মনে হইল ; তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন ; দুর্গা হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া, কুলা দিয়া কি জানি ঢাকিয়া ফেলিলেন। কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিয়া, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া শুনিলেন,—'বাপুরে। তুমি যে বিয়া কর্তা যাও, কি রহন্ (রকম) জানি হ'য় ! তা'ও আইয়া দেয়েই, না নাই দেয়। এরুর লাগ্ গিয়া বাউর (বাহার) মণ চাউলের ভাত একটা মইষ্ (মহিষ) পুড়া দিয়া খাইতাম্ বইছি।" এই কথা শুনিয়া কার্ত্তিক আর বিবাহ করেন নাই।

২২ কার্ত্তিক ব্রতেও এই সব মেয়েলী আচার অনুষ্ঠিত হয়।

হইলে যথারীতি একাচোরার ব্রত করিয়া ঐ বালা ফেলিতে হয়। অনেক শিশুর চুল লম্বা রাখিতে এবং নাক কান বিঁধাইতেও দেখা যায়। তবে হিন্দুরা যেভাবে একাচোরার ব্রত করেন, মুসলমানেরা সে ভাবে করেন না। কোথাও কোন কোন প্রসূতি যে-দিন সূতিকাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া 'বড় ঘরে' আসেন, সে-দিন তিনি উঠানে সন্তান কোলে লইয়া পিটুলিও পোড়া তুষ দিয়া অঙ্কিত একটি বৃত্তের মধ্যে বসেন, এবং একাচোরার উদ্দেশে সেলাম করিয়া, সন্তানের পায় সূতার কিংবা লোহার একটি 'বেড়ি' দিয়া ঘরে আসেন।

সাধারণ স্ত্রীলোকের বিশ্বাস,—১৮ মাস পর্য্যন্ত সন্তানের উপর 'টাক্‌রা-টাক্‌রীর' দৃষ্টি থাকে। এই জন্য সর্ব্বদা সন্তানকে সাবধানে রাখিতে হয়। ১৮ মাসের মধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইলে প্রসূতির একটা 'মল্লির দোষ' (মৃতবৎসা) ঘটিয়া থাকে, এবং পরবর্ত্তী সন্তান বড় বাঁচে না। 'টাক্‌রা-টাক্‌রী' নামক শিশুখাদকেরা সূতিকা গৃহ হইতে সন্তান লইয়া খাইয়া ফেলে। উহারাই শিশুরূপে আসিয়া হতভাগিনী মাকে কয়েক দিন বৃথা আনন্দ দেয়; তারপর সহসা একদিন চলিয়া যায়। অনেক সময় ২।৩ দিনের শিশুকে হাঁটিতে, বেড়ায় উঠিয়া উঁকি মারিতে অনেকে দেখিয়াছেন বলিয়া সাক্ষ্য দেন; ঐ সব শিশু বাঁচেনা এবং উহারা ছদ্মবেশী 'টাক্‌রা-টাক্‌রী'। 'টাক্‌রা-টাক্‌রী'র দৃষ্টিতে পতিত এক শিশুই নাকি বার বার জন্মায়। এই জন্যই অনেকে সন্তানের নাক কান বিঁধিয়া চিহ্ন রাখেন। একাচোরার অনুগ্রহে 'টাক্‌রা-টাক্‌রীর দৃষ্টি যায়। সূতিকাগৃহের দ্বারে সর্ব্বদাই একটা আগুন করিয়া রাখা হয়, বেড়ায় জিগার ডাল, নিমের ডাল এই সব এবং বিছানার পার্শ্বে জুতা, জেলের জালের কতক অংশ, ও লোহার কোন কিছু থাকে।

[৫] ষাইঠ্যারা (ষাঠিয়ারা)

সন্তান জন্মিলে ষষ্ঠ দিবসে হিন্দুদের ন্যায় ময়মনসিংহের মুসলমান গৃহিণীরাও 'ছইট তোলা'[২৩] বলিয়া এক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। সেদিন সূতিকাগৃহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লেপিয়া মুছিয়া নবজাত শিশুকে স্নান করান হয়। প্রসূতি ও বাটীস্থ অনেকেই সেদিন সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া গল্পে গানে সময় অতিবাহিত করেন। সে রাত্রিতে খোদা সন্তানের কপালে তাহার ভাগ্য লিখিয়া যান, এইরূপ বিশ্বাস।

অবস্থাশালীরা এই দিনে কিংবা চল্লিশ দিনের দিন মোল্লাকে ও সমাজের সকলকে খাওয়াইয়া থাকেন।

[খ] রোগ কিংবা কোনও অস্বাভাবিক কারণে অকালে প্রাণ বিনষ্ট না হওয়ার জন্য যাহা করা হয়, এইরূপ অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত,—

২৩ Jaffur Shureef তাঁহার Qanoon-e-Islam গ্রন্থে ভারতীয় মুসলমান সমাজের লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেখানেও তিনি Ch'huttee-র কথা,—Ch'huttee mah-এর কথা, Uquqa-র কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

[১] খোয়াজ খিজির[২৪]

ভাদ্র মাসে যখন বাঙ্গালার মাঠ-ঘাট, নদী-পুকুর কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে, গৃহস্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি সমুদ্রস্থিত দ্বীপগুলির মত দেখায়, যখন বিষধর সর্প বুকে করিয়া চারিদিক হইতে জলের ছল্ ছল্, কল্ কল্ শব্দ উত্থিত হয়, সেই সময়ে অশান্ত শিশুগুলি লইয়া দুঃখিনী বঙ্গ জননীর প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে; গলায় আঁচল জড়াইয়া করজোড়ে সেই বিরাট্ জলরাশির স্রষ্টাকে বিশেষ একটা নাম-রূপ দিয়া আকুল প্রণতি জানায়।

সংগ্রহ বৃত্তান্ত

ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমানদের অনেকে এই সময় খোয়াজ খিজিরের সিন্নী দিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠান দেখিয়া এবং তাঁহাদের নিকট বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া এই পীরের বিষয় লিপিবদ্ধ হইল; বাঙ্গালার বহু স্থানে এই পীরের প্রতিপত্তি অদ্যাপি অব্যাহত আছে।

উদ্দেশ্য

খোয়াজ খিজির জলের দেবতা। তাঁহার সিন্নী দিলে কাহারও জলে প্রাণ হারাইবার ভয় থাকে না। তিনি সস্ত্রীক জলে বাস করেন এবং ভক্তদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

নিয়ম

ভাদ্র মাসের ২০ তারিখ হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত যে কয়টি রবিবার ও বৃহস্পতিবার পড়ে, সেই কয়দিনে সন্ধ্যার সময় খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশে জলে ভেড়ুয়া বা ভেলা ভাসাইতে হয়। দরিদ্র গৃহস্থগণ মাত্র একটি রবি কিংবা বৃহস্পতিবারে এইরূপ ভেলা ভাসাইয়া থাকে। তিনটি কলাগাছের একটি ভেলা,—কলার খোলের ছাদ; তাহার ভিতর ঘিয়ের বাতি, সবরীকলা, চিনি, সাত জোড়া আতপ চাউলের 'রোটি পিঠা', পাক করা আস্ত মোরগ, একটি পয়সা কিংবা কয়েকটি কড়ি খোয়াজ খিজিরের নামে সেলাম করিয়া দিতে হয়। তীরস্থ ছেলেপিলেরা তখন সেই সকল জিনিষ ধরিয়া আনিবার জন্য জলে লাফালাফি করিয়া পড়ে এবং হুড়াহুড়ি আরম্ভ করে।

এক বৃদ্ধার মুখে এই আখ্যানটি শুনিয়াছি।—খোয়াজ জন্ম গ্রহণ করিলে এক দরবেশ গণনা করিয়া কহিল, দুই মাসের খোয়াজকে ছয় মাসের 'যৈবৎনারী' (যুবতীনারী?) বিবাহ করাইতে হইবে; নতুবা সে বাঁচিবে না। খোয়াজের মা অগত্যা তাহাই করিলেন। স্ত্রীর বয়স স্বামীর বয়স অপেক্ষা অধিক হওয়ায় 'নগরিয়া' লোকে সর্ব্বদাই 'যৈবৎনারী'কে বিদ্রূপ করিত। একদিন 'যৈবৎনারী' খোয়াজকে জলে ফেলিয়া দিলেন— খোয়াজ তাড়াতাড়ি এক ভেলায় আশ্রয় লইয়া স্ত্রীকে কহিলেন—"তুমি কি কাজ করিলে? আর যদি আড়াই দিন আমাকে প্রতিপালন করিতে, তাহা হইলে আমরা জমিদারী ভোগ করিতাম।" দুঃখে পরিতাপে 'যৈবৎনারী'ও জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। খোয়াজ তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। সে অবধি তাঁহারা জলে বাস করেন।

---

[২৪] Juffur Shureef তাঁহার Qanoon-e-Islam গ্রন্থেও Nazur-O-Nyaz অধ্যায়ে খোয়াজ খিজিরের নাম লিখিয়াছেন। এক সময় বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র তাঁহার সিন্নী দেওয়া হইত।

স্ত্রী লোকেরা অনেকে গান করিয়া থাকেন,—

"তিন মাসের সময় খোয়াজের মায় খায় কাঁচা কলা
পাঁচ মাসের সময় খায় ঝিকর (পোড়া) মাটী"—ইত্যাদি।

[২] কাত্‌লাবিলে দুধ-বাতাসা দেওয়া

কাত্‌লাবিলের অবস্থিতি ও প্রতিপত্তি

ময়মনসিংহ সহর হইতে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে 'কাত্‌লাবিল' নামে একটা বৃহৎ বিল আছে। চৈত্রমাসেও তাহাতে সাঁতার-জল থাকে। এক সময়ে এই বিল সাগরের মত দেখাইত এবং প্রতি বৎসর বহু নৌকা তাহাতে মারা পড়িত। লোকের মুখে মুখে ইহার সম্বন্ধে অনেক আখ্যান চলিয়া আসিতেছে। বহু হিন্দু-মুসলমান আজ পর্য্যন্ত কাত্‌লাবিলে দুধ-বাতাসা দিয়া থাকেন। দুধ ঢালিবার সময় যদি তাহা সোজাসুজি নীচের দিকে চলিয়া যায়, উপরে শ্বেত চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা থাকে না। বৃদ্ধদের বিশ্বাস, এই কাত্‌লাবিলে কোনও অপদেবতা থাকেন; তাঁহাকে সন্তুষ্ট না রাখিলে মানুষ গোরুর প্রাণহানি হইতে পারে।

[৩] পাঁচপীর

নৌকায় উঠিবার সময় মাঝিরা 'পাঁচপীর'-এর উদ্দেশে সেলাম করেন;—সময় সুযোগ মত পাঁচপীরের সিন্নীও দিয়া থাকেন। এই পাঁচপীর কি কি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কেহ স্পষ্ট করিয়া, তাহা বলিতে পারে না।

[৪] আথ্‌কা পীর

উদ্দেশ্য

অনেক সময় দেখা যায়, কোনও দুরারোগ্য রোগ হঠাৎ ভাল হইয়া গিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান অনেকেরই বিশ্বাস এমন কোনও পীর বা দেবতা আছেন, যিনি ইচ্ছামাত্রই যে কোনও ব্যাধি দূর করিতে পারেন। যদিও আজকাল তাঁহাকে দেখা যায় না, তথাপি তিনি অদৃশ্যভাবে সকলের মধ্যে ঘুরিতেছেন। তাই মানুষে 'মানত' করে,—আমার অমুক বিপদ্ কিংবা অমুক ব্যাধি যদি 'আথ্‌কা' (সহসা) চলিয়া যায়, তাহা হইলে 'আথ্‌কাপীরের' সিন্নী দিব।

নিয়ম

কয়েক বাড়ী মাগিয়া কিংবা নিজের ঘর হইতেই আতপ চাউলের গুঁড়া দিয়া পিঠা তৈয়ারী করিতে হয়। একটা আগপাতায় পিঠা ও পান-সুপারি দিয়া পীরের উদ্দেশে সেলাম করিয়া তাহা খাইতে হয়।

[৫] মাদার সাহেবের সিন্নী বা লুট

পরিচয়

সাধারণ মানুষ আগুনের দেবতাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে চায়। হিন্দুরা কায়মনোবাক্যে অগ্নিপূজা বা ব্রহ্মাপূজা করিয়া থাকেন আর মুসলমানেরা 'মাদার সাহেবের' সিন্নী দেন বা 'লুট পোড়ান্'। তাঁহাদের মতে অগ্নি মাদার সাহেবের বশবর্ত্তী—তাঁহার 'চেলা'। 'মন্ত্র পড়িয়া আগুন নিবাইতে পারেন',—এমন অনেক ফকিরের কথা আমি অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। চড়কপূজার সন্ন্যাসীদের কথা অন্যত্র উল্লেখ করিব। মাদার সাহেব সেইরূপ একজন মন্ত্রজানা গুণী কিনা কেহ বলিতে পারে না।

সংগ্রহ-বৃত্তান্ত

ময়মনসিংহের বহু জায়গায় মাদার সাহেবের দরগা আছে। মাদার সাহেব যে যে স্থানে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই তাঁহার দরগা হইয়াছে। অনেকের মুখেই শুনা যায়, তিনি 'পাগলা মাদার', 'ধ্বংসী মাদার'—তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে বাড়ীঘর সব আগুনে পুড়িয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই মাদার সাহেবের দরগায় দুধ-কলা দিয়া থাকেন। অনেক গৃহস্থ মুসলমানের বিবাহে মাদারের 'লুট পোড়ান্' হয়।

নিয়ম

মাদারের 'লুট পোড়াইবার' পূর্ব্বদিন রাত্রিতে নিরামিষ খাইয়া কুমারীরা পাঁচ সের পরিমাণ চাউলের গুঁড়া তৈয়ারী করে। সেই গুঁড়াতে কাঁচা হলুদ, আদা, পেঁয়াজ ও লবণ মাখিয়া 'রোটি পিঠা' হয়। একটি মোরগ জবাই করিয়া ও পোড়াইয়া, ঢেঁকিতে কুটিয়া মসলা মাখিয়া, তাহার কতক অংশ এবং পাঁচটি পিঠা ও অপর একটি "মিঠাপিঠা' আগপাতে করিয়া মাদারের উদ্দেশে দেয়। পরে তাহার কিছু ছাইয়ের নীচে পুতিয়া রাখে। বাড়ীর বাহিরে মাঠে মোরগটি পোড়ান হয়, ইহাকেই 'লুট পোড়ান' বলে।

[৬] বাঘের সিন্নী

ময়মনসিংহের সর্ব্বত্র এক সময় বাঘের সিন্নী বা ব্রত প্রচলিত ছিল। হিন্দু-মুসলমান অনেকেই ইহা করিতেন। ভাওয়াল পরগণায় গারো পাহাড়ের অতি সন্নিকটে এখনও কদাচিৎ কাহারও বাড়ীতে এই সিন্নী দেখা যায়।

বৎসরের যে কোন সময়ে বাঘের সিন্নী দেওয়া যায়। এই সিন্নী দিলে বাঘের হাতে মানুষ-গোরুর প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা থাকে না।

নিয়ম

কতকগুলি বালক ছেঁড়া কাঁথায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া-হাঁটু গাড়িয়া বিন্নাগাছের তলায় যাইয়া বসিয়া থাকে এবং বাঘের মতন গর্জ্জন করে। হলুদ এবং কালির সাহায্যে

কাঁথাগুলিতে বাঘের চাম্‌ড়ার অনুরূপ রং করা হয়। সিন্নীকারিণীরা ১৩টি 'চিত-পিঠা', দুধ, কলা ও গুড় কুলায় করিয়া সেই বিন্নাতলে দিয়া আসেন এবং সেলাম করেন। ব্যাঘ্রবেশী বালকগণ অমনি লম্ফ দিয়া আসিয়া ঐ সমস্ত কাড়াকাড়ি করিয়া খায় এবং কৃত্রিম ভয় দেখায়।[২৪]

[৭] বসন্‌রা ও অতিসারের সিন্নী

সিন্নীর কাল

বসন্ত, জরাতিসার, ওলাউঠা এই কয়টি রোগকে হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই ভয় করেন। সাধারণের বিশ্বাস, ইহাদের পশ্চাতে ভীষণ স্বভাবাপন্ন দেবতা ও অপদেবতা আছে, তাহাদের নির্দ্দয় ব্যবহারেই গ্রামকে-গ্রাম ছারখার হইয়া যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তাহাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ তখন ঐসব রোগের শক্তির আরাধনায় ব্যগ্র হয়। 'বসন্‌রা' অর্থাৎ বসন্তরোগের দেবতা।

নিয়ম

হিন্দুরা তখন 'বসন্‌রা ব্রত', 'অতিসারের ব্রত', 'জরাজরীর ব্রত', 'রক্ষাকালীর পূজা' প্রভৃতি করিয়া আশার ক্ষীণ প্রদীপটি জ্বালাইয়া রাখেন। অনেক গৃহস্থ মুসলমানও ভীতি-বিহ্বল চিত্তে—নিজের অবস্থায় না কুলাইলে দশ পাঁচ বাড়ী মাগিয়া চাউল কড়ি যোগাড় করেন এবং হিন্দুবাড়ীতে ঐ সকল দিয়া আসেন। হিন্দুগণ যখন ব্রত করেন, তখন সেই সকল মুসলমান পরিবারের কুশলার্থও একটি ভোগ দিয়া থাকেন। বসন্‌রা ও অতিসারের 'মাগন' মাগিতে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে ফকির শ্রেণীর বৃদ্ধাদিগকে দেখা যায়। অনেক স্থলে (যেখানে হিন্দু পল্লী নাই) মোল্লা আসিয়া চাউল কলা ইত্যাদি আগপাতায় দিয়া 'ফতুয়া পড়েন' ও পরে সকলে সেলাম করিয়া সিন্নী খান।

যে গ্রামে ওলাউঠা আক্রমণ করে, সেই গ্রামে ফকিরেরা সারারাত্রি জাগিয়া থাকিয়া 'জিগির টানে'—('রোগ চাল্‌নার' জন্য একপ্রকার শব্দ করে)। ডুলি, ছাতা, জুতা এই সকল লইয়া সে গ্রামে কেহ যায় না;—কলেরার অপদেবতা নাকি সেইগুলি অবলম্বন করিয়া চলে।

[৮] সাপকে দুধ-কলা দেওয়া

পূর্ব্ববঙ্গ জলপ্রধান দেশ; নিবিড় বনজঙ্গলও সেখানে কম নয়। প্রতি বৎসর যে কতলোক সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঘাটে মাঠে, ঘরের ছাতে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিপদে সেখানে সর্পভীতি, তাই সর্পদেবতার পূজার প্রসার সেখানে এত বেশী। পূর্ব্ববঙ্গে এমন হিন্দু পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারে 'মনসার পূজা'

---

২৪ ময়মনসিংহে দক্ষিণরায়ের পূজা প্রচলিত নাই। সাধারণ লোকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানে না। 'গাজী সাহেব' এবং 'শালপীন' বাঘের পীর বলিয়া পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের সর্ব্বত্র পরিচিত। প্রবাদ আছে, গাজী কিংবা শালপীনের দোহাই দিলে যত বড় বাঘই হউক না কেন, লেজ গুটাইয়া, মাথা নোয়াইয়া চলিয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই গাজী, শাহ-সুলতান ও শালপীনের নামে চাউল-পয়সা, দুধ-কলা দিয়া থাকেন। শাহ-সুলতান এবং গাজীপীরের কথা এই প্রবন্ধে অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছি।

বা ব্রত হয় না। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ প্রত্যেকেই মহাঘটা করিয়া মনসাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহেন। এমন পল্লী সে দিকে খুব কমই আছে, যে-পল্লীতে অন্ততঃ একজনও 'সাপের ওঝা' নাই। এই ওঝাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই মুসলমান; তাঁহাদের মন্ত্র ও ঔষধে মৃত দেহেও প্রাণ ফিরিয়া আসে। হিন্দুরা সারা শ্রাবণমাস ভরিয়া মনসার মাহাত্ম্যগীতি গাহিয়া শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসা দেবীর পূজা করেন। কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত নিখ্‌লি-দামপাড়ার দিকে ও নেত্রকোণার পূর্ব্ব-উত্তর অঞ্চলে ১লা ভাদ্র এই উপলক্ষে 'নৌবাচ' খেলা হয়। শত শত মুসলমান সেদিন শত শত নৌকা চালাইয়া নৌকাদৌড়ের প্রতি-যোগিতা দেখান, কত 'ঘাটুগান', কত 'পালাগান', কত 'খেয়ালগান', জলে স্থলে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। এইদিন পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের উপর দিয়া নাচ-গানের বন্যা বহিয়া যায়; নৃত্যের ভঙ্গী ভাষায় বুঝান কঠিন*। এই উৎসবে সেদিন হিন্দুরা যে অধিকার দাবী করেন, মুসলমানেরা তাহার চেয়ে বেশী দাবী করিয়া থাকেন, এবং দশগুণ বেশী ব্যয় করেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম নৌকাগুলির মালিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে মুসলমান গৃহিণীদের[২৫] কেহ কেহ শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে সাপের উদ্দেশে শত শত কচুপাতা, কচুফুল, দুধ-কলা ও ধান্যদূর্ব্বা জলে ভাসাইয়া সেলাম করিতেন। ইহাকে তাঁহারা সাপকে দুধ-কলা দেওয়া বলিতেন।

[গ] কতকগুলি সাধারণ অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

[১] ক্ষেতের সিন্নী

সংগ্রহ-বৃত্তান্ত

নশিরুজিয়াল পরগণার এক মুসলমান বৃদ্ধা হইতে শ্রুত ক্ষেতের সিন্নীর এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। ২০ বৎসর পূর্ব্বেও প্রায় সকল গৃহস্থ রমণীরাই নূতন ধান বাড়ীতে আসিলে অগ্রহায়ণ মাসে ও শ্রাবণ মাসে ক্ষেতের সিন্নী দিতেন।

নিয়ম

বাড়ীতে প্রথম 'মলন' (ধান গাছ হইতে গোরুর সাহায্যে ধান পৃথক্ করা) হইলে ধান্য ওজন করিবার পূর্ব্বেই গৃহস্থ রমণীরা এক কুলা ধান মাথায় করিয়া লইয়া ঘরে রাখেন। যথা সময়ে তাহা শুকাইয়া চাউলের গুঁড়া দিয়া পাঁচজোড়া 'চিত-পিঠা'[২৬] তৈয়ারী হয়। তৎপরে পাঁচসাত রকম তরকারী দিয়া একটা 'লাব্‌রা'[২৭] ও সরিষার শাক পাক করিয়া পিঠাগুলির উপর সাজাইয়া দেন। উঠানে একটি ছোট পুকুর—তাহার চারিদিকে সিঁদূরের ফোঁটা ও আল্‌পনা। আল্‌পনায় থাকে ধানক্ষেত, ধানছড়া, লাঙ্গল, মৈ, হুঁকাকল্কি ইত্যাদি। পুকুরের

* ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রবন্ধান্তরে দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

২৫ কিন্তু পুরুষেরা সাপ দেখিবামাত্র যেরূপে পারে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে; সাপ তাহাদের হাতে প্রতিবৎসর অসংখ্য পরিমাণে নিহত হয়।

২৬ চাউলের গুঁড়ি গুলিয়া বিনা তৈলের সাহায্যে রুটির ন্যায় গোল করিয়া যে পিঠা করা হয়।

২৭ পাঁচ সাত দশরকম তরকারী একত্র করিয়া যাহা রাঁধা হয়, তাহাকে 'লাব্‌রা' বলে। 'অলাবু' এই তরকারীর প্রধান উপাদান বলিয়া এই নাম; প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও 'লাবড়া'ও 'লাফরা' নামে ইহার উল্লেখ আছে।

একদিকে 'বড়ই গাছ' ও 'বিন্নাগাছ' ;—তাহাদের নীচে পোতা থাকে সাত রাজার ধন কয়েকটা কড়ি। কুলায় করিয়া পিঠাগুলি আল্‌পনার উপর রাখিয়া গৃহিণীরা ক্ষেতের মালিক খোদা অর্থাৎ ক্ষেত্রপতি ঈশ্বরের উদ্দেশে সেলাম জানান ; পরে বাড়ীর সকলকে তাহা বাঁটিয়া দেন।

পূর্ব্বে এই অনুষ্ঠান-উপলক্ষে ক্ষেতের সিন্নীর কথা বলা হইত ; তাহা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চর্চ্চা না থাকায় সকল কথা সকলের মনে নাই।

[২] লক্ষ্মীর সিন্নী

লক্ষ্মীর সিন্নী অনেক মুসলমান পরিবারে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহাও সেই প্রথম 'মলনের ধান' হইতেই করা হয়। এক শ্রেণীর মুসলমান ফকিরেরা লক্ষ্মীর পাঁচালী গাহিয়া এবং কিরূপ লক্ষণের নারী দ্বারা সংসারের সকল রকম শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তাহা গাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া থাকেন।

"সকাল বেলায় ছড়া দেয়গো
সন্ধ্যা বেলায় বাতি—
লক্ষ্মী মাইয়া উট্‌ঠিয়া বুলে (বলে)
সেই ঘরেতে আমার বসতি।" ইত্যাদি

*   *   *   *

"রান্ধিয়া বাড়িয়া যেবা নারী পতির আগে খায়,
ছয় মাস যাইতে নাই সে হাতের নোয়া খুয়ায়।"

"পরিষ্কার নারী, আর হুবুলে (ঝাঁট দিলে) বাড়ী"—এই প্রবাদ বচনটি অনেক বৃদ্ধার মুখেই শুনিয়াছি। (নারীগণ সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে ও বাড়ী-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে,—ইহাতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় ; ইহা হিন্দুদের ন্যায় মুসলমান বৃদ্ধাদেরও অভিমত।)

আমরা 'মনাইপীরের গানে' দেখিয়াছি—রন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া বাড়ীর গুরুব্যক্তি-দিগকে সন্তুষ্ট করিয়া আগে খাওয়াইতে হয়। ('রান্ধিয়া বাড়িয়া রে ছেরি ··')

লক্ষ্মীর সিন্নীর নিয়ম

আউস ধান বাড়ীতে আসিলে শ্রাবণে কিংবা আশ্বিনে, আমন ধান বাড়ীতে আসিলে অগ্রহায়ণে বা ফাল্গুনে এবং 'বুর' ধান বাড়ীতে আসিলে বৈশাখে—যে কোনও এক বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর সিন্নী দেওয়া হয়। যাঁহারা খুব দরিদ্র তাঁহারা মাত্র একবার ইহা করিয়া থাকেন।

'চিত-পিঠা' (কাহারও মতে ১০ জোড়া, কাহারও মতে ৫ জোড়া), মিষ্টান্ন, কলা, চিনি, দূর্ব্বা ও সিঁদুর সিন্নীতে দরকার হয়। আস্ত একটি কলাপাতায় ৫ জোড়া পিঠা উঘারে (বাঁশের মাচা—যাহার উপর সংবৎসরের জন্য ধান-চাউল সঞ্চিত রাখা হয়) এবং আর একটি কলার পাতায় ৫ জোড়া পিঠা পাঁচ ভাগে 'মধ্যুম পালার' গোড়ায় রাখিলে, মোল্লা 'ফতুয়া'

পড়েন, তারপর সেলাম করিয়া গৃহিণীরা কতক্ষণের জন্য বাহিরে চলিয়া আসেন। উপরের পিঠা কয়েকদিন থাকে, নীচের পিঠা সকলে খাইয়া থাকেন।

[৩] রবি বা বৃহস্পতিবারে উপবাস

পার্থিব সম্পদ্ কামনায় এবং ক্রমাগত রোগ ভোগ করিতে থাকিলে গৃহকর্ত্রী মধ্যে মধ্যে রবিবারে উপবাস থাকিয়া ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করেন ও নমাজ পড়েন।

ঝাড়ফুঁকে, কবচ ধারণে ও ভূত প্রেত ছাড়াইতে শনি ও মঙ্গলবারের অপরাহ্ণ খুব প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। যাত্রাদিতে অনেকে অমাবস্যা পরিত্যাগ করেন।

[৪] এড়ি হোয়াগির বর্ত *

(স্বামীকর্তৃক আদৃতা ও অনাদৃতা পত্নীর ব্রত)

হুসেনশাহী পরগণার এক ৮০ বৎসরের মুসলমান বৃদ্ধার নিকটে শুনিয়া ইহার কথা লিপিবদ্ধ করিলাম। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে অনেকে এই ব্রত করিতেন। যে পরিবারে দুই সতীন থাকিত সেই পরিবারেই সাধারণতঃ ইহা হইত।

চিনি, চাট থৈ ও অর্দ্ধ কাঁড়া চাউল একত্র রাঁধিয়া দুই সতীনে একত্র খাইত। একদা কোনও এড়ি (অনাদৃতা) স্ত্রী এই ব্রতের ভাত খাইয়া স্বামীসোহাগিনী হইয়াছিলেন।

[৫] ঘণ্টভাত, দৈভাত বা বর্ত্তের ভাত

পূর্ব্বে ফাল্গুনমাসে কুমারীরা মাছ, মুহী (কচুর মুখী বা মূল), থোড়, দৈচিনি, চাউল একত্র রাঁধিয়া খাইত। মাতাপিতাকে কষ্ট না দিয়া অল্প বয়সে তাহাদের বিবাহ হইবে—এই জন্য ইহা করা হইত। কেহ ইহাকে 'ঘণ্টভাত', কেহ 'দৈভাত', কেহ বা 'বর্ত্তের ভাত' বলিত।

[৬] ষষ্ঠীর সিন্নী

জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আম-কাঁঠাল পাকে, তখন প্রত্যেকেই ইচ্ছা করেন, আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। কন্যা যদি স্বামীর বাড়ীতে থাকে, মা তাহাকে জামাতা-সহ নিজ বাড়ীতে আনাইয়া, নিজের হাতে আম-কাঁটাল তাহাদের সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

নিয়ম

পূর্ব্বে মুসলমান পরিবারে, আম-কাঁঠাল পাকিলে, ষষ্ঠীর সিন্নী না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীর অন্ততঃ একজনে তাহা খাইতেন না। কোনও এক নির্দ্দিষ্ট দিনে আম-কাঁঠালের বিশেষ

* বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানুষ তাহার বিচিত্র কামনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে চায়। হিন্দুর কুমারীরা সুখ-সমৃদ্ধির কামনা করিয়া 'পুণ্যপুকুর', 'যমপুকুর', 'সেজুতি', 'অশ্বত্থপাতা' এবং সধবারা স্বামি-সোহাগিনী হইবার জন্য,—পতিপুত্র লইয়া দীর্ঘকাল সুখে বাস করিবার জন্য, 'এয়োসংক্রান্তি', 'নিত্যসিন্দূর,' 'অক্ষয় সিন্দূর' প্রভৃতি' ব্রত করিয়া থাকেন।

মুসলমান কুমারী এবং স্ত্রীলোকেরাও একসময় এইরূপ কোন না কোন অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে 'এড়ি হোয়াগির বর্ত্ত', 'ঘণ্টভাত', 'দৈভাত, 'বর্ত্তের ভাত' এই সব চলিত ছিল।

যোগাড় করিয়া মোল্লাকে খবর দিতেন ; তিনি আসিয়া কয়েকটা আগপাতায় আম-কাঁঠাল সাজাইয়া দিয়া ফতুয়া পড়িতেন ; তারপর সকলে মহাস্ফূর্ত্তিতে এক সারিতে বসিয়া সেই সকল খাইতেন। বর্ত্তমানে ক্বচিৎ ইহা দেখা যায়। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসে নিতান্ত দুঃখিনী জননীও কন্যাকে নিজ বাড়ীতে এখনও আনাইয়া থাকেন। তাঁহার জামাতা আম-কাঁঠাল এবং মধু কিংবা দুধ লইয়া শ্বশুরালয়ে আসেন।

[৭] নোরাপীর

ময়মনসিংহের পথে চলিতে বহু-স্থানে নোরাপীরের বটগাছ দেখিয়াছি। মস্তবড় এক একটি বটগাছ,—তাহার তলায় খড়, দুর্ব্বা ইত্যাদির স্তুপ। অনেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও এই পীরের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

লোকে মানসিক করে,—"আমার যদি অমুক কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি 'অতটি' নোরা দিব।" খড়, ঘাস যাহাই হউক,—মাঝখানে একটা গ্রন্থি দিয়া সেলাম করিয়া গাছের তলায় দিতে হয়। উহাই 'নোরা'।

প্রবাদ আছে, নোরাপীর ঐ সমস্ত গাছের তলায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া নিজের ধর্ম্মমত বিস্তার করিয়াছিলেন।

[৮] ছুবচনাই (সুবচনী ?)

ময়মনসিংহের সর্ব্বত্র এবং ত্রিপুরা, ও শ্রীহট্টের বহু স্থানে 'ছুবচনাই'র প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রত্যেক শুভকার্য্যের সময় এবং যে কোনও বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত্ত বৃদ্ধারা 'ছুবচনাই' করিয়া থাকেন। এই 'ছুবচনাই' শাস্ত্রোক্ত 'সুবচনীর' অপভ্রংশ কিনা ঠিক বলিতে পারি না ; কিন্তু কথা এবং নিয়মে কতকটা ঐক্য দেখা যায়। আমি এ পর্য্যন্ত যতগুলি ব্রত বা সিন্নীর সন্ধান পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে এই ছুবচনাইর-ই নিয়মে ও কথায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। হিন্দুরাও যে নিয়মে, যে উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন, মুসলমানদের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা এই ব্রত করেন, তাঁহারাও সেই নিয়মে ও সেই উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন ; তবে মুসলমান বৃদ্ধারা সাধারণতঃ বিবাহের পূর্ব্বে কিংবা কোনও বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত্তই ইহা করান। ছুবচনাই দুই প্রকার,—(ক) খাড়া 'ছুবচনাই' ও (খ) 'বাটা ছুবচনাই'।*

নিয়ম

[ক] খাড়া সুবচনাই[২৮]—

ডোলায় কিংবা রেকাবে যথাশক্তি পান-সুপারি ও চুণ-খয়ের ইত্যাদি লইয়া, হাতের তালুতে করিয়া, ভিজাকাপড়ে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে হয়। কথান্তে একটি পান ও সুপারি জলে ফেলিয়া, বাকী ঘরে লইয়া যাইতে হয়।

---

* তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অনেকের বাড়ীতে 'ছুবচনাইর আসন' দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট একটি দোলায় পাথরের নির্ম্মিত এক বৃদ্ধার মূর্ত্তি। সিন্দুর ও তৈলে সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত, সম্মুখে পান-সুপারির 'বাটা'। পূজারীরা এই মূর্ত্তি বাড়ীতে বাড়ীতে লইয়া গিয়া চাউল পয়সা ইত্যাদি উপার্জ্জন করেন। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থেরা ছুবচনাইর কোন মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ভোগ বা সিন্নী দেয় না। নিরাকার দেবতার উদ্দেশেই ভক্তি জানায়।

২৮ দাঁড়াইয়া যে অনুষ্ঠান করা হয়।

কথা

এক গৃহস্থ মুসলমান বৃদ্ধার নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, এখানে সেইরূপই লিখিলাম,—
"এক বরাহ্মণ, বরাহ্মণ যদি, তে রাজার বাড়ীত্তে পর্‌তি (প্রত্যেক) দিন এক সের কর্‌রিয়া চাউল, আর এক সের কর্‌রিয়া ডাইল আইতো।

"একদিন চুট্‌টিয়ায় (গুপ্তচর) গিয়া চুডি গাইলো (নিন্দা করিয়া আসিল)—রাজা মশয়, এই বাউনে কিছু কাম করে না,—এরে অনার্থক কেরে ডাইল চাউল দেইন্‌? বইয়া খাইলে বুলে রাজার ভাণ্ডও ফুরায়।

রাজায় ভাবলো,—হ' এইডাত' ঠিক কথাই, এরে কেরে অনার্থক ডাইল চাউল দেই? পরের দিন থাকুকিয়া বরাহ্মণের বাড়ীৎ রাজায় আর কিচ্ছু পাডায় না; বরাহ্মণী তহন্‌ কি ক'ল্লো,—না, পুতেরে তিন পাইন্‌ (ছড়ি) হুতা দিয়া কইলো—এরে নিয়া বেচ্‌চিয়া সদায় (জিনিস পত্র) আন্‌।

পথ দিয়া যাইতাছে যাইতাছে, এমুন সম' কে জানি ডাক দিয়া কইলো,—বাউনীর পুত, তুই আমার লাগ্‌গিয়া পান-সুপারি আনিচ্‌। তর হুতা তিন পাইন, তিন শ' টেহা বিহি (বিক্রয়) হ'ইবো।

বাজার' নিতেই হুতা তিনশ' টহো বিহি হ'ইয়া গেলো। বরাহ্মণীর পুতে পান কিন্‌লো, গুয়া কিন্‌লো, চুণ কিন্‌লো, কিন্‌নিয়া হেই গাছের তলে আইয়া ডাক দিলো,—কে পানগুয়ার কথা কইচ্‌লাইন্‌, নেউহাইন্‌।

তহন্‌ এক বুড়ী—মাথাৎ জডা, হাত' সুনার লড়ি, আইয়া কইলো—আমি ছুবচনাই ঠাউহ্‌রাইন, এইতা দিয়া তর মায়েরে গিয়া ক' ছুবচনাই করতো।

বরাহ্মণে আইয়া তড়াতড়ি বেয়াক্‌ কথা কইলো; কওনে, তার মায় ছুবচনাই কল্লো। তারার দুঃখু দূর হইলো।*

হিন্দুর নিয়ম

[খ] বাটাছুবচনাই,—

হিন্দুদের 'বাটাছুবচনাই' অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ আসেন। পাঁঠা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও কথা নাই। উঠানে ছোট একটি পুকুর দিয়া, দুধে ভরিয়া, চারিদিকে কড়ির জাঙ্গাল বা আ'ল দিতে হয়। প্রত্যেকটি কড়ির উপর সিন্দুর ও কাজলের ফোঁটা পড়ে। পান-সুপারির ২১টি বাটা, চাউল কলা ও দুধের সাতটি কি পাঁচটি নৈবেদ্য দেওয়া হয়। একটি মাত্র উলুধ্বনি। বাটাছুবচনাই ব্রত মুসলমানদের মধ্যে করিতে আজকাল দেখা যায় না। তবে নিম্নোদ্ধৃত কথাটি অনেকেই জানেন।

কথা

এক বরাহ্মণ তার যজমানের বাড়ীৎ গেছে। এমুন সম' এক ঝাল্‌নী শিংমাছ লইয়া আইছে। আইলে, বরাহ্মণী মাছ রাহ্‌লো, যে, তার পুত আইয়া কড়ি দিবো।

* পূর্ব্ব ময়মনসিংহের হিন্দুরাও প্রায় অনুরূপ কথাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু আলাপসিং পরগণায় অন্য একটি কথাও শুনিয়াছি।

হেই দিন বরাহ্মণ আর আইলো না ; ঝালনী আইয়া কড়ির তাগদা ফাল্লো। মায় কি ক'ল্লো,—না, ঝুলপুড়ি২৯ রাকৃখিয়া, মাছখানি দিয়া ফাল্লো।

পুত অনেক রাইত পরে বাড়ীৎ আইছে, আইলে মায় হেই মাছের ঝুলপুড়ি দিলো। ঝুল না খাইয়া পুতে কয়,—মাছের ঝুলই অত ভ'ালা, মাংস্ না জানি কি রহম।

বরাহ্মণের এক নাপিত দুছ (দোস্ত) আছিল্। থাহ্লে, তারে লইয়া একদিন রাজার পুষ্কুনিত্তে রাজার এক হাঁস মার্‌রিয়া খাইয়া ফাল্লো।

দুস্তে কি ক'ল্লো, না, গুপনে রাজার কাছে গিয়া চুডি গাইলো।

রাজায় ত নিয়া বরাহ্মণরে আঁডক৩০ কল্লো, বরাহ্মণী কান্দে কাডে, খায় না, লয় না।

এই দিগে হ'ইছে কি,—মাইয়া ছুবচনাই অমুক মুহাম'৩১ থাহুইন ; তান্ কুর্সী খাট লরে৩২ মাথাৎ জডা লরে, হাত' সুনার লরি লরে। তাইন খিয়ান ধর্‌রিয়া দেহুইন—অমুক বরাহ্মণী এই রহম বিপদ' পর্‌ছে। তাইন এমনেই একখান লাডিৎ (লাঠিতে) ভর দিয়া বরাহ্মণীর কাছে আইলাইন। আইয়া কইলাইন,—নেঃ, চিন্তা করিচ্ না ; হাঁসের পাক্ টাক্ কৈ ফালছচ্ আন্,—আন্‌নিয়া তেল কালি মাকৃখিয়া 'জিও জিও' কর্‌রিয়া ডাক দে।

বরাহ্মণী তরাতরি তান কথা মত' বেয়াক কল্লো ;—হাঁসহ্ জিয়া উট্‌ঠিয়া 'পাঁক পাঁক' কর্‌রিয়া, রাজার পুষ্কুনিৎ গিয়া, লাম্‌মিয়া প'ল্লো। তহন ছুবচনাইয়ে কইলাইন, রাজারে গিয়া ক' তার হাঁস গন্‌নিয়া দেখতো,—তেই তর পুতেরে ছার্‌রিয়া দিবো।

বরাহ্মণী হেই সম'ই রাজারে গিয়া কইলো,—রাজা মশয়, আমার পুতেরে যে বানধিয়া থইছুইন, আপনের হাঁস গন্‌নিয়া দেকৃখুয়াইন চে। রাজায় ত' গন্‌নিয়া অবাক্।—তার বেয়াক হাঁসই আছে। তহনই বরাহ্মণরে ছার্‌রিয়া দিলো।

বরাহ্মণে বাড়ীৎ আইয়া বেয়াক কথা হুন্‌নিয়া, ছুবচনাই মায়ের উদ্দিশে বাইর হ'ইলো। যাইতাছে যাইতাছে, পথ' একটা শ্রীফল গাছ, —কেউ তা'র ফল খায় না ; একটা কব্‌লী গাই,—কেউ তা'র দুধ খায় না ; দুই কইন্যা,—নাই-পানিৎ খারইয়া (নাভি-জলে দাঁড়াইয়া) রইছে,—কেউ তারারে বিয়া করে না ; একটা বোয়াল মাছ,—কেউ তারে খায় না ; গিরস্তের একটা ঘর,—দিন হ'ইলে থাহে, রাইৎ হইলে যায় গা ; এক বেডার মাথাৎ খড়ির বুঝা,—পড়ে না। * * * বেয়াহেই বরাহ্মণের কাছে কইয়া দিলো—তুমি ত' বরাহ্মণ,—মাইয়া ছুবচনাইর কাছে যাও, জান্‌নিয়া আইওছে এর কারণ কি ?

অনেক খুজ্‌দে খুজ্‌দে, অমুক মুহাম' গিয়া ছুবচনাইরে বরাহ্মণে পাইলো।

---

২৯ ঝোলটুকু। ৩০ আবদ্ধ। ৩১ স্থানে। ৩২ কল্পিত হয়।

* এখানে মূল কথার একটু সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

—কি রে বাপ, তুই কই যাচ্ ?

—আপনের এইহান' থাকতাম আইছি।

—না, আমার এইহান' থাহনের কাম নাই ; তে, লও যাই, হেই শ্রীফল গাছের তল্‌তে তুমারে হীরা মাণিক্যি তুল্‌লিয়া দেই।'

তহন বরাহ্মণে, হেই যে পথ' দেক্‌খিয়া আইছিল্, এইতা বেয়াক জিগাইলো।

ছুইচনাইয়ে কইলাইন,—ঘর' থইয়া যে ফকির মুছাপিররে দুধ দিছিল্ না, এরু-লাগ্‌গিয়া গাইয়ের দুধ কেউ খায় না ;—তুই একটান খাইয়া যাইচ্,—তেই খাইবো * * কইন্যা দুইডায় পুরুষ নিন্দাইছিল্[৩৩] এরু লাগ্‌গিয়া তারার বিয়া হ'য়না, তুই তারারে বিয়া কর্‌রিয়া লইয়া যা। একজনের মাথাৎ বন্[৩৪] দেক্‌খিয়া কইছিল্ না, এরু লাগ্‌গিয়া তার মাথাৎ খড়ির বুঝা ; তুই ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া দিচ্। গিরস্তের বউ খাইয়া আইয়া সহড়া (উচ্ছিষ্ট) মুহে ঘরের ছন দিয়া দাত খিলায়, এরু লাগ্‌গিয়া রাইত্ হইলে, ঘ'ড্ডা ছান করতো যায় গা। * *

বরাহ্মণে তহন খুব ধুমধামে হীরা মাণিক্যি লইয়া, দুই কইন্যা বিয়া কর্‌রিয়া, বাড়ীৎ আইলো।

এই দিগে হ'ইছে কি, হেই নাপিত চুটুটিয়ায় গিয়া, ফির্‌রিয়াবার রাজার কাছে চুডি গাইলো। রাজায় তারারে ডাহাইয়া আনলো। বরাহ্মণী কয়,...এই তা আমার বেয়াক ছুবচনাইর বরে হ'ইছে। রাজায় কয়,...কেমুন তর ছুবচনাই, দেখবাম্। আমার বাড়ীত্তে তর বাড়ী লাগাত কড়ির জাঙ্গাল দিবো, আর দুধের পুষ্কুনি দিবো।

ছুবচনাইর বরে তাই হ'ইলো। রাজাত' দেক্‌খিয়া অবাক। নাপিতরে তহন কইলো,...আমার বাপমা এই সুরুঙ্গের মইধ্যে ১২ বছর ধর্‌রিয়া আছে, তারারে কামাইয়া দিয়া আয়।

নাপিত যেই সুরুঙ্গের মইধ্যে গেছে, এমনেই রাজায় তারে আটকাইয়া মার্‌রিয়া ফাল্‌লো।* তহন রাজায়ও ছুবচনাই কল্লো। চাইরদিগে তান কেরামত জাহির হইলো।

[৯] ঠুন্‌কাপীর বা ঠন্‌কাপীর

পান-সুপারি দিয়া ময়মনসিংহের হিন্দুমুসলমানেরা অনেকস্থানে 'ঠনকাপীরে'র সিন্নী দেন। হিন্দুদিগের উপরই বর্ত্তমানে ইহার প্রভাব বেশী দেখা যায়। উভয় সম্প্রদায় একইভাবে ও একই কথায় সিন্নী শেষ করেন।

নিয়ম

উঠানে কতক স্থান লেপিয়া (জল দিয়া মার্জ্জিত করিয়া) একটি পিঁড়ি ও আগপাতা বিছাইতে হয়। মানসিক অনুসারে দুই পিঁড়ি, দুই পাতা বা পাঁচ পিঁড়ি, পাঁচ পাতা

৩৩। নিন্দা করিয়াছিল। ৩৪ খড়।

* এই কথা বলিয়াই একটি দূর্ব্বা ছিড়িয়া ফেলিতে হয় ; উহাতে শত্রুনাশ হয়, এইরূপ বিশ্বাস।

দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেক পিঁড়িতে ও প্রত্যেক পাতায় অন্ততঃ চারিটি করিয়া আস্ত পান-সুপারি দিতে হয়। জল-ঘট, বাতি ও ধূপ অনেককে দিতে দেখা যায়। সেলাম করিয়া, কথা বলিয়া, উঠানে বসিয়াই উপস্থিত সকলে ঐ পান খাইয়া থাকেন এবং পিচ ফেলেন। যাঁহার পিচ যত লাল হইবে, তিনিই প্রশংসা পাইবেন। যাঁহার পিচ লাল হইবে না, তিনি উপহাসাস্পদ হইবেন। শনি মঙ্গলবার এই সিন্নীতে প্রশস্ত।

উদ্দেশ্য

হারান জিনিষ পাওয়া যাইবে এই আশায় এই অনুষ্ঠান করে।

কথা

"এক বাউনী হুতা বেচ্‌চিয়া, হুতা কাট্‌টিয়া খাইতো। একদিন তা'র ছেরা (ছেলে) হুতা লইয়া বাজার' র'না হ'ইছে ; র'না হ'ইলে, পথ' আইয়া তার জলতিয়াস লাগ্‌লো। এক বাড়ীৎ গিয়া দেহে, উডান' (উঠানে) কতগুলাই মাইয়ালুক (স্ত্রীলোক) পান খাইতাছে, পিচকি ফালতাছে,—আর হ'াসাহ'াসি করতাছে। হে যে জল চাইল' এইডা কেউ গেরাজ্যি (গ্রাহ্য) ক'ল্লো না।

এক বুড়িয়ে কইলো।—আম্‌রা অহন্ ঠুন্‌কাপীরের বর্ত্ত করতাছি,—অহন্ ঘর' যাইতাম না। ঠুন্‌কাপীররে সেলাম কর'।

ছেরায় কইলো, ইঃ, ভারীত' বর্ত্ত ! পান খায়, আর হা'সাহা'সি করে,—তারে ফির্‌রিয়াবার সেলাম !

এইতা কইয়াই হে বাজার' র'না হ'ইলো। আধা পথও আর যাইতো পাল্লো না,—অন্ধ হ'ইয়া গেলো। * * *

তারার বাড়ীর কাছেরই আর একজন হেই পথ দিয়া যাইতাছিল্, হে তারে ধর্‌রিয়া ধর্‌রিয়া লইয়া আইলো। বাউনী ছেরার মুহ' বেয়াক্ হুন্‌নিয়া, হেই গিরস্তের বাড়ীত্ দৌরিয়া আইলো। আইয়া ঠুন্‌কাপীরের কথাবার্ত্তা হুন্‌নিয়া গিয়া, নিজেও ঠুন্‌কাপীর ক'ল্লো। তা'র ছেরাও ভালা হ'ইলো। তারার অহুন্‌নিয়াই সংসার হ'ইলো। ঠুন্‌কাপীর এই রহম্ কেরামতের।*"

[ঘ] গোরুর মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠান—

গোরুর মঙ্গল কামনা করিয়া কিংবা গোরু-বাছুর হারাইয়া গেলে তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই নানা পীর-দেবতার সিন্নী দিতে কিংবা নানাবিধ প্রক্রিয়া করিতে দেখা যায়। মাণিকপীর, গাজীপীর, হাজিরপীর, ত্রিনাথপীর বা ত্রিনাথঠাকুর প্রভৃতি গোরুর পীর বা দেবতা—হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই মান্য। কিন্তু গোরক্ষনাথ আজও হিন্দুর নিজস্ব রহিয়াছেন ; মুসলমানেরা তাঁহার কোন সিন্নী দেন না। কাজেই তাঁহার বিষয় এখানে বলিব না।

[১] গাজীসাহেব

বাঘ ও গোরুর পীর-রূপে গাজীসাহেবকে ময়মনসিংহের হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই

* এই কথাটীও বাহুল্য ভয়ে অনেকটা সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া থাকেন। তাঁহার বীরত্ব এবং মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক অসংখ্য গল্প সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কালু নামে জনৈক হিন্দু তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন। চম্পক নগরের 'চম্পাবতী' নামক জনৈকা ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে গাজী সাহেব প্রেমে পড়েন এবং কালু প্রভৃতির সাহায্যে তাহাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হন। একবার তাঁহার সঙ্গে বাঘেরও যুদ্ধ হয়। বিস্তৃত বিবরণ প্রবন্ধান্তরে বলিব। এ স্থলে গোরুর দেবতারূপেই গাজীর সম্বন্ধে লিখিব।

গাজীর নামে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই গোরুর মঙ্গলার্থ চাউল পয়সা ইত্যাদি দিয়া থাকেন। অনেকে গোশালায় দুধ ও চাউল একত্র রাঁধিয়া গাজীর সিন্নী দেন। হিন্দু বাড়ীতে মুসলমান কেহ আসিয়া সিন্নী পাক করেন। নেত্রকোণার অন্তর্গত মদনপুরে গাজীসাহেব ও শাহ্-সুলতান সাহেবের বৃহৎ দরগা আছে। প্রতিদিন শত শত লোক গিয়া মানসিক দিয়া থাকে; রোগমুক্তির জন্য 'ধর্ণা' দেয়। বিস্তৃত বিবরণ আমি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ফকিরেরা ছড়ার সাহায্যে যে কথা বলিয়া থাকেন, তাহার সারমর্ম্ম এই;—এক দিন গাজীসাহেব ফকিরের বেশে এক গৃহস্থের বাড়ীতে যাইয়া দুধ-কলা চাহিলেন। ঘরে থাকিতেও গৃহিণী তাহাকে দুধ-কলা দিলেন না বরং উপহাস করিলেন। কিন্তু উপহাস করিয়াও সুবর্ণের 'বাটা' ভরিয়া চাউল-কড়ি দিতে গেলেন। গাজী তাহা না লইয়া দুঃখিত মনে চলিয়া যান। দেখিতে দেখিতে গৃহস্থের 'বাথানে' (গোষ্ঠে) গোরু-মহিষ সব মরিয়া গেল; সে মাথা কুটিতে কুটিতে গাজীর উদ্দেশ্যে ছুটিল; অনেক খুঁজিয়া তাঁহাকে বাহির করিল;—অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বাড়ীতে আনিয়া তাঁহার সিন্নী দিল। গাজী সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত গোরু-মহিষ বাঁচাইয়া দিলেন। চারিদিকে তাঁহার গুণের কথা প্রচারিত হইল।

[২] মাণিকপীর

মাণিকপীর গোরুর দেবতা—অনেকের মুখেই শুনা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে কদাচিৎ তাঁহার সিন্নী দিতে দেখা যায়। পশ্চিম-ময়মনসিংহে প্রথমবার গাই প্রসব করিলে কেহ কেহ দুধ, আতপ চাউল ও গুড় দিয়া গোহালঘরে ভোগ প্রস্তুত করেন এবং একটা আগপাতে মাণিকপীরের উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ দিয়া অবশিষ্ট সকলে বাঁটিয়া খান। উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি গোহালের বেড়ায় গুজিয়া রাখা হয়। পশ্চিমবাংলায় তাঁহার প্রভাব সুস্পষ্ট।

৩। হাজির্‌পীর

গোরু হারাইলে লোকে মানত করে,—যদি আমার গোরু পাওয়া যায়, আবার গোহালের ধন গোহালে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে আমি হাজির-পীরের সিন্নী দিব।*

* নশিরুজিয়াল পরগণার জনৈক খন্দকার সাহেব 'তেল পড়া'র সাহায্যে নিরুদ্দিষ্ট গোরু-চুরের খবর বলিয়া দিতে পারেন। জনৈক ব্যক্তির (যাহার জন্ম তুলারাশিতে) বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে দুই ফোঁটা তেল দিয়া তাহাকে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিতে বলা হয়। তখন খন্দকার সাহেব মন্ত্র পড়িয়া তাহার দিকে তেল ছিটাইয়া দেন এবং নখের মধ্যে কি দেখিতেছে জিজ্ঞাসা করেন। সেই ব্যক্তি নখের দিকে চাহিয়া হারান্ জিনিষ ঠিক সেই সময় কোথায় কি অবস্থায় আছে দেখিতে পায়। গোরুর মালিক তখন তাহার কথামত যাইয়া অনায়াসেই তাহা পাইয়া থাকে। ইহা আমি নিজেও একবার পরীক্ষা করিয়াছি।

উপবাসী থাকিয়া, স্নান করিয়া, সিদ্ধ চাউল, 'আট্টিয়া' কলা (বীচিকলা বিশেষ), কাঁচা দুধ ও গুড় একত্র মাখিয়া তাঁহার সিন্নী দিতে হয়।

"আইলাইন হ'াজিরপীর বইলাইন খাড' (খাটে)
হ'াতে হ'াতে সিন্নী বাড'—"

এই ছড়া বলিয়া সকলকে প্রসাদ বাঁটিয়া দেওয়া হয়। (হিন্দু রমণীরা কথাও বলিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিয়মেরও একটু বিশেষত্ব আছে; তাহা এইখানে উল্লেখ করিলাম না।)

[৪] ত্রিনাথের মেলা

ত্রিনাথকে মুসলমানেরা 'তিন্নাথপীর' এবং হিন্দুরা 'তিন্নাথঠাকুর' বলিয়া থাকেন তাহার বিস্তৃত ইতিহাস এখানে আলোচনা না করিয়া শুধু কি উদ্দেশ্যে এবং কি নিয়মে, ময়মনসিংহে তাঁহার 'মেলা' দেওয়া হয়, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

মুসলমানেরা নিজ বাড়ীতে এই 'ত্রিনাথের মেলা' দেন না। কাহারও গোরু-বাছুর হারাইয়া গেলে তিনি মানত করেন,—"যদি আমার অমুক গোরুটা পাওয়া যায় কিংবা অমুক ব্যাধি দূর হয়, তাহা হইলে আমি তিন কল্কি, পাঁচ কল্কি, কিংবা সাত কল্কি গাঁজা 'ত্রিনাথের মেলায়' দিব।" মানসিক সিদ্ধ হইলে, তিনি কোনও গাঁজাসেবীকে গাঁজা কিংবা গাঁজার পয়সা, পান-সুপারি ইত্যাদি দিয়া দেন। ঐ ব্যক্তি আরও কয়েকজন গাঁজাসেবীর সমবায়ে ত্রিনাথের মেলা দিয়া থাকেন।

নিয়ম ও কথা

উঠানে কতক জায়গা লেপিয়া আসন, জলঘট, ধূপ, বাতি (প্রদীপ) ও গাঁজাপূর্ণ কল্কি দিয়া সকলে গান আরম্ভ করেন। গানের অবসরে ত্রিনাথের কথা বলা ও গাঁজা খাওয়া হয়।

এক মুসলমান গিরস্ত; গিরস্ত যদি, তে তার গাই হ'ারাইয়া ফাল্ছে;—কিয়ুহানই আর পায় না। খুজ্‌দে খুজ্‌দে একদিন এক বটগাছের নীচে দিয়া যাইতাছে, এমুন সম' হুনে কি, কে জা'ন ডাক দিয়া কইলো—গিরস্তের পুত, তুই এক কাম কর;—পাঁচ কল্কি গাঁজা, এক পয়সার পান-সুবারি, আর একপয়সার তেল দিয়া এই গাছের তলে তিন্নাথ ঠাউহ্‌রের মেলা দে,—তর গাই পাইবে।

গিরস্ত তহনই বাজার' র'না হ'ইলো,—কতদূর গিয়া ফিরুরিয়া আইলো,—আইয়া জিগাইলো, ঠাহুর, তেল যে আনবাম কি দিয়া আনবাম্,—চুঙ্গা ত' আনছি না।

—তর কাপড়ের কুড'[৩৫] কর্‌রিয়া আনিচ।

বাজার' গিয়া পান কিন্‌লো, সুবারি কিন্‌লো, গাঁজা কিন্‌লো, কল্কি কিন্‌লো, তেলির কাছে তেল কিনতো গেলো।

তেল্লিয়ে কয়,—তেল কিয়ৎ কর্‌রিয়া[৩৬] নিবা?

বেডায় কয়,—এই কাপরের কুড' দেও।

তে'ল্লিয়ে ভ'াবলো।—শালাসেনা আম্মক্,—কাপর' কর্‌রিয়া তেল্লো নিতো চায়!

---

৩৫ আঁচল (খুঁট)। ৩৬ কিসের ভিতর।

হে চুঙ্গা উবুৎ[৩৭] কর্‌রিয়া মাপতাছে ;—চুঙ্গার মুখ আর ভরে না ;—ভারের[৩৮] বেয়াক্ তেল ঢাল্‌লয়া দিলো,—না আর তেলিরার্ বেয়াক তেল অন্‌লো ; তেও আর চুঙ্গা ভরে না !

—কিরে, এর কারণ কি ? ওরে বেডা, তুই এইতা কিয়ের তেল নেচ্[৩৯] ? কে কইছে তরে তেল নিতে ?

বেডায় মুস্‌কি মুস্‌কি হ'াসে - কিছু কয় না। হেষে কইলো, আরে ভাও[৪০] কর্‌রিয়া মাপ্ পিয়া দেও,—এইতা তিন্নাথের তেল !

তেল্লীয়ে তহন তিত্‌তিয়া মিত্‌তিয়া (সন্ত্রস্ত হইয়া) চুঙ্গা ঠিক কর্‌রিয়া ঢাল্লো,—না, এম্‌নেই চুঙ্গা ভর্‌রিয়া গেলো। হেত' দেক্‌খিয়া অবাক্। তেলটেল ফালাইয়া থইয়া হেই বেডার লগেই র'না হ'ইলো। র'না হ'ইয়া হেও আইয়া তিন্নাথের মেলাত্ যুগ দিলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাইসে গাছের তল্ একেবারে ভর্‌রিয়া গেলো,—চাইর দিগে তিন্নাথের নাম জাহির হ'ইলো।

সেবা দিয়া গিরস্ত বাড়ীত্ গেছে, বাড়ীত্ গিয়াই দেহে,—গাই ঘরের দুয়ার' খারইয়া রইছে ; পুতে বাপ ডাক্‌ত না, ঘরের দুয়ার' যাইতে না যাইতেই পুতড় আইয়া বাপ্ বাপ্ কর্‌রিয়া কুল' উঠ্‌ছে ! বউয়ে বী মা ডাক্‌তো না—হেও আইয়া কইলো,—বী মা, বী মা, গাই আইছে !

এইতা দেক্‌খিয়া হুন্‌নিয়া চাইরদিগে তিন্নাথের মেলার ধুম পর্‌রিয়া গেলো।

(এই কথাটি আলাপসিং পরগণার শ্রীদধিরাম কোচ (শঙ্কর দাস) হইতে সঙ্কলিত)।

প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিবার মন্ত্র

তুলসীপাতা তুলিতে, স্নান করিতে ও অন্যান্য অনেক সাধারণ কর্ম্মে হিন্দুদিগকে একপ্রকার মন্ত্র পড়িয়া লইতে দেখা যায়।

এখানে একজন মুসলমান বৃদ্ধা রাত্রিতে প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিবার সময় যে মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা লিখিতেছি,—

"চেরাগবাতি দিদার্ পাক্—
আল্লার বান্দা ভেস্তে রাখ্
থাক' বাতি জীবনে
দেখা হ'ইবো কেমতে(—কিয়ামতে)
বাতি হ'ইলো গোল্
আমার ভেস্তের দরজা খোল্।"

অনেক পীর আছেন, যাঁহাদের সিন্নী কেবলমাত্র হিন্দুরাই দিয়া থাকেন। স্বজাতিদের মধ্যে তাঁহাদের বিশেষ কোনও প্রভাব নাই ; হিন্দুরাই তাঁহাদিগকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছেন। সত্যপীর, সেখ ফরিদ, মুস্কিল আসান, দামালপীর কানুপীর, শা'সাহেব প্রভৃতির নামে হিন্দুরাই এখনো মানসিক করিয়া থাকেন। ইহাদের বিবরণ অন্যত্র দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকামিনীকুমার কর রায়

৩৭ উল্টা। ৩৮ হাঁড়ি। ৩৯ নিতে চাস। ৪০ ঠিক।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার*

(আলোচনা)

গত বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত 'রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার' নামে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি 'সমাচার দর্পণ' নামক প্রসিদ্ধ বাংলা সংবাদপত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে আমি দুই-চারিটি নূতন কথার সন্ধান পাইয়াছি; সেগুলি এখানে মুদ্রিত হইল। উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠে জানা যাইবে, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তৎকালীন কলিকাতার পণ্ডিত-সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেন। তিনি কলিকাতার ধর্ম্মসভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৩০ সনের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে "সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে" ধর্ম্মসভা স্থাপিত হয়। সে-যুগের খ্যাতনামা সাংবাদিক 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধর্ম্মসভার সম্পাদক ছিলেন।

এই অংশগুলিতে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ব্যতীত কলিকাতাস্থ তৎকালীন অন্যান্য বহু পণ্ডিতের নামও পাওয়া যায় এবং দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র চিত্র ইহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠে।

('সমাচার দর্পণ' ২ মে ১৮৩৫। ২০ বৈশাখ ১২৪২, শনিবার)

ধর্ম্মসভা।—গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকে এক জন ছাত্রের পরীক্ষারূপ প্রধান কর্ম্ম উপস্থিত হওয়াতে শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার সভাপতিত্ব পদে নিযুক্ত হইলে সম্পাদক সমাজের অন্য আবশ্যক কর্ম্মের পত্রাদি উপস্থিত করিলেন তাহাতে অনুমতি হইল পাণ্ডিত্য পরীক্ষাকরণে দীর্ঘকাল গত হইবেক অতএব অন্যান্য কর্ম্ম আগামি বৈঠকপর্য্যন্ত স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য অদ্য কেবল পরীক্ষাবিষয় উপস্থিত হউক তৎপরে পরীক্ষা প্রদানে উপস্থিত ছাত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পত্র পাঠ করা গেল সেই পত্র অবিকল এই।

এই পত্রসম্বলিত শ্রীযুত গীর্ব্বাণনাথ ন্যায়রত্ন যে আবেদনপত্র সমাজে প্রদান করেন তদবিকল এই।

এই আবেদনপত্র পাঠানন্তর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য সভায় আনীত হইলে সভাপতি কর্তৃক উক্ত হইল স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে তিথিতত্ত্বের পরীক্ষা লওয়া কর্ত্তব্য ইত্যনুমত্যনুসারে তৎক্ষণাৎ পুস্তক উপস্থিত করা গেল শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ঐ পুস্তকের

* ১৩৩৯। ২রা মাঘ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত

মধ্যে শলাকাদ্বারা এক স্থান উদ্ধৃত হইল সেই স্থানেই ব্যাখ্যা করিতে অনুমতি হইলে উক্ত ন্যায়রত্ন ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়দিগকে নতিপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া অনুমতি গ্রহণপুরঃসর গ্রন্থ ব্যাখ্যারম্ভ করিলেন শ্রীযুত কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য তাহার কএক স্থানেও কোটি করিলেন ন্যায়রত্ন তাহার সদুত্তর দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতীও অনেক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহাতে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কহিলেন এইক্ষণে বিচার করা কর্ত্তব্য হয় না ইনি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করুন তাহাতে কিপ্রকার অর্থ করেন তচ্ছ্রবণে ইঁহার পাণ্ডিত্য বোধ হইতে পারিবেক পরে সভাপতি-প্রভৃতি যাবদীয় পণ্ডিত তাহাতেই সম্মত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কহিলেন গ্রন্থের সদর্থ করিয়াছেন আর অধিক পরীক্ষার আবশ্যক নাই এইক্ষণে এক প্রশ্ন দেওয়া যাউক তাহার সপ্রমাণ উত্তর এই বৈঠকে লিখিয়া দেউন ইহা স্থির হইলে শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য দায় প্রকরণের এক প্রশ্ন লিখিয়া দিলেন তদবিকল এই।

এই প্রশ্নোত্তর সমাজে পাঠ করা গেল তৎশ্রবণে সভাপতিপ্রভৃতি যাবদীয় পণ্ডিত সন্তুষ্টি-পূর্ব্বক কহিলেন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এক্ষণে ইনি অধ্যাপনা করাইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন অতএব ইঁহাকে সমাজের নিয়মানুসারে পারিতোষিক এবং বিদ্যা-বিদ্যোতন পত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ের বিহিত সম্পাদক নিয়মানুসারে করিবেন ইত্যাদি স্থির হইলে ঐ দিবসীয় সভার বিবরণ শ্রবণে পরীক্ষা নিমিত্ত প্রশ্নোত্তর পত্রে সভাপতি স্বাক্ষরকরণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করণোন্মুখসময়ে শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারী পণ্ডিত সমাজে নিবেদন করিলেন যে অদ্যকার সভার কর্ম্ম দর্শন করিয়া আমি মহাসন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতু ধর্ম্মসভার এই এক প্রধান কর্ম্ম অদ্যারম্ভ লইল ৺মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বর্গগত হইলে পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়া কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মানুসারে পরীক্ষা হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষা হইবেক। তৎপরে সম্পাদককর্তৃক কথিত হইল যদ্যপিও ধনবান ধার্ম্মিকগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতিপালন জন্য নানা কর্ম্মোপলক্ষে বহু ধন দান করিয়া থাকেন এজন্যই অদ্যাবধি এতদ্দেশে সংস্কৃত শাস্ত্র জাজ্বল্যমান আছে নচেৎ এককালে ম্রিয়মাণ হইত যেহেতু পণ্ডিতগণ প্রায়ই ধনহীন প্রতিগ্রহপূর্ব্বক ছাত্রকেই অন্নদান পুরঃসর অধ্যাপনা করাইতে হয় পরে ছাত্রেরা কৃতবিদ্য হইয়া চতুষ্পাঠীকরত অধ্যাপক হইয়া যথাকর্ত্তব্য করেন কিন্তু ইদানীং কতক গুলিন লোকের সে ব্যবহার নাই অথচ অধ্যাপকরূপে খ্যাত হইয়াছেন ইহাতেই অনেকেরি কলঙ্ক হইয়াছে অর্থাৎ অনেকেই কহিয়া থাকেন অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনা নাই কেবল নিমন্ত্রণ লইবেন এই অভিলাষ মাত্র পরীক্ষার এরীতিতে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সে কলঙ্ক মোচন হইবেক এবং ক্ষোভ দূর হইবেক।

পরে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্টজী ও শ্রীযুত কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতি পরীক্ষার নিয়মকর্ত্তা ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা উক্তি ধন্যবাদ করিয়া শেষে সভাপতিকে সাধুবাদ করিলেন তিনিও অনেক অনুনয় বিনয় বাক্যে সমাজকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন রাত্রি প্রায় আট ঘণ্টার সময়ে সভা ভঙ্গ হইল।...চন্দ্রিকা।

('সমাচার দর্পণ' ১৩ আগষ্ট ১৮৩৬। ৩০ শ্রাবণ ১২৪৩)

উদ্বন্ধন মৃত ব্যবস্থা নির্ণায়ক পণ্ডিতসভা।

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—

প্রথমে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার উদ্বন্ধনে আত্মঘাতি ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে পারে এতদ্বোধিকা এক নিষ্পমানক।ব্যবস্থা চন্দ্রিকা পত্রে প্রকাশ করেন।

পরে সংস্কৃত পাঠশালাস্থ পণ্ডিতেরা তদ্বিপরীত সপ্রমাণক এক ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। ঐ উভয় পত্রাবলোকনে সন্দিগ্ধ হইয়া নড়ালি গ্রামের প্রধান জমীদার শ্রীযুত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় কাশীপুরের বাসাবাটীতে ১৬ শ্রাবণ শুক্রবার সায়ংকালে সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে উপস্থিত পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি শ্রীযুত রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর ন্যায়রত্ন শ্রীযুত কালীনাথ শিরোমণি শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানবান বিষয়ি বিজ্ঞ-লোক উপস্থিত ছিলেন।

অনন্তর রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার * আপনি কি প্রমাণে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাতে তর্কালঙ্কার কহিলেন আমি প্রমাণ লিখিয়া পাঠাইয়াছি। পরে বাবুর অনুমতিতে ঐ লিপি বাহির হইল তাহাতে শুদ্ধিচিন্তামণিধৃত অগ্নিপুরাণীয় বচন বলিয়া লিখিত আছে। যথা জলাগ্ন্যদ্বন্ধনাদিভ্যোমরণং যদি জায়তে। চান্দ্রায়ণদ্বয়েনৈব শুদ্ধিং কাত্যায়নোব্রবীৎ। ঐ বচন দেখিয়া সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন যে শুদ্ধিচিন্তামণি ও অগ্নিপুরাণ চারি পাঁচখান এখানে উপস্থিত আছে তাহাতে ঐ বচন নাই। পরে তর্কালঙ্কার কহিলেন কৃষ্ণনগরের বাঁড়ুয্যেরদের সংগ্রহে আছে। পরে ঐ সংগ্রহ দুই তিনখান দেখা গেল তাহাতে ঐ বচন মিলিল না। পুনশ্চ তর্কালঙ্কার কহিলেন বাঁড়ুয্যেরদের প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহে আছে তাহা আনাইয়া দেখা গেল তাহাতেও পাওয়া গেল না। ইহাতে ধর্ম্মসভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কালঙ্কারকে কহিলেন আপনি পুস্তকাদি সঙ্গে না করিয়া কেন বিচার করিতে আসিয়াছেন। অন্য২ লোকেরা কহিতে লাগিল অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে অবশ্য আনিতেন। পরে রায় বাবুর অনুমতিতে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ঐ বচন পাঠ করিয়া অর্থ করিলেন। শুনিয়া বাবু কহিলেন এবচনে স্বয়ংপদ

* কাশীনাথ তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে ১৮৫১ সনের ২৪এ জুন তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায় :—

"শ্রীযুক্ত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি অম্বিকার থানান্তর্গত উপলাতি গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা নগরীয় সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের সভাপণ্ডিত, হাতিবাগান নামক স্থানে তাঁহার চতুষ্পাঠী আছে, ভট্টাচার্য্য নানা দেশীয় ছাত্রগণকে বিশিষ্ট রূপ অন্নদান পূর্ব্বক বিদ্যাদান করেন তিনি বিশ্ব বিখ্যাত এবং বিশ্বমান্য এবং পরমধার্ম্মিক ঋষি বিশেষ তাহার নিষ্ঠাচার শিষ্ট ব্যবহার দর্শনে শ্রীযুক্ত বেলাকম্ব সাহেব তাঁহাকে 'শুকদেব' কহেন,...।"

১৮৫৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :— "কলিকাতার হাতীবাগান প্রবাসি অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য উদরাময় রোগে গত বুধবারে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন,...." (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭, বৃহস্পতিবার)

নাই তবে উক্ত ব্যবস্থায় বিশেষ প্রমাণ হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারপ্রভৃতি সকল পণ্ডিতেরা কহিলেন এবচন ও ইহার অর্থ উভয়ের মূলে ভুল স্থূল বাবু ভাল বলিয়াছেন। পরে তর্কালঙ্কারের ব্যবস্থাবিপরীত সভাস্থ পণ্ডিতেরা অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেন তাহাতে তিনি কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।—তৎসভাস্থস্য কস্যচিৎ কায়স্থস্য।

('সমাচার দর্পণ' ১০ মার্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাল্গুন, ১২৪৪)

মহামহিম শ্রীযুত পণ্ডিতবর্গ সমীপেষু।—

প্রশ্ন।—এবৎসর বৃহস্পতি সিংহ রাশিস্থিত হওয়াতে গৌড় বঙ্গ এই উভয় দেশে উপনয়নাদি কর্ম্ম হইতে পারে কি না ইহার শাস্ত্রানুসারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহাশয়দিগকে ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়।

উত্তর।—এবৎসরে বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি জন্য কালাশুদ্ধি প্রযুক্ত গৌড় ও বঙ্গ এই উভয় দেশেই উপনয়নাদিরূপ কর্ম্ম হইতে পারে না ইহা পণ্ডিতদিগের পরামর্শ।

ইহাতে প্রমাণ।— ... ...

ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীনিমাইচন্দ্র শিরোমণি শর্ম্মণাম্
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ঐ
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীহরনাথ তর্কভূষণ ঐ
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার ঐ
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ স্বর্ণকোট পণ্ডিত শ্রীরামজয় শর্ম্মণাম্
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীরামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শর্ম্মণাম্
ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীকান্ত তর্ক পঞ্চানন ঐ

... ...

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস

১৮৩৫—৫৭

(৪)

সংবাদ দিনকর

১৮৫৪ সনের ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ দিনকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ১৩ই মার্চ (১ চৈত্র ১২৬০) 'সংবাদ প্রভাকর' পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"'সংবাদ দিনকর' নামক এক অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র গত ১৭ ফাল্গুন সোমবার দিবসে বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার মাসিক মূল্য ।০ আনা মাত্র।"

সমাচার সুধাবর্ষণ

'সমাচার সুধাবর্ষণ' একখানি দ্বিভাষিক (বাংলা ও নাগরী) প্রাত্যহিক পত্র; ১৮৫৪ সনের জুন মাসে কলিকাতা বড়বাজার হইতে প্রকাশিত হয়। গুপ্ত-কবির 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামক এক প্রাত্যহিক পত্র দেবনাগর এবং বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহার ৫৪ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে জাহাজি সংবাদ, জিনিসের দর ও অন্যান্য দেশীয় দুই একটা সংবাদ লিখিত আছে।" *

'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন—শ্যামসুন্দর সেন। ইহাতে প্রকাশিত একখানি পত্রের শিরোনামায় আছে :—"বিচক্ষণবর শ্রীযুত শ্যামসুন্দর সেন সমাচার সুধাবর্ষণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।"† "যাঁহারা পারস্য ভাষার অনুশীলন করেন তাঁহারদিগের ও ব্যবসায়ি দিগের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারে আসিবেক"—এই বলিয়া 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত।‡

'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—এক সংখ্যা ১২ জুন ১৮৬৮ ('১৫ বালম। ৫৩ নং')।

কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—১৬ এপ্রিল ১৮৫৫ ('২ বালম সংখ্যা ৩৩২') হইতে ৪ জানুয়ারি ১৮৫৬।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৫৮ সনের ('৫ম বালম') কতকগুলি সংখ্যা।

---

* সংবাদ প্রভাকর, ১০ আগষ্ট ১৮৫৪ (২৭ শ্রাবণ ১২৬১)।

† সমাচার সুধাবর্ষণ, ২১ মে ১৮৫৫।

‡ বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা, ৪র্থ সংখ্যা—বিজ্ঞাপন।

জ্ঞানবোধিনী

১৮৫৫ সনের মে-জুন মাসে 'জ্ঞানবোধিনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"জ্যৈষ্ঠ, ১২৬২। কলিকাতা নগরে 'জ্ঞানবোধিনী' পত্রিকা নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা··· প্রকাশারম্ভ হয়।"*

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ

কাগজখানির নামেই প্রকাশ যে ইহা একখানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র ছিল। 'ভূদেব চরিত' গ্রন্থে (১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৩) প্রকাশ, "এডুকেশন গেজেটের সর্ব্ব প্রথম সংখ্যা ৪ঠা জুলাই ১৮৫৬ (২২শে আষাঢ় ১২৬৩) প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন উহা ডিমাই দুই ফর্ম্মা ছিল, কিন্তু একখণ্ড কাগজেই ছাপা হইত। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ছিল।" 'এডুকেশন গেজেট' প্রচারের কথা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৬, ১৮ই জুলাই (৪ শ্রাবণ ১২৬৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এইরূপ লেখেন :—

" 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' এই অর্দ্ধ বাঙ্গালা ও অর্দ্ধ ইংরাজী নামে এক নূতন পত্রের দুই সংখ্যা আমরা গত পরশ্বঃ দিবস প্রাপ্ত হইয়াছি,···পত্রের নাম অর্দ্ধেক বাঙ্গালা ও অর্দ্ধেক ইংরাজী হওয়াতে আমরা বিচিত্র বোধ করিলাম না, আমরা এই পত্র পাঠে অবগত হইলাম,যে বিদ্যাধ্যাপনের ডৈরেক্টর জেনরল সাহেবের বিশেষ আনুকূল্যে ইহা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, সুতরাং ইংরাজী পুস্তকাদি বা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করণের সভার দ্বারা যেরূপ অর্থ ব্যয় হইতেছে, এই পত্র প্রকাশেও সেইরূপ অর্থ ব্যয় হইবেক, ফলতঃ এতদ্দ্বারা বঙ্গভাষানুশীলনের কি উপকার দর্শিবেক তাহা আমরা এইক্ষণে অনুমান করণে অক্ষম হইলাম, কারণ লেখক মহাশয়েরা যে যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তত্তাবৎ সুসিদ্ধ হইবার পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে, যেহেতু সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের পক্ষে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা বিধেয় নহে।

পরন্তু প্রকাশিত দুই পত্রে প্রতিজ্ঞা ব্যতীত অপর যে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার কিছুই নূতন নহে, ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছে, কলিকাতা ইউনিবরসিটির বিষয় কেবল ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন, লার্ড কেনিং বাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রিত হওয়াতে পত্রের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু তাঁহার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তদপেক্ষা অনেক বাহুল্য বিবরণ লার্ড সাহেবের আসিবার পূর্ব্বে ও পরে প্রায় সকল সংবাদ পত্রেই প্রকাশ হইয়াছে।"

'এডুকেশন গেজেট' প্রথমে সরকারী পত্র ছিল। শিক্ষা-বিভাগের হজসন প্র্যাট

* "সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল ১৮৫৬)।

সাহেবের প্রতিপোষকতায় ইহা প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ সনের ১৫ই জুলাই (১ শ্রাবণ ১২৬৮) তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ হইতে 'এডুকেশন গেজেট' সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইবে :—

"এডুকেশন গেজেটের বর্ষবৃদ্ধি।—গত ২২এ আষাঢ়ের এডুকেশন গেজেটের এক স্থলে ঐ পত্রের বর্ষবৃদ্ধি সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ লিখিত দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে এতৎ সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ সবিস্তর বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

এডুকেশন গেজেট ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করে। এক্ষণে ইহার বয়ঃক্রম ষষ্ঠ বর্ষ হইয়াছে। জন্মাবধিই ইহা গবর্ণমেণ্ট লালিত ও প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার নিত্যব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসে মাসে ২০০ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন।...

হজসনপ্রাট সাহেব যতদিন এদেশে ছিলেন তিনি সাধ্যানুরূপ ইহার প্রতি-পোষকতা করেন। তাঁহার যত্নেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদ্দ্বারা বাঙ্গলাভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা আছে, তদুপায় সংঘটনে তাঁহার অণুমাত্র চেষ্টার ক্রটি ছিল না।..."

'এডুকেশন গেজেট' পত্রের প্রথম সম্পাদক—ওব্রায়েন স্মিথ। তিনি নামে সম্পাদক হইলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"ভাদ্র, ১২৬৭।...এডুকেসন গেজেট সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরীর সধনী বিদ্যা' নাম্নী একখানি বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছেন।"*

স্বাস্থ্যহানি ঘটায় স্মিথ সাহেব 'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন; তাঁহার স্থলে ১৮৬০ সনের প্রথম ভাগে প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার নিযুক্ত হন। 'বেঙ্গলী' পত্রে প্রকাশ :—

"*Precis of News.* Monday, April 16.—We are informed that, in consequence of Mr. W. O. B. Smith's giving up the editorship of the *Education Gazette* on account of ill health, Baboo Peary Churn Sircar, Officiating Assistant Professor of English Literature in the Presidency College, has been made editor." †

কিন্তু ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয়ের স্মৃতিকথা-পাঠে জানা যাইতেছে যে প্যারীচরণ সরকার মহাশয় সম্পাদকীয় আসনে বসিবার পূর্ব্বে কিছুদিন কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক যথাক্রমে 'এডুকেশন গেজেট' পরিচালনা করিয়াছিলেন। মল্লিক মহাশয় বলিয়াছেন :—

"তখন কলিকাতায় 'এডুকেশন গেজেট' ওব্রায়ান্ স্মিথ সাহেবের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইত। কাগজখানি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। স্মিথ সাহেব

* সংবাদ প্রভাকর, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬০ (২ আশ্বিন ১২৬৭)।

† *The Bengalee* for April 21, 1866.

বিলাত চলিয়া গেলেন। আমার বন্ধু কানাইলাল পাইনের উপর পত্রিকা-পরিচালনের ভার ন্যস্ত হইল। আমি তাঁহার কাগজে রণজিৎ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলাম।...

হুগলিতে অবস্থানকালে ভূদেব বাবু কলিকাতায় এডুকেশন গেজেট আপিসে প্রায়ই আসিতেন। পত্রিকাখানি আমার হাত হইতে প্যারিচরণ সরকারের হাতে গেল; তিনি ছাড়িয়া দিলে ভূদেব বাবু ইহার সম্পাদক হইলেন।...

বঙ্কিম বাবুর সঙ্গেও আমার প্রথম আলাপ হয় ভূদেব বাবুর বাড়ীতে। বঙ্কিম বাবু তখন সবে মাত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে এডুকেশন গেজেটে লিখিতেন।..."(পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, পৃ. ৫৮-৬০)

প্যারীচরণ সরকারের পর ১৮৬৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (তৎকালে স্কুল-ইন্‌স্পেকটার) এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'ভূদেব চরিত' (১ম ভাগ, পৃ. ৩৪২) পাঠে জানা যায়, ভূদেব বাবুর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত এডুকেশন গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ—৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮। গবর্মেণ্ট ভূদেব বাবুকে পত্রিকাখানির সর্ব্বস্বত্ব দান করেন। 'এডুকেশন গেজেট' এখনও নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রের ফাইল :—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :— ১৮৫৮-৫৯ সনের কয়েকখানি সংখ্যা।
এডুকেশন গেজেট আপিস :— ১৮৬৮ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত।

হিন্দুরত্ন কমলাকর

'হিন্দুরত্ন কমলাকর' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সনের ২৪এ ফেব্রুয়ারি (৪ ফাল্গুন ১২৬৩) তারিখে। 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের পরিচালক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়্‌গুড়ে ভট্‌চায) এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক। 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের প্রকাশ রহিত করিয়া * গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ সনের ৯ই মার্চ (২৭ ফাল্গুন ১২৬৩) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (তৎকালে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত) লিখিয়াছিলেন—

"হিন্দুরত্ন কমলাকর :—পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন যে 'রসরাজ' পত্রে কেবল দেশীয় মহামহিমদিগের গ্লানি প্রকাশ হইবাতে ঐপত্র সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য জগদ্বৈরী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইণ্ডাইটেড সধর্ম্মী হিন্দুমহাশয়েরা তাহাকে

---

* আমি ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে (১ম সংখ্যা, ১৩৩৯) 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের প্রকাশকাল "ডিসেম্বর ১৮৩৯ সন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারিখটি হইবে ২৯এ নবেম্বর ১৮৩৯। ১৮৫৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি (২৪ মাঘ ১২৬৩) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন :—

"রসরাজের মুণ্ডপাৎ।—জগদ্বঞ্চক বিশ্ব নিন্দক সম্বাদ রসরাজ নামা যে ঘৃণিত পত্র সপ্তাহে বারদ্বয় অত্র নগরে প্রকাশ হইতেছিল অতঃপর গত ২১ মাঘ সোমবাসরে কমল করে তাহার মুণ্ডপাৎ হইয়াছে, ঐ ঘৃণিত পত্র সন ১২৪৬ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ সৃজন হইয়াবধি অকারণ দেশশুদ্ধ ভদ্র মহামহিম লোকদিগের কেবল গ্লানী নিন্দাবাদ গৃহচ্ছিদ্রাদি অনৃত রটনায় পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে জগদ্বৈরী হইয়াছিল...।"

উৎসন্নপ্রোৎসন্ন দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বধ করিতে কোন হিন্দু অগ্রসর হইবেন ? এই নিমিত্ত মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া 'রসরাজ' বিদায় দিতে বলিলেন, রসরাজ সম্পাদকের কপালে শেষ দশায় কারাবাস নাই সুতরাং মানে মানে তিনিও স্বীকার করিলেন, ১৪ ফাল্গুন দিবসে 'রসরাজ' পরিবর্ত্তে 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' নামক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এইক্ষণে হিন্দু হইলেন না হইয়াই বা কি করেন···। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা গ্রহণ করিলাম।

'সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন।—ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ করুন, উপস্থিত কাল কালরূপ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম্ম গ্রাসে কাল বেশ ধারণ করিয়াছে, কালভয়ে হিন্দু জাতির ধর্ম্মদেহে শিরঃ কম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় ধর্ম্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার স্বস্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম দুর্ব্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শান্ত স্বভাব হিন্দুগণ রাজাজ্ঞা পরিহেলন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্ম্মের দুর্ব্বলতায় কেবল মনোব্যথায় কাল বিলম্ব করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানী সমাচার পত্র দেখিতে পাই না হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষে একটী কথা কহিয়া উপকার করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মান্যবর হিন্দু মহাশয়দিগের উপদেশ ক্রমে আমরা 'হিন্দু রত্ন কমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্ব্ব সাধারণ ধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞানে রক্ষা করুন, ইহার মূল্য অধিক নয়, মাসে অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র, সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু মহাশয়েরা সানুকূল হইয়া ক্রমোন্নতি দেখাইলে এক বৎসর মধ্যেই আমরা সপ্তাহে বারদ্বয় প্রকাশ করিব, আপাততঃ প্রতি মঙ্গলবারে এই আকারে প্রচার করিয়া হিন্দু মহাশয়গণের স্বজাতীয় ধর্ম্ম বিষয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার পরীক্ষা করিব ইতি। হিন্দু রত্নকমলাকর সম্পাদকানাং।"

'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৫৮-৫৯ সনের কতকগুলি সংখ্যা। ১৩৩৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুত জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত এই সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

পাক্ষিক ও মাসিক পত্র

রসার্ণব

১৮৫৪ সনের জানুয়ারি (?) মাসে 'রসার্ণব' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"মাঘ, ১২৬০। বাবু রাধামাধব মিত্র কর্তৃক রসার্ণব নামে /০ মুল্যে এক মাসিক পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয়।" *

ধর্ম্ম মর্ম্ম প্রকাশিকা

১৮৫৪ সনের মে (?) মাসে এই মাসিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ১১ই জুলাই (২৮ আষাঢ় ১২৬১) তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

"কোন্নগর নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্ম মর্ম্ম প্রকাশিকা নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন, তাহার দুই সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার ভাগ প্রকাশ করাই ঐ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য,...।"

কিন্তু এই পত্রিকাখানি সর্ব্বপ্রথম ১৮৫০ সনের মাঝামাঝি অল্পদিনের জন্য প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৫২ সনের এপ্রিল মাসে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত গুপ্ত-কবির সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তেও দেখিতেছি যে ধর্ম্ম মর্ম্ম প্রকাশিকা 'কোন্নগর ধর্ম্মসভার মুখপত্র" ছিল। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন :—

"সন ১২৫৭ সাল।...ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিকা—কোন্নগরের ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। স্থিতিকাল—কয়েক সংখ্যা।"†

সম্ভবতঃ এই মাসিক পত্রখানির সম্পর্কেই 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ১৮৫০ সনের ২৯এ জুলাই (১৫ শ্রাবণ ১২৫৭) তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

"কোণনগরস্থ ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিকা সভার সংগৃহীত পুস্তকের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদক কর্তৃক অস্মৎ সমীপে প্রেরিত হওয়াতে আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম...।"

মাসিক পত্রিকা

১৮৫৪ সনের আগষ্ট মাসে 'মাসিক পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, উভয়েই সে-যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি। 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় আছে :—

"মাসিক পত্রিকা নং ১। বাং তাং ১ ভাদ্র শাল ১২৬১। ইং তাং ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪।

এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশক হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"

* "১২৬০ সালের মাঘ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ ফাল্গুন ১২৬০ (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪)।

† নবজীবন—আষাঢ়, ১২৯৩।

'মাসিক পত্রিকা' তিন বৎসর চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায়; ইহাতেই প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'মাসিক পত্রিকা'র ফাইল।—

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে :—১ম বৎসরের সম্পূর্ণ ফাইল, এবং ২য় বৎসরের দুই-তিন সংখ্যা।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—প্রথম বর্ষের ১০ম সংখ্যা; দ্বিতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা এবং তৃতীয় বর্ষের ১১শ সংখ্যা।

প্রকৃত মুদ্গর

১৮৫৪ সনের নবেম্বর মাসে 'প্রকৃত মুদ্গর' নামে এক আনা মূল্যের একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'মাসিক পত্রিকা'র বিপক্ষতা করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। গুপ্ত-কবি ১৮৫৪ সনের ৩০এ নবেম্বর (১৬ অগ্রহায়ণ ১২৬১) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

"'প্রকৃত মুদ্গর' ইত্যভিধেয় এক ক্ষুদ্রাকার মাসিক পুস্তক আমরা গত দিবস প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার ভাষা লেখা উত্তম হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনব মাসিক পত্রিকার বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করাই সম্পাদকের অভিপ্রায়, ফলতঃ এইরূপ বাদানুবাদে দেশের কি উপকার তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। মাসিক পত্রিকা লেখকেরা এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রচলিত প্রথার প্রতিকূলে অনেক অভিপ্রায় লিখিয়াছেন, ঐ পুস্তক যখন সাধারণ বালকগণ ও মহিলাগণের পাঠার্থ প্রকাশ হইতেছে তখন তাহাতে একেবারে সাহেবি অভিমত সকল ব্যক্ত করা উচিত হয় না একথা অতিশয় যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ পত্রিকা লেখকদিগের সকলেরই সাহেবি মেজাজ ও তাঁহারদিগের লেখাতেও সাহেবি গন্ধ আছে, তাহার বিরুদ্ধে মুদ্গর প্রকাশকের একেবারে কটুক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া বসা উচিত হয় না,...।
এই প্রকৃত মুদ্গরের মূল্য ／০ এক আনা মাত্র,... ।"

'প্রকৃত মুদ্গর' পত্রের ফাইল।—

ডক্টর রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—"সংখ্যা ২। ১৬ পৌষ ১২৬১। ইংরাজি ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৪ শনিবার।"

সিদ্ধান্ত দর্পণ

১৮৫৫ সনের মার্চ্চ মাসে 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত 'বিজ্ঞাপন'টি দেখিতেছি :—

"বর্ত্তমানে এতদ্দেশে অনেকানেক মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক প্রভৃতি নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার পরিপূরিত ও নীতি বিষয়ক প্রস্তাবিত পত্র সকল প্রকাশ হইয়া এতদ্দেশের অনেক অজ্ঞানান্ধকার দূরিকৃত হইতেছে অতএব এই মহোপকার বিষয়ের যত উন্নতি হইবেক দেশের ততই মঙ্গলোন্নতির সম্ভাবনা এতদর্থে আমরা কতিপয় ব্যক্তি একত্র হইয়া এই 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' নামে এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম...। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নির্ব্বাহক।"

'সিদ্ধান্ত দর্পণ' পত্রের ফাইল :—

ডক্টর রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—১ম সংখ্যা "১০ চৈত্র ১২৬১। ইংরাজী ২২ মার্চ্চ ১৮৫৫।"

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা

১৮৫৫ সনের এপ্রিল মাসে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ। তখন অবশ্য তাঁহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর।* 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' সিংহ-মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ছিল। ১৮৫৫ সনের ৫ই জুন (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২) তারিখের 'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রকাশকাল জানা যাইবে :—

বিদ্যোৎ সাহিনী সভা।—বিদ্যোৎ সাহিনী পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে এদেশের বাল্য বিবাহ কৌলীন্য মর্য্যাদা, চঞ্চল স্বভাব এবং বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা এই কয়েকটী বিষয় অতি সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছে, বিদ্যোৎ সাহিনী সভার অধীনে প্রতিমাসে ঐ পত্রিকা প্রকাশ হয় যুগলসেতু নিবাসি সর্গবাসি ৺নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের সুশীল পুত্র শ্রীমান বাবু কালিপ্রসন্ন সিংহের বিশেষ উৎসাহ ঐ সভা স্থাপিত হইয়াছে, সভ্যেরা বিনামূল্যে ঐ পত্রিকা সকলকে বিতরণ করেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ নবিন বয়েসে জাতীয় ভাষানুশীলনে এরূপ অনুরাগী হওয়াতে আমরা অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম।"

পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকাতেও 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র এইরূপ উল্লেখ আছে :—

"296. *Vidutsahini Patrika*, monthly, pp.9, 1 an., Ser. P., 1855, Essays."†

কিন্তু শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার রচিত কালীপ্রসন্ন সিংহের ইংরেজী ও বাংলা জীবনীতে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র সন্ধান দিতে পারেন নাই।

বঙ্গবার্ত্তাবহ

'বঙ্গবার্ত্তাবহ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৫৫ সনের মে-জুন মাসে প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

* কালীপ্রসন্ন সিংহের সঠিক জন্মকাল এতদিন আমাদের জানা ছিল না, এমন কি তাঁহার চরিতকার শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ও এই সংবাদ দিতে পারেন নাই। কালীপ্রসন্নের জন্ম যে ১৮৪০ সনের প্রারম্ভে—১৮৪১ সনে নয়—তাহা ১৮৪০, ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'দি ক্যালকাটা কুরীয়র' নামক ইংরেজী দৈনিক পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠে জানা যাইবে :—

(Translated for the Calcutta Courier.)

Nautch in Celebration of the Birth of a Child.—Last night a series of Nautches commenced at the residence of Baboo Nundolaul Sing, at Jorasanko, in celebration of the birth of his first child, a boy, which took place lately. There were a large assemblage of native gentlemen and professors of Sanscrit present on the occasion; the former were highly gratified with the musical performances of the nautch girls, and the latter with the valuable presents of Cashmere Shawls, etc.—*Prabhakur*.

† Long's *Descriptive Catalogue of Bengali Works* (1855), p. 66.

"জ্যৈষ্ঠ, ১২৬২ ।...ভবানীপুরে 'বঙ্গবার্ত্তাবহ' নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ হয় ।" *

সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' একখানি মাসিক পত্র। আমড়াতলার আঢ্য-পরিবারের অদ্বৈতচরণ আঢ্য ইহার সম্পাদক।+ ১৮৫৫ সনের জুলাই মাসে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"আষাঢ়, ১২৬২। 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' নামক এক অভিনব মাসিক পত্র প্রকাশ হয়।"‡

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'অবতরণিকা'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

"...আমরা দেশ বিদেশীয় প্রাচীন ও নব্য বিবিধ গ্রন্থের বিষয় সকল প্রকাশ করণাভিলাষে 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' নামে এই মাসিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রীতে এ দেশের প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র এবং কাব্য নাটক তথা নীতিশাস্ত্রাদির পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ২ ক্রমশ অনুবাদ করিয়া নিয়ত প্রকাশ করা যাইবে, এতদ্ভিন্ন পারসীক ও ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থ হইতে বিবিধ ইতিহাস উপাখ্যান এবং অবনীমণ্ডলে সময়ে২ যে২ অদ্ভুত ঘটনা হয় তদ্বিষয়ক পুস্তক চয় হইতেও অনুবাদ পূর্ব্বক কিছু২ সংগ্রহ করিয়া ইহাতে প্রকাশ করিব। অপর উপস্থিত মতে সাধারণ হিতার্থ বিষয় সকলের আন্দোলনেও ত্রুটি হইবে না, আর যে২ বিষয়ের আলোচনা করিলে দেশের হিত বা অহিত সর্ব্ব সাধারণের বুদ্ধি পথে উদিত হইতে পারে এবং রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন অথবা সাধারণের মনোযোগ দ্বারা অহিত নিবারণ পুরঃসর যাহাতে হিত সম্পাদন সম্ভব, সময়ে২ সে সকল বিষয়েরও আলোচনায় উপেক্ষা করা যাইবেক না।

এই 'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' প্রতি মাসে এই প্রকার দ্বাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ পরিমাণে প্রকাশ হইবে, প্রকটিত হইবার দিন অবধারিত থাকিবে না,...এক এক সংখ্যার মূল্য দিলে চারি আনা দিতে হইবে।..."

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' সর্ব্বসমেত ৩৪ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে সংখ্যাগুলি নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয় নাই।

* "সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ" সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল ১৮৫৬)।

+ ১৮৭৩ সনের প্রারম্ভে অদ্বৈতবাবুর মৃত্যু হয়। তাঁহার পরলোকগমনে 'ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন :—

"Death of a Native Journalist.—We regret to hear of the death, from disease of the heart, a few days since of Babu Adit Chandra Addy, the well-known Editor of the *Purno Chundrody*. He was one of the pioneers in native journalism in literature, in which he was an earnest worker till the time of his death." (*The Englishman* for Feb. 26, 1873).

‡ "সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল ১৮৫৬)।

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—সম্পূর্ণ ফাইল।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা

১৮৫৫ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা' মাসিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"আশ্বিন, ১২৬২। বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ হয়।"*

পরিচালকগণের প্রকাশিত 'বিজ্ঞাপনে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

"…যে সমস্ত পত্রী প্রচলিত আছে সর্ব্বসাধারণে তন্মূল্য প্রদান করিতে প্রায় সক্ষম হয় না এক বা অর্দ্ধ মুদ্রা মূল্যের প্রাত্যহিক পত্র গ্রহণ করিতেও অনেকে বিমুখ হয় অতএব সকল লোকের সুলভ নিমিত্ত 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রী প্রকটন করা গিয়াছে। এই পত্রীতে নীতি বিদ্যাশিক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সার বিবরণ এবং যে সমস্ত বিষয়ের আন্দোলনে জ্ঞান ও স্বভাব বুদ্ধি এবং সাধারণোপকার সম্ভাবনা তাহার সংক্ষেপ বর্ণন থাকিবেক। আপাতত অকটেবো পরিমাণের ষোড়শ পৃষ্ঠে প্রত্যেক সংখ্যা প্রকাশ হইবে মূল্য সংখ্যা প্রতি এক আনা মাত্র।"

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহা 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার' পত্রে (৫ম—৮ম বর্ষ) 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা' সম্বন্ধে বিশদ্ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ-পাঠে জানা যায়, 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা' পরবর্ত্তী কালে পাক্ষিক ও শেষে দৈনিকে পরিণত হইয়াছিল।

'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—প্রথম তিন বর্ষ (অসম্পূর্ণ)।
ডক্টর রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—২য়—৪র্থ বর্ষ (অসম্পূর্ণ)।
ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—প্রথম দ্বাদশ সংখ্যা।

মর্ম্ম ধুরন্ধর

১৮৫৬ সনের জানুয়ারি (?) মাসে 'মর্ম্ম ধুরন্ধর' প্রকাশিত হয়। ইহা মাসিক পত্র। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"মাঘ, ১২৬২।…'মর্ম্ম ধুরন্ধর' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়।"†

* "সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল ১৮৫৬)।

† "সন ১২৬২ সালের সমুদয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬৩ (১২ এপ্রিল ১৮৫৬)।

সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা

১৮৫৬ সনের মে (?) মাসে 'সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬, ২৯এ মে (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৩) তারিখে গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

"সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা ভবানীপুরস্থ হিন্দু পেটরিয়াট যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, তৎ-সম্পাদক মহাশয় যে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যদ্যপি যথা নিয়মে তত্তাবৎ প্রতিপালন করিতে পারেন তবে ঐ পত্রিকা সাধারণ বিদ্যানুরাগি ব্যক্তিদিগের পরম আদরণীয়া হইবেক তাহার সন্দেহ নাই, পরন্তু এই প্রথম সংখ্যক পত্রিকায় যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে আমরা তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি, লেখা প্রণালী সিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু আরো কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হইলে সাধারণের পাঠোপযোগি হইতে পারে, যাহা হউক আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি যে এই পত্রিকা চিরস্থায়িনী হইয়া তাঁহার পরম প্রেমময় সত্যজ্ঞান বিষয়ে সকলের চিত্তাকর্ষণ করুন।"

'সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা'র ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—৩য় খণ্ড, ২৭ ও ৩৬ সংখ্যা (১৮৫৮ সন)।

অরুণোদয়

'অরুণোদয়' একখানি পাক্ষিক পত্র; ১৮৫৬ সনের আগষ্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬, ৫ই আগষ্ট (২২ শ্রাবণ ১২৬৩) গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

"সদ্বিদ্বান শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড লালবিহারি দের প্রণীত অরুণোদয় নামক পত্রের প্রথম সংখ্যা পূর্ব্বগত দিবসে প্রাপ্ত হইয়াছি, এই পত্র পক্ষান্তে সম্বাদ ভাস্কর পত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশ হইবেক,…ঐ পত্রের মঙ্গলাচরণ নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম,…।

'মঙ্গলাচরণ।—সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে বঙ্গদেশে বহুবিধ বিদ্যার অনুশীলন বিশেষতঃ গৌড়ীয় ভাষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, যে জ্ঞান পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অবস্থিতি করিত সেই জ্ঞান অধুনা সর্ব্বসাধারণ জনগণ মধ্যে বিস্তীর্ণ হইতেছে। পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভাষাতে প্রায় একখানিও পুস্তক ছিল না, এক্ষণে ঐ ভাষায় সহস্র২ পুস্তক প্রণীত হইতেছে। পূর্ব্বে সমাচার পত্রিকার নাম গন্ধও ছিল না, অধুনা অনেকানেক মাসিক পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এবং প্রাত্যহিক পত্রিকা প্রকটিত হইতেছে, বস্তুতঃ সর্ব্বসাধারণের বিদ্যালোচনার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইলেই ভূরি ভূরি পুস্তক ও সম্বাদ পত্রিকা প্রকাশ হওয়া সম্ভবনীয় বটে। কিন্তু যদি এইক্ষণে গৌড়ীয় ভাষাতে বহুবিধ বৈষয়িক সমাচার ঘটিত পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তথাচ পরমার্থ ঘটিত অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রদানক্ষম পত্রিকা দুর্লভ, ফলতঃ নানাবিধ বৈষয়িক ও সাংসারিক জ্ঞানানুশীলন প্রচুররূপে থাকিলেও সত্য ধর্ম্ম জ্ঞানের আলোচনা না

থাকিলে কোন দেশের প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই, অতএব এতৎ নূতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞান বার্ত্তাদিতে পূরিত না হইয়া সত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম-সূচক উপদেশে ও নানাবিধ পরমার্থ ঘটিত প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইবে।

অপর আধুনিক পুস্তক ও সম্বাদ পত্র সকলেতে অনেকানেক কঠিন ও কঠোর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, এবং ঐরূপ দুরূহ বাক্য প্রণালী জ্ঞানবান ব্যক্তিদের পক্ষে বিনোদজনক হইলেও আমরা কেবল সুকোমল ও সুগম ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইষ্টসাধন করিব, যেহেতুক আমাদের এই নূতন পত্রিকা কি পণ্ডিত কি অপণ্ডিত সকলেরি উপকারার্থে প্রকাশিত হইতেছে।

জগদীশ্বরের প্রসাদেতে এই পত্রিকা পক্ষান্তে একবার অর্থাৎ প্রতি মাসে দুইবার প্রকাশ পাইবে এবং ইহার প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য এক আনা অথবা অগ্রে প্রদান করিলে বার্ষিক মূল্য ১ টাকা নির্দ্ধারিত হইল।..."

পত্রিকাখানি সচিত্র। ইহা "শ্রীরামপুরের 'তমোহর' যন্ত্রালয়ে (কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টীয়ান ট্রাকট্ সোসাইটির কারণ) শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত" হইত। লালবিহারী দে ইহার সম্পাদক ছিলেন।

'অরুণোদয়' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—দ্বিতীয় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭) হইতে তৃতীয় খণ্ড ১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ পর্য্যন্ত।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের অনেকগুলি সংখ্যা।

সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা

এই মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৫৬ সনের জুলাই (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬, ৬ই আগষ্ট (২৩ শ্রাবণ ১২৬৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন :—

" 'সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা' অর্থাৎ প্রাণি বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা। ইত্যাভিধেয় এক খানি নূতন পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, পত্রিকা প্রকাশক বা প্রকাশকগণ যে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমুদয়াংশকেই উত্তম বলিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে সুসাধু সরল বঙ্গ ভাষায় অতি পরিষ্কাররূপে অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হওয়াতে ঐ পত্রিকা সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ 'কুতর্ক-দমন' নামক প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, আমারদিগের পত্রের পরিমাণ দীর্ঘ নহে একারণ আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, তাহা সাধুরঞ্জন পত্রে প্রকটিত হইবেক, অধুনা আমরা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে এই সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা পত্রিকা অবনীমণ্ডলে চিরস্থায়িনী হইয়া সকলকে সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় করুণা সর্ব্বত্র প্রকাশ করুক।"

অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা

১৮৫৬ সনের অক্টোবর (?) মাসে "শ্রীশ্রীভাগবতী সভার অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পুস্তকের প্রথম সংখ্যার তারিখ—কার্ত্তিক, ১২৬৩; আখ্যাপত্রে আছে :—"শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া।" প্রথম সংখ্যার 'বিজ্ঞাপন' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...এতৎ পত্রিকার মুখ্য প্রয়োজন 'সম্বন্ধতত্ত্ব' স্বরূপশক্তিমদদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় পরিকর সহিত নিত্য লীলা বিশিষ্ট নরাকৃতি পূর্ণব্রহ্ম। 'অভিধেয়তত্ত্ব' তদ্রাগানুগা ভক্তি। 'প্রয়োজনতত্ত্ব' ব্রজবাসি জনানুগত প্রীত্যনুগত প্রীতি। ইহা শ্রুতিস্মৃত্যনুগত যুক্তি দ্বারা লিখিত হইবেক।...এই পত্রিকায় তত্ত্বসম্বন্ধীয় লিপি ভিন্ন অন্য কোন বিষয় লিখিত হইবে না।...গ্রাহকগণ সমীপে মাসিক পত্রিকার মূল্য।০ চারি আনা পরিগৃহীত হইবেক।...

কলিকাতা।

জানবাজার গোয়ালটুলি   শ্রীদ্বারকানাথ হোড়, ও শ্রীমধুসূদন সরকার

কার্ত্তিক, সন ১২৬৩।   সম্পাদক।"

'অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা'র ফাইল।—

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম দুই-তিন বর্ষ।

বিজ্ঞানমিহিরোদয়

১৮৫৭ সনের এপ্রিল মাসে (১২৬৪ সালের বৈশাখের প্রথমাবধি) 'বিজ্ঞান-মিহিরোদয়' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭, ১৮ই এপ্রিল (৭ বৈশাখ, ১২৬৪) তারিখে গুপ্ত-কবি 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্রালয় হইতে কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র দে চৌধুরীর সহায়তায় বৈশাখ মাস হইতে বিজ্ঞানমিহিরোদয় নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতেছেন।"

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' পত্রের ফাইল।—

ডক্টর রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—"২য় সংখ্যা, ১ম খণ্ড, ১২৬৪, ২ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।"

অপ্রকাশিত সাময়িক পত্র

১। সংবাদ চারুচন্দ্রোদয়

এই নামের একখানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রকাশ করিবার আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু কাগজখানি শেষ-পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

১৮৫৬ সনের ৮ই নবেম্বর (২৪ কার্ত্তিক, ১২৬৩) তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন ঃ—

"আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে সংবাদ চারুচন্দ্রোদয় নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র এতন্নগরে কোন বিদ্যানুরাগি যুবক কর্ত্তৃক প্রকটিত হইবেক, অধুনা আমরা তাহার অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, কোন্ দিবসাবধি ঐ পত্র প্রকাশারম্ভ হইবেক তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই, বোধ হয় শতাধিক লোকের স্বাক্ষর না হইলে প্রকাশক পত্র প্রকাশে সাহসিক হইবেন না।

"সংবাদ চারুচন্দ্রোদয়।

অনুষ্ঠান পত্র।

...আমরা বর্ত্তমান সময়কে উত্তম সময় বিবেচনা করিয়া সংবাদ 'চারুচন্দ্রোদয়' নামে একখানি অভিনব সংবাদ পত্র প্রকাশ করণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি, ঐ পত্র সংবাদ প্রভাকরের ন্যায় এক তক্তা কাগজে প্রতি সোমবারে প্রকটিত হইবেক, তাহাতে অন্যান্য সংবাদ পত্রের ন্যায় নানা দিগ্ দেশীয় সমাচার ও গদ্য পদ্য পরিপূরিত বিবিধ দেশহিতজনক প্রবন্ধ ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার উত্তম বিষয়ের অনুবাদ প্রকাশ করিব,...আমরা সাধারণের পাঠ সুলভ নিমিত্ত সংবাদ চারুচন্দ্রোদয়ের মাসিক মূল্য।০ আনা অথবা বার্ষিক অগ্রিম ২॥০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছি। শ্রীনিমাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক।"

২। বঙ্গদর্শক

অসমীয় ভাষার 'অরুণোদয়' নামক মাসিক পত্রের ১৮৫৬, জুলাই সংখ্যায় নিম্নলিখিত অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ—

"শ্রীবাবু ব্রজনাথ সরকারে কলিকাতা নগরত বাঙ্গদর্শক নামেরে এখন নতুন সম্বাদপত্র চাপিবলৈ আরম্ভন করিচে।"

(সমাপ্ত)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা

'সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা' একখানি মাসিক পত্রিকা। ১৮৫৭ সনের এপ্রিল (বৈশাখ ১৭৭৯ শক) মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

'সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার ঃ—১ম খণ্ড, ৪-১১ সংখ্যা।

* "আসামের পত্র-পত্রিকা" শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪, পৃঃ ৭৪।

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ *

বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলি যখন সাহিত্যের আসরে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করিতেছিল, তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাদের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ফলে কিছুদিনের জন্য নবজাত প্রাদেশিক সাহিত্য অভিজাতসমাজে কোনও স্থান পায় নাই। প্রাদেশিক ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া বা সংস্কৃতের সাহায্যে তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিবার পথ করিতে হইতেছিল। অনেক স্থলে ভাষাগুলির সম্মানবৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের ব্যাকরণ রচনা করা হইতেছিল। এই সকল গ্রন্থে কৃত্রিমতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল সত্য; কিন্তু প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতির ইতিহাসে প্রথম সোপান হিসাবে এগুলির মূল্য বড় কম নয়।[১]

কিন্তু এরূপ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। কালক্রমে ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গেল—প্রাদেশিক সাহিত্য নিজের আসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না; সংস্কৃতের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যও সে অধিকার করিতে উদ্যত হইল। প্রাদেশিক সাহিত্যের গ্রন্থ সংস্কৃতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত না হইয়া তাহার বিপরীত কার্য্য হইতে লাগিল। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া করিবার সূচনা দেখা গেল। অবশ্য সর্ব্বপ্রথম এই কার্য্যের সূত্রপাত হইল—পুরাণের মধ্য দিয়া। পুরাণের আদর চিরকালই জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান ছিল। দেবমন্দিরাদিতে সাধারণের সমক্ষে পুরাণ পাঠ বা তাহার ব্যাখ্যা বহু দিন হইতে ভারতে ও বৃহত্তর ভারতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে সংস্কৃত ভাষা একেবারে দুরধিগম্য না হইয়া পড়ার জন্যই হউক বা কারণান্তরবশতই হউক, সাধারণে ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিত বলিয়া মনে হয়। কালক্রমে জ্ঞানস্পৃহাবৃদ্ধি ও প্রাদেশিক সাহিত্যের পরিপুষ্টির সঙ্গে এই সকল সর্ব্বজনসমাদৃত গ্রন্থের পূর্ণ পরিচয় নিজ নিজ ভাষার মধ্য দিয়া লাভ করিবার প্রবল আগ্রহ সকলের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল। ফলে, রামায়ণ, মহাভারত ও নানা পুরাণ পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাতে সংস্কৃত ভাষার ভাবী অনাদরের আশঙ্কা করিয়া এইরূপ অনুবাদ-কার্য্যকে প্রবল ভাবে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন,—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২রা মাঘ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৯২৮, পৃঃ ৪৬৩-৪৭২) মল্লিখিত Sanskrit Works pertaining to Vernacular and Exotic Culture প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

কিন্তু এ ভীতিপ্রদর্শন নিষ্ফল হইল। প্রাদেশিক সাহিত্যের স্বাভাবিক পরিপুষ্টি কেহ রুদ্ধ করিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ, পুরাণের অনুবাদ বা পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত নানা গ্রন্থই প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহের মূল ভিত্তি হইয়া উঠিল। তবে, কালক্রমে কেবল পুরাণ নহে, অন্যান্য শাস্ত্রও প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত বা ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। নীলকণ্ঠ প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থকারগণ প্রাদেশিক ভাষায় রচিত মন্ত্রের প্রামাণ্য মানিয়া লইয়া প্রাদেশিক সাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়া দিলেন। প্রাদেশিক ভাষার পুষ্টির ফলে সংস্কৃত ভাষালোচনায় শৈথিল্য এবং সংস্কৃত-সাহিত্যে সাধারণের অনভিজ্ঞতাই এইরূপ অবস্থা আনয়নের কারণ হইতে পারে। সাধারণ লোক যে সকল শাস্ত্র আলোচনা করিত, বিশেষ পরিশ্রম না করিয়া—সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার নিদারুণ ক্লেশ স্বীকার না করিয়া যাহাতে তাহারা সেই সমস্ত শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এ জন্য নানা গ্রন্থ প্রাদেশিক ভাষায় প্রণীত হইতে লাগিল। বিবিধ বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হওয়ায় স্বল্পপ্রসার প্রাদেশিক সাহিত্যগুলি যে প্রভূত পরিপুষ্টি লাভ করিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ লোককে বিভিন্ন শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলির সহিত পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যেই এই সকল গ্রন্থ লিখিত হয়। তাই, সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া এই সকল গ্রন্থের ভাষা একটু সংস্কৃতভাবাপন্ন তথাকথিত পণ্ডিতী বাঙ্গালা।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সময়েই চীনা, তিব্বতী, আরবী, হিব্রু, রুষি প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমূহ অনূদিত হইতে থাকে। নানা পত্র-পত্রিকায় তাহাদের আলোচনা হইয়াছে এবং হইতেছে। ভারতীয় কৃষ্টিবিস্তারের ইতিহাসের দিক্ হইতে সে আলোচনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ ও মূল্যবান্। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে বিদেশী জাতিসমূহ ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় আগ্রহসহকারে অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইল, সে সময় ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে প্রাদেশিক সাহিত্যের ভিতর দিয়া সংস্কৃতে নিবদ্ধ নিগূঢ় তথ্যসমূহের প্রচারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও চেষ্টা হয় নাই। সুশৃঙ্খল ভাবে এই চেষ্টার সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুদ্রাযন্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে। তাহার পূর্ব্বে বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে বিভিন্ন ভাষায় কিছু কিছু প্রযত্নের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। এই প্রযত্ন বিক্ষিপ্ত হইলেও ইহা পরবর্ত্তী সুসম্বদ্ধ চেষ্টার মূলীভূত এবং আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। আমরা এই প্রবন্ধে সেই সকল প্রযত্নের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এ জাতীয় গ্রন্থ কত অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহার পরিচয় লঙ্ সাহেবের প্রস্তুত তৎকালীন মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা ও সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামক পুস্তকের 'সাহিত্য' অংশ হইতে পাওয়া যাইবে। এই সকল গ্রন্থে অনুল্লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর দুই চারিখানি পুস্তকমাত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

ঠিক কোন্ সময় হইতে প্রাদেশিক ভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে ১৭২৮ শক বা ১২১৩ বঙ্গাব্দে রচিত পৃথ্বীচন্দ্রকৃত

'গৌরীমঙ্গল' গ্রন্থ[১] হইতে বুঝা যায় যে, পৃথ্বীচন্দ্রের বহু পূর্ব্ব হইতেই এ জাতীয় গ্রন্থ রচনার প্রচলন হয় এবং তাঁহার সময়ে ইহাদের বহুল প্রচলন ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল।
দ্বাপরে মনুষ্যগণে ধারণে নারিল ॥
স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল।
কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হইল ॥
মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ।
স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মন ॥
বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে।
জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে ॥

পুরাণ

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষাতেই বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম নানা পুরাণের অনুবাদের সূত্রপাত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কানাড়ী ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত অনূদিত হয়। একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ে তেলুগু ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকখানি অনুবাদ হয়। কানাড়ী ভাষায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতেই তামিল ভাষায় মহাভারত প্রচারিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কণ্ডেয়পুরাণ তেলুগু ভাষায় অনূদিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কানাড়ীতে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে তেলুগুতে অনূদিত হয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে তেলুগুভাষায় কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ, পদ্ম ও ভাগবত পুরাণ এবং স্কন্দপুরাণের অংশবিশেষের অনুবাদ হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে তামিলভাষায় লিঙ্গ ও কূর্ম্মপুরাণ অনূদিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে মালয়ালম্ ভাষায় ভাগবত, ব্রহ্মাণ্ড ও শিবপুরাণের অনুবাদ হয়।[২]

বাঙ্গালা ভাষায়ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরাণ নানা ব্যক্তির দ্বারা অনূদিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নসির খাঁর শাসন-সময় হইতেই বোধ হয়, এই অনুবাদের সূচনা হয় এবং এই সময় হইতে কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতি বিভিন্ন কবি নানা পুরাণের অনুবাদ বা পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১১৪ প্রভৃতি, ৪০৯ প্রভৃতি)।

তন্ত্র

মধ্যযুগে তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা সমগ্র ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তান্ত্রিক সাধনার মূল তত্ত্বগুলি জানিবার এবং তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে অন্ততঃ কিছু দূর অগ্রসর হইবার প্রবল আগ্রহ অনেকেরই ছিল। তাহারই ফলে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তন্ত্র সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ রচিত হয়।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩০৩, পৃঃ ৫০)
২। Farquhar—Outline of the Religious Literature of India—পৃঃ ৩৬৬, ৩৭২।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কামরত্ন তন্ত্রের ও সাত্বত তন্ত্রের অসমীয়া অনুবাদ, কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন ও কাশ্মীরে সুপ্রসিদ্ধ শৈবগ্রন্থ লল্লাবাক্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কামরত্ন তন্ত্রের অসমীয়া অনুবাদ গ্রন্থ অনুমান তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ইহা আসামের প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ও আসাম রাজসরকার কর্তৃক ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের সাত্বত তন্ত্রের অসমীয়া অনুবাদ হইতে অংশবিশেষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকি' নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সাধকরঞ্জন নামক বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতা কমলাকান্ত খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে সোজা ভাষায় প্রাণায়াম, ষট্‌চক্র প্রভৃতি তান্ত্রিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতির শ্যামাসঙ্গীতে ও মঙ্গলকাব্যাদি অন্যান্য গ্রন্থেও প্রসঙ্গতঃ এই সকল বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বঙ্গভাষায় রচিত একখানি কৌলধর্ম্মের গ্রন্থের পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন।[১]

সংস্কৃত অনুবাদ সহ লল্লাবাক্য একাধিক বার প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রিয়ার্‌সন্ ও অধ্যাপক বার্ণেট কৃত রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত সংস্করণে বিস্তৃত টিপ্পনী প্রদত্ত হইয়াছে।

কমলাতন্ত্রান্তর্গত সত্যনারায়ণ-ব্রতকথার জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্যকৃত অনুবাদের একখানি পুথি মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সঙ্কলিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৬১) উল্লিখিত হইয়াছে।

মহিম্নঃস্তবের বাঙ্গালা অনুবাদের একখানি পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষদের বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে (১ম খণ্ড—সংখ্যা ৫৮৯) দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া, প্রাদেশিক ভাষায় রচিত কতকগুলি তান্ত্রিক মন্ত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজ পর্য্যন্ত ওঝা, গুণী প্রভৃতি সম্প্রদায় মারণ, উচ্চাটনাদি তান্ত্রিক কর্ম্মে অতি দুর্ব্বোধ্য—প্রায় অর্থহীন—সংস্কৃত-প্রাদেশিক-মিশ্রিত ভাষায় রচিত মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জাতীয় বহু মন্ত্র শাবরতন্ত্র, ডামরতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচলিত আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার ভূতডামর তন্ত্র নামক (১৮২৭) প্রচলিত ভূতডামর তন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একখানি গ্রন্থের পুথি এইরূপ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টিমাত্র। প্রাদেশিক ভাষায় মন্ত্র প্রয়োগ করিবার প্রথা কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। তবে শিবতাণ্ডবীয়াক্ষযন্ত্রব্যাখ্যা নামক তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা শৈব নীলকণ্ঠ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কোন কোন তান্ত্রিক ভাষামন্ত্রের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

১। ৩৭শ খণ্ড—পৃঃ ১২৫-৩৩

স্মৃতি

অসংস্কৃতজ্ঞ যাজনব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের পক্ষে স্মৃতির স্থূল কয়েকটী বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও জানা শক্ত ছিল। তাই বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করা হইয়াছিল। ফলে বাঙ্গালায় আমরা একাধিক স্মৃতির গ্রন্থ পাইয়াছি।

ইহাদের মধ্যে রাধাবল্লভ-রচিত স্মৃতিকল্পদ্রুম[১] ও ভাষাস্মৃতিসংক্ষেপ,[২] ভাষা-সংক্ষেপাশৌচপ্রকরণ,[২] ব্যবস্থাতত্ত্ব[৩] ও রাধাকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম-রচিত তত্ত্বভাষা[৪] প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এই রাধাবল্লভ ও ২৫১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত গৌরীমঙ্গলে উল্লিখিত রাধাবল্লভ এক বলিয়াই মনে হয়। ভাষাস্মৃতিসংক্ষেপে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্মৃতিকল্পদ্রুমের পুথিতে রাধাবল্লভের 'কবিবাগীশ' এই উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। পরিষৎপুথিশালার স্মৃতিকল্পদ্রুমের (১৫৬১) পুথির লিপিকাল ১৭২৯ শক। এই পুথির শেষ পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, রাধাবল্লভের পিতার নাম মুকুন্দ মিশ্র। স্মৃতিকল্পদ্রুমে অধ্যায়গুলির নাম দেওয়া হইয়াছে মঞ্জরী। বিভিন্ন মঞ্জরীতে শুদ্ধি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

দর্শন

দর্শনশাস্ত্রের—বিশেষতঃ ন্যায়ের মূলতত্ত্বগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দিবার জন্যও কতকগুলি পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে ন্যায়শাস্ত্রের বহুল প্রচারই ইহার কারণ। অনেক ক্ষেত্রে বর্ণপরিচয়ের পরই অথবা সংস্কৃত ভাষায় অতি সাধারণ জ্ঞানলাভের পরই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করা হইত। সেই জন্য বোধ হয়, ছড়া বাঁধিয়া ন্যায়ের কোন কোন বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত। "বান্ মান্ বর্জ্জিয়া সাধ্য আন গর্জ্জিয়া" প্রভৃতি ছড়া আজ পর্য্যন্ত পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত।

স্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে দুইখানি উল্লেখযোগ্য। একখানি ভাষাপরিচ্ছেদ নামক প্রসিদ্ধ প্রকরণ-গ্রন্থের অনুবাদ। আর একখানিরও নাম ভাষাপরিচ্ছেদ; তবে ইহা অনুবাদ নহে। ইহাতে ন্যায় বৈশেষিকের গোড়ার কথাগুলি গোতম ও তাঁহার শিষ্যদিগের কথোপকথনক্রমে দেওয়া হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গোতমকৃত ন্যায়দর্শনে পদার্থসংখ্যা ষোল হইলেও এই গ্রন্থে গোতম নিজেই বলিতেছেন,—'পদার্থ সপ্তপ্রকার।' শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩০৪, পৃঃ ৩২৫) ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৫০) ১১৮১ বঙ্গাব্দে

১। Notices of Sanskrit Manuscripts (New Series) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৬।
২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৩, ২২৮-৯।
৩। ঐ ৮ম ভাগ, পৃঃ ৪৩।
৪। ইহা একখানি বিস্তৃত স্মৃতিসংগ্রহ গ্রন্থ। ইহার অন্তর্গত 'প্রায়শ্চিত্তপাঞ্চালিকা' নামক দ্বিতীয় অংশ হুগলী কৈকালা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

লিখিত এক পুথি হইতে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। অনুবাদ গ্রন্থখানি আড়িয়াদহনিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রচিত এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে ভাষাপরিচ্ছেদের আক্ষরিক অনুবাদ নাই। ভাষাপরিচ্ছেদের প্রসিদ্ধ টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সারার্থ ইহাতে যথাসম্ভব সরল বঙ্গভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের আখ্যাপত্র এইরূপ :—

A
System of Logic
Written In Sunscrit By
The Venerable sage Boodh
And Explained In A Sunscrit Commentary By
The Very Learned Viswonath Turkaluncar
Translated Into Bengalee
By
Kashee Nath Turkapunchanun
মহর্ষি গোতমকৃত
ন্যায় দর্শন ;
মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তদীয়
ভাষাপরিচ্ছেদঃ।
শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কৃতস্তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহ ;
গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী।
স্কুল বুক সোসাইটি দ্বারা কলিকাতা মিলন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল।
CSBS
Calcutta :
Printed for the Calcutta School Book Society,
At the Baptist Mission Press, Circular Road.
1821.

গ্রন্থের প্রারম্ভপত্রে আখ্যাপত্রের বাঙ্গালা অংশটী ঈষৎ পরিবর্ত্তন সহ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থমুদ্রণের তারিখ বাঙ্গালা সন ১২২৭, ২রা চৈত্র।[১]

গ্রন্থোৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাঙ্গালা পদ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে পদ্যে গোতমকৃত ন্যায়সূত্রের প্রথম সূত্রের অনুবাদ করা হইয়াছে। যথা,—

১। এই গ্রন্থের এক খণ্ড এসিয়াটীক সোসাইটির পুস্তকাগারে আছে। আমি তাহা হইতেই আখ্যাপত্রটী তুলিয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের আর এক খণ্ড হইতে প্রারম্ভপত্রস্থিত পরিচয়টী প্রকাশ করিয়াছেন (বঙ্গলক্ষ্মী—মাঘ, ১৩৩৯—পৃঃ ১৭২ পাদটীকা)।

প্রমাণ প্রমেয়গণ, বাদজল্প প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত তর্ক ছল। বিতণ্ডা জাতি সংশয়, অবয়ব বিনির্ণয়, হেত্বাভাস নিগ্রহের স্থল ॥ গোতম কথিত সেই, ষোড়শ পদার্থ এই, কহিলাম করিবা স্মরণ। ন্যায় ভাষা পরিচ্ছেদে, দ্রব্যাদিপদার্থভেদে, তার জ্ঞান হয় একারণ ॥ পরম ঈশ্বরে ভাবি, কহে কাশীনাথ কবি, উপনাম তর্কপঞ্চানন। ভাষাপরিচ্ছেদ সিন্ধু, উদ্ধারে পরমবন্ধু, সাধুভাষা কৃত সেতুগণ ॥ দৃষ্টি করি পূর্ব্বাপর, মূল অর্থ পরস্পর, ঘুচাবে সন্দেহ হয় যদি। ভাবিলে ভাবনা যাবে, অন্ধকারে আলো হবে, দৃষ্টিমাত্র পদার্থ কৌমুদী ॥

বঙ্গীয় ১৩১০ সালে প্রকাশিত ভাষাপরিচ্ছেদের অনুবাদের ভূমিকায় (পৃঃ ৵০) পণ্ডিত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর বলিয়াছিলেন,—'এ পর্য্যন্ত কোন ন্যায়-শাস্ত্রের কৃতবিদ্য মহোদয়ই এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।' আমাদের বর্ণিত গ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি আংশিক সত্য ; বোধ হয়, তিনিই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত ভাষাপরিচ্ছেদের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছিলেন।

দর্শনবিভাগেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও তজ্জাতীয় অন্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে গীতার খণ্ডিত অনুবাদের পুথিতে অতি সরলভাবে বিষয়গুলি বুঝান হইয়াছে।[১] যথা,—

কৌমার যৌবন জরা শরীরে যেমন।
বিনা যত্নে হয় যায় না রহে কখন ॥
দেহান্তর প্রাপ্তি হেনমতে ব্যবহার।
পণ্ডিতে না ভুলে ভেদ জানিয়া তাহার ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩) বর্ণিত অনুবাদের পুথিতেও এইরূপ সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

বিষয়বৈরাগ্য সদা বশে রহে চিত্ত।
পরমাত্মা চিন্তন আছে যার নিত্য ॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
পাইলে না জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান ॥

এই প্রসঙ্গে পূর্ণানন্দগীতা নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে গীতা, মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থের কতগুলি নির্ব্বাচিত শ্লোকের পদ্যানুবাদ আছে। (বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০০)।

প্রাদেশিক ভাষায় রচিত ভগবদ্‌গীতাবিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন মারাঠী ভাষার জ্ঞানেশ্বরীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। জ্ঞানেশ্বরী গীতার অনুবাদ নহে—দশ সহস্র কবিতাত্মক এই গ্রন্থে অদ্বৈতমতে গীতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৪ খণ্ড, পৃঃ ২২৭।

শতাব্দীর শেষ ভাগে নিবৃত্তিনাথের শিষ্য জ্ঞানেশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হয়। এই নিবৃত্তিনাথ গণিনাথের শিষ্য এবং গণিনাথ প্রসিদ্ধ নাথগুরু গোরক্ষনাথের শিষ্য। জ্ঞানেশ্বরী মহারাষ্ট্রীয় সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আলোচিত হইয়া থাকে। সাধারণের মধ্যে যাহাতে ইহার বহুল প্রচার হয়, সেই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। [১]

প্রাচীন মারাঠীতে দর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। জ্ঞানেশ্বরই অদ্বৈত শৈবদর্শন সম্বন্ধে পদ্যে অমৃতানুভব নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। [২] ইহা ছাড়া, মুকুন্দরাজ-রচিত বেদান্তব্যাখ্যা 'বিবেকসিন্ধু' মহারাষ্ট্রীয় সমাজে বিশেষ আদৃত। কেহ কেহ মনে করেন, বিবেকসিন্ধু খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল এবং ইহা মারাঠী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মুকুন্দরাজ অত প্রাচীন নহেন—তিনি প্রসিদ্ধ কবি তুকারামের সমসাময়িক।[৩]

ব্যাকরণ

সংস্কৃত ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই করিয়াছিলেন—ইহাই সাধারণের ধারণা। কিন্তু সে ধারণা সত্য নহে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালেও যে এরূপ চেষ্টা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দুই একখানি পুথি হইতে পাওয়া যায়। পরিষদের পুথিশালায় 'বালবোধিনী' নামে একখানি ব্যাকরণের পুথি আছে। উহাতে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালায় বিষয়গুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।[৪] যথা—যাহারে শ্লাঘা করিয়ে তত্র চতুর্থী…যাহারে কোপ করি তত্র চতুর্থী…যাহারে ভয় করিয়ে তত্র পঞ্চমী … যাহারে সুনিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥ যাহা হইতে বারিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥…জাহা হইতে প্রভবিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥…যাহারে স্মরণ করিয়ে তত্র দ্বিতীয়াপঞ্চম্যৌ ভবতঃ ॥

জ্যোতিষ

জ্যোতিষের প্রয়োজনীয় বচনগুলি ছড়ার আকারে গাঁথিয়া অনেকগুলি পুস্তক প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় বহু গ্রন্থের পুথি নানা স্থানে পাওয়া যায়। এইরূপ কয়েকখানি পুথির বিবরণ মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সঙ্কলিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' প্রদত্ত হইয়াছে।[৫]

বৈদ্যশাস্ত্র

বৈদ্যশাস্ত্র বেশ কঠিন শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা দরকার। সংস্কৃত ভাষার দৃঢ় জাল ভেদ

১। Modern Review—August, ১৯৩২, পৃঃ ১৯৫।
২। Farquhar—Outlines of the Religious Literature of India, পৃঃ ২৩৪-৫।
৩। ঐ, পৃঃ ২৯৬।
৪। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৮শ খণ্ড—পৃঃ ২৬১।
৫। ১৯২, ২৪৭, ৫৩২ ও ৫৪১ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

না করিয়াও যাহাতে মোটামুটিভাবে চিকিৎসার কাজ চালান যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রোগপ্রয়োগ,[১] কবিরাজী পাতড়া[২] প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গ্রন্থ

প্রাচীন বাঙ্গালায় যত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বোধ হয় চৈতন্যসম্প্রদায়ের গ্রন্থ। চৈতন্যের সম্প্রদায় বাঙ্গালার মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব মত প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে উচ্চ সমাজে সম্মান পাওয়া যায় না বলিয়া তাঁহারা সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহাদের প্রযত্নে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে স্বতন্ত্র এক বিশাল ও সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।[৩] অসংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ বৈষ্ণবের সুবিধার জন্য এই বিশাল সাহিত্যের অনেকাংশই বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। যাঁহারা এই অনুবাদ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান যদুনন্দন দাস।[৪]

কেবল বৈষ্ণব কাব্য নাটক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সরল ও উপাদেয় গ্রন্থই যে অনূদিত হইয়াছিল, তাহা নহে। বৈষ্ণব স্মৃতিবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসের কানাইদাসকৃত একখানি অনুবাদের পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে।[৫] অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উজ্জ্বলনীলমণি ১৭০৭ শকাব্দে শচীনন্দন বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনূদিত হয়। এই অনুবাদের নাম উজ্জ্বলচন্দ্রিকা।[৬] উদাহরণপ্রসঙ্গে মূল গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, বিদ্যানিধি মহাশয় সেগুলিও অতি সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। রসশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এ জাতীয় গ্রন্থগুলি প্রকাশিত ও আলোচিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থের মধ্যে অষ্টরস,[৭] রাধাকৃষ্ণ দাসকৃত রসভক্তিলহরী,[৭] পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, গোপাল দাসের রসকল্পবল্লী[৮] প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অবলম্বনে রচিত বিবিধ গ্রন্থ হিন্দী সাহিত্যকেও পরিপুষ্ট করিতেছে।[৯]

কামশাস্ত্র

কামশাস্ত্র শাস্ত্রান্তরের ন্যায় জনসমাজে বিশেষ প্রচলিত না হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় কামশাস্ত্র সম্বন্ধেও একাধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৩। ২। ঐ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৫১।

৩। এই সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute পত্রে (১০ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪–১২৬) প্রকাশিত মল্লিখিত Sanskrit Literature of the Vaisnavas of Bengal প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (পঞ্চম সংস্করণ), পৃঃ ৩৩৮ প্রভৃতি।

৫। Indian Antiquary. ১৯২৮, পৃঃ ২। এই গ্রন্থের ক্ষেত্রনাথকৃত অনুবাদের বিবরণ 'পঞ্চপুষ্পে' (চৈত্র, ১৩৩৯, পৃঃ ৫২৫) দ্রষ্টব্য।

৬। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ, ১—৪।

৭। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা—পৃঃ ১৮।

৮। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩৩৭, পৃঃ ৯৯ প্রভৃতি।

৯। A History of Hindi Literature—F. E, Keay পৃঃ ৩৭, ৪৬ ইত্যাদি।

পদ্মপুরাণান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট 'রতিশাস্ত্রের' পদ্যানুবাদের একখানি পুথি শ্রীযুক্ত আবদুল করিম কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে।[১] পুথিখানি একবার ১১৪৭ বঙ্গাব্দে এবং আর একবার ১২৫০ বঙ্গাব্দে সংশোধিত হইয়াছিল—পুথির শেষে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, বইখানির কিছু কিছু প্রচলন তখনকার সমাজে ছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫৫২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি একই গ্রন্থের।[২] পরিষদের পুথির নকলের তারিখ ১২৫২ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থের প্রারম্ভে কামশাস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশে গ্রন্থকার বলিতেছেন,—

শিববিধিকৃত যত পুরাণাদি তন্ত্র।
দেখহ বিচারি মনে সর্ব্ব এই মন্ত্র ॥

* * *

যত শুন তন্ত্র এই রতিশাস্ত্র পুরাণ।
তন্ত্রসার আদি বেদে সর্ব্ব এই প্রমাণ ॥

* * *

শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য।
পঞ্চ উপাসকের মূল নিত্যের এই নিত্য ॥

গ্রন্থকার স্পষ্টভাবেই ইহাকে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

কহি রতিশাস্ত্র কথা শুন দিয়া মন।
পদ্মপুরাণের শ্লোক ভাষায় রচন ॥

এই গ্রন্থ গর্গমুনি ও পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের কথোপকথনরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। পরিষৎপুথিশালার ৯২৫ সংখ্যক 'রতিশাস্ত্র' নামক পুথিতেও উহাকে পদ্মপুরাণান্তর্গত বলা হইয়াছে।

পরিষৎপুথিশালার 'শৃঙ্গাররসপদ্ধতি' নামক ২১২৫ সংখ্যক পুথি ও 'শৃঙ্গারতিলক-পদ্ধতি'নামক ২৩৮৬ সংখ্যক পুথি নাম বিভিন্ন হইলেও একই গ্রন্থের। ২১২৫ সংখ্যক পুথিতে বঙ্গানুবাদের পূর্ব্বে সংস্কৃত মূল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থান্তে গ্রন্থকার বাঙ্গালায় নিজেও কিছু নূতন উপকরণ সংযোজন করিয়াছেন। নিজরচিত অংশের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,—

অতএব সংস্কৃত কবিতা বেতিত।
বিরচিব চারি বন্ধ শাস্ত্রের অতীত ॥

মূল গ্রন্থকর্ত্তা অথবা অনুবাদকের নাম বিশ্বম্ভর দত্ত।[৩] এই পুথিখানি কোনও মুদ্রিত সংস্করণ হইতে নকল করা বলিয়া মনে হয়। মুদ্রিত সংস্করণের আখ্যাপত্র বোধ হয়, পুথির প্রারম্ভে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। পুথির প্রথম পত্র এইরূপ :—

১। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা—পৃঃ ২৬০।
২। পরিষদের ২১২৯ সংখ্যক পুথির সহিতও এই পুথির আংশিক মিল দেখিতে পাওয়া যায়।
৩। শ্রী বিশ্বাম্বর দত্তর কৃত শোলপ্রকার রতী সাঙ্গ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

শ্রীচরণ ভরসা ॥

শৃঙ্গার রস পদ্ধতি ॥

সংস্কৃত এবং তদ্ভাষা ॥

শ্রীহরিচন্দ্র দত্তের ॥

বিদ্যাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল ॥:॥

বহরা গ্রামে ॥

বঙ্গাব্দা ১২৪৮ দানিশাব্দা ৯১ সংখ্যক ॥

২৩৮৬ সংখ্যক পুথিখানিও এই গ্রন্থেরই অন্য এক মুদ্রিত সংস্করণের নকল।[১] এই পুথির পুষ্পিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভবসিঙ্গ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্ক হয়ে হলো ব্যাপ্ত ॥
শৃঙ্গারতিলক গ্রন্থ হইলো সমাপ্ত ॥

সন ১২৬৩ সাল তারিখ ॥ ৬ মাঘ সাক্ষরকারি শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার তস্য অধিকার জানিবেন। শকাব্দা ১৭৭৮॥ রবিবার বেলা নেত্রদণ্ড মধ্যাহ্নে সমাধান হইল সাং গোবিন্দপুর ॥

কামশাস্ত্রের আর একখানি পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৫১) প্রদত্ত হইয়াছিল।

বিবিধ

উপরিনির্দ্দিষ্ট গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি সাধারণের রুচিকর ও পরিচিত গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বেতালপঞ্চবিংশতি,[২] শান্তিশতক[৩] ও যুক্তিকল্পতরুর[৪] অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ব্যবহারপ্রদীপ (১৫৬০) নামক একখানি গ্রন্থ এবং মোহমুদ্গর নামে অভিহিত বিভিন্ন গ্রন্থে (৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ১৬৭৩) সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ কতকগুলি নীতিশাস্ত্রবিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে হিন্দী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য নৈষধচরিত[৫] ও শৃঙ্গার-শতকের টীকার[৬] উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১। মুদ্রিত হইলেও কামশাস্ত্রের গ্রন্থ বলিয়া এই সকল পুস্তক সাধারণ্যে তেমন প্রকাশলাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাই এসকল গ্রন্থের উল্লেখ পর্য্যন্ত অন্যত্র পাওয়া যায় না।

২। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১।৪১৯

৩। „ ১।৪২০

৪। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৮।

৫। গ্রীয়ারসন্—Vernacular Literature of Hindusthan, পৃঃ ৯৩।

৬। Journal of the United Provinces Historical Society, প্রথম খণ্ড (১৯১৭) পৃঃ ৫৯ প্রভৃতি। (এই গ্রন্থ ১৬৮৭ বিক্রমসংবতে লিখিত একখানি পুথি হইতে R. P. Dewhurst কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল)।

আসাম বুরঞ্জি *

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়স্ত্রিংশ ভাগের ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূঞা মহাশয় "বাঙ্গালা-ভাষায় আসামের ইতিহাস" (পৃঃ ১৯-৩৫) শীর্ষক প্রবন্ধে স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন কৃত "আসাম বুরঞ্জির" বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে পুস্তক দেখিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন। প্রথম ও শেষের দিকে কয়টি পৃষ্ঠা না থাকায় পুস্তকের রচনাকাল কয়েকটি প্রমাণের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

কিছুদিন হইল, সম্পূর্ণ পুস্তকখানি আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। নিম্নে এই পুস্তকের আখ্যা-পত্র (Title page) ও "অনুষ্ঠানপত্র"টি যথাযথভাবে উদ্ধৃত করা হইল।

এই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। সেই যুগের কয়েকখানি সংবাদপত্রে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হয়। Asiatic Journal and Monthly Register পত্রে যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আছে। ইহা ব্যতীত সমাচারদর্পণ, বঙ্গদূত প্রভৃতি সাময়িক পত্রেও সমালোচনা দৃষ্ট হয়।†

আখ্যা-পত্র—শ্রীশ্রীকামাখ্যা। / জয়তিতরাম্। / আসাম / দেশান্তর্গত গুয়াহাটী নগর নিবাসি / শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল / ফুকন বিরচিতং। / শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়েনাঙ্কিত / আসাম বুরঞ্জি / অর্থাৎ আসাম দেশীয় ইতিহাস প্রথম ভাগ / কলিকাতা সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। বাঙ্গলা ১২৩৬ সাল ১৭ই কার্ত্তিক। পৃঃ।০+৮৬।

অনুষ্ঠানপত্র—কলিকাতা মহানগরে ছাপা যন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে বিদ্যার অধিক অনুশীলন হইয়াছে এবং অনেক গুণবান ভাগ্যবান মহাশয়েরা নানা বিদ্যা বিষয়ক ও নানা দেশ বিবরণ পুস্তক অধিক পরিশ্রম দ্বারা শোধিত ও মুদ্রিত করিয়া অনেকের পরিশ্রম নিবারণ ও বিজ্ঞতা করিতেছেন কিন্তু আসাম দেশের বিষয় বৃত্তান্তের কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই আসাম কামরূপ ইত্যাদি নামে দেশ আছে ইহাই স্থূলরূপে অনেকের পরিগ্রহ আছে তাহার বার্ত্তার বিজ্ঞান দূরে থাকুক সে দেশ কিরূপ কোন দিগ তাহা অন্য দেশীয় লোক প্রায় অনেকেই জ্ঞাত নহেন অতএব আসামের বৃত্তান্ত প্রকাশ করা আবশ্যক বিশেষতঃ এই ক্ষণে আসাম দেশ ইংলণ্ডীয়াধিকৃত হওয়াতে নানা দিগ্‌দেশীয় লোকের গমনাগমন হইয়াছে ও হইতেছে ও হইবে কিন্তু তাঁহারা আসামের রীতি চরিত্রাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত রাজ্যকার্য্যাদি করিতে নৈপুণ্য প্রকাশ করণে আশুক্ষম হন না

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৪এ পৌষ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† রেভারেণ্ড জে, লঙ তাঁহার বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তকের তালিকাতে (Descriptive Catalogue of Bengali Books) আসাম বুরঞ্জি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"In 1830 was published the Asam Buranje, History of Assam, and its famous shrines, by Hatiram Dakiyal. pp. 86. ch. P., who distributed it gratis." p. 24. পুস্তক প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থকারের নাম সম্বন্ধে লঙএর মত ভ্রমাত্মক। 'বঙ্গদূতে'র ৭ নবেম্বর ১৮২৯ খ্রীঃ সংখ্যাতে এবং 'সমাচারদর্পণের' ৩০ জানুয়ারী ১৮৩০ খ্রীঃ সংখ্যাতে 'গত বৎসরের প্রকাশিত পুস্তক' প্রবন্ধে "আসাম বুরঞ্জির" উল্লেখ আছে।

অতএব সকল লোকের উপকারার্থে আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ অর্থাৎ আসামের ইতিহাস বর্ণন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে ইহাতে অনেকের উপকার হওনের সম্ভাবনা।

বিশেষতঃ প্রথমতঃ। প্রথম খণ্ডে পূর্ব্বকালীন ও বর্ত্তমান রাজবৃত্তান্ত অর্থাৎ পৃথিবীর পুত্র নরক রাজা অবধি ইংলণ্ডীয়াধিকার পর্য্যন্ত বর্ণন করা গেল ইহার দ্বারা ইতিহাস জিজ্ঞাসু ও আসাম দেশে বিষয়কর্ম্ম করণেচ্ছুক মহাশয়েরদিগের পক্ষে অধিক উপকার হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ। রাজ্যশাসন অর্থাৎ রাজস্বের গ্রহণের ধারা ও আদালতের রীতি প্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা তত্তৎকর্ম্মকারিরদিগের উপকার আছে।

তৃতীয়তঃ। নদী ও পর্ব্বত ও লোকসংখ্যা ও রাজস্ব প্রভৃতি ও কামাখ্যাদি দেবালয়ের বিষয় বৃত্তান্ত তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি তাহাতে আসাম দেশে গমনাগমনকারিদিগের অধিক উপকার হইবেক বুঝা যায়।

চতুর্থতঃ। উৎপন্ন দ্রব্য জাতি বিভাগ রীতি ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি লেখা গিয়াছে তাহাতে বাণিজ্য ব্যবসায়িরদিগের ও অন্য অন্য লোকের পক্ষে অতিশয় সপ্রয়োজনক হইবে বোধ হয় যাঁহারা উপরের লিখিত কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষী না হন তাঁহারা ও এই উপকার জ্ঞান করিতে পারেন যে কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এই দেশের বহুবিধ বিষয় জানিতে পারিবেন অতএব বহুলোকের উপকারার্থে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করা গেল মনে করি ইহার দ্বারা অনেকের অনুগ্রাহ্য হইতে পারিব।

অপর এই পুস্তক যিনি গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি বিনামূল্যে পাইতে পারিবেন ইহার অভিপ্রায় এই যে যদ্যপি এই পুস্তক বিবিধ লোকের উপকারক হয় তবে ইহার তুল্য মূল্য কি হইতে পারে এবং মূল্য গ্রহণ করিলে দরিদ্রের উপকারক হয় না অতএব বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া যাইবেক ইতি।

শ্রীহলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন—
মুলক্ আসাম। (পৃঃ।০)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় "ইঙ্‌লিষদর্পণ" নামক ইংরাজী ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের নাম শ্রীরামচন্দ্র। তাঁহার উপাধি কি ছিল, জানা যায় নাই; তিনি এক স্থলে নিজকে শ্রীরামসেবক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নাথানিএল্ ব্রাসি হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) যেমন প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৭৭৮ খ্রীঃ) "ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং" প্রণয়ন করেন, রামচন্দ্রও তদ্রূপ "ইঙ্গলিষ-শাস্ত্রাভিলাসি বঙ্গদেশনিবাসি মহাশয়েরদিগের অনায়াসে ঐ শাস্ত্রের রীত্যবধারণ কারণ" ইংরাজী ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন।

এই পুস্তকই বাঙ্গালা ভাষায় রচিত সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ বলিয়া মনে হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তকের তালিকার সঙ্কলয়িতা রেভারেণ্ড জে, লঙ (Rev. J. Long) বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী ব্যাকরণ প্রণয়ন-কারকদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে জে, পিয়ার্সন সাহেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—পিয়ার্সনের ব্যাকরণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

(In 1820 Rev. J. Pearson published Murray's ENGLISH-GRAMMAR in Bengali, pp. 103, 2 Rs.—Descriptive Catalogue of Bengali Books, p. 21). তিনি "ইঙ্গলিষদর্পণের"ও উল্লেখ করিয়াছেন, তবে তাঁহার মতে তাহা পিয়ার্সনের ব্যাকরণের দুই বৎসর পরে মুদ্রিত হয়। (In 1822 appeared the *Inglish Darpan* pp. 201. Hindustani P. an Anglo-Bengali Grammar by Ramchandra; one third of it treated of the variations in English pronunciation Ibid. p. 21.)

স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পুস্তকাগারে এক খণ্ড পুস্তক দেখার সুযোগ আমার হইয়াছে, তাহা লালবাজারের হিন্দুস্থানি প্রেসে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে (শকাব্দা ১৬৩৮, বাং সন ১২২৩) মুদ্রিত। গ্রন্থকার পরিচয়পত্রে (Title page) কবিতায় পুস্তকের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালার সুপ্রচলিত রীতি অনুসারে পুস্তক রচনার তারিখটীও সাঙ্কেতিক শব্দ সংযোগে কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। এ পুস্তকে বাঙ্গালা পূর্ণ বিরাম চিহ্ন "।" (দাঁড়ি) না দিয়া, ইংরাজি পূর্ণ বিরামচিহ্ন "." (ful stop) ব্যবহার করা হইয়াছে। পুস্তকের পত্রসংখ্যা মোট ২০৪ (ই+২০১)। নিম্নে তাহার পরিচয়-পত্রটি যথাযথভাবে উদ্ধৃত করা হইল,—

শ্রীগুরবে নমঃ—

ইঙ্‌লিষ দর্পণ নাম নব্যগ্রন্থ অনুপাম

মরির গ্রেম্মের সমুদ্ধৃত—

বাকর কোষের মত উচ্চারণ বিশেষত

শ্রীরামচন্দ্রস্য বিরচিত—

গুরু সহ রাম লহ স্বরে কহ পরংমহ
মহামংঘসংঘ দহরঙ্গেতে—
বৈশ্বানর দণ্ডধর নরকর নিশাকর
শাক বঙ্গী শন কর শঙ্কেতে—
কলাবিদ্যা বিশারদ মহাশয় সব -
ক্রীষ্‌চীয়েন শকাব্দা করিবে অনুভব—
কলিকাতা মধ্যে লালবাজার প্রদেশে
মুদ্রাঙ্কিত হৈল তথি হিন্দুস্থানি প্রেসে—(পৃ—অ)

গ্রন্থকার এই পুস্তকে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এক ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, তিনি John Master সাহেবের উপদেশক্রমে, Dr. John Wolker এবং বিশেষভাবে Lindley Murry সাহেবের ব্যাকরণ অনুসারে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি আপনাকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনুসেবক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভূমিকা হইতে তৎকালীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের রচিত বাঙ্গালা গদ্যরীতির একটা সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। নিম্নে ভূমিকাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইল,—

"শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের চরণারবিন্দ বন্দন পূর্ব্বক ইঙ্‌লিষশাস্ত্রাভিলাসি বঙ্গদেশ নিবাসি মহাশয়েরদিগের অনায়াসে ঐ শাস্ত্রের রীত্যবধারণ কারণ নিখিল দ্বীপোপ-দ্বীপেশ্বর প্রজাগণ পালন পরায়ণবর মহারাজাধিরাজ শ্রীযুত কাম্পেনী বাহাদুরের সম্পর্কীয় কার্য্যসচিব বিবিধ বিদ্যানিধান শ্রীমান জান মষ্টর John Master সাহেবের উপদেশক্রমে সেই ভূপালচূড়ামণির সাম দান দণ্ড ভেদ ইত্যাদি যন্ত্র নির্ম্মাণের আবেশনাধ্যক্ষ নানাশাস্ত্র-বিশারদ বিশ্বকর্ম্মা শ্রীযুত ডাক্তর বিলেম কেরী Dr. W. Carey সাহেবের প্রধান সর্বাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অনুসেবক শ্রীরামসেবক কর্ত্তৃক দূরস্থ ইঙ্‌লিষবিদ্যা সামীপ্যকারক ইঙ্‌লিষ দর্পণ নামে দূরদর্শক অর্থাৎ দূরবীন নির্ম্মিত হইল—

হে বঙ্গবাসি বিজ্ঞসকল এই দর্পণকে প্রজ্ঞাহীন অজ্ঞের নির্মিত জ্ঞান করিয়া অবজ্ঞা করিবেন না, কেননা ইহার মধ্যস্থ উদাহরণরূপ শীর্ষকসকলকে অধ্যাপক অগ্রগণ মান্য Dr. Lindley Murry এবং Dr. John Wolker প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তারা সংস্কৃত করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার কেবল ইঙ্‌লিষ ভাষাস্বরূপ গুরুভার বিশিষ্ট লোহকাষ্টের আবেষ্টন অর্থাৎ সূত্র বা আদেশ সকলকে পরিবর্ত্ত করিয়া সংস্কৃত স্বর্ণরেখাতে খচিত বঙ্গীয় ভাষারূপ শরল কাষ্টেতে পূর্ব্ববৎ চারিপর্ববিশিষ্ট করিয়া রচিত করা গিয়াছে অতএব ভ্রমক্রমে কাষ্ট যোজনাতে যদ্যপি কোনখানে অপরিস্কৃত থাকে সে অপরাধ গ্রহণ না করিয়া এই দর্পণেতে দৃষ্টি অর্পণ করিলে অবশ্য বৈরল পর্য্যন্ত পরিস্কাররূপে নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন—

গ্রেম্মের অনধিকারি স্কালর অর্থাৎ ইঙ্‌লিষবিদ্যাব্যবসায়ি মহাশয়দিগের স্থানে আমার সহস্র পরিহার কেননা লিখাপড়ার রীতি অনভিজ্ঞ হইয়া কেবল অক্ষর লিখনের বা পত্রাদি প্রতিরূপী করণের গুণে রৈটর অর্থাৎ কেরাণী নাম লব্ধ হওয়া নপুংসকের দিব্যাঙ্গনাজ-সঙ্গের ন্যায় জানিবেন অতএব আপনেরা যদ্যপি এত শ্রম পূর্ব্বক অক্ষররূপ বস্তু মত্তমাতঙ্গ

সকলকে বশ করিয়াছেন বা করিতেছেন তবে কেন ইতিহাসরূপ অরণ্যেতে পথভ্রমক্রমে ভ্রমণ করত শ্রান্ত হইয়াছেন বা হইতেছেন পরামর্শ এই যে পূর্বে ঐ পূর্বোক্ত অধ্যাপক সকলের মতরূপ ব্যাকরণ আর কোষ বাগেদবী মন্ত্রেতে মন্ত্রিত হইয়া অনায়াসে ঐ অক্ষর-কুঞ্জরের অধীশ্বরী ব্যুৎপত্তিরূপা পদ্মিনীকে বশ করিয়া বিদ্যারূপ পদ্মেতে সুখে বিহার কর তৈত্রলাস এবং লেট্টর আর লা অর্থাৎ কথোপকথন এবং পত্রী আর স্মৃতি সহজে সহজ হইবেক ইতি—(পৃঃ আ, ই)"

এই পুস্তক মোট ৪ খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড আবার পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ৫ পরিচ্ছেদ, ২য় খণ্ডে ১০ পরিচ্ছেদ, ৩য় খণ্ডে ১ পরিচ্ছেদ ও চতুর্থ খণ্ডে ১ পরিচ্ছেদ যথা,—

এই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম রচিত ইংরাজী ব্যাকরণ গ্রন্থ কেবল ব্যাকরণ হিসাবে মূল্যবান্ নহে; ইহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালায় লিপ্যন্তরীকরণ ও বাঙ্গালা অনুবাদ-সাহিত্যের দিক্ দিয়াও বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন সে সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিব।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের ১ম খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে (Phonology of the Foreign Element. English

pp. 633—648) ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা উচ্চারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ইংরাজী উচ্চারণের ও বাঙ্গালা অক্ষর দ্বারা এই উচ্চারণ-নির্ণয়ের অতি সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। নিম্নে দুই একটি উল্লেখ করা হইল।

(১) ইংরাজী অক্ষরসমূহের পার্শ্বে তাহার উচ্চারণ বাঙ্গালায় দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

H = এচ U = য়ু
I = ঐ W = ডবলয়ু
Q = ক্যু Y = ৈব

(২) ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা উচ্চারণের দৃষ্টান্ত, যথা—

Grammar—গ্রেম্মের		Shy—ষৈ
Orthography—অর্থ্যাগ্রেফি	Silent—সৈলেণ্ট	Sharp—ষর্প
Etymology—এটিমালোজি		Long—লাঙ্গ
Prosody—প্রাস্সোডি		Broad—ব্রাড
Of Letters—আব লেট্টর্ষ	Acute—এক্যুট	Far—ফর
Small—স্মাল	Fly—ফ্লৈ	Her—হর
Vowel—বোইল	Saw—সা	Bird—বর্ড
Consonant—কান্সোনেণ্ট	Few—ফ্যু	Fall—ফাল
Improper—ইম্প্রাপর	Now—নৌ	Not—নাট
Compound—কাম্পৌণ্ড	Fate—ফেট	Pine—পৈন
Diphthong—ডিপথাং	Queen—ক্বীন	God—গাড
Beauty—ব্যটি	Church—চর্চ	Nature—নেচ্যুর
Liquid - লিক্বিড	Master—মষ্টর	Will—বিল
Full-stop—ফুলষ্টাপ	Final—ফৈনেল	Verb—বের্ব

(৩) এ পুস্তকে ইংরাজী শব্দের যে সব বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হইল।

Orthography—বর্ণবিবেক	Syntax—বাক্যবিবেক	Prosody—শব্দবিবেক
Mute Consonent—মৌনী হল	Final—সূক্ষ্ম	Flat—চিক্কণ
Pure mute—শুদ্ধ মৌনী	Impure mute—অর্দ্ধ মৌনী	Mood—লকার
Wizard—খোক্কোস	Witch—ডাইন	Chanter—দেবালয়ের গায়ক
Chantres—গায়িকা	Lord—শাস্তা	Lady—শাস্ত্রী
Mayor—দণ্ডনায়ক	Mayoress—দণ্ডনায়িকা	Patron—বৎসল
Patroness—বৎসলা	Peer—শ্রেষ্ঠ লোক	Peeress—মর্য্যাদামতী
Votary—বিষয়প্রদ	Male descendants—গোত্রজ	Elector—প্রথম যুবরাজ
Duke—তৃতীয় যুবরাজ	Marquis—চতুর্থ যুবরাজ	Earl—পঞ্চম যুবরাজ
Viscount—ষষ্ঠ যুবরাজ	Baron—সপ্তম যুবরাজ, ইত্যাদি	

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি উইলিয়ম কেরী (W. Carey) বাইবেলের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করেন। তাহার ভাষা হইতে, এই ব্যাকরণের বাঙ্গালী গ্রন্থকার, ইংরাজী বাক্যসমূহের বাঙ্গালা অনুবাদের যে নিদর্শন দিয়াছেন, তাহার ভাষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। ইংরাজী বাক্যসমূহের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে যাইয়া তিনি ইংরাজী বাক্যরীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার ফলে অনূদিত বাক্য বহু স্থলে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। নিম্নের দৃষ্টান্ত-সমূহ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। যথা,—

(১) A few men. এক অল্প লোকসকল (পৃঃ ৮৫)

(২) A great many men. এক অতি সমূহ লোকসকল (পৃঃ ৮৫)

(৩) As great a man as Alexander. যেমন বড় এক লোক যেমন সেকেন্দর (পৃঃ ঐ)

(৪) Every man is not a Newton. সকল লোক নয় এক ন্যূটন (পৃঃ ৮৪)

(৫) He has the courage of an Achilles. সে রাখে এই প্রতাপ এক একিলসের (পৃঃ ৮৪)

(৬) Life is short, and and art is long. জীবন খর্ব্ব হয় এবং গুণ দীর্ঘ হয় (পৃঃ ১৭৬)।

(৭) Thou art improved—তুমি উৎকৃষ্ট কৃত বট (পৃঃ ১৭৯)

(৮) I am the man who command you. আমি ঐ লোক বটী যে আদেশ করি তোমারদিগকে।

(৯) A candid temper is proper for man.
"এই সরল প্রকৃতি হয় উচিত জন্যে মনুষ্যকে" অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রকে সরল প্রকৃতি উচিত বটে। (পৃঃ ৮৩)

(১০) He is a Howard or of the family of the Howards.
তিনি বটে এক হোঅর্ড বা হোঅর্ডেরদিগের এই সন্তান (পৃঃ ৮৪)

(১১) He sailed down the Thames in the Britannia. সে যাইতেছিলো জলপথে ঐ টেমস ঐ ব্রিটেন্নেতে অর্থাৎ জাহাজী টেমস ব্রিটেন্নে নাম জাহাজেতে। (পৃঃ ৮৪)

(১২) The multitude eargerly pursue pleasure, as their chief good, ঐ সংপ্রদা তীব্রতর রূপে আজ্ঞানুবর্ত্তি হয় যেমন উহারদিগের প্রধান সৎ (পৃঃ ১৮১)।

(১৩) The ox knowth his owner, and the ass his master's crib, but Israel doth not know, my people do not consider. ঐ বলদ তাহার কর্ত্তাকে জানে এবং ঐ গাধা তার কর্ত্তার কাঠুয়াকে কিন্তু ইষরেইল জানেনা আমার লোকেরা বিবেচনা করে না। (পৃঃ ১৭৬।)

(১৪) The sun that rolls over our heads, the food that we receive, the rest that we enjoy, daily admonish us of a superior and superintending power.—ঐ সূর্য্য যে আমারদিগের মস্তক সকলের উপর ঘূর্ণিত হন এ ভক্ষ যাহা আমরা প্রাপ্ত হই, ঐ সুখ যাহা আমরা ভোগ করি, প্রত্যহ আমারদিগকে শ্রেষ্ঠতম এবং তত্ত্বাবধারণ করণ ক্ষমতার চেতন জন্মায়। (পৃঃ ১৭৯-১৮০)

(১৫) "Full many a gem of purest ray serene.
The dark unfathomed caves of ocean bear.
Full many a flow'r is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.
সমূহ এক নব কলিকা পরিস্কার কোমল গুল্মের
এই অন্ধকার অপ্রকাশিত গুহাসকল সমুদ্রের বহিতেছে
সমূহ এক পুষ্প হয় উৎপন্ন মুখরক্তিমাকৃত অপূর্ব্ব নয়নের
এবং ভূমি ইহার রমণীয় তদুপরি বনরাজি দুলিতেছে। (পৃঃ ৮৫)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

---

* উপরে Greyর Elegyর যে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে Madras University Board কর্ত্তৃক প্রচারিত "Blue Book of Education" (1855) এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি স্বতঃই মনে উদিত হয়।

"It has been testified on credible authority, that a translation by two European gentlemen (of familiar learning in Mahratta) and one native Mahratta scholar, of Lord Brougham's treat on the objects, advantages and pleasures of science is not only unintelligible to Maharatta readers, but that it actnally became so, after five or six years, to the Mahratta translator himself."

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন,—(ক) ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় ডি এস্-সি মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ-পদ পাইয়াছিলেন। কিছু দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারও হইয়াছিলেন। তিনি লর্ড হল্‌ডেনের সতীর্থ ছিলেন। তিনি বহু দিন পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং কলিকাতায় টাউন হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন।

(খ) রাজকুমার সেন এম এ মহাশয় বহু প্রাচীন অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন এবং ১৯২৩ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাস করিতেছিলেন। তথায় তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি জ্যোতিষের গণনার জন্য "সারণি" প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ হইতে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবদ্দশায় উহা তিনি প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাইলেন না। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

(গ) বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয় 'বঙ্গবাসী' পত্রের সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংবাদ-পত্র পরিচালন কার্য্যে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া, তিনি দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিষদের সদস্য ছিলেন।

(ঘ) ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি এল মহাশয় ময়মনসিংহের উকীল ছিলেন এবং পরিষদের কার্য্যে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

(ঙ) রায় বাহাদুর মনোরঞ্জন মল্লিক বি এল মহাশয় গবর্মেণ্ট প্লীডার ছিলেন। তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া দুই একখানি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এই সকল হিতৈষী সদস্যের পরলোকগমনে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "মালাধর বসু (গুণরাজ খান)-লিখিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান্, বিশেষতঃ ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকারিগণের পক্ষে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিখিলনাথ রায়
সভাপতি।

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ; ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট ; ৩। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র দাশগুপ্ত, পোঃ ঝিটকা, গ্রাম গালা, জেলা ঢাকা ; ৪। শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুপ্ত বি ই, সি ই, এ এম আই ই, ১১১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ; ৫। শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত সেন, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ, বারগাণ্ডা, গিরিডি ; ৬। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪এ সাহানগর রোড, কালীঘাট ; ৭। শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দাশগুপ্তা, ৫৩।২ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ষ্ট্রীট, ভবানীপুর ; ৮। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা গুপ্তা, ৬বি গ্যালিফ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ; ৯। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম এ, ৩।১ কৃষ্ণরাম বসু লেন ; ১০। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী, ১৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ; ১১। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ পাইন, ৪ কৃষ্ণমিত্র লেন, সালখিয়া, হাওড়া ; ১২। ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ দত্ত এম এ, পি-এইচ ডি, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৯৮ ভৈরব দত্ত লেন, সালখিয়া, হাওড়া ; ১৩। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস বি এ, ৬০ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট ; ১৪। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সাধু, ৩৪ কৃষ্ণদাস পালের লেন, কাঁসারিপাড়া, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। ভারত গবর্মেণ্ট—১ ; ২। বঙ্গীয় রাজসরকার—২ ; ৩। বেঙ্গল লাইব্রেরী—১০৩ এবং বহুসংখ্যক খণ্ডিত সাময়িক পত্র ; ৪। শ্রীযুক্ত মঙ্গলপ্রসাদ রায় চৌধুরী—১ ; ৫। The Supdt., Naval Observatory—১ ; ৬। Smithsonian Institution—৬ ; ৭। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—২৫ , ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী—৩ ; ৯। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—১ ; ১০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১ ; ১১। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ—১ ; ১২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—১ ; ১৩। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত—১ ; ১৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৭ ; ১৫। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মল্লিক—১ ; ১৬। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত—১।

নবম মাসিক অধিবেশন

১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৮, ২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২, রবিবার অপরাহ্ণ—৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-

লিখিত "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" এবং (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি" নামক প্রবন্ধদ্বয়,

৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত প্রদাতৃগণের উপহৃত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪ (ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার লিখিত "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল মহাশয় এই বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধোক্ত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র 'বাঙ্গালা গেজেট' প্রকাশের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ; তবে তাহার অনুষ্ঠান-পত্র (Prospectus) প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পত্রখানি প্রকাশের ব্যবস্থাও হইয়াছিল ; কিন্তু সম্ভবতঃ উহা প্রকাশ হয় নাই। (মূল প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।)

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাঁহার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিছু আলোচনা করেন।

সভাপতি মহাশয় উভয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে তাঁহাদের প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা প্রবন্ধ-রচনায় বিশেষ পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে প্রবন্ধ দুইটির বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ হাজরা, সাঁতো, বার্ণপুব, বর্দ্ধমান ; ২। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সিংহ, সেওড়াফুলী, হুগলী ; ৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ রায়, কলিকাতা ; ৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার লোধ এম এ, বি এল, ১৭৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ৫। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ, বিশ্বাসপাড়া, জেমো, কান্দী, মুরশিদাবাদ ; ৬। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, বন্দীপুর, বহড়া, ২৪ পরগণা ; ৭। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৫৭।১বি আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ; ৮। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, ৪০।২ ডকৃটর লেন, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৭ ; ২। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—৯ ; ৩। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—২১ ; ৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—৩ ; ৫। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ—৩ ; ৬। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত—৬ ; ৭। বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ—১ ; ৮। Smithsonian Institution—৩ ; ৯। বঙ্গীয় রাজসরকার—১ ; শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ—১।

দশম মাসিক অধিবেশন

১৩ই চৈত্র ১৩৩৮, ২৭এ মার্চ্চ ১৯৩২, রবিবার অপরাহ্ণ—৬টা

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা ছন্দের মূলতত্ত্ব" (২য় অংশ) ৫। বিবিধ।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয়ের সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই পদে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ মহাশয়কে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

৫। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের ঊনচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের নির্ব্বাচন-পত্র পরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ
" সতীশচন্দ্র বসু
" যোগেশচন্দ্র বাগল বি এ
" উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ

৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা ছন্দের মূলতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, অদ্য সমগ্র প্রবন্ধ পাঠে সুবিধা হইল না, উহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে। তিনি সূত্র বলিয়া যেগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ দিলে ভাল হইত।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত চামেলিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, কাঁটালপাড়া ২৪ পরগণা ; শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, 'হিতবাদী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক, ৭০ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ৩। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি এল, শাস্ত্রী রোড, নৈহাটী, ২৪ পরগণা ; ৪। আচার্য্যশাস্ত্রী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল জোয়ারদার বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এফ সি পি, ভাইস্ প্রিন্সিপাল, ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, 'প্রেসিডেন্সি হিল', লক্ষ্ণৌ ; ৫। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম এ, স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা ; ৬। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মল্লিক, "মল্লিক লজ", ২৩৭ মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা ; ৭। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ১২ শাঁখারীটোলা ইষ্ট লেন ; ৮। শ্রীযুক্তা শোভনা নন্দী, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের 'মন্তেসরী বিভাগের' প্রধান শিক্ষয়িত্রী, ২৯৪ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ; ৯। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১৬ হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা ; ১০। শ্রীযুক্ত নীহারকুমার পালচৌধুরী, নর্থ ব্যাঁটরা, হাওড়া ; ১১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ শেট এম বি, নর্থ ব্যাঁটরা, হাওড়া।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তকের সংখ্যা

১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২ ; ২। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—৪ ; ৩। The Director of Archæology, Hyderabad—১ ; ৪। বঙ্গীয় রাজসরকার—৫৯ ; ৫। গীতা প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ—৪ ; ৬। বরোদা রাজসরকার—১ ; ৭। শ্রীযুক্ত প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়—১ ; ৮। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—১ ; ৯। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ—১ ; ১০। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনারায়ণ ভূঞা—১ ; ১১। শ্রীযুক্ত কুমার ব্রহ্মচারী—১ ; ১২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪ ; ১৩। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু—৫ ; ১৪। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পাল—১ ; ১৫। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—২ ; ১৬। শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর—১।

ব্যোমকেশ মুস্তফী স্মৃতি পূজা

বিশেষ অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৮, ১লা এপ্রিল ১৯৩২, শুক্রবার অপরাহ্ণ—৬টা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি পূজা।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম এ, এম বি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয় বলিলেন যে, পল্লীগ্রামে বসিয়া পরিষদের কাজ কি ভাবে করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে তিনি পত্রদ্বারা আমাকে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রাচীন মূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পের নমুনা সংগ্রহ করা, পরিষদের বলবৃদ্ধির জন্য সদস্য সংগ্রহ করা কি ভাবে হইতে পারে, তাহার পথ তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারই প্রেরণায় আমি বহু দ্রব্য এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। এই কথা বলিয়া তিনি একখানি প্রাচীন ১০৮ বৎসরের নক্সা প্রদর্শন করিয়া তাহা পরিষৎকে দান করিলেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় ব্যোমকেশবাবু আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার জীবনের সকল ঘটনার সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাই তাঁহার ১৩।১৪ বৎসর বয়সের সময়। তখন হইতেই তিনি ভারত, আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন। তারপর পরিষদের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা যেন কমিয়া গেল। পরিষৎ তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইল। পরিষদ্ মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাঁহার কি আনন্দ! বিনা সাজসজ্জায় এই মন্দিরটিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে গোচরে আনিতে তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগিল। তাই তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের চিত্র সংগ্রহ করিয়া পরিষদ্ মন্দিরে সাজাইলেন; তারপর হইতে বহু সাহিত্যিকের চিত্র এখানে স্থান পাইয়াছে। জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের চিন্তা করিয়া কাটাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, যতই দিন যাইতেছে, ততই আমরা যেন ব্যোমকেশ দাদার কথা ভুলিয়া যাইতেছি। এখন পরিষদে আসিলে দেখি সেই সবই আছে, অথচ সবই যেন প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। স্বর্গীয় ত্রিবেদী ও স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের কথা

এক সঙ্গে না ভাবিলে বা না বলিলে আজিকার দিনে কিছুই বলা হয় না। পরিষদের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ মমত্ববোধ দেখিয়াছি, সেরূপ আর দেখা যায় না বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা সকল অবস্থায় পরিষদের কথা চিন্তা করিতেন। বাঙ্গালীকে—শিক্ষিত বাঙ্গালীকে মাতৃভাষার সেবায় উদ্বুদ্ধ করিতে, দেশে দেশে পরিষদের উদ্দেশ্যে প্রচার করিতে তাঁহাদিগকে যেমন আত্মনিয়োগ করিতে দেখিয়াছি, এখন যেন সে দৃষ্টান্ত বিরল হইয়া আসিতেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন লুপ্তপ্রায়, তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে ব্যোমকেশ দাদার মত লোকের আবির্ভাব প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা আশা করি, আবার পরিষদে সেদিন ফিরিয়া আসিবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশ বাবুই তাঁহর বঙ্গ-সাহিত্য চর্চ্চায় হাতে খড়ি দেন। তাঁহার প্রথম রচনা তিনি দেখিয়ে দিলে পর আমার অগ্রজকল্প শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রে প্রথম প্রকাশ হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে আমরা পরিষদের সেবা কবিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার মত প্রাণ ঢালিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা আজকাল দেখা যায় না। এদেশে প্রকৃত কর্ম্মী খুবই কম—আঙ্গুলের মাথায় গোণা যায়। এদেশের ধারাই এই। পাশ্চাত্য দেশে কর্ম্মীর পর কর্ম্মীর উদয় হয়। আমাদের দেশে যে কর্ম্মী চলিয়া যান, তাঁর শূন্য স্থান পূরণ হয় না। পরিষদে ব্যোমকেশ বাবুর মত লোকের দরকার হইয়াছিল। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, পরিষদে প্রাণ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন তাই পরিষৎ চলিতেছে। আমরা আসি মাঝে মাঝে অবসরমত—বিনোদনের জন্য। আমরা আশা করি, পরিষদে নবীন কর্ম্মীর দল আসিবে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, এই পরিষৎ আমাদের দেশের এবং জাতির গৌরব স্থল। ৪০।৫০ বৎসর আগে আমাদের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষা কত প্রাচীন। আমরা মোহাচ্ছন্নের মত বিদেশী ভাষার গৌরবের কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম। নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতার কথা, ইহার পূর্ব্ব গৌরবের কথা আমাদের যেন আলোচনার বিষয়ীভূত হইতই না। দেশের স্রোত ফিরিল এবং সে সময় এমন কতকগুলি লোক আসিলেন—যাঁরা মনে করিলেন, এ পথে চলিলে চলিবে না, আমাদের মাতৃভাষার আলোচনার দ্বার খুলিতে হইবে—ইহার নষ্টগৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া মাতৃভাষার আলোচনা ও গবেষণা করিবার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই পরিষৎই সেই প্রতিষ্ঠান। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয় ইহার প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া পরিষদের হিতের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যেভাবে ইহার সেবা করিয়া গিয়াছেন, সেভাবে সেবা করার সৌভাগ্য সকলের হয় না। ব্যোমকেশবাবু আত্মভোলা হইয়া পরিষদের সেবাকেই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিতেন। আমরা যেভাবেই হউক পরিষদের সেবা করিয়া গৌরববোধ করি। পরিষৎকে হোমাগ্নি মনে করি—ব্যোমকেশবাবু প্রভৃতি হোতাগণ

এই অগ্নি জ্বালাইয়া গিয়াছেন—আমরা সাধ্যমত এই অগ্নিতে ইন্ধন যোগাড় করিয়া উহা জ্বালাইয়া রাখিয়াছি মাত্র। ব্যক্তিগত স্মৃতি-পূজার লক্ষ্য এই যে, যাঁহাদের স্মৃতি পূজা করা হয়, তাঁহাদের প্রবাহিত ভাব জাগাইয়া রাখিলে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ সেই ভাব ও কৃষ্টি উজ্জ্বলতর করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, আমাদের দেশে অবতারের ও দেবদেবীর স্মৃতি-পূজা হয়। চৈতন্যদেবের শিষ্যগণ এই স্মৃতি-পূজা জাগাইয়া রাখিয়াছেন। সাহিত্যিকের স্মৃতি-পূজা এদেশে ছিল না—সে পূজা পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কংগ্রেসের, আশুতোষের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, মহেন্দ্রলালের সঙ্গে সায়ান্স এসোসিয়েশনের যে সম্পর্ক, ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে পরিষদের সেই সম্পর্ক—একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। "বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচর"-এর পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠন ও ক্রমোন্নতির যুগে অনেকেই অবসর মত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশবাবু পরিষদের সেবা যেরূপ নিষ্ঠা ও ত্যাগের সহিত করিতেন—তেমন আর পাইব কোথায়? ব্যোমকেশবাবু ছিলেন প্রধান মজুর আমরা তাঁর সহকর্ম্মীরূপে কাজ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি আমাকে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে পরিষদে আনেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশ আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে আসিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ মুস্তফী ত্যাগের মূর্ত্তি। তাঁর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহাতে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারা যাইত না। তিনি অনেককে পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার এই গুণে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-পূজা

বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৮, ৮ই এপ্রিল ১৯৩২, শুক্রবার অপরাহ্ণ—৬টা

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক "বন্দে মাতরম্" গীত হইলে পর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে বিদ্যাদিগ্‌গজের ভোজন অংশের অভিনয় করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবিনোদ এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাস মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করিলেন।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত "সহজ রচনা শিক্ষা" নামক এক পুস্তক প্রদর্শন করিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ইহার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া দেন এবং ইহা হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্ত্তি বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যকে অমর করিয়া রাখিবে। এইরূপ স্মৃতি-সভার দ্বারা মহান্ ব্যক্তির আদর্শ চরিত্র এবং প্রতিভার কথা আলোচনা করিয়া সাধারণ লোকে বিশেষ উপকৃত হইবে। পরিষদের এই বার্ষিক অনুষ্ঠান দ্বারা পরিষৎ সকলেরই কৃতজ্ঞতাভজন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী-সম্পাদক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের

মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের এবং সংবর্দ্ধন ও উৎসবাদির

কার্য্যবিবরণ

হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা

গত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১২ই, ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এই সম্মিলনের অধিবেশন এবং শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের 'কুমার সিংহ হলে' এক সাহিত্যিক প্রদর্শনী হয়। এই উভয় অনুষ্ঠানেই পরিষৎ নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয় প্রদর্শনী-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন এবং উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডক্‌টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। মূল সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ খৈতান এবং মূল সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন কবিবর পণ্ডিত জগন্নাথ দাস রত্নাকর। গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে এই সম্মিলনের সভাপতি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য ও প্রতিনিধিগণকে পরিষদ্ মন্দিরে সংবর্দ্ধনা করা হয়। এই উপলক্ষে পরিষদ্ মন্দির যথোপযুক্ত-ভাবে পত্র-পুষ্পে সজ্জিত করা হয়। দ্বিতলের সভামঞ্চে বিস্তৃত আসনোপরি অভ্যাগতগণ উপবেশন করিলে পর সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 'বন্দে মাতরম্' গান করেন ও পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় স্বরচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহাশয়কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তৎপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অভ্যাগতগণকে পরিষদের সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করেন এবং উক্ত সম্মিলনের সভাপতি পণ্ডিত জগন্নাথদাস রত্নাকর মহাশয়কে পরিষদের প্রকাশিত 'সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম' গ্রন্থ উপহার দান করেন। অতঃপর, অধ্যাপক ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের পক্ষে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের উদ্দেশে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত নিম্নোক্ত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার দুইটি গান এবং হাস্যরসরসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় কৌতুকাবৃত্তি করিয়া অভ্যাগতগণকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করেন। অভ্যাগতগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত মুন্সী আজমীরী সাহেব এবং অপর একজন সদস্য সুন্দর সঙ্গীত আলাপ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস টাণ্ডন মহাশয় ভারতে হিন্দী ভাষার সার্ব্বজনীনতা ও সর্ব্বত্র শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পণ্ডিত জগন্নাথদাস রত্নাকর মহাশয়ও এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে যোগদান করেন। তৎপরে প্রতিনিধিগণ পরিষদের পুস্তকালয় ও চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

অভিনন্দন-পত্র

হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন-সভ্যানাং সাদরাভিনন্দনম্

হে ভারতীচরণপঙ্কজমত্তভৃঙ্গা
হে সাধবঃ সততবাঙ্‌মখযাজকা হে।
পাদার্পণেন সদয়ং ভবতাং কৃতার্থাঃ
ধন্যা বয়ং বিততপূতচরিত্রভাজাম্ ॥
সাহিত্যাম্বুধিমজ্জনে সুচতুরৈর্ব্বাগ্‌দেবতাপূজকৈঃ
নানাশাস্ত্রবিচারণাসুনিপুণৈঃ শ্রীমদ্ভিরত্রাগতৈঃ।
সন্তোষামৃতপূরিতাঃ খলু বয়ং, স্বাভাবিকো দৃশ্যতে
নিত্যো মানবধর্ম্ম এষ, নিতরাং তোষঃ সমে ধর্ম্মিণি ॥
বয়মপি সমবেতা ভারতীমন্দিরেঽস্মিন্
কথমপি বিদধাতুং যুষ্মদীয়াং সপর্য্যাম্।
তদতিবিনয়পূর্ব্বং প্রার্থ্যতে স্বাগতং বঃ
সুখয়তি জনচিত্তং স্বাগতেনৈব বিদ্বান্ ॥
শ্রদ্ধার্পিতং ভবতি সাধুজনৈকহৃদ্যং
শ্রদ্ধাভিরেব পরিতুষ্যতি দেববৃন্দম্।
তৎ শ্রদ্ধয়া পরিদদামি ভবদ্ভ্য এত-
দর্ঘ্যং প্রসন্নশুচিশোভনমানসেভ্যঃ ॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক।

ঊনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব

গত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ, (২৪এ জুলাই ১৯৩১), শুক্রবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হয়। পরিষদের সপ্তত্রিংশ বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নেতৃত্ব করেন।

পরিষদের পরমহিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় মঙ্গলাচরণ গান গাহিয়া উৎসবের উদ্বোধন করিলে পর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমবেত

সুধীমণ্ডলীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন ও এই উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া নিম্নলিখিত সদস্যগণ যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সেইগুলি পাঠ করিলেন, –

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর),
রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর (সিয়ারসোল),
মৌলভী মোহম্মদ রওশন আলি চৌধুরী (পাংশা),
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ),
স্বর্গীয় ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল (জেমো, কান্দী),
শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার (কলিকাতা)।

অতঃপর তিনি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত নিম্নলিখিত বাণী পাঠ করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সূচনাকালে তাহাকে দেখিয়াছি। তখন নব-নিঃসৃত নির্ঝরের মত সে ছিল ক্ষীণ-ধারা, বনস্পতির প্রসাদচ্ছায়ায় তাহার প্রবাহ বহিত। অবশেষে একদা পূর্ণতা লাভ করিয়া নিজের ঐশ্বর্য্যে যখন সে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও তাহাকে দেখিলাম। কিন্তু সে দিনও মনের মধ্যে আশঙ্কা ছিল। কেন না, বাংলা দেশের পলিমাটিতে যেমন কোন কীর্ত্তিমন্দির স্থায়ী হয় না, তেমনি মিলনীশক্তির অভাবে আমাদের দেশে কোন জনসংসদ পাকা হইয়া টিকিতে পারে না, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দল-বিরোধের দুর্ব্বার বীজ তাহার ভিত্তিতে ভিত্তিতে গ্রন্থিবিদারণকারী বিনাশকে পরিপুষ্ট ও প্রসারিত করিতে থাকে। বোধ করি একমাত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভাগ্যেই এরূপ দুর্য্যোগ ঘটে নাই। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা তাহাকে রক্ষা করিয়া অসিয়াছেন, তাঁহারা শক্তিশালী পুরুষ। তথাপি তাঁহাদের নিজের শক্তিই ইহাকে সন্ধিভেদ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। বস্তুত বাঙ্গালীর চিত্ত ইহাকে গভীর ভাবে রক্ষা করিয়াছে। সাহিত্য বাঙ্গালীর সত্য সম্পদ্, সাহিত্যে বাঙ্গালী আপন গৌরব উপলব্ধি করে। বাংলা দেশে সাহিত্য-পরিষৎ আপন স্বাভাবিক আশ্রয় পাইয়াছে। তাই আজ আটত্রিশ বৎসর কালের অভ্যর্থনার দ্বারা জয়যুক্ত এই পরিষৎকে নিঃসংশয়িত কণ্ঠে অভিনন্দিত করিবার দিন আজ আসিল। এই দিন পূর্ণতর প্রাণশক্তি বহন করিয়া বৎসরে বৎসরে প্রত্যাবর্ত্তন করুক—এই কামনা করি।"

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় এই উৎসব উপলক্ষে যে সকল হিতৈষী বন্ধু ও সদস্য পরিষৎকে পুস্তক, প্রস্তর-মূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা, পুথি, চিত্র, বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও উপহৃত দ্রব্যের তালিকা পাঠ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে পরিষদের পক্ষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সকল মূল্যবান্ দ্রব্যের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

অতঃপর পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সমবেত সাহিত্যিক-মণ্ডলীকে সাদরাহ্বান জ্ঞাপন পূর্ব্বক সংক্ষেপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সূচনা কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস, ইহার আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য এবং আদর্শের

পরিচয় দান করিলেন এবং সমবেত সহৃদয় বন্ধু এবং সাহিত্যিকগণকে পরিষদের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়া ইহার ক্রমোন্নতিতে মুক্তহস্ত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন।

তৎপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী স্বরচিত 'জয় পরাজয়' শীর্ষক কবিতা পাঠ করিলেন। পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, ৩২ বৎসর পূর্ব্বে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ মহাশয় পরিষদের ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়া উক্ত পত্রে "বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ" নামে যে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর একটি কীর্ত্তন, শ্রীযুক্ত সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া রবীন্দ্রনাথের "অয়ি! ভুবনমনমোহিনী" গান, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় একটি হাস্যরসাত্মক গান গাহিয়া এবং শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বক্সী মহাশয় একটি গান গাহিয়া উৎসব-ক্ষেত্রের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। উৎসবান্তে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট

প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে উপহার—

১। শ্রীযুক্তা কামিনী রায়— ৯ খানি পুস্তক।
২। " লীলা দেবী— ৫ "
৩। " নিশারাণী ঘোষ— ৪ "
৪। " মৈত্রেয়ী দেবী— ১ "
৫। " রাধারাণী দেবী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব—১ খানি পুস্তক।
৬। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী ২ খানি পুস্তক ও এক প্রস্তর-মূর্ত্তির পার্শ্বদেশ (খণ্ডিত)।
৭। " যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—২ খানি পুস্তক।
৮। " রামেন্দু দত্ত—২ খানি পুস্তক।
৯। " কবিশেখর কালিদাস রায়—৭ খানি পুস্তক।
১০। " জিতেন্দ্রনাথ বসু—৬ খানি পুস্তক।
১১। " ডক্‌টর সুকুমাররঞ্জন দাশ—৩ খানি পুস্তক।
১২। " " সত্যচরণ লাহা—১ খানি পুস্তক।
১৩। " সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক—৩ খানি পুস্তক।
১৪। " সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—১ "
১৫। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১ "
১৬। " রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর—১ "
১৭। " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—২ খানি পুস্তক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ১৯শ অধিবেশনের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের ফটো।
১৮। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১ খানি পুস্তক।

১৯। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—১৩ খানি পুস্তিকা।

২০। „ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—৪ খানি পুস্তক, স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত "পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ" প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি এবং একখানি পত্র।

২১। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বসু– ৪ খানি পুস্তক এবং পাগল হরনাথের ৪ খানি পত্র।

২২। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বামী বিবেকানন্দের হস্তলিপি ২ খানি, স্বামী সারদানন্দের স্বহস্ত-লিখিত তিনখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এবং রমেশচন্দ্র দত্তের লিখিত এক পত্র।

২৩। শ্রীযুক্ত স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ - ১ খানি পুস্তক।

২৪। „ স্বামী ভূমানন্দ— ৪ „

২৫। „ কুমার শরৎকুমার রায়—১ পুস্তক, ২খানি নক্সাযুক্ত ইষ্টক (পাণ্ডুয়ার) এবং একটি প্রস্তর-খণ্ড (ত্রিবেণীতে প্রাপ্ত)।

২৬। গৌড়ীয় মঠ – ২২ খানি পুস্তক।

২৭। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—তিব্বত হইতে আনীত একটি পিতলের দীপ।

২৮। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার দত্ত—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার ব্যবহৃত হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত কলমদান (দোয়াত, কলম, পেন্‌সিল সমেত) এবং পাথরের উপর খোদাই কাজ করা ও চিত্রাঙ্কনের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত দুইটি পদক।

২৯। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী—১ পুস্তক।

৩০। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ – ১ পুস্তিকা।

৩১। „ অজিত ঘোষ—এক প্রাচীন পুথি।

৩২। „ বসন্তরঞ্জন রায়—দুইখানি প্রাচীন পুথি এবং স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এক পত্র।

৩৩। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—একখানি চণ্ডীদাসের পদসংবলিত প্রাচীন পুথি।

৩৪। „ প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী ১ রৌপ্য ও ১ তাম্র মুদ্রা (প্রাচীন)

৩৫। „ যতীন্দ্রনাথ বসু—পাণ্ডুয়া হইতে সংগৃহীত এক প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড।

৩৬। „ রামকমল সিংহ ২ প্রাচীন তাম্র মুদ্রা।

৩৭। „ নিতাইচরণ পাল একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি।

৩৮। „ যতীন্দ্রনাথ বসু এবং ভ্রাতৃগণ - কাঠের পিঁড়ির উপর আঁকা প্রাচীন চিত্র।

৩৯। „ সুধীরপতি রায় (জাড়া)– কাঁচের উপর আঁকা প্রাচীন চিত্র (কালী মূর্ত্তি)

৪০। „ কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন—২ খানি পুস্তক।

৪১। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের কতিপয় পত্র।

এই সকল পুস্তক, পুথি, হস্তলিপি, সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন, প্রাচীন চিত্র, প্রস্তর মূর্ত্তি ও মুদ্রা প্রভৃতি ব্যতীত নিম্নলিখিত অর্থদান পাওয়া গিয়াছে—

(ক) ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় পরিষদের আজীবন-সদস্য-পদের জন্য ২৫০৲ আড়াই শত টাকা দান করিয়াছেন।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতি পরিষদের দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য ১০০৲ এক শত টাকা দান করিয়াছেন।

ত্রিপুরাধিপতির আগমন

পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের আহ্বানে ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ১১ই পৌষ রবিবার পরিষদ্ মন্দিরে শুভাগমন করেন। পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ মহারাজ বাহাদুরকে মন্দিরদ্বারে আবাহন করেন। দ্বিতলের হলে মহারাজ বাহাদুরের বসিবার জন্য আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেইখানে পরিষদের সভাপতি মহাশয় ত্রিপুরা-রাজবংশের পূর্ব্বকীর্ত্তি কীর্ত্তন করেন এবং বঙ্গসাহিত্য ও ভাষার উন্নতির জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের মুক্তহস্ততার বিষয় বিশদভাবে জ্ঞাপন করিয়া পরিষদের পক্ষে ত্রিপুরাধিপতিকে মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা অভিনন্দিত করেন। উত্তরে মহারাজ বাহাদুর পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করিলেন। পরিষদের পুস্তকাগার ও চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া মহারাজ বাহাদুর বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহারাজের উদ্দেশে তাঁহার রচিত এক কবিতা উপহার দেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, (ক) সমগ্রদেশের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করা, (খ) এই উপলক্ষে আনন্দোৎসব করা এবং (গ) শিল্প ও সাহিত্যিক প্রদর্শনীর আয়োজন করার সঙ্কল্প গত ১৩৩৮।২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তদানীন্তন সহকারী সভাপতি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতাবাসীর এক সাধারণ অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয়।

এই সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য একটি সমিতিও গঠিত হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সমিতির সভাপতি এবং পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হয় যে, (ক)

পরিষৎ হইতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কবিবরকে এক মানপত্র দেওয়া হইবে ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হয় যে, (খ) কবিবরকে পরিষদ্ মন্দিরে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হইবে এবং ঐ দিনে (গ) শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয়ের প্রদত্ত কবিবরের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এতদ্ব্যতীত জয়ন্তী-সমিতির অনুরোধে স্থির হয় যে, টাউন হলে যে প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে পরিষদের চিত্রশালা ও পুথিশালার কতিপয় দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইবে। এই সকল সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যয়ভার বহনের জন্য পরিষদের কতিপয় সহৃদয় সদস্য পরিষৎকে অর্থসাহায্য করেন। এই সাহায্য ব্যতীত পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতেও কিছু ব্যয় করিয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়। গত ১১ই পৌষ তারিখে পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কলিকাতা টাউন হলে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বিরাট্ সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত মানপত্র পাঠ করিয়া কবিবরকে উপহার দেন। এই মানপত্র পুরাতন তাম্রশাসনের আকারে তাম্রপট্টে খোদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

॥ শ্রীঃ ॥

রবীন্দ্র-প্রশস্তি

হে কবীন্দ্র, বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদিগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবদীয় সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে, সাদরে ও সগৌরবে আপনাকে বরণ করিতেছে।

কিশোর বয়সেই আপনি বঙ্গবাণীর অর্চ্চনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তদবধি ব্রতধারী তপস্বীর ন্যায়, এই সুচিরকাল নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত-অকুণ্ঠ ভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন। হে তাপস, আপনার সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে—দেবী আপনার শিরে অমর-বর বর্ষণ করিয়াছেন—আপনার ত্রিতন্ত্রীতে তাঁহার অমৃত-বীণার অভয় মূর্চ্ছনা সঞ্চারিত করিয়াছেন। হে বরাভয়মণ্ডিত মনীষী, আপনি শতায়ুঃ হইয়া, এই মোহনিদ্রায় নিষুপ্ত জাতির প্রাণে বীর্য্য ও বলের প্রেরণা দ্বারা, তাহার সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করুন এবং প্রতিভার কল্পলোকে বিরাজ করিয়া, মুক্তহস্তে প্রাচ্যকে ও প্রতীচ্যকে নব নব সুষমা ও সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও আনন্দ বিতরণ করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনচত্বারিংশ বৎসর ব্যপিয়া আপনার উপচীয়মান শুভ সাহিত্য-সম্পদে বিপুল গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। / আপনার বক্তৃতার মন্ত্রে ইহার আদ্য বার্ষিক উৎসব মন্ত্রিত হইয়াছিল। আপনার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। আবার আপনার স্মরণীয় ষষ্টিতম জন্মদিনে সংবর্দ্ধনার সম্ভার সজ্জিত করিয়া পরিষৎ আপনাকে সম্ভ্রমের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিল। কবিজীবনের সেই সেই সন্ধি-ক্ষণে উচ্চারিত পরিষদের উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনার কীর্ত্তি-ভাতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া আজ সফলতার তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে। সু-ধন্য আপনি—মানবের বিনশ্বর দুঃখ-সুখের মধ্যে সত্যের শাশ্বত স্বরূপকে দর্শন করিয়াছেন, এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়া যুগ-যুগান্ত-লব্ধ ভারতের সনাতন আদর্শকে

ভাগীরথী-ধারার ন্যায় মর্ত্ত্যে আবার অবতীর্ণ করাইয়াছেন। হে সত্যদ্রষ্টা, আপনাকে শত শত নমস্কার।

হে বাণীর বরপুত্র, হে বিশ্ববরেণ্য কবি, 'বর্ণ-গন্ধ-গীতময়' এই বিচিত্র বিশ্ব যাঁহার সুরভি-শ্বাস, কবি-কোবিদের 'ধী'র অভ্যন্তরে মুখরিত প্রেম-প্রজ্ঞা-প্রতাপ যাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রচ্ছন্ন আভাস, সেই শঙ্কর বিশ্বম্ভর বিশ্বকবি আপনার চির-স্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন, যদ্ ভদ্রং তদ্ ব আ সুবতু ; আর স বো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

কলিকাতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ই পৌষ। সভাপতি।

এই মানপত্র পঠিত হইলে পর কবিবর বলিলেন—"সাহিত্য পরিষদের প্রথম আরম্ভ কালেই এই প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল, এ কথা তাঁহারা সকলেই জানেন যাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তক। আমার অকৃত্রিম প্রিয় সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই পরিষৎকে স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশৎবার্ষিকী জয়ন্তী-সভায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় তাঁহারই স্নিগ্ধ হস্ত হইতে আমার স্বদেশদত্ত দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ত্তমান জয়ন্তী-উৎসবের সূচনা সভায় সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসাবাদের দ্বারা আমাকে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া গিয়াছেন। আমি অনুভব করিতেছি এই মানপত্রে আমার পরলোকগত সেই সহৃদয় সুহৃদদের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে—যাঁহাদের হস্ত অদ্য স্তব্ধ, যাঁহাদের বাণী নীরব।"

"অদ্য পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি সর্ব্বজনবরেণ্য জননায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই যে মানপত্র সমর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিলেন, এই পত্রে সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গ-ভারতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্তকালকে উজ্জ্বল করিলেন এই কথা বিনয়নম্র আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম।"

তৎপরে গত ১৩ই পৌষ তারিখে অপরাহ্ণ ৩৷০টার সময় পরিষদ্ মন্দিরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয়ের প্রদত্ত কবিবরের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং অপরাহ্ণে ৪টার সময় প্রীতি সম্মিলন উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পরিষদ্ মন্দিরে আগমন করেন।

এই উপলক্ষে পরিষদ্ মন্দির যথোপযুক্ত ভাবে সজ্জিত করা হয়। প্রতিষ্ঠাবান্ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া মন্দিরাদি সজ্জার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশ ও উপদেশে শান্তিনিকেতনের কতিপয় ছাত্রী পরিষদ্ মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে দ্বিতলে উঠিবার সমস্ত পথটি সুন্দর আলিপনা দ্বারা চিত্রিত করিয়াছিলেন। এই জন্য পরিষৎ শ্রীযুক্ত নন্দবাবু ও তাঁহার ছাত্রীদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কবিবর পরিষদ্ মন্দিরে উপস্থিত হইলে লাজবৃষ্টি ও শঙ্খধ্বনি করা হয়। দ্বিতলে উপবিষ্ট হইলে মাল্য-চন্দন দিয়া তাঁহাকে বরণ করা হয় ও শান্তি-নিকেতনের ছাত্র ও ছাত্রীগণ সঙ্গীত-দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। পরিষদের সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষে কবিবরের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতির বিষয় উল্লেখ করেন। তৎপরে কবিবর প্রত্যুত্তরে পরিষদের মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করিয়া বলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অভ্যর্থনা লাভ করিয়া তিনি যত প্রীত হইয়াছেন, অন্য কোন স্থানে তাঁহার অভ্যর্থনা তাঁহাকে তত আনন্দ দান করে নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ জাতীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান। সাহিত্যই সমাজ ও জাতি গঠনের বিশিষ্ট উপায় এবং সাহিত্যই জাতির অমূল্য সম্পদ্, সাহিত্যের উন্নতিতেই জাতির উন্নতি পরিপূর্ণভাবে প্রকট হইয়া থাকে। এই সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালী জাতির চিত্ত হইতে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া অষ্টত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বাঙ্গালী ইহার জন্য স্বতঃ প্রেরণা অনুভব করিয়াছিল। এই সাহিত্যের মধ্যেই বাঙ্গালী তাহার জাতীয় জীবনের সত্যকার গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। এই কারণেই বাঙ্গালীর অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান অবহেলা ও আত্মকলহে শিথিল হইলেও সাহিত্য-পরিষৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি নিজেও এইখানে তাঁহার সহজ স্বাভাবিক অধিকার অনুভব করেন। সাহিত্য-পরিষদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক—ইহাই তাঁহার কামনা। পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার পক্ষ হইতে শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় মেদিনীপুরে প্রস্তুত একখানি 'মসলন্দ' পিত্তলনির্ম্মিত সুন্দর আধার সমেত উপহার দেন। এই উপলক্ষে কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল। এই প্রীতি-সম্মিলন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদনে শ্রীযুক্ত জোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে ও চেষ্টায় প্রায় শতাধিক বিশিষ্টা মহিলা আমন্ত্রিতা হইয়া পরিষদ্ মন্দিরে কবিবরের সংবর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ৯ই পৌষ টাউন হলে প্রদর্শনীতে পরিষদের দ্রব্যাদি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত প্রদর্শিত হয়। পরিষৎ কর্তৃক স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে কবিবর স্বহস্তে যে মানপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নীলকমল ত্রিবেদী মহাশয় প্রদর্শনের জন্য পরিষদে পাঠাইয়াছিলেন। এই মানপত্রখানিও পরিষদের দ্রব্যাদির সহিত প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল।

কবিবরকে মানপত্র দিবার জন্য এবং প্রীতি-সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যে সকল সহৃদয় হিতৈষী পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতি-বার্ষিকী

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯, ৭ই জুন ১৯৩২, সোমবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর—সভাপতি

অদ্য আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের চিত্র মঞ্চোপরি স্থাপন পূর্ব্বক তাহা পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত এবং ধূপ ধুনার দ্বারা সভাস্থল আমোদিত করা হয়।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহাশয়গণ স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের বিবিধ গুণাবলী ও পাণ্ডিত্যের উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার সহিত পরিষদের সম্পর্ক, বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার দান, তাঁহার অবর্ত্তমানে পরিষদের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। তৎপরে বর্ষে বর্ষে তাঁহার স্মৃতি-পূজার দ্বারা নূতন নূতন কর্ম্মিগণকে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া পরিষদের সেবা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-বার্ষিকী

১৫ই আষাঢ় ১৩৩৯, ২৯এ জুন ১৯৩২, রবিবার।

প্রাতে—গোরস্থানে ৭৷৷০ টায়

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রাতে কবির সমাধিপার্শ্বে প্রার্থনা হয়। এই প্রার্থনায় কবির নানা গুণাবলীর কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র আঢক মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে কবির দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ডব্লিউ বি, এস, নিস্, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এবং সভাপতি মহাশয় প্রার্থনা করেন।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

অপরাহ্ণ ৬৷৹ টায়

আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি

পরিষদের সভাপতি আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় "রেখো মা দাসেরে মনে…"সঙ্গীত গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার মাতামহের সহিত মাইকেলের বন্ধুত্বের ও তদীয় পত্নীর সহিত নিজের বাল্যকালের আলাপের উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—আজ বাঙ্গালার অমর কবি, অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা মাইকেল মধুসূদনের ৫৯তম স্মৃতি-বার্ষিকী। আমরা আজ তাঁহার স্মৃতিপূজা করিতে সমবেত হইয়াছি। আজ বাঙ্গালী জাতি বীরপূজা করিতে শিখিয়াছে; এটা জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করিয়া জাতিকে এক অপূর্ব্ব উপঢৌকন দিয়াছেন। এই ছন্দ না থাকিলে আজ নাটকই হইত না। আজ আমরা তাঁহার দেওয়া এই উপঢৌকনের গৌরব ভারতে তথা ভারতের বাহিরেও করিতে পারি। এই ছন্দ সৃষ্টি ছিল একটা অতিশয় সাহসের কাজ, সে সময়ে কেহই তাঁহাকে এই জন্য সম্মান দেয় নাই; এমন কি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নয়। মাইকেলের আসন বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য দরিদ্রই থাকিত। তাঁহার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে সুমধুর ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রচনা বাস্তবিকই প্রতিভার পরিচায়ক।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র আদক মহাশয় এই উপলক্ষে লিখিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

শরীর অসুস্থ বোধ করায় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়কে সভাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়া প্রস্থান করেন।

অতঃপর তদানীন্তন বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্ত্তৃক কবিবরকে যে মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত 'সোমপ্রকাশ' হইতে সংগৃহীত সেই মানপত্র এবং ইহার উত্তরে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কবি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করিয়া সমবেতগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ইহার পর শ্রীমান্ হিরণ্ময় ঘোষ 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হইতে 'রামের বিলাপ' এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার মল্লিক মহাশয় 'সমাপ্তি' আবৃত্তি করেন।

কবির দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ডব্লিউ বি, এস্, নিস্ মহাশয় নিজের পরিচয় দিয়া, তাঁহার স্বর্গগত মাতামহের সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তিনি বাঙ্গালী কবির দৌহিত্র হইয়াও বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

পরে শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় মাইকেল মধুসূদনের বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করিলেন।

অতঃপর কুমারী শ্রীমতী সাবিত্রী সরকার 'বঙ্গভাষা' আবৃত্তি করেন।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী　　　　শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৫এ আষাঢ় ১৩৩৯, ৯ই জুলাই ১৯৩২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ভারতের অন্যতম বিখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্রের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার সহিত ২৫ বৎসরের ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের বহু সংবাদের সহিত তিনি পরিচিত। তিনি আজীবন যে যে ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁহার আত্ম-জীবনচরিত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের গভীর দুঃখ যে, এই মহান্ ব্যক্তি কতক-গুলি কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বিপিন বাবুর সহকর্ম্মী ও সহযোগী থাকিয়া তাঁহার জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কার্য্যাবলীর সহিত পরিচিত। রাজ-নীতির আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত—এই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারা যাইবে না। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কাজ ভারতের নানা স্থানে দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করা। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। রাজনৈতিক বলিয়া বিপিনচন্দ্র দেশমধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি যখন বঙ্গ-ভাষায় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতেন ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন, তখন তিনি রাজনীতির চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া লিখিতেন। তিনি বঙ্গদেশের সাধনা ও বঙ্গসাহিত্যকে অন্য দেশের ভাব ও সাহিত্য অপেক্ষা বড় ভাবিতেন। বঙ্গসাহিত্যে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে

তাঁহার জ্ঞান গভীর ছিল—বৈষ্ণবদের সাধনা-পদ্ধতিকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় স্বর্গীয় বিপিন বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, বিপিন বাবুর মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপরিসীম। পরিষদের যখন আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি পরিষদে আসিয়া সভাপতিত্ব ও বক্তৃতাদি করিয়া পরিষদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলনে, পাটনায় সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য বক্তৃতাদি করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের তিরোভাবের পর আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নবজীবন প্রকাশ করেন। ঐ পত্রের বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনার বিষয়ে তিনি অক্ষয়-চন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করেন। পরে বৈষ্ণব সাহিত্য রীতিমত পাঠ করিয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয় এবং বৈষ্ণব সাধন ভজনায় তিনি আকৃষ্ট হন। তাহার ফলে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় ভাষায় লেখেন। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বর্গীয় বিপিন বাবুর একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিবেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে এই দানের প্রতিশ্রুতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বিপিন বাবুর পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া মন্তব্য উপস্থিত করিলেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

২৫এ আষাঢ় ১৩৩৯, ৯ই জুলাই ১৯৩২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, প্রভাতবাবু বঙ্গভাষায় ছোট গল্প লিখিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে তাঁহার স্থান বহু উচ্চে। তাঁহার লেখার মাধুর্য্য ও ভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন, প্রভাতবাবুর গল্প পড়িয়া তাঁহার রচনা-পদ্ধতির অভিনব কৌশল ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, প্রভাতের সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে পরিচয়। সে ব্যারিষ্টারী কেন পড়িতে গিয়াছিল, তাহা আজিও বুঝিতে পারিলাম না। সে ছিল অতি মৃদুভাষী,—ব্যারিষ্টার হইয়া সে কি করিবে? সাত চড়েও সে কথা কহিত না। আইন ব্যবসা করিতে সে গেল রঙ্গপুর, গয়া, দার্জ্জিলিং। গয়াতে কিছু রোজগার হইত। তাহার সাহিত্যিক বাতিক তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিল—অন্য কাজে তাহার মন ছিলই না। গয়াতে নাটোরের স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ গেলেন। প্রভাতের রচনা দেখিয়া তিনি আগে হইতে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রভাতকে 'মানসীর' ভার দিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। সে মহারাজও স্বর্গে গেলেন। প্রভাত রইল। মানসীর জন্য সে প্রাণপাত পরিশ্রম করিত। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের পরই প্রভাতের স্থান। বিধাতার নিদারুণ পরীক্ষা, আমি এখনও বাঁচিয়া আছি। সে ছিল আমার ছোট ভাই। যারা পরে এল, আগে গেল, আমি রইনু পড়ে'।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, প্রভাতবাবু ছিলেন অমায়িক, সহৃদয়, বিনয়ী ও নম্র। ব্যারিষ্টার হইলেও তাঁহার ভিতরটা সাহিত্যের ধ্যানে ভরপুর ছিল। 'মানসী'কে তিনি উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক পত্ররূপে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেন। আজকাল সাহিত্যের গতি নিম্নমুখী হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সাহিত্যে রুচি ও শুভ্রতা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মত লোকের একান্ত দরকার। তাঁহার স্থান লইবার লোক আর নাই বলিলেই চলে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট কিছু শুনিবার আশা করিয়াছিলাম। তিনি শ্রদ্ধা জানাইতেই আসিয়াছেন; শরীর অসুস্থ বলিয়া কিছু বলিতে পারিবেন না। প্রভাতবাবু ছোট গল্প লিখিতেন। গল্পের রাজা মোপাসাঁ। বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন। তার পর ফরাসী ভাষা হইতে গল্পের অনুবাদ প্রভাতবাবু করেন। হিতবাদীতে কৃষ্ণকমলবাবু, রবীন্দ্রনাথ লিখিতেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অর্থনীতি সম্বন্ধে লিখিতেন; তখন স্বর্ণকুমারীও লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৯-৯০ খৃঃ প্রভাতবাবুর লেখা আরম্ভ। গোড়াতেই তিনি কবিতা লেখেন। ১৮৯৬ খৃঃ 'দাসী'তে 'রৌপ্যমুদ্রার আত্মকথা' লেখেন। রামানন্দবাবু উহার সম্পাদক ছিলেন। স্বর্ণলতার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনীর সব কথা ঐ দাসীতেই তিনি প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একবার তর্কযুদ্ধ হয়। তথাপি তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি করিতেন। তিনি খুব গম্ভীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন, লিখিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। গল্প-সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করিয়া

গিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দানের কথা বাঙ্গালী কৃতজ্ঞতার সহিত চিরদিন স্মরণ রাখিবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রভাতবাবুর পরলোকগমনে পরিষদের শোক প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য — সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২৫এ আষাঢ় ১৩৩৯, ৯ই জুলাই ১৯৩২, শনিবার, সন্ধ্যা ৭টা

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, সুবিখ্যাত "রামকৃষ্ণ-কথামৃত" গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীম'ই এই স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দৈনন্দিন জীবন-কাহিনী ও কথামৃত অতি নিপুণ ভাবে সংগ্রহ করিয়া উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, মহেন্দ্রনাথ যখন মেট্রোপলিটান স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন, তখন আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি নিয়মিত ভাবে পরমহংসদেবের নিকট গিয়া সব কথা নীরবে শুনিতেন। যখন তিনি পরমহংসদেবের কথা শুনিতেন, তখন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। তাঁর মধ্যে একাগ্র গুরুভক্তি ছিল। তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া পরমহংস-দেবের জীবৎকালে তাঁর সঙ্গ করিতেন। তিনি সব কথা গুছাইয়া 'রামকৃষ্ণকথামৃত' লিখিয়া-ছেন। গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া এরূপ ভাবে গুরুসেবা তাঁহাতেই সম্ভব।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার পরলোকগমনে পরিষদের শোকপ্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জানাইলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য — সভাপতি।

অষ্টত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

২৬এ আষাঢ় ১৩৩৯, ১০ই জুলাই ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। সভাপতির অভিভাষণ (বিষয়—বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও প্রসার), ২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সএর পক্ষে স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণের প্রদত্ত ৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের চিত্র, (খ) শ্রীযুক্তা রমাদেবী এবং তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীগণের প্রদত্ত ৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র এবং (গ) ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়প্রদত্ত ৺নবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের চিত্র, ৩। সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৪। অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ৫। উনচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ, ৬। উনচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৭। উনচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৮। শোক-প্রকাশ—(ক) ডক্টর শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল, (খ) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, ব্যারিষ্টার, (গ) ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র, (ঘ) দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ব্যারিষ্টার, (ঙ) সতীশচন্দ্র ঘটক এম এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, এবং ৯। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করিলেন,—

(ক) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সএর পক্ষে স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণের প্রদত্ত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের তৈলচিত্র।

(খ) শ্রীযুক্তা রমা দেবী, শ্রীযুক্তা এণাক্ষী দেবী, শ্রীযুক্তা চিত্রা দেবী, শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত সুবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়প্রদত্ত তাঁহাদের পিতা স্বর্গীয় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র।

(গ) ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়প্রদত্ত স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের তৈল-চিত্র।

চিত্রপ্রদাতৃগণকে সভাপতি মহাশয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৩। (ক) ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ।

(খ) পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ও অষ্টত্রিংশ বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ এবং (৫) উনচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ এবং আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

৯। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে আর একটা বৎসর কাটিয়া গেল। বঙ্গদেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও এখনও ইহা উপযুক্ত সমাদর দেশের লোকের কাছে পাইতেছে না। ইহা বিশেষ দুঃখের কথা। পরিষদে কর্ম্মীর সংখ্যা কমিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না—তবে প্রাণের টানের কিছু যেন অভাব লক্ষিত হইতেছে। তেমনি বঙ্গসাহিত্যের বিষয়ও বলা যায় যে, ২৪ বৎসর আগে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অভাব ছিল, আজও সেই ২৪ বৎসর পরেও নানা বিষয়ে ক্রমোন্নতির ফলেও সে অভাব দূর হয় নাই। শিশুসাহিত্য, কথাসাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অবস্থা সে দিনকার অপেক্ষা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন, বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের যে সকল পরিভাষা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পর আর সেরূপ পরিভাষা সঙ্কলিত হয় নাই। তার পর অনেকে এই পরিষৎ হইতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি আজিও সাহিত্যে গৃহীত হয় নাই। যাহাতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলিত হয় ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাহিত্যের প্রসার হয়, সে দিকে শিক্ষিতগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আজকাল জ্ঞানলিপ্সার হ্রাস পাইয়াছে। সেই জন্য বিজ্ঞান অনুশীলনের দিকে কাহারও আগ্রহ নাই। ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিবার জন্যই ব্যস্ত। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে যখন ফ্রান্সে নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোচনা আরম্ভ হয়, সেই সময় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের বক্তৃতা শুনিবার জন্য পাবলিক হলগুলিতে লোকের স্থান হইত না। এমন কি, বিলাসিনী রমণীগণও বিশেষ আগ্রহ সহকারে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুনিতে যাইতেন। কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞানালোচনার জন্য সেরূপ আগ্রহ কোথায়? ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় যখন Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেখানে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত হইল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সেখানে বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুনিবার জন্য লোকের সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ হইল না। পরে যখন ঐ প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইল, তখন সেখানে ছাত্রদের যাতায়াত আরম্ভ হইল। ইংরেজি বা ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য ভাষায় বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে রাশি রাশি গ্রন্থ আছে এবং বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য আজীবন নিযুক্ত আছেন, এরূপ লোকও সেখানে বিস্তর আছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের এই দারিদ্র্যের দূরীকরণ কি সম্ভব হয় না? আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা এই কলঙ্ক মোচন করিতেই হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় অভিধান সম্পূর্ণ হয় নাই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে ৭৫০০০ শব্দ আছে, চলন্তিকায় ২৬৫০০ শব্দ

আছে। এখানি অক্‌স্‌ফোর্ড Dictionary অবলম্বনে লিখিত। এখনও আমরা পিছাইয়া আছি। কথা-সাহিত্যেও সেই সমুলি প্লট,—প্রণয়কাহিনী ; বীরত্বের কাহিনী নাই বলিলেই হয়—যাহা কিছু আছে, তাহা Todd's Rajasthan ও প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি অবলম্বনে। এই দুর্ব্বল জাতির মধ্যে বীরত্বের ভাবব্যঞ্জক কাহিনীর প্লট কোথা হইতে আসিবে ?

তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়-লিখিত একখানি পত্র পাঠ করিলেন। নলিনীবাবু পরিষদের পুরাতন বন্ধু ; পরিষদের স্থানাভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি রমেশ-ভবনের উপর দ্বিতল নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়া ১০১৲ চাঁদা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। * শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; ২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; ৩। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ; ৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ; ৫। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ; ৬। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ; ৭। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; ৮। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ; ৯। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ; ১০। ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত ; ১১। * শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; ১২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম ; ১৩। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; ১৪। * শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ; ১৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; ১৬। * শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১৭। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১৮। ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ ; ১৯। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ; ২০। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন।

৭। নিম্নলিখিত সদস্যগণ ঊনচত্বারিংশ বর্ষের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু।

সহকারী সভাপতি—(ক) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (খ) স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (গ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঘ) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, (ঙ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, (চ) স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, (ছ) মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং (জ) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

প্রস্তাবক—কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

সহকারী সম্পাদকগণ—(ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, (খ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, (গ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়।

পত্রিকাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ।

প্রস্তাবক—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সাহা কুণ্ডু।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, সমর্থক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু।

সভাপতি মহাশয় এই সকল সদস্যের নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত করিলেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন,—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে তারকা-চিহ্নিত চারি জন সদস্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাদের পরবর্ত্তী নিম্নলিখিত চারি জন উক্ত সমিতির সভ্য হইলেন,—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, * শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার এবং শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গণপতিবাবু কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহার পরবর্ত্তী শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

নিম্নলিখিত সদস্যগণ শাখা-পরিষদের পক্ষে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত সদস্যগণ কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে নির্ব্বাচিত হইলেন,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

সভাপতি মহাশয় এই সকল নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত করিলেন।

৮। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে,—(ক) ডক্টর শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (গ) হীরাজকৃষ্ণ মিত্র, (ঘ) দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এবং (ঙ) সতীশচন্দ্র ঘটক। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৯। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু জানাইলেন যে, এই শোকসংবাদের পরে কিছু আনন্দের সংবাদ আছে। আমাদের প্রস্তাবিত রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণ তহবিলে নিম্নলিখিত দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে,—(ক) আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১০০০৲। শ্রীযুক্ত

মন্মথমোহন বসু মহাশয় জানাইলেন যে, এই দানের প্রতিশ্রুতির পর এই সকল প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল,—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৫০০৲, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক) ৫০০৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ১০১৲ এবং তিনি নিজে ১০১৲ এবং পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু ১০১৲।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সালখিয়া, হাওড়া; ২। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রলাল কুণ্ডু এম এ, হার্ডিং হোষ্টেল, ৪র্থ তলা, কলিকাতা; ৩। শ্রীযুক্ত সীতানাথ পাল বার-এ্যাট-ল, ১০৮ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট; ৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নিয়োগী এম এস-সি, পি ৮ রাসবিহারী এভিনিউ; ৫। শ্রীযুক্ত নীরজাকান্ত চৌধুরী এ-এস্-পি, নরসিংহপুর; ৬। রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার বাহাদুর, ১২ হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর; ৭। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দাস, ১১ বি আশুতোষ রোড, ভবানীপুর; ৮। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া এম এ, উনাইনপুরা, পটীয়া, চট্টগ্রাম; ৯। শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, পি ১১৮ ঝাউতলা রোড; ১০। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়, ১২৯।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট; ১২। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম এ, বি এল, ৭৯ বীডন ষ্ট্রীট; ১৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এম বি, ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ১৪। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, সহযোগী সম্পাদক 'স্বাস্থ্যসমাচার', ৩ মধু গুপ্ত লেন; ১৫। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতীরত্ন, কোন্নগর; ১৬। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় এম এস-সি, বাঁকীপুর; ১৭। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, মজঃফরপুর; ১৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, হাজারীবাগ; ১৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, চাউরিয়াগঞ্জ, কটক; ২০। শ্রীযুক্তা রমা দেবী, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন; ২১। শ্রীযুক্তা এণাক্ষী দেবী, ঐ; ২২। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, ৭০ কলুটোলা ষ্ট্রীট; ২৩। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম এ, স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা; ২৪। শ্রীযুক্ত নীহারকুমার পাল চৌধুরী, ২৪ মারহাট্টা ষ্ট্রীট, নর্থ ব্যাঁটরা, হাওড়া; ২৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ শেঠ এম বি, নর্থ ব্যাঁটরা, হাওড়া; ২৬। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাশ, নৈকাঠী, বরিশাল।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

১লা শ্রাবণ ১৩৩৯, ১৭ই জুলাই ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹ টা

সভাপতি—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ- পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়-লিখিত "জ্যোতিষে কঃ পন্থাঃ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সমর্থনে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। (ক) পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। (খ) পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় তাঁহার "জ্যোতিষে কঃ পন্থাঃ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় প্রবন্ধকার মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণের গণনা-পন্থায় মতদ্বৈত থাকিতে পারে; কিন্তু যে দিক্ দিয়াই হউক, বিশুদ্ধ গণনা হওয়াই দরকার। বিশুদ্ধ গণিতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, কোন পন্থীই দোষারোপ করিতে পারিবেন না। ফলিত জ্যোতিষের জন্য পাশ্চাত্ত্যের গ্রহস্ফুটগুলি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, জ্যোতিষশাস্ত্রে 'অদৃষ্ট' বলিয়া কিছুই নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা বেদের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শিক্ষা ও practical observationএর অভাবে জ্যোতিষে 'অদৃষ্ট' আসিয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্ত্য অয়নাংশ আমাদের হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র। পাশ্চাত্ত্যদের মত প্রত্যহ observation করা দরকার। অতঃপর তিনি এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপা হইলে ভাল হয়, এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব মহাশয় বলিলেন, আমাদের দেশীয় লোকগণ অত্যন্ত সংরক্ষণশীল। তাঁহারা সাধারণ পঞ্জিকা-মতেই পূজা ব্রতাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে পরিষদের স্বর্গীয় সভাপতি সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতির উদ্যোগে দেশে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মত চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় বলিলেন, পাশ্চাত্ত্য ও এ দেশীয় জ্যোতিষে পার্থক্য নাই। পাশ্চাত্ত্যকেরা গণনা করেন যন্ত্রাদির সহায়ে এবং এদেশীয়েরা করেন ভিন্ন প্রকারে। সুতরাং গণনার পন্থায়ই ভেদ। উভয়ের লক্ষ্যই বিশুদ্ধ গণনা। এক্ষণে লক্ষ্য এক হইলে যাহাতে বিশুদ্ধ গণনা সহজে পাওয়া যাইতে পারে, সেই পন্থা গ্রহণে আপত্তি থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি রঘুনন্দনপ্রবর্ত্তিত স্মার্ত্ত মতের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, পঞ্জিকা-সংস্কার এখন হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। উহা কোন ব্যক্তি বা সমাজ-বিশেষের চেষ্টায় সম্ভব নহে, ইহাকে কোন শক্ত হস্তের দ্বারা চালাইয়া লইতে হইবে। পঞ্জিকা সংস্কারের উপায় হইতেছে,—(১) বিশুদ্ধ গণনার পদ্ধতিটা গভর্মেণ্টের Sanskrit Boardকে দিয়া আগে অনুমোদিত করাইয়া লওয়া; (২) এই গণনায় লোকের সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহার নিরসন করা; Gregory সাহেব পঞ্জিকা সংস্কার পূর্ব্বোক্ত উপায়েই করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় এই জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পঞ্জিকার গণনা সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিদিগের মধ্যেও মতভেদ ছিল। তাঁহারা ইহা যোগবলে লাভ করেন নাই, লাভ করিয়াছিলেন ভূয়োদর্শনে, এ কথা স্বীকার করিয়া লইলে আমরাও অনায়াসে সংস্কার মানিয়া লইতে পারিব।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ মহাশয় বলিলেন, সাধারণ পঞ্জিকা-নির্দ্দেশিত পন্থায় পুরোহিত ও যজমান উভয়েই চলিয়া থাকেন। পঞ্জিকা সংস্কার একান্ত দরকার। নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইলে ক্রমে ক্রমে দেশের সকলেই আধুনিক পঞ্জিকাগুলির ভুল সম্বন্ধে বুঝিতে পারিবে,--(১) সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য জ্যোতিষগ্রন্থ অনুমোদন, (২) পঞ্জিকাগণকদের সাধারণ পঞ্জিকাগুলির ভ্রম প্রদর্শন, (৩) পুরোহিতদের শিক্ষা, (৪) শুদ্ধ জ্যোতিষকে পাঠ্য করিয়া ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের প্রবন্ধালোচনা করিলেন। তিনি প্রারম্ভেই বলিলেন যে, জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয়ের এই আলোচনা নূতন নয়,—গত ৫০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনে এ কথা উঠিয়াছিল; কি জন্য যে পঞ্জিকা সংস্কার হইতেছে না, তাহাও উঠিয়াছিল। স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বোম্বেতে এ আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাও সফল হইতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই, স্বদেশপ্রাতি অর্থাৎ আমাদের যা আছে, তা উত্তম; হোক না সে মিথ্যা, হোক না সে সত্য, এই যে ভাব, এই ভাবে আমরা নূতন কোন সংস্কৃতি লইতে চাহি না।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক— প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী গুপ্ত বি এস্-সি, এম বি, পি২১ মাণিকতলা স্পার; ২। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ নন্দী, ৩১ কলেজ ষ্ট্রীট; ৩। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, আই সি এস্, নওগাঁ, রাজসাহী; ৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত হাণ্ডিকী এম এ, পি-এচ ডি, জোড়হাট, আসাম; ৫। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় এম এ, বি এল, বালুরহাট, দিনাজপুর; ৬। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মণ বি এস্-সি, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

The Secretary, Smithsonian Institution—১। Annual Report of the Smithsonian Institution for 1930, ২। Human Hair and Primate Patterning, ৩। The Determination of Ozone by Spectrobolometric Measurements, ৪। Source Material for the Social and Ceremonial Life of the Choctaw Indians, ৫। Smithsonian Meteorological Tables, ৬। Effectiveness in Nature of the so-called Protective Adaptations in the Animal Kingdom chiefly as illustrated by Food Habits of Nearctic Birds, ৭। The Botanical Collections of William Lobb in Colombia, ৮। A Miocene Long-Beaked Porpoise from California, ৯। Periodometer, An Instrument for Finding and Evaluating Perio-dicities in Long series of Observations, ১০। Supplementary Notes on Body Radiations; শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ—১। The Earliest Marriageable Age, ২। পল্লীস্বরাজ ২য় বর্ষ (২য় সং-১ম সংখ্যা); The Director, Geological Survey of India—১। Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. LXI, ২। Records of the Geological Survey of India, Vol. LXV, Part 4, 1932; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, ১। Indian Finance and Banking, ২। Rubina, ৩। The Moods of the Ginger Mick, ৪। Autobiography of John Stuart Mill, ৫। Mahatma Gandhi by Romain Rolland, ৬। হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশিকা, ৭। পরলোকতত্ত্ব ৮। ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, ৯। বিশ্ববাণী, ২য় বর্ষ, ১৩৩৫, ১০। পঞ্চরত্ন, ১১। সাধ্য ও সাধন-নির্ণয়, ১২। পার্ব্বতী, ১৩। পুষ্পাঞ্জলি, ১৪। শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশবল্লী ও গঙ্গাদেবীর বংশবল্লী এবং বৈষ্ণব সাধনা, ১৫। উপনিষদ্রহস্য, ৪র্থ খণ্ড, ১৬। শ্রীমদ্ভাগবতম্ (১ম স্কন্ধ, ৮।৯ অধ্যায়), ১৭। উপনিষদ্রহস্য (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), ১৮। মহাত্মা গান্ধী, ১৯। কুললক্ষ্মী, ২০। তরুণের বিদ্রোহ। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র,—১। The Divine Lady, ২। The Vedanta Kesari, Vol XI, ৩। Dr. Browne's

Lectures on the Philosophy of the Mind, ৪। Vermilion Box, ৫। The Great Controversary between Christ and Satan during the Christian Dispensation, ৬। The Methodist Hymnal, ৭। Little Mother, ৮। Principle of Muhammedia Law, ৯। Madge Hinton's Husband, ১০। Flames in the Wind, ১১। Ashberne's Concise Treatise on Mortgages, Pledges and Liens by Ameer Ali, ১২। Plutarch's Lives, ১৩। In Darkest Africa, Vol II, ১৪। Speeches by Lal Mohan Ghosh, ১৫। An Elementary Sanskrit Grammar, ১৬। Kantian Principles or the Analysis of the "Critick of Pure Reason," ১৭। Walter Raleigh—Shakespeare, ১৮। The Court of Honour, ১৯। Jimney Glover, His Book, ২০। Odd Craft, ২১। Sulljus Pa Molm, ২২। Oh! James, ২৩। Reminiscenes of An old 'un', ২৪। The Headship of Christ and the Rights of the Christian People, ২৫। The Natal Campaign, ২৬। Scrops and Scrappers, ২৬। The Sannyasis in Mymensing, ২৭। Life and Letters of Walter H. Page, ২৮। গায়ত্রী ও যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যা, ২৯। বিন্ধ্যাবলী, ৩০। সনাতন আর্য্য সমাজের নিকট আবেদন, ৩১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পরাশরসংহিতা, অধ্যাত্ম রামায়ণ, ৩২। জ্যোতিষ-ব্যাকরণম্, ৩৩। ম্যালেরিয়া, ৩৪। বঙ্গানন্দ-কাব্য, ৩৫। সরসী, ৩৬। প্রেমের পাথার, ৩৭। মনিব, ৩৮। প্রেমের জয়, ৩৯। বঙ্গদর্শন, ১ম খণ্ড, ১২৭৯, ৪০। গৃহশিল্প, ৪১। জীবন প্রহেলিকা, ৪২। বৈজয়ন্তীতন্ত্রম্, ৪৩। কেদার-বদরী-মাহাত্ম্যম্, ৪৪। শ্রীশ্রীকালীর অষ্টোত্তর শত নাম, ভগবতীর অষ্টোত্তরশত নাম, কুমারী ব্রতের ছড়া, ৪৫। নরনারীতত্ত্ব, ৪৫। (ক) মহাপ্রস্থান, ৪৬। মন্দাকিনী, ৪৭। সরসী, ৪৮। মোহমুদ্গর, ৪৯। পাগলামির পুঁথি, ৫০। বিশ্ববাণী, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৩৩৫, ৫১। ঐ, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৫, ৫২। চিত্রকরী, ৫৩। শ্রীবৃন্দাবন-শতক, ৫৪। কালীমার সাধনা, ৫৫। মন্দির, ৫৬। পিতৃধামে পবিত্র মিলন, ৫৭। একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব, ৫৮। মরমী, ৫৯। বীণা, ৬০। প্রেমের তুফান, ৬১। বৃহৎ বাউল-সঙ্গীত, ৬২। Treatise of Poisons; The Secretary to the Govt. of India, Deptt of Education, Health and Lands—১। Proceedings of Meetings of the Indian Historical Records Commission. Vol. XIII. 1930; The Manager, Govt. of India Central Publication Branch—১। Epigraphia Indica. Vol. XIX. Part VIII. Vol. XX. Part V, ২। Memoirs Archaeological Survey of India—No 24, ৩। List of Ancient Monuments Protected under Act VII of 1904 in the Province of Behar and Orissa, ৪। Thirty Third Annual Report of the Chief Inspector of Explosives

in India, 1932 ; The Secretary, Tanjore Maharaja Sarfoji Sarasvati Mahal Library—১। A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Tanjore Serfoji's Saraswati Mahal Library, Vol. X ; ২। Do. Vol. XI ; ৩। Do. Vol. XII ; The Registrar, Calcutta University—১। A Realistic Interpretation of Sankara-Vedanta, ২। The University Calendar for 1932 ; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—১। Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Twenty Eighth Session 1932. Vol XXXVIII. No 1 ; ২। Do Vol 2 ; শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত—১। Hidden Treasures of Shorthand ; শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ—১। The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ in Bengali Language. 1839 ; শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত—১। New Testament ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Hindu Families in Gujrat, ২। Memoirs of My Life and Times—Bipin Ch. Pal, ৩। ভিক্ষার ঝুলি, ৪। ক্রীতদাসের আত্মকাহিনী ; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। A Short Sketch of Rajah Rajendra Mullick Bahadur and his Family, ২। The Nineteenth Century and After, Jan-Feb. 1913, Do. March-April 1913, ৩। Life of Dewan Ram Comul Sen, ৪। The Way to Swaraj ; The Superintendent, Government Press, Madras—১। A Triennial Catalogue of Manuscripts for the Government Oriental Manuscripts Library, Madras, for the years 1922-23 to 1924-25, Vol. V, Part 1 Sanskrit A ; ২। Do. Vol. V, Part 1 Do. B., ৩। Do. Sanskrit-C ; The Secretary, Visva-Bharati—Mahayanavinisaka of Nagarjuna, ২। The Catuhsataka of Aryadeva. Part II, ৩। School and Sects in Jaina Literature ; ৪। Nairahuyapariporecha ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। Passers--By ; ২। The Memoirs of Sherlock Holmes ; ৩। History of India, ৪। অঞ্জলি, ৫। দম্পতী-সুহৃদ্ ও অবকাশকুসুম ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু--১। The Suppression of Immoral Traffic Bill 1932, with Statement of Objects and Reasons ; ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Revista Economica, Vol XI. Nos. 1,2,3 ; Do Vol. XII Nos 2,4,5, ২। Journal of State Medicine, Vol. XL No 3,4,5, ৩। Fronteras De Honduras Numero 3° Tomo 1, Do Numer 6° Toms II, ৪। Memoria Congreso Nacional, 1929-30 ; ৫। Guatemala, ৬। Convenio Celebrado Entro El. Salvador Guatemala Honduras ; ৭। Lay Organica Del Servicio Consular, 1928 ; ৮। Translation of the Address of His

Majesty King Nadir Shah Ghazi in the first Afghan Parliament in Afghanistan, 1931, ৯। A Royal Road to Peace and Prosperity for all Nations in the World, ১০। Convencion Sobre Derecho Internacional Privado; ১১। Spectator, 27th Sept, 1930 and Do 7th Oct. শ্রীযুক্ত সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়—১। কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ; শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চৌধুরী—১। ব্রহ্মদেশের শিবাজী আলঙফয়া; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১। সুবর্ণবণিক্‌সমাচার (১৩৩৭-৩৮); শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ আঢ্য—১। ব্যথার কথা; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়—১। রবীন্দ্রস্মৃতি; শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র—১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক ১২।১৩।১৪।১৫।১৬ খণ্ড; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়—১। বিজ্ঞানে বিরোধ; শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার—১। বৃহৎ মাহিষ্য-কারিকা; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—১। সম্মাননা; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার রায়—১। শ্রীশ্রীসত্য নারায়ণ ও শ্রীশ্রীশনির ব্রতকথা; শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ (গোরক্ষপুর)—১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—১১শ স্কন্ধ; ২। নৈবেদ্য; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১। ভারত মহিলা, ২। মাধবী, ৩। পরশমণি, ৪। আসামের ইতিহাস; শ্রীযুক্ত সীতানাথ দেবনাথ ভট্টাচার্য্য—১। ব্রহ্মজ্যোতি দীপিকা; শ্রীযুক্ত বলাই দেব-শর্ম্মা—১। বৈশাখী বাঙলা; ২। স্বাধীন বাঙলা; শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র—১। রাগসংগ্রহ,; শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—১। ভক্তকবি মহাকবি সুরদাস; শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস—১। খেয়াল; শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার—১। খরতর গচ্ছ পট্টাবলী সংগ্রহ; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—১। প্রেম ও প্রকৃতি; শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—১। বাঘ সিংহের মুখে; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত—১। নূপুর, ২। পঞ্চদল; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। জাতকচন্দ্রিকা; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী—১। বিবাহমিলন; শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সান্যাল—১ বিদগ্ধমাধব নাটক; ২। শ্রীগীতাপ্রবেশিকা, ৩। শ্রীমদ্ভাগবতগীতিকা, ৪। চিদ্বিলাস।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস

উপলক্ষে

প্রীতি-সম্মিলন

৮ই শ্রাবণ ১৩৩৯, ২৪এ জুলাই ১৯৩২ রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮৷৷০টা।

অদ্য সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হয়। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই উৎসবের নেতৃত্ব করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় একটি গান গাহিয়া উৎসবের উদ্বোধন করিলে পর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া নিম্নোক্ত সদস্যগণ যে সকল পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপিত করেন,—১। রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর, ২। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ৩। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, ৪। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যতীর্থ, ৫। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার, ৬। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৭। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, ৮। শ্রীযুক্ত অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়। তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করিলেন,—

"বঙ্গভাষার আয়ুকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত একাসনে সগৌরবে বিরাজ করুক, এই কামনা করি।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সমবেত সুধীমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালীর গর্ব্ব করিবার একমাত্র জিনিষ বাঙ্গালা সাহিত্য। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অনেক প্রাচীন ভাষা আছে সত্য। উদাহরণস্বরূপ তামিল ভাষার কথা বলি। এ যুগেও সে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় তাহাদের মাতৃভাষায় কিছু লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে লজ্জা বোধ করে। এখন এ বিষয়ে বাঙ্গালী বহু দূর অগ্রসর। সে যদি নিজ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় বক্তৃতা করে, তবে তাহাকে অনেক জবাবদিহি করিতে হয়। এখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ বাঙ্গালীর মনে জাগিয়াছে। ইহা কম আশার কথা নহে। বাঙ্গালী জীবনসংগ্রামে চারি দিকেই পরাভবের সম্মুখীন হইলেও সে সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যসাধনায় ভারতের সকল জাতিকেই পশ্চাতে ফেলিয়াছে। তাহার সাহিত্য তর্জ্জমা করিয়া অন্যপ্রদেশ তাহার সাহিত্য সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছে। আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ কয়েক জনকে বাদ দিলেও মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ যে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই—সমগ্র ভারতে তাঁহাদের একজনের সমানও কেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া দর্প করিলে চলিবে না। ভাষার উন্নতি করিবার

জন্য বাঙ্গালী মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া দরকার। এখনও অনেক বিষয় আছে, যেখানে বঙ্গভাষা এখনও অসম্পূর্ণ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে ৪০ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরব ও আনন্দের কথা। পরিষৎ যাহাতে বাঙ্গালার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান থাকে, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। যাঁহারা এত দিন পরিষদের সেবা করিয়া পরিষদ্‌কে এই গৌরবময় আসনে বসাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। এখন নবীনদের ইহার সেবার ভার গ্রহণ করা উচিত। পরিষদের আজ এই শুভ দিনে এই কথাগুলি স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি।

তৎপরে কয়েকটি বালিকা, ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পরিষদের এই মন্দিরপ্রবেশ উপলক্ষে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় স্বয়ং যে গান রচনা করিয়া সদলে গাহিয়াছিলেন, সেই "আমার বঙ্গভাষা" এবং শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়-রচিত "আমারি বাঙ্গালা ভাষা" গান করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের "মর্ম্মকথা" পাঠ করিলেন।

এই সময় সভাপতি মহাশয় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে সভাপতির আসন দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরিষদের চত্বারিংশ জন্মদিন উপলক্ষে যে সকল সহৃদয় ও হিতৈষী বন্ধু পরিষৎকে বিভিন্ন দ্রব্য দান করিয়াছেন, তাহার তালিকা শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পাঠ করিলেন। পরিশিষ্টে দ্রব্যগুলির নাম ও প্রদাতৃগণের নাম দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী তাঁহার স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলে পর রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর কয়েকটি বৈষ্ণব পদ আবৃত্তি করেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"দাতা শতং জীবতু"। পরিষদের জন্মদিন উপলক্ষে যাঁহারা পরিষৎকে নানাভাবে দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কিন্তু এই উপহারের বর্ষণে পরিষৎ বিপন্ন হইয়া পড়িল। এই সকল মূল্যবান্ উপহার রাখিবার স্থানের অভাব ক্রমশঃই অনুভূত হইতেছে। পরিষদের কলাভবন রমেশ-ভবন এই সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ দানে পূর্ণ হইতে চলিল। এখন আমাদের স্থান চাই। এই সে দিন পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে ঐ রমেশভবনের উপর দ্বিতল নির্ম্মাণের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে এবং তজ্জন্য কিছু অর্থেরও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সভাপতি আচার্য্য রায় মহাশয় এক সহস্র মুদ্রা দান করিবেন। আমরা আপনাদের শরণাপন্ন। পরিষদের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া মুক্তহস্ত হউন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় জানাইলেন যে, উক্ত দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৫০০৲, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ৫০০৲, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১০১৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ১০০৲, এবং তিনি নিজে ১০১৲ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। উৎসবান্তে সমবেত ব্যক্তিগণের জন্য চা, শরবৎ ও জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট

উপহারের তালিকা

(ক) প্রাচীন পুথি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—১। চৈতন্যচরিতামৃত ৪ খণ্ড; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ—(সংস্কৃত)—১। মহাভারত আদিপর্ব্ব, ২। হরিবংশ, ৩। শ্রীমদ্ভাগবত-১০ম স্কন্ধ, ৪। রসমঞ্জরী, ৫। মুক্তাচরিত্র, ৬। বিদগ্ধ মাধব, ৭। ললিত মাধব, ৮। তিথিতত্ত্ব, ৯। জ্যোতিস্তত্ত্ব, ১০। কোষ্ঠীসংগ্রহ, ১১। প্রশ্নসার, ১২। হরিনামামৃতে সন্ধিপাদ, ১৩। পঞ্চপক্ষিচক্র, ১৪। সাধ্যসাধনকৌমুদী, ১৫। তুলসীচন্দ্রিকা, ১৬। চৈতন্যচন্দ্রামৃত, ১৭। ক্রিয়াযোগসার, ১৮। সময়প্রদীপ, ১৯। তন্ত্রসার, ২০। কর্ম্মপ্রকাশ, ২১। ছন্দোমঞ্জরী, ২২। অনুমানদীধিতি, ২৩। জ্যোতিষশিক্ষা-সংগ্রহ, ২৪। বিশ্বহিত, ২৫। জ্যোতির্বিদ্যাভরণ, ২৬। সিদ্ধান্তমঞ্জরী ২৭। জ্যোতিষবচনসংগ্রহ, ২৮। জ্ঞানভাষ্য, ২৯। তত্ত্ববোধপ্রকরণ, ৩০। একাদশাতত্ত্ব, ৩১। প্রশ্নকৌমুদী, ৩২। পঞ্চস্বরা, ৩৩। হোরাষট্‌পঞ্চাশিকা, ৩৪। জাতকপদ্ধতি, ৩৫। সামুদ্রকগ্রন্থ, ৩৬। দিনচন্দ্রিকা, ৩৭। অঙ্কনির্ণয়, ৩৮। যোগিনীদশা, ৩৯। পঞ্চপক্ষিকুশল, ৪০। গ্রহরাশি, নক্ষত্রাভিধান, ৪১। শতপদবালবাদিসর্ব্বতোভদ্র চক্র, ৪২। জ্যোতির্নির্ণয়, ৪৩। দশকর্ম্মপদ্ধতি, ৪৪। ভারতজ্ঞানদীপ, ৪৫। মন্ত্রভাষ্য। (বাঙ্গালা)—১। চৈতন্যভাগবত-মধ্যখণ্ড, ২। গোবিন্দ-বিজয়, ৩। চণ্ডীকাব্য, ৪। রাসলীলা, ৫। রসসম্পুটলহরী, ৬। মহাভারত-সভাপর্ব্ব, ৭। ঐ, বনপর্ব্ব, ৮। ঐ, দ্রোণপর্ব্ব, ৯। রামায়ণ-কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১০। সত্যপীরের পাঁচালী ১১। বালবোধিনী, ১২। প্রহ্লাদচরিত্র, ১৩। সর্ব্বরসতত্ত্বসার, ১৪। রোগবিবরণ, ১৫। মোহমোচন, ১৬। মহাভারত-ভীষ্মপর্ব্ব, ১৭। উদ্ধবসংবাদ, ১৮। অমৃতরত্নাবলী, ১৯। ভক্তিলতাবলী, ২০। চন্দ্রসুধামৃত, ২১। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ২২। মহাভারত-সভাপর্ব্ব, ২৩। শিবরহস্য আগমে হরগৌরীসংবাদ, ২৪। দুর্লভসার, ২৫। ধর্ম্মমঙ্গল, ২৬। মনসামঙ্গল পালা, ২৭। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ২৮। আশ্রয়তত্ত্ব, ২৯। কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ১০ স্কন্ধ, ৩০। কবিরাজী পাতড়া, ৩১। গণমঞ্জরী, ৩২। পদাবলী (দুর্জ্জয়মান), ৩৩। নন্দবিদায়, ৩৪। তত্ত্বসার, ৩৫। মুক্তাচরিত্র, ৩৬। আনন্দভৈরব, ৩৭। প্রসাদ-চরিত্র, ৩৮। বস্তুতত্ত্বসার, ৩৯। হরমেখলা, ৪০। সুদামা উপাখ্যান, ৪১। কালিয়া-দমন পালা, ৪২। মনঃপ্রবোধিকা। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১। মার্কণ্ডেয় পুরাণ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—২। যতিসংস্কারপ্রয়োগ; ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—৪। শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। দুর্গাপূজাপদ্ধতি, ২। মহাভারতকথা; শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়—১। রতিমঞ্জরী, ২। বৈষ্ণব বন্দনা; শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১। মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব, ২। ঐ, আশ্রমিক পর্ব্ব, ৩। প্রহ্লাদচরিত্র, ৪। জগন্নাথমঙ্গল, ৫। নিগম গ্রন্থ।

(খ) দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত পুস্তক ও সাময়িক পত্র

শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী—১। অন্নদামঙ্গল—১৮১৬ (সচিত্র), ২। Memoirs of Raja Pratapaditya ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—১। হিতোপদেশ—১২৩০, ২। মন্মথমঞ্জরী ও মনসার ভাসান ; ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১। অন্নদামঙ্গল—বিদ্যাসুন্দর, ১২৩৫ ; শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস—১। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—১৭৬৬ শকাব্দা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা—১২৬৫ (৪র্থ খণ্ডের ২৫,২৮ সংখ্যা), ২। কবিতা-কুসুমাবলী ১৭৮৩ শক ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা ; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয় (ইং ১৮৫৯), ২। স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক ; শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী—১। ঐ (২০খানি) (১২৭৭-৭৮-৭৯)।

(গ) পুস্তকাদি

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি—১। Assumcam's Bengali Grammar, ২। Journal of the Department of Letters, Vol. XXI, ৩। Do. Vol. XXII, ৪। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ৫। সিদ্ধান্তশেখর, ৬। Brahminical Gods in Burma, ৭। Contribution of Christianity to Ethics ; ৮। Pilgrimage of Faith, ৯। Financial Justice of Bengal. শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র মজুমদার—১। ধ্রুবচরিত্র, ২। স্বামীশিষ্যপ্রসঙ্গ ১ম ভাগ, ধ্রুবানন্দ, ৩। ঐ, ২য় ভাগ, ৪। শ্রীগুরুপ্রসঙ্গ, ৫। অধ্যাত্মবিদ্যা, ৬। শ্রীশ্রীভোলানাথ প্রসঙ্গ, ৭। মহাপুরুষবাণী, ৮। নারায়ণবাণী, ৯। কুম্ভমেলা ১০। সদাচার ; শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত—১। কমলাকান্ত, ২। কৃষ্ণকান্তের উইল, ৩। চন্দ্রশেখর, ৪। দুর্গেশনন্দিনী, ৫। দেবী চৌধুরাণী, ৬। মৃণালিনী, ৭। রাধারাণী, ৮। বিষবৃক্ষ, ৯। সীতারাম ; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১। আব্রাহাম লিঙ্কলন ; শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সরকার (এডওয়ার্ড লাইব্রেরী)—১ ভূগোল শিক্ষা, ২। প্রাথমিক পর্য্যবেক্ষণ পাঠ (১মভাগ), ৩। ঐ, (২য় ভাগ), ৪। ঐ, (৩য় ভাগ), ৫। সহজ-প্রকৃতি পাঠ, ৬। বস্তু উপলক্ষে শিক্ষা, ৭। ছেলেদের চাণক্য, ৮। চাণক্যগাথা, ৯। শৈশবগাথা ; শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার—১। মহারাষ্ট্রজাগরণ, ২। গোগৃহ, ৩। কর্ম্মরহস্য ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—১। তাজ, ২। ভাগ্যচক্র, ৩। দিল্লী অধিকার, ৪। গৌরাঙ্গ, ৫। কাব্য গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ, ৬। ঐ ২য় ভাগ, ৭। ঐ ৩য় ভাগ, ৮। গান, ৯। চিতোরোদ্ধার, ১০। আক্কেল সেলামী ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী)—১। গীতবিজ্ঞান (১ম ভাগ,) ২। ঐ (২য় ভাগ), ৩। সঞ্চয়িতা, ৪। বনবাণী, ৫। জয়ন্তী উৎসর্গ ; শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়,--১। জমা খরচ, ২। স্ত্রী, ৩। মুক্তাঝারি, ৪। বরদা ডাক্তার, ৫। পথের স্মৃতি, ৬। মাটির স্বর্গ ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত—১। কাব্য পরিমিতি ; শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়—১। লঙ্কেশ্বর ; ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়- ১। Men and Thought in Ancient India. শ্রীযুক্তা কামিনী রায়—১। শ্রাদ্ধিকা ; শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী,—১। বঙ্গদর্শন (৫), ২। জ্ঞানাঙ্কুর (৪), ৩। নব্যভারত (১) ; শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—১। পল্লীব্যথা,

২। মধুমালতী ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ,—১ শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপ প্রবন্ধ—(১ম ভাগ), ২। ঐ (২য় ভাগ), ৩। ঐ (৩য় ভাগ), ৪। ঐ (৪র্থ ভাগ ; রায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর,—১। Voices from Heaven, ২। Voices from Within, ৩। Voices from the Heart, ৪। Blossoms of Bliss, ৫। Sayings of the Soul, ৬। Lessons of Life, ৭। ভাগবতকুসুমাঞ্জলি, ৮। স্তুতিকুসুমাঞ্জলি ; ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,—১। শিবম্ পত্রিকা, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ২। ঐ ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ১। Royal Academy Picture, 1906, ২। ঐ ১৯১১, ৩। ঐ ১৯১২ ; শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত—১। প্রেম, ২। আত্মপ্রতিষ্ঠা, ৩। দুর্গোৎসবতত্ত্ব, ৪। অশ্বিনীকুমার দত্ত (সুরেন সেন), ৫। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার (শরৎ রায়) ; শ্রীমতী নিশারাণী দত্ত—১। Our Educational Problems, ২। পুরাবৃত্তসার, ৩। বাঙ্গালী নামের অর্থ কি ? ৪। Indian Problems ; শ্রীমতী উমারাণী ঘোষ—১। দ্বীপান্তরের বাঁশী, ২। মঙ্গল সঙ্গীত, ৩। শিশু প্রতিপালন ; শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার,—১। প্রাচীন সভ্যতা, ২। থেরীগাথা, ৩। কালিদাস, ৪। হেঁয়ালী, ৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস ; শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—১। নানা চর্চ্চা, ২। সনেট পঞ্চাশৎ, ৩। আহুতি, ৪। বীরবলের হালখাতা, ৫। চার ইয়ারী কথা, ৬। আমাদের শিক্ষা, ৭। পত্রাবলী ; শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার -১। রত্নলেশা ; শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু—১। Principle of Indian Silpa Sastra, ২। Silpa Sastram, ৩। Sir Ashutosh Mukherjee, ৪। Hundred Years of Bengali Press, ৫। Hindu Colony of Cambodia, ৬। Story of the Rings ৭। বিক্রমশিলা, ৮। নালন্দা ; শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশ গুপ্ত,—১। কলম্বাস, ২। বিবাহ ও তাহার আদর্শ, ৩। নারী, ৪। পরাগ, ৫। মার্কো পোলো, ৬। ক্যাপ্টেন কুক, ৭। মনস্বিতার মাপ ; হিস্ হাইনেস্ বড়ঠাকুর (ত্রিপুরা)—১। ভারতীয় স্মৃতিকথা ও চিত্র ; শ্রীযুক্তা প্রফুল্লময়ী দেবী,—১। প্রতিমা, ২। পুষ্প-পরাগ, ৩। অমৃত প্রসঙ্গ ; শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী—১। পথের সাথী, ২। উল্কা, ৩। উত্তরায়ণ, ৪। পোষ্যপুত্র, ৫। মহানিশা, ৬। প্রাণের পরশ, ৭। জ্যোতিহারা, ৮। মা, ৯। চিত্রদীপ, ১০। ত্রিবেণী, ১১। রামগড়, ১২। হিমাদ্রি, ১৩। বিদ্যারণ্য, ১৪। কুমারিল ভট্ট, ১৫। মধুমল্লী, ১৬। মন্ত্রশক্তি, ১৭। বাগ্দত্তা, ১৮। পথহারা, ১৯। চক্র ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১। বিহারীলালের গ্রন্থাবলী (২য় ভাগ), ২। সিদ্ধান্তশিরোমণিঃ ; শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী—১। অকল্পিতা, ২। জ্যোতি, ৩। শ্রীনিবাসের ভিটা, ৪। দুনিয়ার দেনা, ৫। মেয়েদের কথা ; শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার—১। Comparative Birth, Death and Growth Rate ; শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী,—১। বোধন, ২। দুনিয়ার দান, ৩। দূরের আলো, ৪। পরদেশী, ৫। শেষের দাবী ; শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার,—১। মনের কথা, ২। পল্লী সংগঠন, ৩। A Pecularity in the Imaginery in Dr. Rabindra

Nath Tagore; শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—১। সিন্ধুশ্রী, ২। মরমী, ৩। বীণা; শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—১। বিজয়বল্লভ, ২। ভারতীয় গ্রন্থাবলী, ৩। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত, ৪। ভারত রহস্য, ৫। Religious Mysticism of the Upanishads; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়—১। ব্যুৎপত্তিমালা (২খানি); ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। Promotion of Learning in India during Muhammedan Rule ২। Do. by Early European Settlers up to 1800. ৩। Studies in Indian History and Culture, ৫। Economic Life and Progress in Ancient India, ৬। Indian Literature Abroad, ৭। Canakya Rajaniti-Sastram; ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা—১। Buddhistic Studies, ২। A Study of the Mahavastu, ৩। Do. (supplement); ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত—১। Aspects of Mahayana Buddhisim and its Relation to Hinayana; শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বর্ম্মা (আর্য্যপাবলিশিং কোং)—১। সাকো ও ভাঞ্জেটি, ২। সাজি, ৩। বিক্রমশিলা, ৪। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, ২। ঐ, ৩। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ৪। রত্নকণা, ৫। মহাভারত (বসুমতী সংস্করণ) অসম্পূর্ণ, ৬। First Principles—Vol. I (Spencer), ৭। Do. Vol. II, ৮। Education, ৯। Nature Studies by Night and Day, ১০। The Mysteries of London—Reynold, Vol. I, ১১। Do. Vol. II, ১২। Do. Vol. III, ১৩। Do. Vol. ১৪। His Beautiful Clients, ১৫। Godolphin—Lytton, ১৬। Kenilworth—Scott, ১৭। The Dop Doctor, ১৮। The Governors, ১৯। The Honourable Algernon Knox ২০। The Night of Temptation, ২১। The Yellow Ribbon, ২২। The Sign of Silence, ২৩। Light on the Path; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী—১। বিলাতভ্রমণ (২য় সংস্করণ; ২। মাতৃমন্দির, ৫ম বর্ষ (১৩৩৪), ৩। মাতৃমন্দির, ৬ষ্ঠ বর্ষ (১৩৩৫), ৪। মাতৃমন্দির, ৭ম বর্ষ (১৩৩৬); শ্রীযুক্ত সারথিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—১। স্বাস্থ্যনীতি; শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশ গুপ্ত—১। রাজ্যশ্রী, ২। গোঁপ খেজুরে, ৩। নদের পাগল, ৪। টাকার পূজা, ৫। শ্রীচরণেষু, ৬। রক্তের লেখা, ৭। বাহাদুর, ৮। বীরবাণী, ৯। প্রেমের পথে, ১০। কর্ণ, ১১। চিতোর-গৌরব, ১২। গুরু রামদাস, ১৩। সিদ্ধার্থ; শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। Brahmi Language; ২। Grammar of the Arabic Language, ৩। The Spoken Arabic of the Mesopotamia, ৪। জীবনীকোষ, ৫। সাহিত্য প্রবেশ, ৬। Tibetan Primer, ৭। হিন্দী তিব্বতীয় পহেলা পুস্তক, ৮। হিন্দীমুহা বিবেকা কোষ ((Hindi Idioms Pocket Dictionary); শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। Punch—1888, ২। Do, 1884, ৩। History of the Wild West, ৪। লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া—মধুসূদন গুপ্ত; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—১। আনন্দ-

লহরী, ২। ছোট গল্প—১।২ সংখ্যা ; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, ১। The Development of Indian Agriculture, ১। A Scheme of Economic Development for Young India, ৩। All about Khilafat with the View of Mahatma Gandhi, ৪। Speeches by Lal Mohun Ghosh, Part, II ৫। Akbar—Malleson ; শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ—১। জাতকালঙ্কার, ২। চমৎকার চন্দ্রিকা, ৩। গ্রহযামল ; শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী [একটী পুস্তকাধার সমেত]—১। All Parties Conference, 1928, ২। Indian Art at Delhi, 1903, ৩। Bengal Under the Lieutenant Governors, Vol. I, ৪। Bannu of our Afghan Frontier, ৫। Rajasthan, Vol. 1-2, ৬। The Memoirs of Paul Kruger, ৭। Bernier's East Indies, ৮। The Students' English-Gujrati Dictionary, ৯। Ancient India, ১০। Sanskrit Culture in Modern India, ১১। The Lamplighter, ১২। A History of Education in Ancient India, ১৩। The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal, ১৪। A Bayard from Bengal, ১৫।১৬। The English Works of Raja Ram Mohan Roy, Vol. I and II, ১৭। Speeches and Papers on Indian Questions, ১৮। The Bengal Legislative Council Manual, 1921, ১৯। India in 1928, ২০। The Mahabhasya of Patanjali, ২১। An Eastern Miscellany, ২২। Relations, ২৩। The Ideals of the East, ২৪। Indian Industrial Commission, 1916-18, ২৫। The Exploration of Tibet, ২৬। History of Greece, ২৭। The Crops of Bengal ২৮। The Musnad of Murshidabad, ২৯। Humayun, ৩০। Ao Nagas, ৩১। A Historical Geography of the British Empire, ৩২। A Social History of Kamrupa, Vol I, ৩৩। The Indian Mutiny, ৩৪। The Indo Aryan Races, ৩৫। The Surgical Instruments of the Hindus, Vol. I, ৩৬। Do. Vol II, ৩৭। Notes on the Ancient Monuments of Mayurbhanj, ৩৮। A Short Account of the Calcutta Jews, ৩৯। Speechees by Lal Mohun Ghosh, Part II, ৪০। Whither India ?, ৪১। The City of Nocross, ৪২। Bengal District Gazetteer-Balasore, ৪৩। Do. Puri, ৪৪। Do. Mymensingh, ৪৫। Body Building, ৪৬। India and its Native Princes, ৪৭। Macaulay's Life and Letters, ৪৮। Hurrish Mukherjee's Writings, ৪৯। Souvenir, The Indian Empire, ৫০। The Indian Municipality, ৫১। The Light of Asia, ৫২। Library Catalogue of the Asiatic Society of Bengal, ৫৩। History of the Mahrattas, ৫৪। Is India Civilized ?, ৫৫। Todd's Annals of Rajasthan, ৫৬। A

Political Diary (1828-1830) Vol. l, ৫৭। Do. Vol. II, ৫৮। A Statistical Account of Bengal, Vol. l, ৫৯। Do. Vol. XIV, ৬০। History of British India, ৬১। Dictionary of the French and English Languages, ৬২। French and English Dictionary, ৬৩। The Life and Teachings of Swami Dayananda Saraswati, Part I, ৬৪। Bengal Celebrities, ৬৫। Cradle Tales of Hinduism, ৬৬। Collin's Indian Vegetable Garden, ৬৭। Indian Constitutional Reforms, ৬৮। Report of the Indian Statutory Commission, Vol. l, Survey, ৬৯। Interim Report of the Indian Statutary Commission, ৭০। সংযম শিক্ষা, ৭১। মধুমালতী, ৭২। সন্ধ্যায়, ৭৩। শান্তি, ৭৪। পুষ্পাধার, ৭৫। কাব্যকলিকা, ৭৬। ঋতুলীলা, ৭৭। রুদ্রানন্দ-লহরী, ৭৮। পল্লীব্যথা, ৭৯। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ৮০। ঐ, ৮১। বরাহমিহির ও খনা, ৮২। হোরাবল্লভ, ৮৩। অম্বষ্ঠতত্ত্বকৌমুদী, ৮৪। শুশ্রূষা, ৮৫। সদ্বৈদ্যকুলচন্দ্রিকা, ৮৬। নিদানম্, ৮৭। বৈদ্যকুলপঞ্জিকা (প্রথমা বল্লী), ৮৮। আয়ুর্ব্বেদসংহিতা, ৮৯। নিদানার্থপ্রকাশিকা, ৯০। বেদান্তসূত্র, ৯১। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্করদর্শন (২য় ভাগ), ৯২। পাতঞ্জলদর্শনম্, ৯৩। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি, ৯৪। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি, ৯৫। নিষ্কাম পূজাদীপিকা, ৯৬। শ্রীরাগানুগাদীপিকা, ৯৭। গীত গোবিন্দ, ৯৮। গোবিন্দ-দাসের কড়চা, ৯৯। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, ১০০। সেকালের চিত্র, ১০১। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দয়োর্দ্বাদশ-মাসোৎসবাশ্চনপদ্ধতি, ১০২। শান্তিনিকেতন, ৪র্থ, ১০৩। প্রাণের কথা, ১০৪। ক্ষণপ্রভা, ১০৫। উৎপলা, ১০৬। আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, ১০৭। রাধাকৃষ্ণ, ১০৮। অমিয় গ্রন্থাবলী—১ম সংখ্যা, ১০৯। ঝান্সীর রাণী, ১১০। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিচয়পত্র, ১১১। সূচিশিল্প, ১১২। কার্পাস, ১১৩। বঙ্গে চালতত্ত্ব, ১১৪। পাখীর কথা, ১১৫। হিমালয় ভ্রমণ, ১১৬। ভারত ভ্রমণ ও তীর্থ দর্শন, ১১৭। পরিহাস, ১১৮। মালী জাতির ইতিবৃত্ত, ১১৯। আমার পূর্ব্বপুরুষ, ১২০। বংশ পরিচয়, ১ম খণ্ড, ১২১। ঐ, ৩য় খণ্ড, ১২২। ঐ—৫ম খণ্ড, ১২৩। The Works of Late Pandit Guru Dutta, ১২৪। আসাম প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, ১২৫। ঐ—২য় খণ্ড, ১২৬। সারদারঞ্জনস্মৃতি, ১২৭। শরচ্চন্দ্র, ১২৮। নাগবংশের ইতিবৃত্ত ও সেরপুর টাউনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১২৯। ঢাকার ইতিহাস, ১৩০। চাক্‌মাজাতি, ১৩১। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৩২। ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৩৩। ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৪। ঐ, ৫ম খণ্ড, ১৩৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, ১৩৬। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ১৩৭। শান্তিপুর, স্মৃতি, ১৩৮। ইংরাজের কথা, ১৩৯। রাজমালা, ১৪০। সুয়াপুর গুপ্তবংশাবলী, ১৪১। কৃষ্ণপান্তি, ১৪২। যতীন্দ্রস্মৃতি, ১৪৩। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর, ১৪৪। ৺ ডাক্তার বলাইচন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১৪৫। অশোক অনুশাসন, ১৪৬। ধম্মপদ, ১৪৭। গৌড়রাজমালা, ১৪৮। আদিশূরকথা, ১৪৯। বাঙ্গালার জমিদার, ১৫০। চরিতামৃত,

১৫১। বীজগণিতম্, ১৫২। লীলাবতী, ১৫৩। কুমারসম্ভবম্, ১৫৪। ঐ, ১৫৫। ঐ, ১৫৬। স্মৃতিচিন্তামণি. ১৫৭। গণপ্রদীপ এবং গণার্থ-কল্পদ্রুমঃ, ১৫৮। আত্মবোধ, ১৫৯। অমরকোষ, ১৬০। সংস্কৃত রচনা, ১৬১। বিশুদ্ধ মার্গ, ১৬২। অত্রিসংহিতা, ১৬৩। বিশ্ববিজ্ঞানম্, ১৬৪। খণ্ডনিরসনম্ ১৬৫। বৃহৎসংহিতা, ১৬৬। ধাতুবিবেক, ১৬৭। কলাপব্যাকরণম্, পূর্ব্বার্দ্ধম্, ১৬৮। ঐ, পরার্দ্ধম্, ১৬৯। দেহতত্ত্ব, ১৭০। Twelve Years of Prison Life, ১৭১। Idiomatic Sentences in English and Gujrati, ১৭২। Geeta Bharatam.

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু – ১। চঞ্চরিকা, ২। ওথেলো, ৩। শকুন্তলার নাট্যকলা, ৪। কুহকী; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়—১। ফুলের ব্যথা, ২। পাঁকের ফুল, ৩। মায়া কাজল, ৪। রিক্ত ভারত, ৫। সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার, ৬। গল্পের আল্পনা; কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—১। বসন্ত উৎসব কাব্য; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—১। দাম্পত্য-রহস্য ২। রমণীরহস্য; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত—১। প্রবোধ প্রভাকর, (১ম ভাগ-২য় ৩য় সংখ্যা), ২। কাদম্বরীর বিবাহ কি সম্বন্ধ? ৩। ব্যাপিকা বিদায়, ৪। দ্বন্দ্বে মাতনম্; শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন—১। অনাশক্তি যোগ, ২। হিন্দু সংগঠন, ৩। স্বাস্থ্যনীতি, ৪। সুইজর্লণ্ডের স্বাধীনতা, ৫। বাল্য বিবাহ ও নিরোধ আইন, ৬। বিধবা বিবাহ, ৭। ঐ (হিন্দী); শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১। গৌড়ীয় ১০ম বর্ষ, পূর্ব্বার্দ্ধ, ২। London Magazine, July 1908, ৩। Selected Chapters of the Report of the Calcutta University Commission, ৪। Women's Education, being Chapters XIV and XXXVI of the Report of Calcutta University Commission, ৫। বিলাপমালা, ৬। অনঙ্গবিলাস, প্রেমরত্নাকর, মধুমালা, স্ত্রীপুরুষদ্বন্দ্ব, ৭। Palestine and other Poems, ৮। প্রকৃতিপ্রেম, সত্যসুখান্বেষণ; শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসু—১। The Fatal Garland, ২। An Unfinished Song, ৩। Short Stories (স্বর্ণকুমারী দেবীর হস্তাক্ষর সম্বলিত); শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। History of Hindu Music (1880); শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় দস্তিদার—১। সরল সঙ্গীত ও হারমোনিয়াম-শিক্ষক; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র—১। সুখদুঃখ; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। মণিমালা, ২য় ভাগ, ২। Treatise on Gems, Part II; ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। সাগরসঙ্গীত, ২। অন্তর্য্যামী, ৩। কিশোর কিশোরী, ৪। মালা, ৫। কাব্যের কথা, ৬। দেশের কথা, ৭। অমূল তরু, ৮। ধূলিকণা, ৯। প্রেমের তর্পণ, ১০। কাকলী, ১১। ত্রয়ী; শ্রীযুক্তা উমারাণী বসু—১। Princees Kalyani, ২। Short Stories, ৩। An Unfinished Story, ৪। The Fatal Garland, ৫। স্নেহলতা (১ম ও ২য় ভাগ), ৬। দিব্য কমল, ৭। ছিন্ন মুকুল, ৮। কৌতুক নাট্য, ৯। পাকচক্র, ১০। মিবাররাজ, ১১। নিবেদিতা, ১২। নবকাহিনী, ১৩। মালতী ও গল্পগুচ্ছ, ১৪। যুগান্তকাব্য নাট্য, ১৫। রাজকন্যা, ১৬। ক'নে বদল, ১৭। দেব কৌতুক।

(ঘ) চিত্র।

প্রাচীন চিত্র—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার—১। চতুর্বিংশ তীর্থঙ্করের চিত্র ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রাচীন চিত্র। **তৈলচিত্র**—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের তৈলচিত্র ; শ্রীযুক্ত যামিনী রায়—চিত্রপট একখানি। **ব্রোমাইড চিত্র**—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম—১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাল্যাবস্থার চিত্র। **ফটো**—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—শাস্ত্রী-সম্বর্দ্ধনার ফটো।

(ঙ) মূর্ত্তি।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—১। মহামায়ূরী মূর্ত্তি ; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—১। ধাতুনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি (শ্যামদেশের), ২। পিত্তলনির্ম্মিত লক্ষ্মীমূর্ত্তি।

(চ) মুদ্রা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—১। ওময়য় খলিকাদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রা (দিরহম্)—২টি ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী—১। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আধুনিক মুদ্রা—২০।

(ছ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—১। কাঙ্গাল হরিনাথের স্বরচিত ও স্বহস্ত-লিখিত গানের বই—১খানি। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—১। ৺ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ দত্তের হস্তলিপি—১ দফা। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—১। জে. ডি এণ্ডারসনের পত্র—২খানি। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল—১। ৺বিপিনচন্দ্র পালের হস্তাক্ষর—১ দফা।

(জ) সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য।

শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল—১। স্বর্ণকুমারী দেবীর দোয়াতদানী—১ দফা ; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—১। জয়পুরাধিপতি মহারাজা রামসিং কর্ত্তৃক ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ দত্তকে উপহৃত হাতীর দাঁতের খড়ম—১ জোড়া, ২। ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ দত্তের পরিহিত চোগা—১ দফা, ৩। ঐ চাপকান—১ দফা, ৪। মাননীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের ব্যবহৃত চাপকান—১ দফা ৫। ঐ পায়জামা—১ দফা ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন পাল—৬। ৺বিপিনচন্দ্র পালের ব্যবহৃত চশমা—১ দফা

(ঝ) বিবিধ দ্রব্য।

শ্রীমতী কামিনী রায়—১। নেপাল মন্ত্রীর প্রশংসাপত্র—১ দফা ; শ্রীমতী বিমলাবালা চন্দ্র—১ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত পিতলের জলপাত্র—১ দফা ; শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ—১। জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, পোঃ খামারগাছির অধীন রেলওয়ে ষ্টেশন খামারগাছির সন্নিকটে দাদপুর নামক গ্রামে ৩৪ ফুট গভীর একটী কূপ খননকালে যে সব পুরাতন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার ৬টি শিশিতে রক্ষিত নিদর্শন ও ১ খানা ভাঙ্গা সরা ; শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ—১। ভোটিব স্তূপ।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

১৫ই শ্রাবণ ১৩৩৯, ৩১এ জুলাই ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়ার স্মৃতির-উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া জানাইলেন যে, আজ এই স্মৃতিসভা উপলক্ষে হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রম হইতে কতকগুলি পুস্তক পরিষৎকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। এই আশ্রম স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়ার প্রতিষ্ঠিত পরিষদের পক্ষ হইতে তিনি আশ্রমের কর্তৃপক্ষকে এই দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী মহাশয়ার শ্রদ্ধাসূচক পত্র পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত "দিনের আলো নিভে গেল" শীর্ষক গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্তা কামিনী রায় মহাশয়া স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়ার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মহাশয়া বলিলেন, স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া সকল বিষয়ে বঙ্গে নারী-জাগরণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী রাসমণি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী মহিলারা এক দিক্ দিয়া দেশের কাজ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যিক ও সমাজ-গঠনমূলক কাজ করিয়া যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্যের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সরোজ-নলিনীর মধ্যে যে বীজ অঙ্কুরিত ছিল, তাহা তাঁহারই আদর্শে ফুটিতে পাইয়াছিল। সখী-সমিতি, বিধবা আশ্রম প্রভৃতি তাঁহারই কীর্ত্তি। এখন সে সকল প্রতিষ্ঠান শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। এত গ্রন্থরচনা, 'ভারতী'র সম্পাদন প্রভৃতি কঠোর শ্রমসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়া তিনি দেশে যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক্ষণে সকল নারীরই অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। অনেকে অনেক কাজ আরম্ভ করিয়া, তাহার পরিণতি দেখিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকেন, কিন্তু তিনি নিজ জীবনে তাঁহার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল দেখিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সৌভাগ্য হইল বলিয়া পরিষৎকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী মহাশয়া স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়ার উদ্দেশ্যে কবিতা ও প্রবন্ধ, এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয় 'স্বর্ণকুমারী' নামক এক কবিতা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার মহাশয়া বলিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠকগণের মধ্যে এমন বোধ হয় কেহই নাই, যিনি স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ না করেন।

আমাদের অল্প বয়সে আমরা সাহিত্যের রস আস্বাদন করি তাঁহার ভারতীতে। তখনই দেখিয়াছি যে, বঙ্গসাহিত্যে বাগ্‌বাদিনীর বীণা বাজিয়া উঠিল, দেশকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিল, সাহিত্যালোচনায় নূতনত্বের উন্মেষ হইল। তাঁহার প্রবর্তিত ধারা শ্রীমতী সরলা দেবী অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। এখন দেশে শিক্ষার প্রভাব নারী জাতিকে কত দূর উপরে তুলিয়াছে; কিন্তু আমরা তখনকার কালে যেরূপ উন্মাদনা ও জ্ঞানের আলোকে আনন্দ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম, এখনকার যুগে সে বিমল আনন্দ কি আছে? আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন। শোকের মধ্যে আনন্দ এই যে, তিনি আমাদিগকে কত দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা পরমাত্মীয় জ্ঞান করি—তিনি আমাদের মহামহীয়সী ধ্রুবতারা।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর নিম্নোক্ত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবিকা, অতুল প্রতিভাশালিনী, অশেষগুণালঙ্কৃতা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়ার পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য যে ক্ষতি অনুভব করিতেছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বঙ্গসাহিত্যকে যে সকল সম্পদে তিনি সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহা চিরদিন বঙ্গভাষার অঙ্গে, শ্রেষ্ঠ অলঙ্কাররূপে বিরাজ করিবে এবং বঙ্গবাসী ঐ মহার্ঘ দানের জন্য তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, আজ এক প্রতিভাশালিনীর পরলোকগমনে আর এক প্রতিভাশালিনী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। স্বর্ণকুমারীর জীবনী যেমন একটি সঙ্গীতের ধারা, শ্রীযুক্তা কামিনী রায় মহাশয়া তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন উপযুক্ত তাল মান লয়ে। স্বর্ণকুমারী বঙ্গনারীজাগরণের পথপ্রদর্শিকা। তাঁহার প্রভাব নারীকুলে প্রসারিত হইয়াছে। নারী-জাতির উন্নতির আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তিনিই। দেশের সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে পুরুষ ও নারীর সাধনায়—এখানে পুরুষ ও নারী, এ ভেদজ্ঞান থাকিবে না। তিনি এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি নিজ জীবনকে কঠোর সাধনায় সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহার্ঘ দান স্মরণ করিয়া, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য সকলে পরিষৎকে সাহায্য করুন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বলিলেন, জাতি উন্নত হইতে হইলে যে যে আকর হইতে তাহাকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়, সেই সকল শক্তির আকরই স্বর্ণকুমারী দেবীতে আমরা দেখিয়াছি। সাহিত্যের গঠন ও সেবা স্বর্ণকুমারীর পূর্ব্বে পুরুষদের হাতে অনেক পরিমাণে ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বর্ণকুমারী নিজ শক্তি দ্বারা আমাদের মেয়েদের জন্য সাহিত্য সাধনার পথ খুলিয়া দিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, আমাদের মেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রেরণা পাইলে সাহিত্য সাধনায় কত দূর সফলতা লাভ করিতে পারেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে আমরা প্রথম ও প্রধান নেত্রী রূপে দেখিয়া থাকি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বাঙ্গালা দেশ এ কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিবে।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়ার শোকসন্তপ্ত পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার ঘোষাল এবং কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত তাঁহাদের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, সাত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের অন্যতম মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার স্মৃতি রক্ষা এই পরিষৎ মন্দিরে হয়, আর আজ আর একজন মহীয়সী মহিলার শোকসভা। যাঁহারা বলেন, পরিষদে মহিলাদের স্থান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আজ আসিয়া দেখিয়া যান যে, পরিষৎ পুরুষ ও নারীনির্ব্বিশেষে গুণীর সমাদর কি ভাবে করিয়া থাকেন। স্বর্ণকুমারী দেবী আমার মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর সহিত তাঁহার প্রথমে পরিচয় ছিল না; পরে উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা "মিলন" পাতাইলেন। তিনি নিজে সাহিত্য-সাধনা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার "ভারতী"তে লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—তিনি অনেককে সাহিত্য-সাধনায় প্রেরণা দান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কোরাণের নিম্নোক্ত বয়েৎ আবৃত্তি করিলেন,—"তালেবুল্ ইলমে আলাকুল্লে মোস্‌মিনা অ-মুস্‌লেমাতেন্"। অর্থাৎ প্রত্যেক মুস্‌লমান নরনারীর পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা করা অপরিহার্য্য (ফরজ)। হাদিসে হজরৎ মহম্মদ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য চীন পর্য্যন্ত তোমরা যাইতে পার। আমি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এ বাক্যের সার্থকতা দেখিয়াছি বলিয়া জানি না প্রথম দেখি স্বর্ণকুমারীতে। সুতরাং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আমাদের স্বাভাবিক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"উপযুক্তভাবে পরলোকগতা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়ার স্মৃতিরক্ষা করিবার ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হউক।"

তৎপরে তিনি বলিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া বঙ্গসাহিত্যে যে সম্পদ্ দান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেশবাসী সকলেরই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী। তিনি পরিণত বয়সেই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, শোক করিবার কিছু নাই। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় মহাশয়া তাঁহার প্রবন্ধে যে ক্ষতির অনুভূতির জন্য আমাদের স্বাভাবিক শোকের কথা বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা প্রকৃতই এখানে সমবেত হইয়াছি। দুই বৎসর আগে ভবানীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে যে সুন্দর অভিভাষণ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সুর এখনও যেন আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় পৌঁছিলেও তাঁহার রচনাশক্তির হ্রাস হয় নাই। মনে হয়, আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে বঙ্গভারতীর অঙ্গে অনেক অলঙ্কার তিনি পরাইতে পারিতেন। বিধাতার বিধানে তিনি নারীমূর্ত্তিতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে

শক্তি ও প্রতিভার অঙ্কুর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যে-কোন দেশেই হউক ও যে মূর্ত্তিতেই হউক, তাহা ফুটিতই। বর্ণনাতীত প্রতিভাবলে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন। ৭৫ বৎসর আগেকার দেশের অবস্থা মনে হইলে দেখিতে পাই, দেশে নারীসমাজের সকল প্রকার উন্নতির বহুপ্রকার অন্তরায় ছিল। কিন্তু আমাদের সে কালের অবস্থা স্মরণ করুন। দেখিবেন, তখন কোন মহিলা ঋষিদের সঙ্গে বসিয়া বেদের মন্ত্রনা রচনা করিয়াছেন। গার্গী, মৈত্রেয়ীর কথা স্মরণ করুন। তার পর ঐতিহাসিক মীরাবাই, অহল্যাবাই, ঝান্সীর রাণী প্রভৃতির কথা স্মরণ করুন। তাঁহাদের ধারায় অভিষিক্ত এই দেশে স্বর্ণকুমারী যে বিচিত্র শক্তিশালিনী হইয়া জন্ম লইয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে। তিনি এখন পুণ্যতর লোকে নবতর জীবন লাভ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দেহে বিরাজ করিতেছেন, এবং আমাদিগকে আশীষ বর্ষণ করিতেছেন।

তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২২এ শ্রাবণ ১৩৩৯, ৭ই আগষ্ট ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০ টা।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ মহাশয়-লিখিত "লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় সভারম্ভের পূর্ব্বেই দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয় এককালে পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ৮০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী পৃথিবীর ইতিহাস, চতুর্ব্বেদ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 'অনুসন্ধান' নামক পাক্ষিক পত্র তিনিই সম্পাদন করেন এবং তিনি 'বঙ্গবাসী'র অন্যতম লেখক ছিলেন। 'সাহিত্য-সংবাদ' পত্র তিনি সম্পাদন করিতেন। আজীবন

তিনি সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। হাওড়ায় তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের সহিত স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁহার 'অনুসন্ধান' পত্রে আমরা সাহিত্যচর্চ্চা করিতাম। পৃথিবীর ইতিহাস তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

২। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। পরিশিষ্টে লিখিত পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। এই সকল পুথি ও পুস্তকের মধ্যে স্ত্রীলোকের লিখিত একখানি অন্নদামঙ্গলের পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয় তাঁহার 'লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু এই প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি সমস্ত তাম্রশাসন আলোচনা করিয়া যতগুলি স্থানের নাম পাইয়াছেন, তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং পৃথক্ পৃথক্ মানচিত্রে সেগুলি দেখাইয়াছেন। আর একটি নূতন ভুক্তির—"কঙ্কগ্রামভুক্তির" অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যতগুলি তাম্রশাসন এ দেশে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে এই ভুক্তির কোন উল্লেখ নাই।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় যে সকল স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা লিখিয়াছেন, তাহাদের সকলগুলির সহিত আমাদের একমত, তাহা বলি না; তথাপি তাঁহার যুক্তিপূর্ণ মীমাংসাগুলি আলোচনার বিষয়। আলোচনার দ্বারা যে সত্য নির্ণীত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধলেখক অসীম পরিশ্রম করিয়াছেন এবং প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি ই মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহকারী-সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত তারাপদ দাশগুপ্ত এম এ, বেন্দা, যশোহর ; ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি আর এস, ২১।৩এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন ; ৩। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক, ১০ সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ার ; ৪। শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার, প্রোপাইটার, ডি এম লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; ৫। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বি এস্-সি, ১৫ কলেজ স্কোয়ার ; ৬। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সিংহ বি এ, রসোড়া, মুরশিদাবাদ ; ৭। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার এম এ, ১০৪ আপার সার্কুলার রোড ; ৮। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু, ৭৪ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট; ৯। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু বি এস-সি, এম বি, ডি টি এম্, ডি পি-এচ, ১২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; ১০। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দত্ত এ এম্ আই, এম আর এ এস,ষ্টেট ইন্জিনিয়র, জসলমীর ষ্টেট, রাজপুতানা ; ১১। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ দাস, শিলচর, কাছাড় ; ১২। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, ৫৩ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট ; ১৩। শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি এ, কাব্যবিনোদ, ৩০৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট ; ১৪। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার রায় বি এ, কার্ত্তিকদিয়া, খুলনা ; ১৫। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দাস এম এ, পি-এচ্ ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; ১৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন এম এ, ৯৯।১-বি মাণিকতলা ষ্ট্রীট ; ১৭। শ্রীযুক্তা বীণাপাণি রায় বি এ, ১৮-বি, হরিতকীবাগান লেন ; ১৮। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর, হুগলী।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিদ্যাভূষণ—১। মহাভারত (কাশীরাম দাস) আদি - মৌষল পর্ব্ব। ৵ সূর্য্যকুমার পাল—২ ৫। মহাভারত (কাশীরাম দাস), আদি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক ও স্ত্রীপর্ব্ব। শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়—৬-৮। মহাভারত (কাশীরাম দাস) সভা, ভীষ্ম ও আশ্রমিকপর্ব্ব, ৯। শ্রীকৃষ্ণলীলা (বাসুদেব ঘোষ), ১০। গোবিন্দবিলাস (দীন কৃষ্ণদাস), ১১-১২। মনসা-মঙ্গল (ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস), লখিন্দরের জন্ম ও বিবাহ পালা, ১৩। মনসামঙ্গল (ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস), ১৪। রামায়ণ (দ্বিজ দুলাল) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৫। অর্জ্জুনসংবাদ (মুকুন্দ-দাস), ১৬। ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি (দ্বিজ রাম) পাবন পালা, ১৭। রামচন্দ্রের বিবাহ পালা (কৃত্তিবাস)। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১৮। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী (ব্রহ্মানন্দ), ১৯। শীঘ্রবোধ (কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য), ২০। পঞ্চস্বরানির্ণয় (প্রজাপতি দাস), ২১। তোড়ল তন্ত্র, ২২। মাতৃকাভেদ তন্ত্র। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর—২৩। অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র রায়)। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ আঢ্য—২৪। সারার্থদর্শিনী (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী), ২৫। চৈতন্যমঙ্গল (লোচনদাস) সূত্র, আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড, ২৬। ঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতা, ২৭। ব্যবহারমাতৃকা, ২৮। ঋজুমিতাক্ষরা (বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক), ২৯। চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড। ৩০। নামহীন পুথি (রামানন্দসুত), ৩১। বিবাদার্ণবসেতু (বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার),

৩২। চণ্ডীপর্ব্ব (কবি মহেন্দ্র), ৩৩। চৈতন্যমঙ্গল (বৃন্দাবন দাস) আদি খণ্ড, ৩৪। অনুরাগ-বল্লী (মনোহর দাস), ৩৫। চৈতন্যচিন্তামৃত (রূপদাস), ৩৬। অদ্বৈতমঙ্গল (হরিচরণ দাস), ৩৭। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী (দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ), ৩৮-৩৯। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (গুণরাজ খান ও দ্বিজ মাধব), ৪০। ব্রহ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণচরিত, ৪১। বরাহপুরাণে ধরণীব্রত, ৪২। পদ্মপুরাণে ধ্যানযোগসারে কৃষ্ণচৈতন্য ও প্রতাপরুদ্রোপাখ্যান, ৪৩। চৈতন্যমহাভাগবত (নৃসিংহ), ৪৪। নামামৃতসমুদ্র (নরহরি), ৪৫। ভগবদ্ভক্তিসারসমুচ্চয় (নরহরিশিষ্য লোকানন্দাচার্য্য), ৪৬। সত্যনারায়ণ পাঁচালী (কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায়), ৪৭। পদাবলী (গোবিন্দ দাস), ৪৮। পদাবলী (জ্ঞানদাস প্রভৃতি), ৪৯। সংক্ষেপবিদগ্ধমাধব (রূপগোস্বামী)।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৯এ শ্রাবণ ১৩৩৯, ১৪ই আগষ্ট ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টা।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ - অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয়-লিখিত "দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ না থাকায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানাইলেন যে, শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন ; কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি দুঃখের সহিত তাঁহার উক্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় মহাশয়াকে সহকারী সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয় তাঁহার "দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন যে, অনেক স্থলে গায়কের দ্বারা পদের ভণিতা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের লোক। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর অধিকাংশ পদই এই দীন চণ্ডীদাসের রচিত। তাঁহার এ সকল যুক্তি উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু যুক্তির দ্বারা প্রচলিত বিশ্বাসের মূল আক্রমণ করিয়াছেন। সহজিয়ার ভাবধারার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা দুরূহ। সহজিয়া পরকীয়াবাদ চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বৌদ্ধ সাহিত্য ও তন্ত্রে পরকীয়া সাধনকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম এ, এম বি মহাশয় বলিলেন যে, বৈষ্ণব সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের আলোচনা হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, পরকীয়াবাদ মানবজাতির গোড়া হইতে আছে। অতঃপর প্রবন্ধলেখক মহাশয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও সহজভাবের কিছু কিছু পার্থক্য দেখাইলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরবীতে একাধিক ব্যক্তি এক ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃত লেখক নির্দ্দেশ করা যে কত কষ্টসাধ্য, তাহা আজ সকলেই বুঝিতে পারিলেন।

শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত গদাধর ঝাগাড়িয়া বি এ, বি এল, এটর্ণি, ৬ ওল্ড পোষ্ট আফিস্ ষ্ট্রীট; ২। শ্রীযুক্ত বিনোদ সেন এম্ এ, বেহালা, ২৪পঃ; ৩। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে, ডি এস্-সি, ৮৭ পার্ক ষ্ট্রীট; ৪। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র দেব মজুমদার বি এ, দুর্গাপুর, শ্রীহট্ট; ৫। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভড়, ১৬ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট; ৬। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম্ এ, পি আর এস্, ৪১ চক্রবেড়ে রোড, নর্থ; ৭। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্-সি, ৬৭।১ বেনেপুকুর রোড; ৮। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহা এম্ এ, ৮ মনোহরপুকুর তৃতীয় লেন; ৯। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন, ৮৭।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; ১০। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত এম্ এ, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ; ১১। শ্রীযুক্তা অরুণা সাহা, ৬৩।এ বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক।

The Manager, Govt. of India Central Publication Branch—
১। Somanatha and other Medieval Temples in Kathiawad;

২। Records of the Geological Survey of India, Vol. LXIV. Part I. 1932; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The B. P. Magazine, Vol, IV, Nos. 2.3 4. ২। Joan the Curate; ৩। Laura's Legacy; ৪। Flute and Violin; ৫। A Wilderness of Monkeys; ৬। The Raid on Transvaal; ৭। বরেন্দ্র কাহিনী ১ম খণ্ড; ৮। মাধব নারায়ণ; ৯। রাজা হরচন্দ্র রায়; The Secretary, Lowis' Jubilee Sanitoriam—১। The Forty Fifth Annual Report of the Lowis' Jubilee Sanitoriam. Darjeeling. 1931. The Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot—১। Report on Public Instruction in Bengal for the year 1930-31; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Extracts from the Peshwa's Diaries, No. 22; ২। Balaji Bajirao; ৩। Chaitanya's Life and Teachings; ৪। Economic Annals of Bengal; ৫। Hiranand—The Soul of Sindh; ৬। Maharana Pratap; ৭। বাঙ্গালার সমস্যা; ৮। ধনবিজ্ঞানে সাংকেতি; ৯। নবীন ও প্রাচীন; শ্রীমতী অম্বুজা বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Memoria Hacienda and Credito Publico,Congress Nacional—1928-29; ২। Fronteras De Honduras. Limites Con Grantemala Numero 2°, Tomo I. Julio—1929 Espand E Ingles; ৩। Do. Numero 3°, Tomo I; ৪। Do. Numero 4°, Tomo II; রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া—১। কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত; শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—১; শিশুর দিনচর্য্যা; ২। নীতি সাহিত্য; ৩। ছোটদের রচনা; ৪। শিশুর সাথী; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ তালুকদার—১। বত্রিশসিংহাসন; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—১। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব; ২। ভট্টাচার্য্য পরিবার; শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১। স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা (১৩৩১); ২। গৌড়ীয় ১০ম বর্ষ, ২য়ার্দ্ধ (১৩৩৮—৩৯); শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—১। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া; ২। বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৩৮); শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। আদর্শ রচনা; ২। ভারতরজনী; ৩। পুরাবৃত্তসার- ১ম খণ্ড, ৪। পৌরাণিক গল্প; ৫। পতি প্রাণা।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৫ই ভাদ্র ১৩৩৯, ২১এ আগষ্ট ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬া০টা।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুর-লিখিত "কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাল" নামক প্রবন্ধ।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, এম এল সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় তাঁহার 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাল' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। লেখকের মতে ১৪৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি কলি প্রভৃতি শব্দের নূতন অর্থ করেন। তাঁহার মতে কলি প্রভৃতি শব্দ প্রাচীন কালে বৎসর মাত্র নির্দ্দেশ করিত। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়কে সভাপতির আসনে বসাইয়া সভা ত্যাগ করেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

৮ই আশ্বিন ১৩৩৯, ২৪এ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, শনিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—(ক) পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, (খ) দুর্গাদাস লাহিড়ী এবং (গ) শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(ক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ মহাশয়ের লিখিত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস পাঠ করিলেন। বিপিন বাবুর প্রবন্ধের সার মর্ম্ম এই,—আচার্য্য কৃষ্ণকমলের জন্ম ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রথম গ্রাজুয়েট, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহার সতীর্থ ছিলেন। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী তাঁহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগরে হাই স্কুলের শিক্ষক করিয়া লইয়া যান। তিনি ১৮৬২-৭২ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়-রচিত 'বেকন সন্দর্ভ' (অনুবাদ) বি এ পরীক্ষার্থীর পাঠ্য পুস্তক ছিল। তাঁহার ছাত্র স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মাইকেল পড়ানর সুখ্যাতি করিতেন। বাচস্পত্য অভিধান রচনার সময়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় পণ্ডিত

কৃষ্ণকমলের নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাইয়াছিলেন। "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" পুস্তকখানির আদর হইল না দেখিয়া তিনি অকারণ বিদ্যাসাগরের উপর অভিমান করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সাহিত্যিক প্রদর্শনীতে এই বইখানি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। একখানি সাময়িক পত্রিকায় তিনি মূল ফরাসী হইতে Paul Virginia উপন্যাসখানিকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ রায়ের দুই ছেলে হরিমোহন ও প্যারীমোহনের গৃহশিক্ষক প্রথমে কবি হেমচন্দ্র ও পরে কৃষ্ণকমল বাবু হইয়াছিলেন। হিতবাদী কাগজের তিনি সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সময়ে ঐ কাগজে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। মহাকবি কালিদাসের সম্বন্ধে তিনি একখানি বই লিখিয়াছিলেন, তাহা এক Publisherএর হাতে হারাইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কবি-গুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। একটি কবিতায় বিহারীলাল তাঁহাকে "সখা সহৃদয়" বলিয়া সম্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর চিন্তাহরণ বাবু বলিলেন যে, স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল বাবু পরিষদের প্রথম যুগের সদস্য। পরে তিনি বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সে যুগে তিনি একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন; বর্ত্তমান যুগে তিনি একরূপ অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক জীবন ভাল করিয়া জানিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের দরকার। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁহার ছাত্রেরা বলেন যে, তিনি কাব্যাদি অধ্যাপনাকালে যে সকল কথা বলিতেন, তাহা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাঁহার সমগ্র রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন, আমি রিপন কলেজে তাঁহার ছাত্র ছিলাম। তিনি একজন তেজীয়ান্ ও অভিমানী ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃতিবাদ অভিধান রচনায় তাঁহার অনেকখানি হাত ছিল। তিনি পণ্ডিতগণের নিকট "বিদ্যাম্বুধি" উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার 'আরাধনী' নামে এক স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছিল।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার জন্য শোকপ্রস্তাব উপস্থিত করিলে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

(খ) দুর্গাদাস লাহিড়ী

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় আজীবন সাহিত্য সেবা করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। 'বঙ্গবাসী,' 'অনুসন্ধান', 'সাহিত্য-সংবাদ' প্রভৃতি সম্পাদন ও বৈষ্ণব পদাবলী সম্পাদন প্রভৃতি বহু কার্য্যই তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'চতুর্ব্বেদ' প্রধান কীর্ত্তি। ইহার উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকিলেও ইহাতে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। 'পৃথিবীর ইতিহাস' তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় জীবন কাটাইয়া ও ধনী না হইয়াও তিনি এই সকল বহু ব্যয়-

সাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি একটি নিজস্ব ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সকল শ্রেণীর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন হাওড়াতে অনুষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যমে ও চেষ্টায়। এককালে তিনি পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই কর্ম্মীর পরলোকগমনে দেশের ও বঙ্গসাহিত্যের ক্ষতি হইল।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার জন্য শোকপ্রস্তাব উপস্থিত করিলে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

(গ) শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, শ্যামসুন্দর দেশের জন্যই বাঁচিয়া ছিলেন। মানুষকে তিনি যে কত ভাল বাসিতেন, তাহা তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বিশেষভাবে জানেন। প্রথম জীবনে তিনি 'প্রতিবাসী' নামে এক সুন্দর সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। যশোহরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব। মিস্ মেয়োর Mother India-র জবাব হিসাবে লিখিত তাঁহার My Mother's Picture গ্রন্থে ভারতীয় সভ্যতাকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্যামসুন্দর এ যুগে রাজনীতিক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন; সে কথা বলিবার এ স্থান ও ক্ষেত্র নয়। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার দান কম নহে। চিরদিন অভাবগ্রস্ত হইলেও তিনি বীরের মত নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার জন্য শোকপ্রস্তাব উপস্থিত করিলে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

১৬ই আশ্বিন ১৩৩৯, ২রা অক্টোবর ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয়-লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নবাবিষ্কৃত পদ'।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয় তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নবাবিষ্কৃত পদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয় বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি একখানিই পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর দেশে নানা আন্দোলন উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলিলেন, এই গ্রন্থ প্রামাণিক নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আলোচনার ফলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে কালে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথির সমাদর হইত, তাহারও নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা হইতে দুইখানি পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুথিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার মত ভাষা ও তদনুরূপ ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রামাণিকতা প্রতিপাদনের বিশেষ সাহায্য হইল। কৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কার বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা বড় কাজ। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় এজন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তার পর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কারের দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার হইয়াছে। পুথিখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহা ডান দিক্ হইতে বামে শেষ হইয়াছে। এ শ্রেণীর পুথি নূতন।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু বলিলেন (প্রবন্ধের সহিত মন্তব্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা ও তাহাই পরিষৎ হইতে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু কবে উহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। স্বর্গীয় রাখাল বাবু বলিতেন, উহা ১৪শ শতকের, সুনীতিবাবু বলেন ১৫শ শতকের, ডাঃ সুশীল দে বলেন ১৪শ শতকের। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস কবে লিখিয়াছেন, তাহা জানা গেল না। তবে প্রাক্‌চৈতন্য যুগে যে লিখিত, তাহা মানিয়া লইতে হয়। বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষিণীতে আছে, চৈতন্যদেব দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড শুনিতেন। একাধিক চণ্ডীদাসের পরিচয় নানাভাবে পাওয়া যাইতেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদনকালে এ সকল বিষয় যত্নের সহিত লক্ষ্য করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি আবিষ্কারের পর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবুর এই দুই পুথি আবিষ্কার একটা বড় কাজ।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, ৪০ বৎসর আগে এ ধরণের আলোচনা ছিল না। চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া বাজারে যে পদগ্রন্থ বাহির হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়াই তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি—এমন কি, প্রধান কবি বলিয়া জ্ঞান করিতাম। কৃষ্ণকীর্ত্তন লইয়া ২০ বৎসর আলোচনা চলিয়াছে; আরও চলিবে।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।